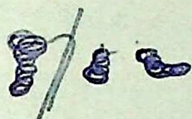
শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা
তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ



ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

(চতুর্থ খণ্ড)



শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত
শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা
তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

 মূল্য—৭.৫০ (টাকা)

প্রকাশক :

ব্রজবিদেহী-মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত

শ্রী ১০৮ স্বামী জানকীদাসজী কঠিয়া বাবা

প্রাপ্তিস্থান :

১। কাঠিয়া বাবার আশ্রম।
পোঃ সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা।

২। মহেশ লাইব্রেরী।
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

৪। শ্রীনিত্যানন্দ মিত্র
৫।১।১।২ বি সিকদার বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ, ইং ১৯৭০

মুদ্রাকর :

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭/এ যোগীপাড়া বাই লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

"শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড "শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন-প্রণালী" গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ ও প্রথমভাগ একসঙ্গেই প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনকথা, তাঁহার আবির্ভাব কাল ও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও দশশ্লোকী (বেদান্তকামধেনু) বঙ্গানুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্বার্কের রচিত ঐ দুইটি মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীনিম্বার্কের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণের প্রাথমিক ধারণা ভালরূপই হইতে পারিবে। গ্রন্থের এই দ্বিতীয় ভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের রচিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, মোক্ষ ও সাধনপ্রণালীর সম্বন্ধে বিস্তৃত দার্শনিক বিচার ও আলোচনা করা হইল। ব্রহ্ম ও জীব জগতের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদাভেদসম্বন্ধ শ্রীনিম্বার্ক প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদেরও (দ্বৈতাদ্বৈত বাদেরও) শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রমূলে বিস্তৃত যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন ও প্রতিষ্ঠা এই দ্বিতীয়ভাগে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, গ্রন্থের এই দ্বিতীয়-ভাগ দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিচার-বিশ্লেষণাত্মক হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যোপদিষ্ট সাধনপ্রণালীও সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে এবং শ্রীনিম্বার্কের জীবনে, তাঁহার কথায় ও কার্য্যাবলীতে যে ধর্ম্ম ও দার্শনিকতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হই-য়াছে, তাহা ইহার দ্বারা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। গ্রন্থের এই প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে শ্রীনিম্বার্কের জীবন ও বাণীর একটি সমগ্র পরিচয়—একটি সর্ব্বাঙ্গীন রূপ পরিস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি ইহা পাঠে পাঠকপাঠিকাগণের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইবে এবং তঁহারা শ্রীনিম্বার্ক সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আলোকই প্রাপ্ত হইবেন। ইতি

বিনীত গ্রন্থকার।

—বিষয়-সূচী—

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ হরিঃ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী

—০০—

চতুর্থ খণ্ড

—০০—

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ

—০০—

প্রথম অধ্যায়

॥ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারনির্ণয় ॥

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের জীবনী, তাঁহার অবির্ভাবকাল ও তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর মূল ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রচিত "বেদান্তপারিজাত-সৌরভ" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও বেদান্তকামধেনু (দশশ্লোকী) গ্রন্থও বঙ্গানুবাদ সহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহার দ্বারা তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ অবহিত হইতে পারিবেন। অতঃপর গ্রন্থের এই দ্বিতীয়ভাগে সেই মূলগ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীনিম্বার্কমতে ব্রহ্ম, জীব, জগৎ, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ (দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত), মোক্ষ ও মোক্ষলাভের সাধন প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার প্রবর্ত্তন করিয়া এই সকল বিষয়ে নিম্বার্ক সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে জিজ্ঞাসুর যে সকল যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। তৎপর ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে।

কোনও কিছুর যথার্থতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসার উদয় হইলে সেই জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর যাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যায়, তিনিই গুরু। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা যদি ঐকান্তিক হয়, তবে তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভের তিনিই যথার্থ অধিকারী। শাস্ত্রপাঠে অধিকার নির্ণয়ই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অনধিকারীকে শাস্ত্রোপদেশ—শুধু শাস্ত্রোপদেশ কেন, অন্য উপদেশও উষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া থাকে। তাই ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

"বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ"

—বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি উষর ভূমিতে বিদ্যা বপণ করিবেন না (অনধিকারি-পাত্রে বিদ্যাদান করিবেন না)। পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে :—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি, ত্বং মাং পালয়, অনর্হতে মানিনে নৈবমাদা, গোপায় মাং শ্রেয়সে তেঽহমস্মীতি।"

—বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে পালন কর। অযোগ্য এবং দাম্ভিক পাত্রে আমাকে দান করিবে না। আমাকে (সাবধানে) রক্ষা কর। আমা হইতে তোমার মঙ্গল সাধিত হইবে। মনুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—

"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ২।১১০

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ ॥ ২।১১৩

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তথাস্যাং বীর্য্যবত্তমা ॥ ২।১১৪

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে ॥ ২।১১৫

—অজিজ্ঞাসিতভাবে কাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। কেহ (ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রশ্নধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন ক্রমে) অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। জ্ঞাত থাকিলেও মেধাবী পুরুষ লোকমধ্যে (উক্ত স্থানে) মূকের ন্যায় আচরণ করিবেন। ব্রহ্মবাদী পুরুষ বরং বিদ্যার সহিত শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি ঘোর আপৎকাল উপস্থিত হইলেও উষর ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না। বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার অমূল্য ধন, আমাকে রক্ষা কর। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিতে আমাকে অর্পণ করিবে না, তাহা হইলেই আমার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাঁহাকে নিয়ত শুচি ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে এবং যিনি নিধিরক্ষকের ন্যায় সর্ব্বদা প্রমাদবিহীন হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, এরূপ ব্রাহ্মণের হস্তে আমাকে প্রদান করিবে।"

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে ইহাই উক্ত হইল যে বিদ্যাগ্রহণের অধিকার অর্জ্জন করিয়া তৎপর শ্রীগুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণের পূর্ব্বে অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রেই বেদব্যাস বলিয়াছেন।

॥ প্রথম সূত্রে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের উপদেশ ॥

শুধু যে অধিকার অর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করার কথাই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রে বলিয়াছেন, তাহাই নহে, তাহাতে অনুবন্ধ চতুষ্টয়েরও উপদেশ করিয়াছেন। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলে। শাস্ত্রোপদেশের প্রারম্ভেই এই অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কারণ অনুবন্ধ চতুষ্টয় জ্ঞাত না হইলে, সেই শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্তি হয় না।

এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের দ্বারা অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

'অথ' শব্দের অর্থ 'অনন্তর'। কিসের অনন্তর তাহা বলিতে গিয়া আচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ক্ষয়ত্ব ও অক্ষয়ত্ববিষয়ক বিবিধ বাক্যার্থের বিচার দ্বারা চিত্ত সংশয়াবিষ্ট হইলে ধর্ম্মমীমাংসা পাঠ ও বিচার দ্বারা কর্ম্মের স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাহার ফলের জ্ঞানলাভ হওয়ার অনন্তর।"

'অতঃ' পদের অর্থ 'এই হেতু'। কি হেতু? তাহার উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—"তখন কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সান্তত্ব, সাতিশয়ত্ব, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তত্ব, নিরতিশয়ত্ব ও মোক্ষজনকত্ব বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বৈরাগ্য উপজাত হইলে ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া মুমুক্ষু হওয়া হেতু।"

ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের ইচ্ছা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থ বলিয়াছেন—"যিনি স্বভাবতঃ অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বৃহত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ), ব্রহ্মশব্দাভিধেয় সেই পুরুষোত্তম বিষয়ে জিজ্ঞাসা।"

অতএব মুমুক্ষুই (ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট) ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী, ব্রহ্মই বিষয়, বিষয় বিষয়িভাবই সম্বন্ধ এবং ভগবদ্ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষই প্রয়োজন।

অতএব "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রে যে অনুবন্ধ চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, আচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুমুক্ষুই যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, যথা—'মুমুক্ষুর্ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ'—মুমুক্ষু হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে। "মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং

প্রপদ্যে' (শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)—আমি মুমুক্ষু হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি ইত্যাদি।

মোক্ষই প্রয়োজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই লাভ করা যায়। মুণ্ডক শ্রুতি তাহাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুঃ উঃ ২।২।৮)

—পরাবর (কার্য্যকারণাত্মক) পরমাত্মার দর্শন (জ্ঞান) হইলে কামনাবাসনাদিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরমাত্মার দর্শন হইলে জীব কামনাবাসনাশূন্য, সর্ব্বসংশয়হীন ও (প্রারব্ধ ভিন্ন) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধনমুক্ত হন।

মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।৩ শ্রুতিতেও এই কথাই বলা হইয়াছে, যথা—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

—যখন বিদ্বান্ সাধক জ্যোতির্ম্ময়, জগৎকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারও স্রষ্টা পরমপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বক্লেশরহিতাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত পরমসাম্য (মোক্ষ) লাভ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা অন্যত্র শ্রুতি আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথা—

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (শ্বেঃ উঃ ৩।১)

—ব্রহ্মকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত স্বরূপ (মুক্ত) হন। অতএব মোক্ষের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান অপরিহার্য্য। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" (শ্বেঃ উঃ ৩.৮)

—তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায়। ইহা ছাড়া মোক্ষ লাভের অন্য কোনও পথ নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে যে মোক্ষলাভ হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানই যে মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু, তৎসম্বন্ধে আরও একটি শ্রুতিবাক্য এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

"যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥" (শ্বেঃ উঃ ৬।২০)

—যখন মানবগণ (শরীরের) চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে (বস্ত্রাদির দ্বারা) বেষ্টন করিতে পারিবে, তখনই দেবকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়াও দুঃখের বিনাশ (মোক্ষলাভ) করিতে পারিবে। মূল বক্তব্য হইল—অপরিচ্ছিন্ন আকাশকে যেমন আবৃত করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিও অসম্ভব।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মোক্ষের হেতু হওয়ায় শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য (শ্রীগুরুর নিকট) ব্রহ্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (৮।৭।১)—ব্রহ্ম কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে। "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৭।১৩।১)—ভূমা বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবে। এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মই যে জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য, তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল বাক্য অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—মুমুক্ষু অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক গুণশক্ত্যাদির দ্বারা বৃহত্তম ব্রহ্মবিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবে। অতএব ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ প্রয়োজন হওয়ায় মুমুক্ষুই অধিকারী—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় এবং অধিকারীর জন্য শাস্ত্র

প্রণয়নও সঙ্গত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মের শাস্ত্র—বিষয়ত্ব এবং বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধও সিদ্ধ হয়। অতএব দেখা গেল "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সর্ব্বপ্রথম সূত্রে বেদব্যাস উপরোক্ত অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

॥ নিম্বার্ক দর্শনে ব্রহ্মস্বরূপ ॥

ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্র মূলে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন যে—১। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। এই স্বরূপে তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘাদি এবং কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম বর্জ্জিত। সুতরাং তিনি এক অদ্বিতীয়। এই স্বরূপেই তিনি নির্গুণ, অক্ষর ইত্যাদি নামে আখ্যাত হয়েন।

২। আবার সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই অচিন্ত্য বিচিত্র সংস্থান সম্পন্ন অনন্ত নামরূপ বিশিষ্ট এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, তিনিই এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বরূপী। এইরূপে তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়।

৩। আবার সেই ব্রহ্মই স্বয়ং স্বীয় স্বরূপগত চিৎকে অনন্তরূপে প্রসারণ করিয়া আপনস্বরূপ হইতে প্রকাশিত এবং অভিন্ন এই অনন্ত জগতের বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক অংশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রবিষ্ট তাঁহার চিদংশই জীব নামে আখ্যাত হয়েন।

৪। আর ব্রহ্ম যে অনন্ত নামরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন এবং যাহার প্রত্যেক অংশে তিনি ভোক্তা জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই নাম জগৎ। এই চতুর্ব্বিধরূপে ব্রহ্ম পূর্ণ। এক্ষণে ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ রূপ সম্বন্ধে শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও তাহার নিম্বার্ক ভাষ্যাদি প্রমাণ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি—

অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রমাণ যথা :— তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন :— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) —ব্রহ্ম সত্য (সৎ) স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অনন্ত। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"(তৈঃ ৩.৬)—ভৃগু,পিতা বরুণের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে করিতে সর্ব্বশেষে জানিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"……তৈঃ (২।৭) —পরমাত্মা রস (আনন্দ) স্বরূপ, ঐ রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীবও আনন্দময় হইয়া যান। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলিয়াছেন :— "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) (ব্রহ্ম বিজ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ "স্বরূপ। ইহার দ্বারা ব্রহ্ম যে সৎ, চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দস্বরূপ তাহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি প্রদর্শন করিলেন।

ঈশ্বর স্বরূপে শ্রুতি প্রমাণ যথা—তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি·······তদ্‌ব্রহ্ম।" (তৈঃ ৩।১)—যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, যাঁহাতে লীন হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হয়; তিনিই ব্রহ্ম। এই শ্রুতিতে তাঁহাকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা বলায় তাঁহাকে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ইহা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥"
(শ্বেঃ ৬।১৬)

—সেই পরমাত্মা এই বিশ্বের কর্ত্তা এবং এই বিশ্বের সমস্তই তিনি জানেন, তিনি সকলের আত্মা ও কারণ এবং জ্ঞাতা, তিনি কালেরও কর্ত্তা, গুণী অর্থাৎ সমস্ত গুণের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, প্রধান (প্রকৃতি) ও জীবের পতি (নিয়ন্তা), সমস্ত গুণের অধিষ্ঠাতা, সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধের কারণ।

এইরূপ বহু শ্রুতি ব্রহ্মের এই ঈশ্বর স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণময় ও সর্ব্বনিয়ন্তা, ইহা শ্রুতিবাক্যসমূহে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সার সঙ্কলন করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের ১।১।১ সূত্রে বলিয়াছেন—"অনন্তাচিন্ত্য—স্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্‌বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া"—যিনি তাঁহার অনন্ত, অচিন্ত্য ও স্বাভাবিক স্বরূপ-গুণ-শক্তি প্রভৃতির দ্বারা সকল দিক্ হইতেই বৃহত্তম (যাঁহা অপেক্ষা কোন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম আর কিছুই নাই) সেই রমাকান্ত পুরুষোত্তমই ব্রহ্মশব্দের অভিধেয় (বাচ্য) এবং তাঁহাকেই জানিবার জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিতে হইবে।

ব্রহ্ম সূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২)—এই সূত্রেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তগুণযুক্তরূপেই ব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন— "অস্যাচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয়নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতোভবন্তি তদেব পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনবিষয়ং ব্রহ্ম।"—এই অচিন্ত্য বিচিত্র সংস্থানসম্পন্ন অসংখ্য নাম ও রূপাদির আশ্রয় অচিন্ত্যস্বরূপ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সর্ব্বজ্ঞাদি অনন্ত গুণের আশ্রয়, ব্রহ্মা শিব ও কালাদিরও নিয়ন্তা ভগবান্ হইতে হয়; তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ব্বসূত্রে যে ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তিনিই সেই ব্রহ্ম।

শ্রী নিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যও তাঁহার 'বেদান্ত কৌস্তুভে' এই ১।১।২ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারণাৎ সর্ব্বনিয়ন্তুর্ভগবতঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং

ব্যাকৃতস্য....সৃষ্টিস্থিতিলয়মোক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে তদ্ ব্রহ্ম, তদেব মুমুক্ষুভি র্জিজ্ঞাস্যম্"—যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম (একমাত্র) কারণ সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম হইতে নামরূপের দ্বারা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও মোক্ষ প্রবর্ত্তিত হইতেছে; তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার বিষয়েই মুমুক্ষু জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি কেহ ব্রহ্মের এইরূপ জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্য বেদব্যাস স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন "সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ জীবাত্মার ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং দেবাদিরও যখন বিচিত্র সৃষ্টি রচনা দৃষ্ট হয় তখন সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান জগৎকারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে?" (২।১।২৭ ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ বলায় ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের যে অন্য কোনরূপ কারণ নাই, ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ—উভয়ই, তাহাও বলা হইল। ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ, তাহা ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাঃ—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্র.সূ. ১।৪।২৩) সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ, তাহা হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হয়। প্রতিজ্ঞা যথা—"তুমি সেই উপদেশ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?" দৃষ্টান্ত যথা—হে সৌম্য! যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান হইলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তুরই বিজ্ঞান হয়। (ছা. ৬।১।৩।৪) *

---

* প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারান্নিমিত্তকারণঞ্চ পরমাত্মৈব।" উত তমাদেশ মপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং ভবত্যবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি প্রতিজ্ঞায়াঃ, "যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" ইতি দৃষ্টান্তস্য চ সামঞ্জস্যাৎ। (নিম্বার্কভাষ্য)

এই শ্রুতিতে এক ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায় বলায় ব্রহ্মকেই উপাদান কারণও বলা হইল। এই সূত্রের পরের ১।৪।২৪ ব্রহ্মসূত্র হইতে ১।৪।২৬ পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্রে ও ইহাদের নিম্বার্ক ভাষ্যে ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।* শ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে পৃথক্ পৃথক্ রূপেও নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ বলিয়াছেন। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব, তৎপর তিনি তেজ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন।" শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন "যাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, "তিনি জগৎসৃষ্ট্যাদি করিয়া তদতীত রূপে বর্ত্তমান আছেন", ইত্যাদি। এই শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন।† আবার—"মাকড়শা যেমন নিজের শরীর হইতে সূত্র সৃষ্টি করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে লীন করিয়া লয়, যেমন পৃথিবী হইতে স্বতঃই ওষধিসমূহ জাত হয়, যেমন পুরুষের দেহ হইতে স্বতঃই কেশ, লোম ইত্যাদি উদ্ভূত হয় তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়।" "যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধভাব (বিশ্ব) উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই লয় হয়।" "যেমন একই মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞান হইলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তুরই বিজ্ঞান হয়" ইত্যাদি

---

* "অভিধ্যোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৪), "সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৫), "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬) এই সকল ব্রহ্মসূত্র ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি (ছাঃ উঃ ৬।২-৪) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"…(তৈঃ উঃ ভৃগুবল্লী ১।২) "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২) "নেতি নেতি, ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (বৃ ২অঃ ৩য় ব্রাঃ) "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" "ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২২)।

শ্রুতিতে* এবং ১।৪।২৩ হইতে ২৭ ব্রহ্মসূত্রে× ব্রহ্মকে উপাদান কারণও বলিয়াছেন।+ ব্রহ্মই এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ হওয়ায়, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার যেমন উপাদান কারণরূপ পৃথক্ বস্তু মৃত্তিকার দ্বারা ঘটের সৃষ্টি করেন, ব্রহ্ম তদ্রূপ নিমিত্ত কারণ হইয়া তাঁহা হইতে কোন পৃথক্ উপাদান কারণরূপ বস্তুর দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন না। কারণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই,৭ অতএব ব্রহ্ম নিজেই নিমিত্ত কারণ হইয়া উপাদান রূপী নিজেকেই বিশ্বরূপে সৃষ্টি করেন বলাতে ইহাই বলা হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপপূর্ব্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন অর্থাৎ স্বীয় অবিকৃত রূপে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি নিজেই জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ১।৪।২৬ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি নিজেই

---

*"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ (মুণ্ডক ১।১।৭)।" "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি" ॥ (মুণ্ডক ২।১।১)

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)ইত্যাদি। "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"……(ছান্দোগ্য ৬।১।৪)।

× ১।৪।২৩ হইতে ২৬ সূত্র পূর্ব্বেই ফুট্‌নোটে উদ্ধৃত করিয়াছি; ১।৪।২৭ সূত্র হইল—"যোনিশ্চ হি গীয়তে"।

+ ২। ১। ১৪ হইতে ২। ১। ১৯। সূত্র পর্যন্তেও ব্রহ্ম হইতে জগৎকে অনন্য বলায় ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে।

৭ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১, বৃঃ ৪।৪।১৯), "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" (শ্বে. ৩।৯) "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্" ॥ (ভাঃ ২।৯।৩২) "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্" (গীতা ১০।৩৯) "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ—পরং যৎ" গীতা ১১।৩৭)।

নিজেকে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিলেন।× তিনি অনন্ত জগদাকারে পরিণমিত (প্রকাশিত) হইয়া জগতের প্রত্যেক অংশে জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান আছেন। জীবরূপে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন, সেজন্য জীবরূপে বদ্ধ হয়েন এবং ঈশ্বররূপে জীবসমূহের ও জগতের ভরণ ও নিয়মন করেন। সেই বদ্ধজীব যখন উপসনার দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়েন তখন ঐ জীব সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।*

ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত রূপে অবস্থিত থাকিয়াও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেন বলিয়া যে বলা হইল, তাহা কিরূপ তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব (শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ) তাঁহার ব্যাখ্যাত বেদান্ত দর্শনে প্রদর্শন করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

একখণ্ড প্রস্তরকে খুদিয়া তাহা হইতে কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি ইচ্ছানুরূপ প্রকাশ করা যায়; কিন্তু ঐ প্রস্তরখণ্ডকে উক্তপ্রকারে খুদিবার পূর্ব্বে তৎসমস্ত মূর্ত্তিই সম্পূর্ণাবয়বে ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত এক হইয়া উহার অন্তর্নিহিত রূপে বর্ত্তমান থাকে। খোদনকার্য্যের দ্বারা ঐ সকল অন্তর্নিহিত রূপের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটেনা, কেবল সেই সমস্ত রূপ দৃষ্ট হইবার পক্ষে প্রস্তরের যে সকল অংশ অন্তরায়রূপে অবস্থিত থাকে, তাহাই খোদনকারী ভাস্কর অপসারিত করে। সুতরাং প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে মূর্ত্তিসকল ঐ প্রস্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্নই থাকে।

× "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬), "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেন শক্তিমতা কৃতিমত্তা পরিণতমেব ভবতি" (নিম্বার্ক ভাষ্য)। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত (তৈঃ ২।৭)।

* সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব'পাশৈঃ।। (শ্বে. উ. ১।৮)

যদি কোনও দ্রষ্টা তাহার দৃষ্টিশক্তিকে ঐ রূপময় অংশেই সীমাবদ্ধ করিয়া নিবিষ্ট করিতে পারে, তবে খোদন কার্য্য বিনাও তাহার দৃষ্টিতে ঐ সকল রূপ অবিকৃত প্রস্তরের মধ্যেও প্রতিভাত হইতে পারে। অতএব প্রস্তরের রূপ সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত থাকিয়াও ঐ প্রস্তর নানারূপবিশিষ্ট বলিয়া দৃষ্ট হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রস্তরের দ্রষ্টা অবশ্য প্রস্তর হইতে ভিন্ন। যদি ঐ ভিন্নরূপসকল দর্শন করিবার শক্তি, যাহা দ্রষ্টার আছে, তাহা প্রস্তরেই সংযুক্ত থাকা মনে করিয়া লওয়া যায়, তবে প্রস্তরই অবিকৃত প্রস্তররূপে থাকিয়াও আপনাকে অনন্তরূপবিশিষ্টরূপে দর্শন করিতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্মই দ্রষ্টা—ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট, আবার তিনিই দৃশ্য-স্থানীয় ; সুতরাং তিনি এক অবিকৃতরূপে থাকিয়াও নিজেকে অনন্ত রূপে যে দর্শন করেন তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। এইরূপ বুঝিয়া লইলে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সমঞ্জসীভূত হয়। (বেদান্ত দর্শন, ৩য় সংস্করণ ৮৭-৮৮ পৃঃ)

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার ফল এই যে, জগৎ ও জীব উভয়ই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন কিছু নহে ; পরন্তু জগৎ ও জীব মাত্রই ব্রহ্ম নহেন, এতদুভয় তাঁহার শক্তিরূপ অংশমাত্র। এই উভয়বিধ শক্তির আশ্রয়রূপে তিনি ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্মের যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনাকে জগদ্‌রূপে প্রকাশিত করেন, তাহার নাম মায়াশক্তি। এই শক্তি তাঁহার অঙ্গীভূতা—আত্মভূতা শক্তি, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩য় শ্লোকে "দেবাত্মশক্তিং" শব্দের দ্বারা শ্রুতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ উপনিষদেই "মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" বাক্যে ঐ মায়ারই নাম যে প্রকৃতি তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাও সর্ব্বশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ম অঃ ১৪শ শ্লোকে ভগবান্ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া" বাক্যে তাঁহার স্বরূপভূতা মায়াকে "গুণময়ী"

বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। জীবের বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি বিষয় ও পঞ্চমহাভূত এই সমস্তই প্রকৃতির (মায়াশক্তির) রূপান্তর। অতএব সর্ব্ববিধ শক্ত্যাশ্রয়রূপে ব্রহ্মকে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির অতীত অগোচর বলিয়া শ্রুতি এবং অপর সর্ব্ববিধ শাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ হইলেও ব্রহ্ম ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন; এতাবন্মাত্রই (জগৎ ও জীব মাত্রই) তিনি নহেন, তাহা শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাস যে স্পষ্টরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম উপদেশ করিতে গিয়া সর্ব্বশেষে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সত্যের সত্য; প্রাণসকল সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম তাহাদিগেরও সত্য। অতঃপর ২য় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রিয়, দেবতা ও ঋষির বিষয় বর্ণনা করিয়া তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথম বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবা মূর্ত্তঞ্চ" (ব্রহ্মের দুইটি রূপ আছে; একটি মূর্ত্ত, অপরটি অমূর্ত্ত) ইত্যাদি। অতঃপর ৪র্থ বাক্য পর্য্যন্ত ঐ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের নামান্তর বর্ণনা করিয়া স্থূল ক্ষিতি, অপ্ ও তেজকে মূর্ত্তরূপ এবং সূক্ষ্ম, মরুৎ ও ব্যোমকে অমূর্ত্ত রূপ বলিয়া, ৫ম বাক্যে দক্ষিণ অক্ষিস্থ পুরুষ, যাঁহার দৃশ্যস্থানীয় এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই উভয়রূপ (যাঁহার দর্শনের জ্ঞানের বিষয়রূপেই ইহাদের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়) তাঁহাকে ইহাদের রস অর্থাৎ সার বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরে ৬ষ্ঠ বাক্যের শেষ ভাগে এই দুই রূপ হইতে ভিন্ন তদতীত রূপ যে ব্রহ্মের আছে তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলিলেন :— "অথাত আদেশো নেতি নেতি; ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।"

—পরন্তু এই তৃতীয় ব্রাহ্মণোক্ত পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তামূর্ত্তাদি রূপসকল ১ম ব্রাহ্মণোক্ত "সত্যের সত্যরূপ নহে,' ঐ সত্যের সত্য রূপকে নির্দ্দেশ

করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—অতঃপর ব্রহ্মের অবশিষ্টরূপকে "নেতি নেতি" বাক্যের দ্বারা উপদেশ করা হয় (অথাত আদেশো নেতি নেতি)। ইহা (পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ) হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ যে ব্রহ্মের নাই এইরূপ নহে—ইহাই 'নেতি' বাক্যের অর্থ (নহি এতস্মাৎ অন্যৎ পরমস্তি ইতি ন ইতি)। অতএব ইহাই 'সত্যের সত্য' নাম ধারণ করে (অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যং)। প্রাণ সকলও সত্য বলিয়া বর্ণিত হয় (প্রাণা বৈ সত্যম্)। কিন্তু এই সকল প্রাণেরও সত্য (সারবস্তু) এই সর্ব্বশেষে বর্ণিত 'রূপ' ইহা সত্যের সত্য (তেষমেষ সত্যম্)।

ইহাই যে শ্রুতিবাক্যের ফলিতার্থ তাহা ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনের নিম্নলিখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

(ব্র, সূ, ৩য় অ ২পা ২২শ সূ)

নিম্বার্কভাষ্যঃ—"কিং নেতি নেতী"-তি বাক্যং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চ"-ত্যাদিনা প্রকৃতং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপং প্রতিষেধ-ত্যথবা প্রকৃতরূপযোগাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিতি সন্দেহে রূপং প্রতিষেধতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে; প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি ততো ভূয়ো "ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তী"—ত্যাদিবাক্যশেষো ব্রবীতি।"

—"নেতি নেতি" (তিনি এই নহেন, এই নহেন) এই যে শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দারা ব্রহ্মের যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বিবিধ রূপ প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ নিষিদ্ধ হইয়াছে, অথবা তদ্দারা ব্রহ্মের ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপমাত্রত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে (অর্থাৎ এই স্থূল সূক্ষ্ম রূপ তাঁহার একদা নাই—এইকথা বলা হইয়াছে, অথবা তিনি তন্মাত্রই নহেন, ইহার অতীত হইয়াও আছেন এইরূপ বলা হইয়াছে ?) এই সন্দেহ নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপমাত্রত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই সকল রূপ

তাঁহার একদা নাই—শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় নহে, তিনি যে তন্মাত্রই নহেন, তাহার অতীত রূপেও বর্ত্তমান আছেন, তাহা প্রকাশ করাই পূর্ব্বোক্ত 'নেতি নেতি' বাক্যের অভিপ্রায়। কারণ ঐ 'নেতি নেতি' বাক্য বলিয়া শ্রুতি পুনরায় "ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" (ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার অপর রূপ নাই, তাহা নহে, অপর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে) এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের 'নেতি নেতি' বাক্যে অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তাদৃশ সর্ব্বাতীত রূপে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪);

নিম্বার্কভাষ্য।—"নামরূপে ব্যাকরবানী"-ত্যস্মিন্ কার্য্যেহপি পরস্য নামরূপনির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাদ্ধেতোঃ স্বোৎপাদ্যনামরূপভোক্তৃত্বা-ভাবাদ্ ব্রহ্ম অরূপবস্তবতি। অতো দোষগন্ধাহনাঘ্রাতং ব্রহ্ম।

—"তিনি নাম ও রূপ প্রকাশ করিলেন" শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায় নাম ও রূপ প্রকাশ করা ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। নাম ও রূপের প্রকাশক ব্রহ্ম তাহাদের অতীত। নিজের প্রকাশিত নাম ও রূপ বিশিষ্ট বস্তুর ভোক্তা না হওয়ায় ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট নহেন। সুতরাং তাঁহাতে দোষগন্ধের লেশমাত্র থাকিতে পারেনা।"

ব্রহ্মের সর্ব্বাতীতত্ব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই আলোচিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মের স্বরূপ কীদৃশ তাহাই দেখা যাক্। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে চাহিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন—যাঁহা হইতে ভূতগ্রাম জাত, যাঁহার দ্বারা জীবিত এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম। তুমি তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ রূপে অবগত হইতে চেষ্টা কর। অতঃপর তিনি তপস্যা করিয়া ক্রমশঃ অন্ন, প্রাণ, মন এবং বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবার পর সর্ব্বশেষে পিতার আদেশে পুনরায় তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ, আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতগ্রাম জাত, আনন্দেই জীবিত থাকে এবং অবশেষে

আনান্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত উপনিষদে "রসো বৈ সঃ" বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে রসস্বরূপও বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমাবিদ্যা প্রকরণেও "ভূমৈব সুখম্" বাক্যে ভূমা-ব্রহ্মকে সুখ (আনন্দ) স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাসও ব্রহ্মকে "আনন্দময়" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া সূত্র করিয়াছেন। যথা—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥ (ব্রঃ সূঃ ১। ১। ১৩)

নিম্বার্কভাষ্য :— আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব নতু জীবঃ ; কুতঃ ? পরমাত্মবিষয়কানন্দপদাভ্যাসাৎ।

— (তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত) "আনন্দময়" শব্দের বাচ্য পরমাত্মা পরব্রহ্ম—জীব নহে; কারণ ঐ শ্রুতি আনন্দ পদ পরব্রহ্ম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী ১৪ শ সূত্র হইতে ২০শ সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মই যে শ্রুত্যুক্ত 'আনন্দময়' শব্দ বাচ্য তাহা ভগবান্ সূত্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম যে জ্ঞানময় (চিন্ময়), জড় নহেন, স্বীয় স্বরূপগত আনন্দের অনুভবকর্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, তাহাও তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই চিৎ শক্তির নামান্তরই ঈক্ষণ শক্তি। তাই ভগবান্ বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন—ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫)

(নিম্বার্কভাষ্য)।—সাংখ্যাভিমতমচেতনং প্রধানং তু অশব্দং শ্রুতিপ্রমানবর্জ্জিতম্, অতো নৈব জগৎকারণম্ ; জগৎকর্ত্তুশ্চেতন-ধর্ম্মস্যেক্ষণস্য শ্রবণাৎ।

—সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত অচেতন প্রধানের জগৎকারণতা শ্রুতি-প্রমাণ সিদ্ধ নহে। অধিকন্তু শ্রুতি স্পষ্টরূপে জগৎকারণের চেতন শক্তি (ঈক্ষণ শক্তি) থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রধানের ঈক্ষণ শক্তি না থাকায় তাহা জগৎকারণ নহে।

॥ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ॥

ঈক্ষণের (দর্শনের) দ্বিবিধ ভেদ আছে। প্রথম—রূপ সকলের যুগপৎ সমগ্রভাবে দর্শন। এইরূপ দর্শনকারীর ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়। আর ঐ রূপ সকলের পর পর ভাবে দর্শন দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন; এইরূপ দর্শনকারীর জীব সংজ্ঞা হয়। ব্রহ্মের এই ঈক্ষণের বিষয়রূপে অবস্থিত ঐ রূপ সকলকে জগৎ নামে আখ্যাত করা হয়।

ঈক্ষণ শক্তির প্রকাশ না হওয়ার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সৎ" বলা হইয়াছে। ইহাকেই ব্রহ্মের অক্ষরপাদ বলে। তাঁহার এই স্বরূপ কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। ঐ স্বরূপ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তিনি আছেন। "সৎ" শব্দের দ্বারা কেবল এই মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের অক্ষরপাদ বলিয়া আখ্যাত হয়। এই অক্ষরপাদকে অক্ষর ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম বলে। অতএব অক্ষর, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের যে শক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ এক অবিকৃত থাকিয়াও নানারূপে দৃষ্ট হয় এবং জীবের নিকট ঐ সকল রূপকে পর পর ভাবে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ করে, তাহাকে মায়া (প্রকৃতি) বলে। ঈশ্বর ঐ মায়াশক্তির আশ্রয় ও নিয়ন্তা। ঈশ্বর সর্ব্ববিধ রূপের সমগ্রভাবে যুগপৎ দ্রষ্টা (জ্ঞাতা) হওয়াতে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়।

ব্রহ্মের যে চতুষ্পাদ উপরে বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে প্রথম মূল অক্ষর পাদে ঈক্ষণের প্রকাশ নাই। তৎস্বরূপে তিনি একান্ত নির্ব্বিশেষ, অরূপী—অমূর্ত্ত। ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সাগরে মগ্নাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের ঐ চতুষ্পাদ সম্বন্ধে আর একটু পরিষ্কাররূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (১।১) – সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র সৎ (ব্রহ্মই) ছিলেন। তৎপর বলিয়াছেন—"নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ" অর্থাৎ তদবস্থায় অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। এই অদ্বৈতাবস্থা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও বলিতেছেন—

"যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"। (বৃঃ উঃ২।৪। ১৪।৩৪।৫।১৫)—যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই বর্ত্তমান থাকেন, দ্বিতীয় বস্তু কিছুই থাকে না—সমস্ত সৃষ্টি একরস হইয়া তাঁহাতেই বিরাজমান থাকে, তখন কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে অনুভব করিবে? যাঁহা দ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিবে, যিনি স্বয়ং একমাত্র বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে আর কে কি চিহ্ন দ্বারা জানিবে? অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সবিস্তার কিছু বলা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা চলে তিনি সদ্বস্তু—আছেন, 'নাই' নহেন, অর্থাৎ তখন তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। অতএব তিনি অনন্ত, পূর্ণাদ্বৈত। ব্রহ্মমাত্রই বস্তু। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন— "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১)।

—হে সৌম্য উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল। এই অবস্থায় ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, কোন বিশেষ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশিত করা যায় না। তাই কঠ—শ্রুতি ও বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" (কঠ ১। ৩। ১৫)

—তিনি শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত, রসরহিত গন্ধরহিত, নিত্য, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতেও মহৎ, ধ্রুব,—এইরূপ তাঁহাকে জানিয়া সাধক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব প্রত্যক্ষীভূত অথবা অনুমিত কোন বস্তুই তাঁহার সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো।" (বৃঃ উঃ ৪।২)—সেই আত্মা অগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গৃহীত নহেন—যাহা কিছু দৃশ্যানুমিত বস্তু, তিনি তদ্রূপ নহেন, কেবল 'ইহা নয় ইহা নয়' এই রূপেই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু আসলে তো তিনি 'নাস্তি' নহেন, তিনি সৎ। অতএব তাঁহার স্বরূপ বলিতে যাইয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপও অনন্ত। অধিকন্তু তিনি আনন্দস্বরূপও—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈঃ উঃ)—ভৃগু তপস্যার দ্বারা জানিলেন ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

অনন্ত রূপ বিশিষ্ট ঐ আনন্দের যুগপৎ অনুভব (দর্শন) কর্ত্তারূপটি তাঁহার দ্বিতীয় পাদ অর্থাৎ ঈশ্বরপাদ। এই ঈশ্বররূপে কোন ভেদবুদ্ধি নাই; ইনি নিত্য, সর্ব্বময়, অপরিবর্ত্তনশীল, অপরিছিন্ন এবং ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অগোচর। অতএব ঈশ্বরও অরূপী—অমূর্ত্ত। ব্রহ্মের আশ্রয়রূপের জ্ঞানের (দর্শনের) অভাব হইয়া কেবল রূপ সকলের জ্ঞাতারূপে যে স্থিতি তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার হিরণ্যগর্ভ নাম হয়; ইনি ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশিত রূপ এবং জাগতিক রূপ সকলের দ্রষ্টা, কিন্তু নিজ ব্রহ্মস্বরূপে তিনি জগদতীত বলিয়া জ্ঞাত থাকিলেও সেই স্বরূপের জ্ঞান তাঁহার নাই। তিনি বিশ্বরূপী। তাঁহার বিরাট দেহের অন্তর্গত জাগতিক সমস্তরূপ স্থূল সূক্ষ্ম সমগ্র প্রকাশিত জগৎ তাঁহার দেহ স্থানীয়। তাঁহার সমগ্র বিরাট দেহের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তম প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মের চিৎ কণা সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং তৎসমস্ত ব্রহ্মের অংশ এবং এক একটি বিশেষ জীব।

ব্রহ্মের আনন্দাংশ হইতে প্রকাশিত জাগতিক রূপ সকলকে তাঁহার চিদংশ হইতে পৃথক্ রূপে বর্ণনা করিলে তাহাকেই জড়জগৎ বলা হয়। আর আনন্দাংশসম্ভূত জগতের দৃশ্যস্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন অংশকে পর পর ভাবে দর্শনকারী যে ঈক্ষণ শক্তি তাঁহাকে দৃশ্যবর্গ হইতে পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিলে তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয়। এইরূপে অক্ষর, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই চতুষ্পাদ বিশিষ্ট ব্রহ্মই শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রুতির প্রতিধ্বনি বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥ (৬।৭।৪৭)

—মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধরূপ আছে, একদিকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অপরদিকে পর ও অপর। অর্থাৎ অমূর্ত্তরূপ দুই প্রকার—পর অমূর্ত্ত ও অপর অমূর্ত্ত; এবং মূর্ত্তরূপও দুই প্রকার—পর মূর্ত্ত ও অপর মূর্ত্ত।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই পুরাণে বেদব্যাস স্বভাবতঃই ব্রহ্মকে দ্বিরূপ বলিয়াছেন। স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না, অতএব নিত্য। শ্রুতিও ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বিশিষ্ট বলিয়াছেন। যথা—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—এই বিশ্ব অনন্তমস্তক পুরুষের এক পাদ অন্য তিন পাদ, (অক্ষর, ঈশ্বর ও জীব) অমৃত (মৃত্যুধর্ম্ম রহিত) চিদ্রূপে বর্ত্তমান।

এই শ্রুতিবাক্যে বিশ্বপাদ ও অন্য তিনটি পাদ, ব্রহ্মের এই মোট চারি পাদ থাকার কথা উক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বাক্যেও শ্রুতি ব্রহ্মের চারিপাদ থাকার কথা বলিয়াছেন যথা—

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ (শ্বেঃ উঃ ১।৭)

—এই পরব্রহ্মই বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাতে তিনটি (জীব, জগৎ ও ঈশ্বর, এই ত্রিতয়) সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনি অক্ষর রূপেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহার এই সকল ভেদ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন এবং জন্মমৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের চারিপাদ থাকার কথা বলিলেও, অক্ষর পাদ ভিন্ন অন্য তিনপাদের নামগুলির বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই। নিম্নলিখিত শ্রুতিতে তাহাও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা—
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ (শ্বেঃ উঃ ১।৯)

—জ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ) ঈশ্বর (সর্ব্বনিয়ন্তা) এবং অজ্ঞ (অসর্ব্বজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, অল্পজ্ঞ) অনীশ্বর (ঈশ্বরাধীন) জীব, উভয়ই অজ (জন্মরহিত) অনাদি (নিত্য) এবং ভোক্তার (জীবের) ভোগ্যার্থ প্রদায়িনী প্রকৃতিও জন্মরহিত (অনাদি-নিত্য)। যখন এই ত্রিরূপ ব্রহ্মকে আত্মা (জীব) প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনিও অনন্ত ও বিশ্বরূপ এবং অকর্ত্তা হয়েন (অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হয়েন)। এইরূপে শ্রুতি ব্রহ্মকে জগৎপাদ, জীবপাদ, ঈশ্বরপাদ এবং অক্ষরপাদ এই চতুষ্পাদে পূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃঃ আঃ ৫। ১। ১)

এই বাক্যে চতুর্ব্বিধরূপী হইয়াও ব্রহ্ম যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিত্য, নিষ্কল, পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, শ্রুতি ইহা স্পষ্ট রূপেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মের সহিত জীব ও

জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ইহাই। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যোপদিষ্ট এই দ্বৈতাদ্বৈত (বা ভেদাভেদ) সিদ্ধান্তের পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে।

॥ ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ—উভয়ই ॥

ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ (গুণ বিশিষ্ট)—সর্ব্বাশ্রয়রূপে গুণাতীত (নির্গুণ), আবার গুণবিশিষ্টরূপে সগুণ।

ভগবান্ বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই বলিয়াছেনঃ—যথা, "তদব্যক্তমাহ হি" (৩।২।২৩)

নিম্বার্কভাষ্য—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে"ত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মাব্যক্তমাহ।

—"চক্ষু অথবা বাক্ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না" ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) ব্রহ্মকে অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়াতীত) বলিয়াছেন। এই সূত্রে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে সগুণ তাহাও অন্য সূত্রে বলিয়াছেন, যথাঃ—

"সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ" (২। ১। ২৯)

নিম্বার্কভাষ্য—"পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে"—ত্যাদি শ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যুপেতা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি।

—সেই পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সমস্তই করিতে সমর্থ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই ব্রহ্মের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিকী শক্তি আছে।" এখানে শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিমত্তা বলায় তিনি যে স্বভাবতঃ (সুতরাং সর্ব্বদাই) সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার যে কখনও অভাব হয় না, তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মে যেমন সমস্ত শক্তি আছে, তদ্রূপ সমস্ত কারণধর্ম্মও যে তাঁহাতে আছে তাহাও ব্রহ্মসূত্রকার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথা :—

"সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" (২।১।৩৫)

নিম্বার্কভাষ্য—যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধাস্তেষাং সর্ব্বেষাং কারণধর্ম্মানাং ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তেশ্চাবিরোধসিদ্ধিঃ।

—যে যে ধর্ম্ম জগৎকারণে প্রসিদ্ধ আছে তৎসমস্ত কারণ-ধর্ম্মের ব্রহ্মেই উপপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বে বিরোধ নাই। এই সমস্ত ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সমস্ত কারণধর্ম্মের আশ্রয় বলায় ব্রহ্মকে সগুণও বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মসূত্রকারও ঐ সমস্ত সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মকে সগুণ ও নিগুর্ণ—উভয়ই বলিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন সূত্রকার একই সূত্রেও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব (সগুণত্ব ও নিগুর্ণত্ব—উভয়ই) বলিয়াছেন। যথাঃ—

"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (৩।২।১১)

নিম্বার্কভাষ্য—অকর্ম্মবশ্যত্বাৎ সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তিনোঽপি পরমাত্মনস্তত্র তত্র দোষা ন সম্ভবন্তীত্যুপপাদিতমেব; স্থানতোঽপি দোষাঃ পরস্য ন, যতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দ্দোষত্বস্বাভাবিকগুণাত্মকত্বাভ্যাং যুক্তমাম্নাতম্।

জীবের অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব প্রভৃতি হেতু ব্রহ্মে কোন দোষ সংস্পর্শ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; পরন্তু জীবের স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি স্থানে স্থিতি হেতুও ব্রহ্মকে কোন দোষ স্পর্শ করে না; কারণ শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার নির্দ্দোষত্বও স্বাভাবিক-গুণাত্মকত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম যে সগুণ ও নিগুর্ণ—উভয়ই ইহাই ব্রহ্মসূত্রকারের স্থির সিদ্ধান্ত দেখা গেল।

শ্রুতিও গুণী (সগুণ) ও নিগুর্ণ শব্দের দ্বারা স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে সগুণ ও নিগুর্ণ—উভয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি—
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।" (শ্বেঃ উঃ ৬। ১৬)

—তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিৎ, সকলের আত্মা, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বজ্ঞ, কালের কর্ত্তা, গুণী (সগুণ) ও সর্ব্ববিৎ।

আবার ইহাও বলিয়াছেন—

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬ ১১)

—তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল (একমাত্র অদ্বিতীয়) ও নির্গুণ।

স্মৃতিতেও ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ—উভয়ই বলিয়াছেন যথাঃ—

"নির্গুণায় গুণাত্মনে" (মহাভারত, শাঃ পঃ ৩৩৮ অঃ, ৩য় শ্লোক)

ভগবদ্ বাক্যও রহিয়াছে—"সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ....নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" (গীতা-১৩। ১৩-১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া।
যদস্তৌষীগুর্ণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥" (৩।৯।৩৯)

—(ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্!) লোক সমূহের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া তুমি যে গুণময় (সগুণ) ও নির্গুণ রূপে বর্ণনা করিয়া আমার স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক।

মাতা দেবহুতিকে কপিলদেবও ভগবান যে সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয়রূপ, তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥"

(ভাগবত ৩।৩২। ৩৬)

—আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা স্বপ্রকাশ, সগুণ ও নির্গুণ ভগবান্ অনুভূত হয়েন।

ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব (সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব) সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক

উপনিষদ্ বলিয়াছেন — "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" (বৃঃ উঃ ২।৩।১)

—ব্রহ্মের রূপ দুইটি—এক মূর্ত্ত, অপর অমূর্ত্ত ; এক মর্ত্ত্য (মরণ ধর্ম্মশীল), অপর অমৃত (মৃত্যুরহিত) ; এক স্থিত (গতিহীন), অপরটি যৎ (গতিশীল) এবং একটি সৎ (সর্ব্বদা বিদ্যমান—প্রত্যক্ষীভূত) অপরটি ত্যৎ (অপ্রত্যক্ষীভূত— সর্ব্বসময়ে পরোক্ষ)।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই পর্য্যন্তই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব নিরূপণ ॥

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র অনুসারে বর্ণিত ব্রহ্মের স্বরূপ, যাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, মনুষ্যগণের পক্ষে সেই স্বরূপের ধারণা ও ধ্যান করা দুঃসাধ্য। এইজন্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মই ভূভার হরণের জন্য ও ভক্তগণের পক্ষে ধ্যান, ধারণা, সেবা, পূজা ইত্যাদির নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত অর্জ্জুনোক্ত বাক্যে তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—

"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! ভক্তানামভয়ঙ্কর!
ত্বমেকো দহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ॥
ত্বমাদ্যপুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্॥
তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানামনন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥" (ভাগঃ ১।৭।
২২-২৫)

—(অর্জ্জুন বলিলেন-) হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে ভক্তগণের অভয়প্রদানকারিন্! একমাত্র আপনিই সংসার-তাপে তাপিত মানবগণের জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারের নাশক। আপনি সর্ব্বাদিপুরুষ, আপনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যেহেতু আপনি চিৎ শক্তির দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া কৈবল্যরূপ স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। সেই আপনিই স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত জীবগণের ধর্ম্মাদি লক্ষণ শ্রেয়োবিধান

করেন। পৃথিবীর ভার হরণেচ্ছায় এবং জ্ঞাতিগণের ও একান্ত ভক্তগণের নিরন্তর ধ্যানের জন্যই আপনার এই কৃষ্ণাবতার।

উদ্ধবও বলিয়াছেন—

" ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবান! স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ॥ (ভাগঃ ১১।১১।২৮)

—আপনি ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষ। আপনি স্বেচ্ছায় (স্বগণের ও ভক্তগণের ইচ্ছায়) নানাবিধ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। এক্ষণেও আপনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অতএব পূর্ণব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ। অতএব তিনি ভিন্ন জগতে অন্যকিছুই নাই। তাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥" (ভাগঃ ১০। ১৪। ৫৬)

—এই জগতে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই ভগবদ্‌ রূপ।

গোপাল তাপনীয় উপনিষদের প্রারম্ভেও "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন। ঐ উপনিষদে ইহাও দেখা যায় যে, ব্রহ্মাও স্তুতি করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপ, বিশ্বের স্থিত্যন্তকারী ইত্যাদি বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, যথা—

"ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(গোপালতাপনী পূর্ব্বভাগ ৪।৬)

ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ১)

—কৃষ্ণ ঈশ্বর, পরম (তাঁহার সমান ও অধিক কেহই নাই), সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি ও সকলের আদি, গোবিন্দ ও সকল কারণের কারণ।

এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (১।৩।২৮)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও বলিয়াছেন—

নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ।
সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহা—
দচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যশাসয়াৎ ॥" (বেদান্তকামধেনু-৮)

—(জীবসমূহের কল্যাণের জন্য ও) ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণের জন্য যিনি সুচিন্ত্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার মহিমা অপার,— যাঁহার শক্তির ইয়ত্তা নাই, সেই অচিন্ত্য জগৎ শাস্তা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশিবাদিবন্দিত চরণকমল ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি দৃষ্ট হয়না।

উপরোক্ত বাক্যগুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ ব্রহ্ম তাহাই প্রমাণিত হইল।

॥ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব ও অংশত্ব—উভয় প্রকার উক্তির সমাধান ॥

এখানে প্রশ্ন উঠে যে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বহুস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অংশ বলিয়া বর্ণনা করায় * তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম কিরূপে বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নেরও সমাধান হওয়া আবশ্যক।

*শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কঃ ৩য় অঃ ৫ ও ২৩ ইত্যাদি, ৪র্থ স্কঃ ১ম অঃ ৫৮, ১০ম স্কঃ ২য় অঃ ৪১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তাই এই বিষয়েরও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজকে আমরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহায় উত্তরে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সকলের বুঝিবার সুবিধার উদ্দেশ্যে আমাদের সেই প্রশ্ন সহ সেই উত্তরই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রশ্নঃ—"আপনার ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অনন্ত জগদ্রূপ (বিরাটরূপ) যে আদি পুরুষ, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতার উৎপন্ন হয়েন এবং তাঁহাতেই অন্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। সেই আদি পুরুষ হইতে যে সকল অবতারাদি প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহাদের বর্ণনা ষষ্ঠ হইতে সপ্তবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণাবতারও সেই আদি পুরুষের একটি বিশেষ অবতার, সুতরাং তাঁহার অংশ। পরন্তু আপনার ব্যাখ্যাত ঐ ৩য় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোকে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই শব্দগুলির দ্বারা কৃষ্ণবতারকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং অপর সকল অবতারকে সেই আদি পুরুষের অংশ অথবা কলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। একই অধ্যায়ে এই উভয় শ্লোক, একটি পঞ্চম, একটি অষ্টাবিংশ—কিন্তু এই উভয় শ্লোকের সামঞ্জস্য কিরূপ হয় তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। একটিতে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ, আর একটিতে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া অপর সকল অবতার হইতে পৃথক্ করা হইল, এই দৃষ্টতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়?

উত্তরঃ— শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম ও ২৩ শ্লোক একত্র পাঠ করিলে কৃষ্ণাবতারও যে ঐ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের

বর্ণিত আদি পুরুষের অংশবিশেষ, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অপরাপর বহু স্থলেও তাঁহাকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ জন্মগ্রহণের নিমিত্ত দেবকী গর্ভস্থ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন ; ঐ স্তুতিতে উক্ত আছে যে, তাঁহারা দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

" দিষ্ট্যাম্ব ! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।" ৪১। অস্যার্থঃ—হে মাতঃ (দেবকী), ভাগ্যবশতঃ আমাদের কল্যাণার্থ পরমপুরুষ ভগবান্ স্বীয় অংশে আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

এইরূপ ভাগবতে আরও বহুস্থলে ভগবান্ অংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলে "অংশেন" শব্দের অর্থ কষ্টকল্পনা করিয়া "অংশরূপ বলদেবের সহিত " এইরূপ করা যাইতে পারে সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে শ্লোকোক্ত "অংশেন" শব্দের অর্থ "বলদেবেন সহ" এইরূপ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ কুক্ষিগত পদে তৎকালে গর্ভস্থিত-ই অবশ্য বুঝায়। দেবগণ মথুরায় আসিয়া তৎকালে গর্ভস্থিত ভগবদ্‌বিগ্রহকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে দেবকীকে সম্বোধন করিয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তৎপূর্ব্বেই বলদেব রোহিণীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি তৎকালে দেবকীর কুক্ষিগত ছিলেন না ; সুতরাং "অংশেন বলদেবেন সহ তে (তব) কুক্ষিগতঃ" এইরূপ অর্থ ঐ বাক্যর কদাচ হইতে পারে না। ভাগবতের আরও কোনও কোনও স্থলে 'অংশেন' শব্দের অন্য অর্থ কষ্টকল্পনার দ্বারাও করা সম্ভবপর নয় (চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

অন্যান্য অনেক পুরাণে এমনকি মহাভারতেও কৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কোনও বিশেষ রূপ

অবলম্বন করিলেই সেই রূপটি অনন্ত দেহধারী প্রথম পুরুষের অংশ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু অংশ হইলেও সকল অংশে প্রকাশিত শক্তি একপ্রকার নহে, শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ তন্মধ্যে আছে। কৃষ্ণাবতারে যেরূপ শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অন্য কোনও অবতারে হয় নাই। কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ, মাতা যশোদাকে ও অর্জ্জুনকে, এমন কি দূতকার্য্যে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের সভাসদ্‌গণকে বিরাট্‌রূপ প্রদর্শন, ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া পারিজাত আনয়ন, অস্খলিতবীর্য্য থাকিয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীর সহিত এককালে বিহার, বরুণলোক গমনপূর্ব্বক পিতা ও গুরুপুত্র প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক আনয়ন, লোকালোক অতিক্রম করিয়া তমসের পরপারস্থিত অনন্তদেব হইতে ব্রাহ্মণকুমারের উদ্ধার, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য ত্রিভুবনজয়ী অসুর বিনাশ তো আছেই ;—এইরূপ শক্তিবিকাশ নিশ্চয়ই অবতারের মধ্যেও অসাধারণ। যেরূপ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ কৃষ্ণাবতারে হইয়াছিল তাহারও দৃষ্টান্ত অন্য অবতারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল শারীরিক শক্তি প্রকাশ বিষয়ে অন্যান্য কোনও কোনও অবতারে কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও শক্তি, জ্ঞান, অঙ্গকান্তি, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের একত্র প্রকাশ অন্য কোনও অবতারে এইরূপ নাই ; এই নিমিত্তই অপর অবতার হইতে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও কৃষ্ণাবতারকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ২৮শ সংখ্যক শ্লোকে যে "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীধর স্বামী স্বীয় টীকায় বলিয়াছেনঃ—"পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎকলাঃ বিভূতয়শ্চ, তত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ" অর্থাৎ (পূর্ব্বোক্ত

৩

দ্বাবিংশ অবতারের মধ্যে) কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ কলা, কেহ কেহ তাঁহার বিভূতি। তন্মধ্যে মৎস্যাদি তাঁহার নিজের অবতার বিধায়, তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব অবশ্য থাকা স্বীকার্য্য, কিন্তু তত্তৎ অবতারের বিশেষ প্রয়োজন যতটুকু ছিল ততটুকু জ্ঞান ও শক্তিরই প্রকাশ তত্তৎ অবতারে হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণ প্রকাশ হেতু তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই ছিলেন (বলা হইয়াছে)। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় শ্রীকৃষ্ণাবতারকে অংশ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই কিন্তু তথাপি মৎস্যাদি অন্যান্য নিজ অবতারের সহিত বিশেষ করিবার প্রয়োজন টীকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা ;—"সর্ব্বে সর্ব্বেগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ইতি সত্যং, তদপি তস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যকারুণ্যাদিশক্তিপ্রাকট্য তারতম্যে-নৈবাংশত্ব পূর্ণত্বব্যবস্থা।" অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই সর্ব্বগুণে পূর্ণ এবং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ছিলেন সত্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রকটিত মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য কারুণ্যাদি শক্তির তারতম্যের দ্বারা তাঁহাদের অংশত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতেরও চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর টীকায় উল্লিখিতানুরূপ নারায়ণ যে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

নরনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ঃ—

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থঃ—সেই দুইজন (নর ও নারায়ণ) ভগবান্ হরির অংশ এইক্ষণ এখানে যদুকুলতিলক কৃষ্ণ ও কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনরূপে পৃথিবীর ভার হরণার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। (অর্জ্জুনের দশ নাম ছিল, তন্মধ্যে এক নাম কৃষ্ণ ; নারায়ণ যদুকুলের কৃষ্ণরূপে এবং নর কুরুকুলের কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।) এইস্থলে নারায়ণকেও অনন্ত ভগবানের অংশমাত্র বলা হইল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতার যে অনন্ত

ভগবানের অংশমাত্র তাহা পুনরায় স্পষ্টরূপেই ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ৫ম ও ২৩শ শ্লোকের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে সেই অংশরূপী নারায়ণ স্বীয় পূর্ণশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপর অবতারে তদ্রূপ শক্তি প্রকাশ করেন নাই, এই নিমিত্তই যে শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণাবতারকে "ভগবান্ স্বয়ং" এবং অপর সকল অবতারকে "অংশ কলাঃ" বলিয়া প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। আমি আমার পুজনীয় শ্রীগুরুদেবকে এই বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন —"কৃষ্ণ ষোল কলা থা, ইয়ে বাত্ সচ্চ্ হ্যায়, বাকী এক হ্যায় সহস্র কলা, উয়ে কভী নহি আওতা হ্যায় কভী নহি যাতা হ্যায়"। তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইল, আমি দেখিলাম যে বিভিন্ন শাস্ত্রের আপাতঃ বিরোধী সমস্ত বাক্য ইহার দ্বারা সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়ধ্যায়ের প্রথমেই যে অনন্ত বিরাট্ দেহধারী প্রথম পুরুষ বর্ণিত হইয়াছেন, দৃশ্যমান সমস্তই তাঁহার দেহ ; গোলক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্তই ঐ দেহের অন্তর্গত, তিনি আর কোথায় অবতার হইতে যাইবেন ? সমস্তই তাঁহার এক অবিভক্ত দেহ হওয়ায় তাঁহার যাতায়াত হইতেই পারে না। তিনি জাগতিক সৃষ্ট্যাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে (হরি, হর বিরিঞ্চি ইত্যাদি মূর্ত্তিতে) করেন। এই সকল মূর্ত্তি তাঁহার অংশ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অবতার গ্রহণ কার্য্য জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ; পরন্তু এই কল্যাণসাধন ব্যাপার তিনি তাঁহার অংশীভূত হরিরূপে করিয়া থাকেন। ইহা ভাগবতকার প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পুর্ব্বোদ্ধৃত ২৩ হইতে ৩৩ শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সেই আদি পুরুষের অংশ স্থানীয় ভগবান্ হরিই (নারায়ণই) অবতার গ্রহণ

করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। সেই ভগবান্ হরি নারায়ণই পূর্ণশক্তির আবির্ভাব করিয়া কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করেন। অতএব কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে, অপর সকলকে শক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহার অংশ অথবা কলামাত্র বলা হইয়াছে। পরন্তু সেই নারায়ণ পুনরায় তৃতীয়াধ্যায়ের প্রারম্ভে উক্ত অনন্তদেহ মহাবিরাট্‌রূপী আদি পুরুষের অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণাবতারকেও সেই অনন্ত পুরুষের অংশমাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অপরদিকে সেই অনন্ত প্রথম পুরুষ যে নারায়ণরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা অবতার গ্রহণ করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ পূর্ণ রূপে কৃষ্ণাবতারে আবির্ভূত। অপর অবতারে অংশ কলারূপে আবির্ভূত, এইরূপ গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। (গুরুশিষ্যসংবাদ, ২য় সংস্করণ, ৯৪-১০০ পৃষ্ঠা)

॥ শ্রীকৃষ্ণদেহতত্ত্ব নিরূপণ ॥

ইতঃপূর্ব্বে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ এবং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হইলেও শাস্ত্রে যে কোন কোন স্থলে তাঁহাকে অংশ বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে যে, যে দেহ অবলম্বনে তিনি মর্ত্ত্যলোকে লীলা করিয়াছেন, সেই দেহটিও পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল কিনা অর্থাৎ তাঁহার দেহ নিত্য, অপ্রাকৃত ও অমানুষ ছিল অথবা মনুষ্যজাতীয় ছিল? মনুষ্যজাতীয় না হইলে গোপ বালকগণের সহিত তিনি গোচারণাদি লীলা করিলেন কিরূপে? শাস্ত্রপাঠে জানা যায় তাঁহার ঐ দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিহ্রাস মনুষ্যদেহের ন্যায় হইয়াছে। মহাভারতের

অনুশাসন পর্ব্বের ১৫৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা ঋষির কিছুদিন সেবা করিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন তাঁহাকে অতি উত্তপ্ত পায়স আহার করিতে দিলে তিনি কতক অংশ ভোজন করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন—"তুমি অবিলম্বে তোমার সর্ব্বাঙ্গে এই পায়স লেপন কর।" দুর্ব্বাসা ঐরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র তিনি অবিচারিতচিত্তে সর্ব্বাঙ্গে এবং মস্তকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট উত্তপ্ত পায়স লেপন করিলেন। ঐ সময় রুক্মিণীদেবী তথায় উপস্থিত ছিলেন, মহর্ষি তখন তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে তাঁহার অঙ্গে ঐ উত্তপ্ত পায়স লেপন করিয়া দিলেন। তৎপর ভগবানের সাক্ষাতেই রুক্মিণীদেবীকে অশ্বের ন্যায় রথে সংযোজিত করিয়া বেত্রহস্তে ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজপথে বহির্গত হইলেন এবং সারথি যেমন বাহনদিগকে প্রহার করে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে রথ চালাইতে লাগিলেন; রুক্মিণীদেবী রথ টানিতে টানিতে স্খলিতপদ হইতে থাকিলে পুনঃ-পুনঃ বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তৎসত্ত্বেও রুক্মিনী দেবী যখন কোন প্রকারেই রথ আর টানিতে পারিলেন না, তখন দুর্ব্বাসাঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া অন্যদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পায়সলিপ্ত কলেবরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" তখন মহর্ষি প্রসন্নচিত্তে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তুমি ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছ, তোমার কোনও বিষয়েই কিছুমাত্র অপরাধ লক্ষিত হইল না! এক্ষণে আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি যে, আমার প্রসাদী পায়স তোমার শরীরের যে যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থান সর্ব্ববিধ অস্ত্রের অভেদ্য হইবে এবং তোমার শরীরে যৌবন সর্ব্বদা স্থির থাকিবে ইত্যাদি।" ভগবান্ পদতলে পায়স লেপন করেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ

করিলেন। অনন্তর রুক্মিনীদেবীকেও সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা থাকিবার বর ও অন্যান্য বর প্রদান করিয়া ঋষি প্রস্থান করিলেন। এই বর দেওয়ার পর তাঁহাদের উভয়ের শরীর অতি পুষ্ট ও শ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভগবান্ যখন লীলা সংবরণ করেন, ঐ পদতলই ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়াছিল। এই বর্ণনা পাঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহও মনুষ্য-জাতীয় দেহ বলিয়াই বোধ জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা সংবরণ করিলেন তখন তাঁহার দেহ কি হইল, এই বিষয়েও ভাগবতের বাক্যসকলের অর্থ অসন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের দেহকে নিত্য, অপ্রাকৃত ও অমানুষদেহ কিরূপে বলা যাইতে পারে? ঐ সমস্ত ঘটনার দ্বারা তাঁহার দেহ মনুষ্যজাতীয় বলিয়াই মনে হয় না কি?

এই বিষয়ে শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার বাক্য অবলম্বনে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। শাস্ত্রের একাংশমাত্র অবলম্বনে কিছু নির্ণয় করা সঙ্গত হইবে না বলিয়া এই প্রশ্ন আমরা আমাদের পুজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের নিকট করিয়াছিলাম। তিনি শাস্ত্রের সর্ব্ব-প্রকার বাক্য অবলম্বনে অতি উত্তম মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং তাহা গুরুশিষ্যসংবাদ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়, সাধনপ্রণালী ও "ভগবদবতারদেহতত্ত্বনিরূপণ" এই গ্রন্থ অবলম্বনে বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান প্রদর্শন করিতেছি।

গোলাকাধিপতি ভগবানের স্ব-স্বরূপ অতিশয় প্রভাযুক্ত—সূর্য্যের অপেক্ষাও অধিক প্রভাযুক্ত, ইহা মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দর্শনীয় নহে; শ্রীভগবান্ দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেই ভক্ত তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। মর্ত্ত্য মনুষ্যলোকে মনুষ্যের দর্শনীয় হইয়া মনুষ্যবৎ কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্তই তিনি অবতার গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি যে দেহ ধারণ করেন তাহা যে মনুষ্য-জাতীয় দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অপর মনুষ্যদেহের

ন্যায় তাঁহার দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইয়াছে এবং দুর্ব্বাসা ঋষির বরও তাহাতে ফলিত হইয়াছে।

ভগবান্ দেবকীর গর্ভে জাত হইয়া তিনিই যে জাত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে বসুদেব ও দেবকীর বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে স্বকীয় রূপই প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা উভয়ে স্তুতি করিয়া কংসভয়ে ঐ রূপ সম্বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বের দুই জন্মে প্রথমবার যজ্ঞ নামে ও দ্বিতীয়বার বামন নামে পুত্র হইয়া যে জন্মিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"তোমাদের পূর্ব্বজন্মে তোমাদের পুত্ররূপে যে আমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইবার জন্যই তোমাদিগকে আমার এই রূপ প্রদর্শন করিলাম। কারণ মর্ত্ত্য মানবদেহধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলে আমিই যে জন্মিয়াছি এই বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারিত না। আমাকে তোমরা ব্রহ্মবুদ্ধিতেই ভজনা কর অথবা স্নেহের সহিত পুত্রভাবেই চিন্তা কর, তাহাতেই তোমরা পরমগতি প্রাপ্ত হইবে।"*

এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিরত হইলেন এবং পিতামাতার সাক্ষাতেই মনুষ্য (প্রাকৃত) শিশু হইলেন।†

অতএব ভগবান্ যে মনুষ্যশিশু হইয়া প্রকাশিত হইলেন ইহা ভাগবতকার স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন?

নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য কেহ এক বাঘ সাজিয়া যাইতে পারে; যিনি ইহা অবগত হয়েন, তিনি জানেন যে, সেই বাঘের সমস্ত অভিনয় ঐ ব্যক্তিরই কার্য্য, সেই বাঘ সেই ব্যক্তিই,

---

* এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গে ন জায়তে॥
যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্॥ (ভাগঃ ১০। ৩। ৪৪-৪৫)

† ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ (ভাগঃ ১০। ৩। ৪৬)

অন্য কেহ নহে ; তাঁহার এই জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। পরন্তু সেই বাঘ দেখা আর সেই ব্যক্তিকে দেখা, এক কথা নহে। এইরূপ ভগবান যখন যখন অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল অবতার তিনিই এবং অবতারের সমস্ত কার্য্য তাঁহারই কার্য্য ; পরন্তু অবতার দর্শন আর তাঁহার নিজস্বরূপে দর্শন এক নহে, সুতরাং এক প্রকার ফলদায়ক নহে। অতএব অবতার শ্রীকৃষ্ণকে বহুলোকে দর্শন করিয়াছিল সত্য, সেই দর্শনও তাহাদের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল ; কিন্তু যে রূপ দর্শন করিলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মপাশ হইতে জীব বিমুক্ত হয় ("ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে") ইহা সেই রূপ নহে ; ইহা অবতার রূপ, লীলার নিমিত্ত ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকারের মতে ভগবান্ স্বরূপতঃ অরূপ ও নির্গুণ। তাঁহার সৃষ্ট জীবের কল্যাণার্থ তিনি সত্ত্বময় বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন এবং রামকৃষ্ণাদি ও মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার রূপও ধারণ করিয়া অধস্তন লোকে আবির্ভূত হয়েন। এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(কর্দ্দম ঋষি বলিলেন—) হে ভগবন্! আপনার কোনও রূপই নাই, তথাপি যে সকল রূপ (অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ এবং লৌকিক মনুষ্যাদি অবতার রূপ) আপনি ধারণ করেন, তৎসমস্তই আপনাতে শোভা পায় ; এই সকল আপনারই উপযুক্ত এবং আপনার ভক্তজনের প্রীতিবর্দ্ধক। (মূলশ্লোকে কেবল 'যে সকল রূপ ধারণ করেন' বলা আছে ; শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুসারে "অলৌকিক চতুর্ভুজাদিরূপ এবং লৌকিক মনুষ্যাদি অবতাররূপ" অনুবাদে বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করা হইল।)*

* তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥ (ভাগঃ ৩। ২৪। ৩১)

(ব্রহ্মা বলিলেন—) 'হে নাথ! আপনার নিজের কোনও রূপ নাই; তথাপি আপনি যে পর ও অপর (সূক্ষ্ম স্থূল) এই দ্বিবিধ রূপ ধারণ করেন তাহার তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি।*

(ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ) ভগবান্ পরমপুরুষের স্বরূপ সৎ ও অসৎ (স্থূল ও সূক্ষ্ম) উভয়াতীত সদাপ্রশান্ত, অপরিণামী, জ্ঞানস্বরূপ বাক্যের অগোচর, মায়াতীত এবং মুনিগণ তাঁহাকে শোকরহিত নিত্যানন্দময় ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন।†

(শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্!) সেই পরমাত্মা ভগবানে দেবতাদিগের তো কোনও অধিপত্য নাই-ই, দেবতাদিগের প্রভু যে কাল, সেই কালও তাঁহার উপর কোনও শক্তি পরিচালন করিতে সমর্থ নহে। এমন কি, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, অহঙ্কার. মহৎ ও প্রকৃতি—ইহাদের কিছুই তাঁহার স্বরূপে বর্ত্তমান নাই। বিচক্ষণ পুরুষগণ—'ইহা নহে, ইহা নহে'—এইরূপ বিচারদ্বারা আত্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ দেহাদিতে পর্য্যন্ত মমত্ব বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক সদা হৃদয়ে সেই (ভগবৎ) পদ আলিঙ্গন করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই সৌহার্দ্দ স্থাপন করত তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদ বলিয়া বর্ণনা করেন।‡

---

* তথাপি নাথমানস্য নাথ! নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ॥ (ভাগঃ ২। ৯। ২৭)

† শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥
(ভাগঃ ২। ৭। ৪৭)

‡ ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-যন্নেতি নেতীত্যতদুৎ সিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥ (ভাগঃ ২।২।১৭-১৮)

এই সকল বাক্যে গ্রন্থকার স্পষ্টরূপেই বলিলেন যে, পরমাত্ম-স্বরূপ কেবল জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা সত্ত্বগুণের (এবং সর্ব্ববিধ গুণ ও জাগতিক বস্তুর) অতীত, সুতরাং তাঁহার সেই স্বরূপ সত্ত্বময় রূপও নহে। "বিষ্ণু" শব্দে মুখ্যার্থে এই নির্গুণ পরমাত্মস্বরূপ বুঝায়, ইহাই "বিষ্ণুর পরম পদ" বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের এই স্বরূপের বর্ণনা ব্রহ্মা এইরূপ করিয়াছেন—"সেই রূপ বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সম্পূর্ণরূপে স্থির (অক্ষর), সত্যস্বরূপ, পূর্ণ, আদি-অন্তশূন্য, নির্গুণ, নিত্য এবং অব্যয়।"*

(ভগবান্‌কে ব্রহ্মা বলিতেছেন—) হে ভগবন্ ! আপনি নির্গুণ, সর্ব্ববিধ রূপ ও বিকার বর্জ্জিত, জীবের বুদ্ধির অগম্য পরন্তু আপনি স্বপ্রকাশ, অন্যকিছু আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে—ইহা সত্য হইলেও নির্ম্মলচিত্ত ভক্তগণের নিকট আপনি নিজে কৃপা করিয়া তাঁহাদের আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হইলে, তাঁহারা আপনার মহিমা অবগত হয়েন।×

ভগবানের বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদির অগোচর স্বরূপেরই ধারণা করিয়া মুনিঋষিগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রজগোপীগণও ঐ রূপের ধারণা করিয়া অন্তিমে দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, বসুদেবের যজ্ঞ উপলক্ষ্যে গোপীগণ শত বর্ষেরও অধিক কালের বিচ্ছেদের পর কুরুক্ষেত্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন যে—"হে অঙ্গনাগণ ! আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত যেমন ভৌতিক পদার্থ মাত্রেরই আদি, অন্ত ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিই সর্ব্বভূতের (কারণ ও আশ্রয়-

* বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্॥ (ভাগঃ ২। ৬। ৩৯)

× তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্য বোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥ (ভাগঃ ১০।১৪।৬)

রূপে) আদিতে (অন্তর্য্যামীরূপে) অন্তরে ও (দেহরূপে) বাহিরে বর্ত্তমান আছি। (ইহা কিরূপ, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত (উপাদান রূপে) সমস্ত দেহে বর্ত্তমান আছে এবং আত্মা (জীবাত্মা) ভোক্তারূপে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; পরন্তু (পঞ্চ মহাভূত ও জীবাত্মা) এই উভয়কে অক্ষর পরমাত্মরূপ আমাতেই প্রকাশমান রহিয়াছে, দর্শন কর।"*

অতঃপর শ্রীশুকদেব বলিলেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অধ্যাত্মশিক্ষা (স্বরূপোপদেশ) প্রদান করিলে গোপীগণ ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অনুস্মরণ দ্বারা জীবকোশকে (লিঙ্গদেহকে) অতিক্রম করিয়া (দেহে আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া) তাঁহাকে (উত্তমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।× (শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় এইরূপ অর্থই করিয়াছেন; কিন্তু কেহ বলেন—"জীবকোশ" শব্দের অর্থ "লিঙ্গদেহ" করা সঙ্গত নহে; কারণ যে সকল গোপী নিত্যসিদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদের প্রাকৃত লিঙ্গদেহ কখনও ছিলই না, প্রত্যুত যাঁহারা সাধনসিদ্ধা, ভগবান্ তাঁহাদের দেহ সম্যক্‌রূপে ভোগ করায়, এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রাকৃত লিঙ্গদেহ ছিল, ইহা স্বীকার করা যাইতেই পারে না।" কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে বিচার করিলে দেখা যাইবে এই উক্তি অসঙ্গত। কারণ বহুসহস্র রমণীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন;

---

* অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥ (ভাগঃ ১০। ৮২। ৪৫-৪৬)

× শ্রীশুক উবাচ—
"অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥" (ঐ ১০। ৮২। ৪৭)

গোপীগণের সঙ্গে যে তিনি অল্প সময় ছিলেন তদপেক্ষা বহুগুণে দীর্ঘকাল তাঁহাদের সহবাস করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকে দশ দশটি করিয়া পুত্র উৎপাদনও করিয়াছিলেন ; তথাপি তিনি লীলা সম্বরণ করিবার পর অর্জ্জুন যখন তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, তখন আভীরগণ আক্রমণ করিলে, সেই রমণীগণের অনেকে নিজ নিজ অলঙ্কারাদি সঙ্গে লইয়া সেই আভীরগণের সহিত পলায়নপর হয়েন। তাঁহারা এত দীর্ঘকাল ভগবৎ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের এই শরীরকেও কি অপ্রাকৃত বলিতে হইবে ? যাহা হউক ভাগবতকার কখনও কোনস্থানে গোপীগণের মধ্যে এইরূপ 'নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ' ইত্যাদি বিভাগ করেন নাই ; বরং তাঁহারা যে অজ্ঞ, ভগবৎস্বরূপও মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন না, এবং রতিসুখপ্রদ জার বুদ্ধিতেই যে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সৎসঙ্গমাহাত্ম্যেই যে অবশেষে পরব্রহ্মরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভগবদ্বাক্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যথা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে উদ্ধব ! গোপিকারা অবলা নারী, আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা অবগত ছিল না, এবং রতিসুখপ্রদ উপপতিরূপেই আমার প্রতি কামযুক্ত হইয়াছিল, (কিন্তু তদ্রূপ হইলেও) আমার সৎসঙ্গবশতঃ শত সহস্র গোপিকা নিষ্পাপ হইয়া পরব্রহ্মরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।"*

গোপিকাগণও যে অপরের ন্যায় ভগবানের সৎসঙ্গ প্রভাবেই পরব্রহ্মরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত বাক্যের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১।১২।৬।৭ শ্লোকেও ভগবান্ বলিয়াছেন। ঐ দুই শ্লোকের মধ্যে ৭ম শ্লোকে ইহাও বলিয়াছেন—"তাহারা বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, মহত্তমগণের সেবাও করে নাই, কোন

* মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ (ভাগঃ ১১। ১২। ১৩)

ব্রত বা তপস্যারও অনুষ্ঠান করে নাই; কেবল সৎসঙ্গগুণেই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।+

এই অরূপ নির্গুণ ভগবান্ যে তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত করেন, এবং প্রথমে সত্ত্বময় সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভ পুরুষ-রূপে প্রকাশিত হইয়া নির্ম্মল সত্ত্বাত্মক হরি মূর্ত্তিতে জগতের রক্ষণ ও জীবের কল্যাণ সাধন করেন, তাহাও স্পষ্টরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ—

"সেই ভগবান্ গুণাতীত (অগুণ), তিনি সদসদ্রূপা (স্থূল ও সূক্ষ্মরূপা), নিজগুণাত্মক মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ প্রথম সৃষ্টি করেন। সেই ভগবান্ নিজে চিৎশক্তিময় (বিজ্ঞানময়) হইলেও, ঐ মায়াশক্তির দ্বারা প্রকাশিত গুণসকলের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকাতে গুণবানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন।†

লোককর্ত্তা ভগবান্ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদিরূপে স্বেচ্ছায় অবতার গ্রহণ করিয়া সত্ত্বগুণের দ্বারা জীবগণকে পালন করিয়া থাকেন।* সেই ভগবান্ লোক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মহদাদির (মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্বের) সহিত ষোড়শ কলাবিবিষ্ট (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত বিশিষ্ট) পুরুষ মূর্ত্তি গ্রহণ করিরাছিলেন।×

\+ তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ (ভাগঃ ১১।১২।৭)

† স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥
তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃ প্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥ (ভাগঃ ১।২।৩০-৩১)

* ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্নরাদিষু॥ (ভাগঃ ১।২।৩৪)

× জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ (ঐ ১।৩।১)

তাঁহার অবয়ব সংস্থানের দ্বারা লোক সকল (ভূরাদি সপ্তলোক ও সপ্তপাতাল) সৃষ্ট হইয়াছে ; ভগবানের সেই রূপ নিরতিশয় সত্ত্বগুণময় হওয়ায় বিশুদ্ধ।+ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। এক পরমপুরুষই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য করিবার নিমিত্ত ঐ তিনটি গুণকে অবলম্বন করিয়া হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্ম) ও হর এই ত্রিবিধ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে সত্ত্বময় তনু হরি হইতেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। (এই স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কঃ ৬ অঃ ৪০-৪৫ এবং ৭ম অধ্যায়ও দৃষ্টব্য)। জড় কাষ্ঠাদি অপেক্ষা যেমন গতিশীল ধূম শ্রেষ্ঠ এবং ধূম অপেক্ষা বেদবিহিত ক্রিয়া-সাধক বহ্নি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ এবং রাজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই সত্ত্বগুণ হইতেই ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বকালে (সনকাদি) মুনিগণ বিশুদ্ধ মূর্ত্তি অধোক্ষজ ভগবানেরই ভজন করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমান কালেও যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাঁহারাও মোক্ষলাভের অধিকারী হন।×

ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ (গুণাতীত); তিনি স্বীয় মায়াবলম্বনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

\+ যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥ (ভাগঃ ১। ৩। ৩)

× সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি-হরেতিসংজ্ঞাঃ, শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥
ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ॥ (ঐ ১। ২। ২৩-২৫)

* সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহিতা মায়য়া বিভোঃ॥ (ঐ ২। ৫। ১৮)

ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন—"হে প্রভো! আপনি একমাত্র চিদাত্মক পরমাত্মা, চরাচর লোকের মঙ্গল বিধানার্থ সাধুগণের সুখকর এবং খলদিগের (অসাধুদিগের) নিগ্রহকর সাত্ত্বিক বিগ্রহ সকল পুনঃ পুনঃ ধারণ করিয়া থাকেন। হে অম্বুজাক্ষ ভগবন্! মহাজনগণ আপনার সত্ত্বময়রূপে চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার চরণকমলরূপ তরণী সাহায্যে ভব জলধিকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অনায়াসে পার হইয়া যান।" *

ভক্তের প্রতি অনুকম্পার নিমিত্তই যে ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করেন, এবং ঐ রূপের ধ্যানই যে জীবের বিশেষ কল্যাণপ্রদ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আরও নানা কথা প্রসঙ্গে নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দিগ্দর্শনার্থ আরও কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিতেছে—"ভগবান্ স্বায় ভক্ত ভৃত্যগণের কৃপা প্রদর্শনার্থই যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন যোগী তাঁহার উজ্জ্বল ইতস্ততঃ চলমান্ মকরকুণ্ডলের জ্যোতিতে চাকচিক্যযুক্ত গণ্ডস্থল ও সুন্দর নাসিকা-যুক্ত মুখকমল চিন্তা করিবে" † ইত্যাদি।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (৩য় স্কঃ ২৮ অঃ) ১২-১৭ শ্লোকে ঐ মূর্ত্তির বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিতে ভগবান্

* বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদম্ ভবাব্ধিম্॥
(ভাগঃ ১০। ২। ২৯-৩০)

† ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্॥
(ভাগঃ ৩। ২৮। ২৯)

কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে উপদেশ করিয়াছেলন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কঃ ১ম অধ্যায় ২৩ শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত সত্ত্বময় বিরাট্ রূপকে ধ্যেয়রূপে বর্ণনা করিয়া পরবর্ত্তী ২য় অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১৪শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবানের নির্ম্মল সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাধিপতি রূপের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া ঐ রূপের ধ্যান করিতে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ করিয়াছেন। ৩য় স্কঃ ১৫ অঃ ৩৯ হইতে ৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ সনৎকুমারাদি যে ঐ রূপই দর্শন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সত্ত্বময় মূর্ত্তিতেই ভগবান্ ধ্রুবের নিকটে, পৃথুরাজের নিকটে এবং কর্দ্দম প্রভৃতি বহু সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ১০ম স্কঃ ৩য় অঃ ৯-১০ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ অবতার রূপেও জন্মগ্রহণ কালে ঐ রূপেই বসুদেবকে প্রথমে দর্শন দিয়াছিলেন।

এই প্রদর্শিত রূপ ভগবানের সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাধিপতি রূপ। ইহাতে যে ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী রতি, তাহাই ভাগবত কর্ত্তার বর্ণনানুসারে ভক্তিপদবাচ্য, যদ্দারা জীব অন্তিমে মোক্ষ লাভ করে। পরন্তু এই-রূপ সত্ত্বময় হওয়াতে ইহা যে তাঁহার মায়ার (প্রকৃতির) বিকার, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসকলের বর্ণনানুসারে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐ বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত মনুষ্যলোকে যে সকল অবতার গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই অবতাররূপসকল যে আরও বিশেষ রূপে প্রাকৃত, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ আর কি হইতে পারে? অতএব ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভগবান্ বসুদেবগৃহে অবতার গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার বৈকুণ্ঠাধিপতি রূপে পিতামাতাকে প্রথমতঃ দর্শন দিয়া উপরোক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন এবং পিতামাতার সাক্ষাতেই নিজমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাকৃত (মনুষ্য) শিশু হইলেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (ভাগঃ ১০। ৩। ৪৪ও৪৬ দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ "প্রাকৃত" শব্দের পূর্ব্বে স্বীয়" শব্দ উহ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ "স্বরূপের স্বভাব উচিত শিশু হইলেন অর্থাৎ মর্ত্ত্যলিঙ্গত্বরূপ পরব্রহ্মত্ব প্রকট করিলেন।" তাঁহাদের মতে মর্ত্ত্য মানুষ-রূপই ভগবানের পরব্রহ্মরূপ, তাহার অনুরূপ শিশু তিনি হইলেন। কিন্তু সকল শাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও বহু স্থানে (এতদ্বিষয়ক ভাগবতোক্ত কোন কোন শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক প্রভৃতিতে) ভগবানের নিজ পরব্রহ্ম স্বরূপ যে বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত এবং নির্গুণ তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

ভগবান্ জগতের ও ভক্তগণের কল্যাণের নিমিত্ত নিজ ইচ্ছায় যে অবতার দেহ গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহার 'স্বরূপ' যে অবতার-দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা প্রাচীন চারিসম্প্রদায় বৈষ্ণবেরই অভিমত। তুলসীদাসজীকৃত রামায়ণের কয়েকটি দোঁহা চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই প্রাতঃকালীন আরতির সময় স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবকে লক্ষ্য করিয়া গান করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে এই দোঁহাটিও আছেঃ—

" বিপ্র-ধেনু-সুর-সন্ত হিত লীন্‌হ মনুজ অবতার।
নিজ ইচ্ছা নিরমিত তনু মায়াগুণ গোপাল॥"

ইহাতে স্পষ্টরূপেই বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ এই কথাই গান করিয়া থাকেন যে, ভগবান্ বিপ্র ধেনু, সুর, ও সন্ত (ভক্ত-সাধু) গণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিজ ইচ্ছায় তাঁহার মায়াগুণের দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া ("নিরমিত তনু") মনুষ্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও তাঁহার "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে স্পষ্ট রূপেই লিখিয়াছেন—"ভক্তগণের ইচ্ছাতেই তিনি উত্তমরূপে চিন্তিত হইবার যোগ্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন (ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্য বিগ্রহাৎ)।"

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য আলোচনার দ্বারা ইহাই নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইল যে ভগবান্ মর্ত্ত্য মনুষ্যলোকে মনুষ্যগণের দর্শনীয়

হইয়া মনুষ্যবৎ কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণরূপে মনুষ্যদেহেই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই অপর মনুষ্যদেহের ন্যায় তাঁহার দেহের বাল্যাদি অবস্থাভেদ হইয়াছে এবং দুর্ব্বাসা ঋষির বরও ফলিত হইয়াছে।

লীলা সম্বরণ সময়ে যখন এই অবতারদেহ তিনি পরিত্যাগ করেন, তখনকার কথা বর্ণনা করিতে গিয়াও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস (পরাশরের উক্তিতে) বলিয়াছেন:—"শ্রীভগবান্ মানুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া এবং ত্রিবিধ গতিকে অতিক্রম করিয়া জন্মজরা-বিনাশরহিত অনন্ত সর্ব্বাত্মস্বরূপ স্বকীয় আত্মাতে স্থিত হইলেন।"* এই স্থলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাবতারের দেহ যে মনুষ্যদেহই ছিল তাহা স্পষ্ট রূপেই শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়া ইহা হইতে তাঁহার নিজ স্বরূপের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৪১ অধ্যায়ে (৩৭-৩৮ শ্লোকে) বর্ণিত অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তি এইরূপ—" হে অর্জ্জুন! তুমি এবং আমি, নর ও নারায়ণ নামে আখ্যাত ছিলাম। পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছি। (এইস্থলে "প্রবিষ্ট" শব্দটী বিশেষরূপে লক্ষণীয়)। ×

কেহ কেহ শ্রীভগবদবতার দেহ যে অপ্রাকৃত ছিল তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে—"আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) মনেতে ভগবান্ স্বীয় অংশে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন" † এই প্রমাণটি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু, বস্তুতঃ এই শ্লোকে ভগবান্ কি প্রকারে পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ আছে।

* অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ (বি.পু. ৫। ৩৭। ৬৯)

× ত্বং চৈবাহঞ্চ কৌন্তেয় নরনারায়ণৌ স্মৃতৌ।
ভারাবতারণার্থং তু প্রবিষ্টৌ মানুষীং তনুম্॥

† "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ"।(ভাগঃ ১০। ২। ১৬)

সাধারণ জীব আহার্য্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তৎসহ পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে বেদান্ত দর্শনে ভগবান্ বেদব্যাস জ্ঞাপন করিয়াছেন। সাধারণ জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম। কিন্তু ভগবান্ কোন কর্ম্মাধীন নহেন, নিজ ইচ্ছাই তাঁহার অবতার গ্রহণের কারণ; সুতরাং সাধারণ ভৌতিক নিয়মানুসারে তিনি খাদ্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া বসুদেবের দেহে প্রবিষ্ট হয়েন নাই।

তিনি নিজ সঙ্কল্পের দ্বারা বসুদেবের সঙ্কল্পস্থান মনকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দেহ হইতে কিরূপে মাতৃদেহে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ হইলেন, তাহার সম্বন্ধে এই শ্লোকে কিছু উল্লেখ নাই। তৎপরবর্ত্তী ১৮ শ শ্লোকে তদ্বিষয়ে কিছু বর্ণনা আছে। ঐ শ্লোকের বর্ণনার অর্থ যিনি যেরূপেই কল্পনা করুন না কেন, কিন্তু ভগবান্ যে পিতৃদেহ হইতে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া গর্ভবাস করিয়াছিলেন এবং সেই গর্ভধারণ করিয়া মাতা দেবকী যে দিন দিন প্রভাযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষসংযোগেই স্ত্রী গর্ভধারণ করেন এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করে —ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও, ইহার ব্যতিক্রম শাস্ত্রে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিদিগের প্রস্তুত করা চরু আহার করিয়াই মহিষীগণ গর্ভধারণ করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বহুস্থলে আছে; এমনকি গর্ভবাস পর্য্যন্ত না করিয়া যজ্ঞাগ্নি হইতে দেহধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হওয়ার দৃষ্টান্তও দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের দেহ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত দেহ হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা হয় নাই। বস্তুতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ এই যে, এই দৃশ্যমান্ জগৎ সমস্তই পঞ্চভূতাত্মক; ইহাদের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে স্থূল সূক্ষ্ম জাগতিক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি জীবদেহে মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিও পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ

অধ্যায়ে ৫ম খণ্ডে শ্রুতি বলিয়াছেন—"জীবদেহে ভুক্তান্নের স্থূলাংশ পুরীষরূপে, মধ্যমাংশ মাংসরূপে এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনোরূপে পরিণত হয়।* হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, আর বাগিন্দ্রিয় তেজোময় × (অর্থাৎ ভুক্ত ঘৃত তৈলাদি তেজঃ পদার্থ দ্বারা পরিপুষ্ট)। অতএব মন যে প্রাকৃত বস্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই মনের গ্রাহ্যরূপে যখন ভগবান্ বসুদেবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন তখন সেই মনের গৃহীত রূপ প্রাকৃত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অতএব ভগবান্ কিরূপে দেবকীর গর্ভস্থ হইয়াছিলেন তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু তিনি যে প্রাকৃত শিশুবৎ গর্ভস্থ হইয়াছিলেন তাহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। দশম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ জন্মগ্রহণের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভস্থ হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"হে মাতঃ (দেবকী)! ভাগ্যবশতঃই আমাদের কল্যাণার্থ পরমপুরুষ ভগবান্ স্বীয় অংশে আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।" †

কেহ কেহ শ্রীভগবদবতার দেহের অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণ স্বরূপে আর একটি শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যের উদ্ধৃতি করিয়া থাকেন তাহা এই—গোপিকা (যশোদা) যিনি অব্যক্ত (প্রকৃতির পরে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে স্থিত, সুতরাং) অতীন্দ্রিয়, কিন্তু (সম্প্রতি) মর্ত্ত্যদেহধারী, তাঁহাকে আপনার পুত্র মনে করিয়া অন্য প্রাকৃত (সাধারণ মনুষ্য) শিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।‡

---

* অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। (ছান্দোগ্য ৬। ৫। ১)

× অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজময়ী বাগিতি। (ছান্দোগ্য ৬। ৫। ৪)

† "দিষ্ট্যাম্ব। তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ"॥ (ভাগঃ ১০। ২। ৪১)

‡ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ (ভাগঃ ১০। ৯। ১৪)

শ্রীভগবান্ যে স্বরূপতঃ অব্যক্ত (অপ্রাকৃত) এবং মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগম্য তাহা এই শ্লোকে "অব্যক্তং" "অধোক্ষজং" পদ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এবং অবতাররূপে যে তিনি মর্ত্ত্যদেহধারী হইয়াছিলেন তাহাও 'মর্ত্ত্যলিঙ্গং' পদের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। হয়ত তাঁহারা "প্রাকৃতং যথা" (প্রাকৃত শিশুর ন্যায়) এই কথার দ্বারা শিশুকে যেমন বন্ধন করা হয় তদ্রূপ অপ্রাকৃত তাঁহাকে বন্ধন করিলেন, এইরূপ অর্থ করিয়া তাঁহার দেহকে অপ্রাকৃত মনে করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ অব্যক্ত পদেই এইস্থলে অপ্রাকৃত বুঝাইয়াছে, "অপ্রাকৃত" শব্দ পৃথক্ যোজনা করার প্রয়োজন নাই; আর পৃথক্ ধরিলেও যেমন 'অব্যক্ত' ও 'অধোক্ষজ' শব্দ তাঁহার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রূপ 'অপ্রাকৃত শব্দও ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং তিনি যেমন অব্যক্ত ও অতীন্দ্রিয় তদ্রূপ অপ্রাকৃতও বটেনই। তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই।

আর মহাভারতে যে দুর্ব্বাসা ঋষির বর প্রদানের কথা আছে, যাহা প্রশ্নে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ একেবারে উড়াইয়া দেন এবং মহাভারতের ঐ বাক্যকে মিথ্যা বলিয়াও মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা একান্তঅসঙ্গত; কারণ মহাভারতরূপ ইতিহাসের প্রামাণিকতা যে অখণ্ডনীয় এবং ইহা যে পঞ্চম বেদ স্বরূপ তাহা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত; যেমন ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রেই মহাভারতাদি ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে।* সেই মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "দুর্ব্বাসা এইরূপ বলিলে (বর প্রদান করিলে) আমি

---

* "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদমধ্যেমি" (ছান্দোগ্য ৭। ১। ২)
"ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে" (ভাগঃ ১। ৪। ২০)

দেখিলাম আমার শরীর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।"* অতএব মহাভারতের বর্ণনানুসারে যখন মহর্ষির বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহে ফলিত হইয়াছে তখন তাহা মনুষ্যজাতীয় দেহ বলিয়া যে পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণসকলে বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতীয় এই প্রমাণ সেই সকল প্রমাণের সম্পূর্ণ অনুরূপ ও পোষকই হইল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, দুর্ব্বসা ঋষি ভগবান্‌কে বর প্রদান করিয়া থাকিলে এবং তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকিলে ভগবান্ খাটো হইয়া যান এবং দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহা হইতে বড় হইয়া পড়েন। ভগবান্ বেদব্যাস, যিনি এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কিন্তু কদাপি এইরূপ মনে করেন নাই। গ্রন্থান্তরে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে গরুড়দেব পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্‌কে বর দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ও তাঁহা হইতে বর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে এইরূপও বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অপত্যার্থী হইয়া হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক মহেশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং উমা ও মহেশ্বর উভয়ে তাঁহাকে বহুবিধ বর প্রদান করিয়াছিলেন। (অনুশাসন পর্ব্ব ১৪শ—১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এইরূপ আরও বহুবিধ ঘটনা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আছে।

---

* "ইত্যুক্তোঽহং শরীরং স্বং দদর্শ শ্রীসমাযুতম্।"

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৫৯অঃ ৪৫)

দুর্ব্বাসা ঋষির প্রদত্ত বর বহু শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ (ঐ ৪৫ শ্লোকের পূর্ব্বের ৩টি শ্লোক এইস্থলে প্রদত্ত হইলঃ—

" সুপ্রিয়ং সর্ব্বলোকস্য ভবিষ্যসি জনার্দ্দন॥" (ঐ ৪২)

"যাবদেতৎ প্রলিপ্তং তে গাত্রেষু মধুসূদন।
অতো মৃত্যুভয়ং নাস্তি যাবদিচ্ছসি চাচ্যুত॥ (ঐ ৪৩)

"ন তু পদতলে লিপ্তে কস্মাত্তে পুত্রকাদ্য বৈ।
নৈতন্মে প্রিয়মিত্যেবং স মাং প্রীতোঽব্রবীত্তদা॥" (ঐ ৪৪)

পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বও সুস্পষ্টরূপে বেদব্যাস কর্ত্তৃক ঐ সকল স্থানেই সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস এইসকল ঘটনা বর্ণনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ এবং সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের হেতু পরমেশ্বর, তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অতএব এইরূপ বর গ্রহণ করা প্রভৃতি কার্য্য যখন ভগবান্ বেদব্যাসের মতেও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের বিরোধী নহে, তখন এই উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া বা মিথ্যা বলা প্রশংসনীয় নহে। বস্তুতঃ উক্ত প্রকার বর গ্রহণ করা ও অপত্যার্থ মহেশ্বরের উপাসনা করা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা তাঁহার সর্ব্ববাদিসম্মত ভগবত্তার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয়না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি সর্ব্বব্যাপী, এই বিশ্বসংসার তাঁহারই অঙ্গীভূত, তিনি নিজে সমস্ত শক্তির আশ্রয়, এই চরাচর বিশ্বের যে কোনও ঘট হইতে যে কোনও শক্তি প্রকাশিত হয়, তৎসমস্তই তাঁহারই শক্তি। তবে তাঁহার বাহ্য মনুষ্যলীলার নিমিত্ত যে কোনও ঘট হইতে যে কোনও শক্তি তিনি গ্রহণ করিলে যখন তাঁহার নিজ শক্তি গ্রহণ করা হইল,তখন তদ্দারা তাঁহার ভগবত্তার উপরে কিরূপে দোষারোপ হইতে পারে? সাধারণ অবিবেকী জীব নিজের হীনতা প্রকাশ পাইবে আশঙ্কায় অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু এই বিশ্ব যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীকৃষ্ণ কাহার নিকট খর্ব্ব হইয়া যাইবার আশঙ্কায় নিজের অঙ্গীভূত কাহারও নিকট হইতে নিজ লীলার প্রয়োজন অনুসারে শক্তি গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন? বাহ্য চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতও যোগী পুরুষগণ ধ্যানের দ্বারা দূরস্থ বিষয়াদির দর্শন ও শ্রবণ করিতে নিজে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও, সাধারণ দর্শন শ্রবণাদি কার্য্যের নিমিত্ত বাহ্যবস্তু রূপাদির জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহারা সাধারণতঃ তাঁহাদের নিজ শরীরস্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্নিমিত্ত কোনও বুদ্ধিমান্

পুরুষের মনে করা উচিত নহে যে, ঐ সকল বাহ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ নহেন। এই সকল তাঁহাদের নিজেরই ইন্দ্রিয়; সুতরাং এইরূপ সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করাতে যেমন এই সকল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করা বিনা তাঁহারা নিজে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না বলিয়া মনে করা উচিত নহে, তদ্রূপ ভগবানেরই অঙ্গীভূতই চেতনাচেতন এই সমস্ত জগৎ; সুতরাং জাগতিক কোনও সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত জাগতিক কোনও বস্তু বা জীব হইতে তিনি কোন শক্তি গ্রহণ করিলে তিনি সেই বস্তু বা জীব হইতে খর্ব্ব হইয়া যান না এবং সেই বস্তু বা জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি সেই কার্য্য করিতে পারেন না এইরূপ মনে করা সঙ্গত হয়না। ঐ বস্তু বা জীবের শক্তিও তাঁহারই শক্তি। আর দুর্ব্বাসা ঋষিও অবজ্ঞার পাত্র নহেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভগবান্ শঙ্কর নিজ অংশে দুর্ব্বাসারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোপালতাপণী প্রভৃতি শ্রুতি তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্মবিৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকা (গান্ধর্ব্বী) সহ গোপীগণ তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণার্থ তাঁহারই নিকট বরপ্রার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন ইহা গোপালতাপণী শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব দুর্ব্বাসা ঋষি অবজ্ঞার যোগ্য কোনও প্রকারে নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি হইতে পলায়ন প্রভৃতি কার্য্য ভক্তমাহাত্ম্য প্রকাশার্থ ভগবান্ শঙ্করেরই লীলা। ইহা জরাসন্ধের ভয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও জরাসন্ধের সৈন্যদল হইতে দ্বারকায় পলায়ন সদৃশ মনে করা যাইতে পারে।

শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও বহুস্থলে ভগবানের নিজ পরব্রহ্মস্বরূপ যে বাক্য মনের অতীত এবং নির্গুণ, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। বসুদেব বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবদ্‌রূপ দর্শন করিয়া যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাতেও ইহা

স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে; উহাই তাঁহার মূল স্বরূপ। ভগবানের যে নির্ম্মল সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাধিপতিরূপ, যাহা অবতারগ্রহণ করা কালে প্রথমে বসুদেব ও দেবকীর নিকট তিনি প্রকট করিয়াছিলন, তাহা দেবতাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও মর্ত্ত্যমনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; কারণ ইহা সূর্য্যের অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করেন, তিনিই ঐরূপ দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ভগবান্ যে শিশুমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন, সেই রূপটি মর্ত্ত্যমানব, এমন কি পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ছিল বলিয়া ভাগবতকার সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজবাসী মনুষ্য, গো, প্রভৃতি সকলেই তো তাহা দেখিয়াছেন। পরন্তু অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেহধারী অসুরেরাও তাঁহাকে অবাধে দর্শন করিয়াছিল; কালীয় নাগ তাঁহার মর্ম্মস্থানে দংশন ও শরীরকে দৃঢ়রূপে বেষ্টনও করিলে তীব্র বিষের জ্বালা তাঁহাকে প্রথমে অভিভূতপ্রায়ই করিয়াছিল। পরে মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি যে যে স্থানে তিনি যখন গিয়াছেন সর্ব্বত্রই সকলে তাঁহার ঐ দেহের দর্শন দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই করিয়াছিল। এই রূপকে তাহা হইলে কি প্রকারে সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশানুসারে, বাক্য, ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর মূল পরব্রহ্মস্বরূপ বলা যাইতে পারে? অবশ্য প্রাকৃত জগৎও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; মুক্ত পুরুষগণ এই প্রাকৃত জগতের সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, ইহাও শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে সত্য, কিন্তু সেই দর্শন যে প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন নহে, ইহাও সর্ব্বত্রই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু পৃথিবীতলস্থ সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই ভগবানের এই অবতাররূপ সর্ব্বত্র প্রাকৃতিক নেত্র দ্বারাই দর্শন করিয়াছে। অতএব এই অবতার রূপকেই ভগবানের নিজ অবিকৃত মূল পরব্রহ্মরূপ বলা যাইতে পারেনা। এই দেহ যে কালীয় নাগের

দ্বারা সাধারণ মনুষ্যদেহবৎ দষ্ট ও বেষ্টিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার এই অবতারদেহ যে ব্যাধশরেও বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, এমনকি মহাভারতে, পুরাণসমূহে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও বর্ণিত আছে। যথাঃ—মহাভারতের মৌসল পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—জরা নামক উগ্র ব্যাধ মৃগলিপ্সু হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে যোগযুক্ত শয়ান কেশবকে দেখিয়া মৃগজ্ঞান করিয়া শরদ্বারা তাঁহার পদতলে বিদ্ধ করিল। তখন সেই ব্যাধ মৃগ-গ্রহণ বাসনায় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল অনেক বাহু বিশিষ্ট পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন।*

এইস্থলে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জরা নামক ব্যাধ তাঁহার পদতল (অবিধ্যৎ) বিদ্ধ করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণে এবং ব্রহ্মপুরাণেও এইরূপই ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদতল বিদ্ধ করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ—

বিষ্ণুপুরাণে—"স তৎপাদং মৃগাকারমবেক্ষ্যারাদবস্থিতঃ।
তলে বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তম।
(৫ম অংশ ৩৭ অঃ ৬৩)

ব্রহ্মপুরাণে—" স তৎপাদং মৃগাকারং সমবেক্ষ্য ব্যবস্থিতঃ।
ততো বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তমাঃ॥
(২১১অঃ ৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যথাঃ—

" মুষলাবশেষায়ঃখণ্ড-কৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।
মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া॥
(১১শ স্কঃ ৩০অঃ ৩৩)

---

* জরাথ তং দেশং উপাজগাম লুব্ধস্তদানীং মৃগসংলিপ্সুরুগ্রঃ।
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ সায়কেন॥
জরা বিধ্যৎ পদতলে ত্বরাবাংস্তং চাভিতস্তজ্জিঘৃক্ষুর্জগাম।
অথাপশ্যৎ পুরুষং যোগযুক্তং পীতাম্বরং লুব্ধকোঽনেকবাহুম্॥
মহাঃ মৌঃ পঃ ৪র্থ অঃ ২২-২৩

এই স্থলেও জরা নামক ব্যাধ যে মূষলাবশিষ্ট লৌহখণ্ড নির্ম্মিত বাণের দ্বারা ভগবানের চরণ ("বিব্যাধ") বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকের কোনও টীকায় লেখা আছে—"ব্যাধের শর শ্রীকৃষ্ণের চরণকে স্পর্শ মাত্র করিয়াছিল, বিদ্ধ করে নাই—("তদীয়ঃ শরশ্চরণং স্পর্শমাত্রং নতু বিব্যাধ"); পরন্তু টীকাকারের নিজের এই মত হইলেও, গ্রন্থকার "পস্পর্শমাত্রং" (স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র) লিখেন নাই, তিনি "বিব্যাধ" (বিদ্ধ করিয়াছিল) এই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দের অন্য কোন অর্থ নাই। বস্তুতঃ "বিব্যাধ" শব্দের ব্যবহার না করিয়া গ্রন্থকার যদি "পস্পর্শ" শব্দেরই ব্যবহার করিতেন তাহা হইলেও প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা যে দেহ স্পৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃত ভিন্ন অপ্রাকৃত হইতে পারে না। স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলে তাহা প্রাকৃতই হয়, অপ্রাকৃত হয় না।

ভগবান্ যে অবতারদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টরূপে শাস্ত্রীয় গ্রন্থসকলে উক্ত হইয়াছে; যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "নট যেমন নিজরূপে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াই অভিনয়ের জন্য এক রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য, তৎপর পুনরায় অন্য,—এইপ্রকার রূপান্তর ধারণ করে, তদ্রূপই ভগবান্ও মৎস্যাদি রূপ ধারণ ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যে (বসুদেব তনয়) রূপে এই পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, অন্তে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।*

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বহুস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিত্যাগের কথা আছে। যথাঃ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন—"যূথপতিগণের শ্রেষ্ঠ অথিরথ, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়গণ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলে এবং ত্রিলোক নাথ হরিও দেহ পরিত্যাগ করিলে সেই প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধব আর কি নিমিত্ত জীবিত রহিলেন?"

* যথা মৎস্যাদি রূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ (ভাগঃ ১ম স্কঃ ১৫শঃ ৩৫)

শ্রীশুকদেব বলিলেন—"সেই সত্যসঙ্কল্প প্রভু ব্রহ্মশাপ উপলক্ষে নিজের বিস্তৃত কুলকে সংহার করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া চিন্তা করিলেন।* লীলার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় (মানব) দেহধারণকারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্লাঘনীয় কর্ম্ম সকলের কথা এবং ধীরগণের বৈরাগ্যবর্দ্ধক অথচ পশুবৎ বিষয়াবিষ্ট চঞ্চলচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে ভীতিজনক তাঁহার দেহত্যাগের কথা এবং তিনি যে তৎকালে বিদুরকে স্মরণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়, উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করিয়া, উদ্ধব গমন করিবার পর, বিদুর ভগবানের ধ্যান করিয়া প্রেম বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন।†

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কঃ ৩০ অধ্যায়েও দেখা যায় রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বকীয় যদুবংশ ব্রহ্মশাপগ্রস্থ হইলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সর্ব্বলোকের পক্ষে আনন্দ দর্শন নিজদেহ পরিত্যাগ করিলেন? ‡ এই প্রশ্নে যাদবগণের প্রভাসতীর্থে গমন ও তথায় মদিরা পানে মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধে আসক্ত হইয়া দেহত্যাগ ও

---

* রাজোবাচ

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষ্বধিরথ যূথপযূথপেষু মুখ্যঃ
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ।।
শ্রীশুক উবাচ
ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষন্ দেহমচিন্তয়ৎ ।। (ভাগঃ ৩।৪।২৮—২৯)

† বিদুরোহপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ।।
দেহন্যাসঞ্চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্ ।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ।।
আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ! কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্ ।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ।। (ভাগঃ ৩।৪।৩৩—৩৫)

‡ ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ।। (ভাগঃ ১১।৩০।২)

পরে বলদেবের দেহত্যাগ, তৎপর ভগবানের এক পিপ্পলবৃক্ষের মূল দেশে পৃষ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন ও তথায় ব্যাধ কর্ত্তৃক মৃগবোধে তাঁহার পদতল শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়া ও পরে ব্যাধের স্তুতি ও ভগবান্ কর্ত্তৃক তাহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ বর্ণনা করিয়া শুকদেব বলিলেন :—

"যাহা সর্ব্বলোকের অনন্দদায়ক, যে দেহের ধারণা ও ধ্যান সর্ব্ববিধ মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে, ভগবান্ আগ্নেয়ী যোগ ধারণা দ্বারা সেই দেহ দগ্ধ করিয়া (যোগধারণয়া আগ্নেয্যা দগ্ধ্বা) স্বীয় ধামে গমন করিলেন।" *

শ্লোকে "আগ্নেয্যা দগ্ধ্বা" পদ আছে, তাহা হইতে আগ্নেয্যা+অদগ্ধ্বা=আগ্নেয্যাদগ্ধ্বা এইরূপও পদ যোজনা করা যাইতে পারে; শ্রীধরস্বামী তাহাই করিয়া শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন; কারণ তিনি বলেন জগৎ এই দেহেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই দেহ দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ প্রসঙ্গ হয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এবং যশোদাকে এই দেহেই ত্রিভুবন প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, বোধ হয় এই নিমিত্ত শ্রীধরস্বামী এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে, এই দেহে জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহার দাহে জগতেরও দাহ হইবার প্রসঙ্গ হয়। "মুনিগণেরও কখনও মতিভ্রম হয়" ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাক্য। অতএব শ্রীধর স্বামীর এই স্থলে ভ্রমই হইয়াছে বোধ হয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তো সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যই ছিল? পরন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষমাত্রই আপনাতে সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন। তাহা ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (গীতা ৪।৩৫) বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনাতে

---

* লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ (ভাগঃ ১১।৩১।৬)

সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার শক্তি দান করিলে অপরেও সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত কি তাঁহার দেহের বিনাশে সমস্ত বিশ্বের বিনাশ হয় ? এক ক্ষুদ্র দর্পণে অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, তন্নিমিত্ত ঐ দর্পণের ধ্বংসে আকাশের ধ্বংস হয় না। মহাভারতে বনপর্ব্বের ৯৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীরামঅবতারেও পরশুরামকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নিজদেহে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক "অগ্নেয্যা দগ্ধ্বা" পদের আগ্নেয্যা+ অদগ্ধ্বা এইরূপে সন্ধি বিশ্লেষ করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। ঐরূপ সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া তাহার দ্বারা "আগ্নেয়ী যোগ ধারণার দ্বারা দেহকে দগ্ধ না করিয়া" এইরূপ অর্থ করিলেও ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য সকলের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী যোগ ধারণা দ্বারা দেহকে দগ্ধ না করিয়া এইস্থানে ঐরূপেই পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আর ঐরূপ সন্ধি বিশ্লেষ না করিয়া "দগ্ধ্বা" পদের দ্বারা 'দগ্ধ করিয়া, এইরূপ অর্থ করিলেও তাদৃশ একবাক্যতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বলিতে হইবে যে "দগ্ধ" করার অর্থ একেবারে ভস্মীকরণ নহে, সাধারণ ভাবে দগ্ধ করা মাত্র; যাহাতে দেহ বিকৃত হইয়াও বর্ত্তমান থাকে; কারণ পরে অর্জ্জুন অন্বেষণ করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয়ের দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার সৎকার করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ ভগবান্ যে স্বীয় মনুষ্য কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অন্যান্য পুরাণের অনুরূপ ভাগবত কারও অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অতঃপর আরও কয়েকটি বর্ণনা করিতেছি। উপরোক্ত আগ্নেয়ী যোগের দ্বারা দগ্ধ করিয়া স্বধামে প্রবেশ করার কথা বলিয়া পরে শুকদেব পুনরায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণ ও যাদবগণের কুলে জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগকে নটের মায়ার অনুকরণ মাত্র জানিবে। তিনি নিজে দেহ রচনা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া (কিছুকাল) বিহারপূর্ব্বক স্বয়ংই তাহা সংহার করত আপন মহিমাতে বিরাজমান আছেন। যিনি সকলের আশ্রয়দাতা এবং এই মর্ত্ত্যদেহ দ্বারাই যমলোকগত গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকেও সংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, যিনি ব্যাধকে পর্য্যন্ত সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজের দেহকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ছিলেন? যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ এবং অনন্ত শক্তিধারী, তিনি মর্ত্ত্যদেহের আদর যে বৃথা ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই যদুকুল সংহারের পর পৃথিবীতে অবশিষ্ট একমাত্র নিজ দেহকেও বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। * ব্রহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে—ভগবান্ মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া দৈবীগতি প্রাপ্ত হইলেন। × অর্জ্জুন, রাম, কৃষ্ণ ও অপরাপর যাদবগণের কলেবর অন্বেষণ করিয়া তৎসমস্তের সংস্কার করাইলেন। † বিষ্ণু পুরাণেও ঠিক এই ভাষায়ই দেহ পরিত্যাগ ও তাহার সংস্কারের কথা উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩৭ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক ও ৩৮ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে

---

* রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিম্নো পরতঃ স আস্তে॥
মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥
তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েস্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥ (ভাগ: ১১।৩১।১১—১৩

× ত্যক্ত্বা স মানুষং দেহমবাপ ত্রিদশাং গতিম্॥ (ব্রহ্মপুরাণ ২১১অ:১২)

† অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ (ব্রহ্মপুরাণ ২১৩ অং ১)

উক্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহকে পরিত্যাগ করিয়া .... বাসুদেবাত্মক দেহধারণ পূর্ব্বক গরুড়ারোহণে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গমন করিলেন। * এই স্থলে মনুষ্যদেহের পরিত্যাগ ও বাসুদেবাত্মক দেহের ধারণের উক্তির দ্বারা তাঁহার নিজ বাসুদেবাত্মক মূল দেহ যে পৃথিবীতলে ধৃত মনুষ্যদেহ হইতে পৃথক্, তাহা সুস্পষ্ট-রূপেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ১২৯ অধ্যায়ের ৬২ সংখ্যক শ্লোকেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতের মৌষলপর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিবার পর অর্জ্জুন অনুগত জনগণ দ্বারা বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করত বিধিবৎ দাহ ও প্রেতকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া সপ্তমদিবসে রথে আরোহণ করিয়া তথা হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।†

এই সকল ও এইরূপ অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবান্ মনুষ্যদেহাবলম্বনেই মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং লীলা সংবরণ সময়ে এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত নহে— প্রাকৃতই ছিল ইহা নিঃসংশয় রূপে সিদ্ধ হয়।

পরন্তু "প্রাকৃত" শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষিতি ও অপ্ অংশ প্রধান পঞ্চভূতাত্মক দেহ যাহা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়—তাহাই প্রাকৃত দেহ, যাহা তদ্রূপ নহে, তদপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম তাহা অপ্রাকৃত,

---

* "কৃষ্ণোঽপি মানুষং দেহং সন্ন্যস্য........বাসুদেবাত্মকং দেহং ধৃত্বা বৈনতেয়মারুহ্য মহর্ষিভিঃ স্তূয়মানো জগাম। (পদ্মপুরাণ উঃ খ. ২৫২অঃ ৮৫)

† ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ॥
স তেষাং বিধিবৎ কৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি পাণ্ডবঃ।
সপ্তমে দিবসে প্রায়াদ্রথমারুহ্য সত্বরঃ॥ (মহাঃ মৌঃ পর্ব্ব ৭ম অঃ ৩১-৩২)

যেমন দেবতাদিগের দেহকে অপ্রাকৃত দেহ বলা হয়। আর মূল প্রকৃতির বিকার এই অর্থেও প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত অর্থে, যাহা কিছু প্রকাশিত অবয়ব বিশিষ্ট তৎসমস্তই প্রাকৃত। এই অর্থে দেবদেহও প্রাকৃত। প্রথমোক্ত অর্থেই সত্ত্বমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎ পার্ষদগণের দেহ মনুষ্যগণের দেহের ন্যায় রজোস্তমোময় নহে, শুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া তাঁহাদের দেহকে "অপ্রাকৃত" বলা যাইতে পারে। পরন্তু সেই শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহও "প্রকৃতির বিকার এই অর্থে প্রাকৃত— অপ্রাকৃত নহে।

কেহ কেহ বলেন—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো……"* ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, হরির গুণে আত্মারাম মুনিগণও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে হৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, যাঁহার এইরূপ গুণ, তাঁহার দেহ কি প্রাকৃত হইতে পারে? পরন্তু বেদান্ত দর্শনের এবং অপর সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা ফলদানের জন্য উন্মুখ হইয়া তাঁহাদের দেহ রচনা করিয়াছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়েও বিনষ্ট হয় না। বস্তুতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের বশ্যতা প্রযুক্তই ঐ প্রারব্ধের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা জীবিত থাকেন। (ভাগঃ ৩।২৮।৩৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহারা শারীরিক কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। পরন্তু এইরূপ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মাধীনতা পরিত্যক্ত না হওয়াতে তত্তদ্দেহনিষ্ঠ সংস্কারের অস্তিত্বহেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগেরও প্রিয়াপ্রিয় বোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়তাও লব্ধহয় না। তাঁহাদিগকে দেহসম্পর্কিত আহারাদি সমস্ত কার্য্য করিতেই হয় এবং নির্লিপ্তভাবে হইলেও তন্নিমিত্ত সুখদুঃখাদির ভোগ অনেকটা হইয়াই থাকে। অতএব

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ (ভাগঃ ১।৭।১০)

শিষ্য ইন্দ্রকে প্রজাপতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে—"হে ইন্দ্র! এই শরীর নিশ্চয়ই বিনাশশীল।....সশরীর (শরীরযুক্ত) থকিতে প্রিয়াপ্রিয়ের (সম্পূর্ণ) বিনাশ কখনই হয় না। অশরীর (শরীর বিমুক্ত) হইলেই প্রিয়াপ্রিয় কিছু স্পর্শ করে না।"* সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগের যখন প্রিয়াপ্রিয় বোধ কিছু থাকিয়া যায়, তখন বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানের এবং শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের সুখময় সত্ত্বগুণাত্মক দেহদর্শনে এবং তাঁহার লীলাদির দর্শন ও শ্রবণে যে তাঁহারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাতে প্রীতিযুক্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? ভগবান্ সনৎকুমার এবং ভগবান্ নারদাদি ঋষি সাধু-প্রকৃতি রাজাদিগের চরিত্রেও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সভায় পর্য্যন্ত সময় সময় আগমন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই বহুস্থানে উল্লিখিত আছে; এমন কি ধর্ম্মাত্মা বিদুরের ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রগৃহে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁহার উপদেশ "সনৎ সুজাত প্রকরণ" নামে মহাভারতে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো...............”ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য কোনও প্রকারেই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসকলের বিরোধী নহে।

তবে ভগবদবতার দেহ এবং জীবদেহ এই উভয়ের মধ্যে অশেষ প্রভেদ আছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের দেহ হইতেও ভগবদবতার দেহের বহু প্রভেদ আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সমস্ত জীবদেহ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার তাহাদের থাকে এবং তদনুসারে ইহজীবনে জীবের সুখ দুঃখাদি ফলভোগ হয়। ভগবদবতার দেহ এইরূপ কর্ম্মাধীন নহে, জগতের কল্যাণের নিমিত্ত

* "মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরং......ন বৈ শরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতি রস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছান্দোগ্য ৮।১২।১)

ভগবানের ইচ্ছামাত্রে তাঁহার অবতার দেহ বিরচিত হয়; তাঁহার এই দেহ কোনও কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত গঠিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে নির্ম্মিত এবং ব্রহ্মজ্ঞাবস্থায়ও তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের অধীন থাকেন। অপর বদ্ধজীবের দেহ এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহে এই প্রভেদ যে বদ্ধজীবের দেহে কৃতকর্ম্মের সংস্কার তাঁহাদের দেহে বর্ত্তমান থাকে; বদ্ধজীব যেমন কর্ম্ম তাহার দেহের দ্বারা করিতে থাকে, তেমনি তেমনি ঐ সকল কর্ম্মের সংস্কার তাহার অন্তরে বসিতে থাকে। এই সকল সংস্কার পরজন্মের কারণ হইয়া ঐ জন্মে সুখদুঃখাদি ভোগ প্রদান করে। পরন্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার দেহের দ্বারা যেসকল কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার তাহাদের অন্তরে লাগে না, কারন তাঁহারা নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কর্ম্ম করেন। এই প্রভেদ বদ্ধজীবের দেহে ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহে আছে। ভগবদবতার তাঁহার দেহের দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম করেন, তাহার কোনও সংস্কার তো তাঁহার অন্তরে বসেই না, পরন্ত পূর্ব্বজন্মের কোনও কর্ম্মের সংস্কারও থাকেনা। সুতরাং তাঁহার দেহ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবশ্যতা বর্জ্জিত। তিনি নিজ ইচ্ছায় অবতার দেহ ধারণ করেন। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"জন্মরহিত, অবিনাশী এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর (নিয়ন্তা) হইয়াও আমি আপন মায়ার দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদবলম্বনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহধারণ করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম এইরূপ তত্ত্বতঃ অবগত হয়, সেই ব্যক্তি এই দেহ পরিত্যাগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" (গীতা ৪।৬-৯)

এই বাক্যের দ্বারাই বুঝা যে ভগবদবতার দেহ শুদ্ধ সত্ত্বময়। শ্রুতি বলিয়াছেন—" ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ

হইতে এইজগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, আনন্দেই স্থিত আছে এবং আনন্দেই লয় হয় ইত্যাদি।"*

এই প্রকাশিত জগৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকাশ হওয়াতে বদ্ধ জীবের জ্ঞানে যাহা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতাত্মক, তাহা প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে আনন্দময় ব্রহ্মমাত্র। যেমন মৃত্তিকারূপ উপাদানে নির্ম্মিত ঘটপটাদি মৃত্তিকাভিন্ন অপর কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দরূপ উপদানে প্রকাশিত পঞ্চভূতাত্মক জগৎও আনন্দ ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং ভগবান্ যখন মনুষ্যলোকে মনুষ্যদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক অবতার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার অবলম্বিত দেহও যে তত্ত্বতঃ আনন্দময় ব্রহ্মমাত্র তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। সাধারণ জীবদেহ তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম সংস্কারের দ্বারা প্রেরিত ভৌতিক নিয়মে গঠিত হইয়া প্রকাশিত হয়, পরন্তু ভগবদবতার দেহ তদ্রূপও নহে, তাঁহার নিজ ইচ্ছামাত্রই ইহার প্রকটন বিষয়ে প্রেরক। সুতরাং সর্ব্বদা অবিদ্যা বিরহিত এই অবতার দেহ প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে তত্ত্বতঃ চিদানন্দময়। অতএব সাধারণ সাধকের পক্ষেও ভগবদবতার দেহকে চিদানন্দময়রূপে দর্শন করাই কর্ত্তব্য। তাহা করিলে তাহার ফলে সমগ্র বিশ্বে তাঁহার ভগবদ্বুদ্ধি খুলিয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তত্ত্বতঃ ব্রহ্মাত্মক হইলেও জগতের অশেষরূপে কল্যাণ বিধানকারী ভগবানের সত্ত্বময় বিষ্ণু-মূর্ত্তিই উপাসনার নিমিত্ত অবলম্বনীয়। তিনি তাঁহার নির্গুণ পরব্রহ্মরূপ এবং সগুণ চরাচর জগৎরূপ—এই উভয়ের মধ্যস্থিত হইয়া এতদুভয়ের সংযোজক রূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনি ভক্ত জীবকে প্রকৃতির সীমা অতিক্রান্ত করিয়া চিদানন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত করতঃ সগুণ ও নির্গুণের ভেদজ্ঞান তাঁহার অন্তর হইতে দূরীভূত করেন।

---

* আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

(তৈঃ উঃ ভৃগুবল্লী, ৬ষ্ঠ অনুবাক)

তিনি নির্ম্মল সত্ত্বময় হওয়াতে সমস্ত কল্যাণগুণের আকর এবং সর্ব্ব-প্রকার রাজসিক তামসিক অকল্যাণ গুণ বিরহিত, সর্ব্বদা ভক্তবৎসল, ভক্তরক্ষক এবং জগতের প্রতিপালক। তিনিই নিজ ইচ্ছাক্রমে মৎস্য কূর্ম্মাদি নানারূপ ধারণ করিয়া ভক্তজনের এবং সাধারণ জগতের কল্যাণার্থ অবতার গ্রহণ করেন এবং তিনিই কলির জীবের বিশেষ-রূপে কল্যাণ সাধনার্থ কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিষয়ক বিচার অজ্ঞানপ্রসূত। সার সত্য এই যে, এতৎ সমস্ত জগতই ব্রহ্ম; মূল প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি-বিশেষ, ইহা মায়া প্রধান ইত্যাদি নামে শাস্ত্রে আখ্যাত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই ভেদবুদ্ধি থাকে। এই ভেদবুদ্ধি থাকা হেতু যে পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের আত্মভূত শক্তি বলিয়া জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্তই এই বস্তু প্রাকৃত—এই বস্তু অপ্রাকৃত, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হওয়ায় তিনি প্রকৃতিকে ও প্রকৃত জগৎকে ব্রহ্মরূপে (অপ্রাকৃত রূপেই) দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়, এতৎ সমস্ত ব্রহ্মেরই প্রকাশ, ইহা যদি সার সত্য হয়, তবে ভগবানের স্বচ্ছ অবতাররূপকে সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ধারণা করা কি সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য নহে? যিনি আপনার কল্যাণার্থী, যিনি অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ ভগবদ্বিগ্রহে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে অভ্যাস করা কি সর্ব্বাগ্রে উচিত হয় না? ইহাও যিনি না করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে ভাগ্যহীন ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? এই নিমিত্ত কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপও লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ পুরুষকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে; তাহার সহিত বসবাস করিবে না।

ভগবৎপ্রতিমা এবং গুরুতেও এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করা

আপনার কল্যাণার্থী পুরুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছেঃ—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাব মন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

—"আচার্য্যকে আমার (ভগবানের) স্বরূপ বলিয়া জানিবে; তাঁহাকে কদাপি অমর্য্যাদা করিবে না, মনুষ্যবুদ্ধিরূপ অসূয়া তাঁহাতে করিবে না। গুরুকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিবে অন্যত্র— "যো" বিষ্ণোঃ প্রতিমাকারে লোহবুদ্ধিং করোতি বা। যো গুরৌ মানুষং ভাবমুভৌ নরকপাতিনৌ।" —"যে ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রতিমাতে লৌহ-বুদ্ধি এবং গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে, তাহারা উভয়ে নরকগামী হয়।" শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন— "স হি বিদ্যাং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম তস্মৈ দ্রুহ্যেন্ন কর্হিচিৎ।" —"তিনি বিদ্যা উৎপাদন করেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম, ইহার অমর্য্যাদা কদাপি করিবে না।" (প্রাকৃত বুদ্ধি তাঁহাতে করাই অমর্য্যাদা করা, কারণ ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মরূপতার অপলাপ করা হয়। এই নিমিত্ত ভাগবতকার বলিয়াছেন—"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাঽসূয়েত")।

এই সকল স্থলে "তৎ" বস্তু (পরব্রহ্ম) যে সর্ব্বরূপী, সর্ব্বময় (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) এই তত্ত্বই গুরুতে এবং প্রতিমাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাই আদর্শ। কিন্তু "তত্ত্ব" বিচারে প্রভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুবর্ণনির্ম্মিতপ্রতিমা ব্রহ্ম-রূপেই ধ্যেয়; কারণ সুবর্ণও "তৎ" বস্তুর (ব্রহ্মের) এক বিশেষ প্রকটরূপ; তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু তত্ত্ব বিচারে অপর বস্তু হইতে প্রভেদ করিবার জন্য ইহাকে সুবর্ণ বলিয়াই বর্ণনা করা যায়। এইরূপ শ্রীগুরুও ব্রহ্মরূপেই অভেদবুদ্ধিতে ধ্যেয়, কিন্তু তত্ত্ব বিচারে তাঁহার দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া বর্ণনা করিলে গুরু নিন্দা হয় না, কারণ সেই পঞ্চভূতও ব্রহ্মাত্মক—অন্য কিছুই নহে।

সাংখ্যশাস্ত্রে "তত্ত্বের" বিচারে তত্ত্বসকলকে পঞ্চ বিংশতি সংখ্যক

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ মতে সমস্ত প্রকটিত জগৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক। এই সংখ্যামত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও ভগবদুক্তি বলিয়া শ্রীভগবান্ বেদব্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এই জগৎ যে ঐ পঞ্চভূতের বিমিশ্রণের (ত্রিবৃৎকরণের) দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে তাহা শ্রুতিও স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু এতৎ সমস্ত "তত্ত্বের" মূলীভূত যে বস্তু, তাহা "তৎ" পদবাচ্য পরব্রহ্ম। "তৎ" পদার্থেরই প্রকটিত ভাব এইসকল তত্ত্ব। "তৎ" পদার্থের সহিত "তত্ত্ব" সকল অভিন্ন হইলেও, তাহাদিগের পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করা নিন্দনীয় হইলে সর্ব্বশাস্ত্রে ঋষিগণ এরূপ বর্ণনা কেন করিবেন ? ব্রহ্ম কেবল নির্ব্বিশেষ অমূর্ত্ত "বাসুদেব" নহেন, প্রকিতিস্থ প্রথম পুরুষ সঙ্কর্ষণ, সমগ্র বুদ্ধিতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ প্রদ্যুম্ন এবং সমষ্টিও ব্যষ্টিরূপী বিরাট্ দেহযুক্ত অহং তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ অনিরুদ্ধও বটেন। এই চতুর্ব্ব্যূহে এক অখণ্ড পূর্ণভাবে তিনি স্থিত আছেন। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সার উপদেশ। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ যখন সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ তখন ভেদরূপের বর্ণনাও করিতেই হইবে, এই ভেদ যে একই বস্তুর ভেদ, সুতরাং সেই বস্তুর সহিত যে ইহাদের অভেদ সম্বন্ধও আছে, তাহা পূর্ণ সত্য প্রকাশার্থ বর্ণনা করিতেই হইবে।

গুরুমূর্ত্তি এবং ভগবৎপ্রতিমাতে ভগবৎ বুদ্ধিই স্থাপন করিবে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু তন্নিমিত্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমাকে যে "প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত" জানিবে না কিম্বা গুরুদেহ যে মনুষ্য দেহের উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে না—ইহা নহে। প্রতিমাকে প্রস্তরময় এবং গুরুদেহকে প্রাকৃতিক জানিয়াও যে সাধক তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারই ভক্তি অচলা হয়। প্রকৃতি স্বয়ং ব্রহ্মশক্তি, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশভাব, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তারহিত ব্রহ্মাত্মক পদার্থ। এইরূপ জ্ঞানের ফলে সাধকের

চিত্তবৃত্তি প্রসারিত হইয়া পাঞ্চভৌতিক সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনের নিমিত্ত বুদ্ধির নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে—"আমাকে যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে এবং আপন হৃদয়ে স্থিত বলিয়া জানিতে না পারে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনার আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিমাদিতেই আমাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি আপনাকে পরমাত্মা হইতে অথবা অন্য পুরুষ হইতে অল্প মাত্রায়ও ভিন্ন বলিয়া বোধ করে, সেই ভেদদর্শী পুরুষের সমক্ষে আমি মৃত্যুরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দুঃসহ সংসার ভয় প্রদান করিয়া থাকি।"*

যে উপাসকের প্রতিমাদিতে উপাসনার দ্বারা তাহার অন্তরে সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের প্রসারণ না হয় তাহার উপাসনা যে অল্প ফলপ্রসূ, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা অতি তীব্রভাষায় ভগবদুক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—"আমি সর্ব্বভূতেই বিদ্যমান্ আছি, আমিই সকলের আত্মা ও ঈশ্বর। যে ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ সর্ব্বভূতস্থভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (কেবল) প্রতিমাদিতেই আমার ভজনা করে, সে ভস্মে আহুতি প্রদান করে মাত্র। যে অভিমানী ব্যক্তি ভেদদর্শন-বশতঃ পরদেহে বৈরভাব স্থাপন করে (সুতরাং তদ্দ্বারা) আমাকেই দ্বেষ করিয়া থাকে, সেই ব্যাক্তি কখনও চিত্তে শান্তিলাভ করিতে পারেনা। †

---

* অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ (ভাগঃ ৩।২৯। ২৫-২৬)

† যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥ (ভাগঃ ৩।২৯।২২-২৩)

এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতিমাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক যে উপাসনা, তাহার ফল 'জগন্ময় ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাপ্তি'। এইরূপ উপাসনাতে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় এবং তদ্ধেতু চরাচর অখিলজগতের ভগবদ্রূপতার জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যথাঃ—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥" (ভাগঃ ১০।১৪।৫৬)

—অর্থাৎ (শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—) এই জগতে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়েন, তাঁহাদের নিকটে চরাচর সমস্তই ভগবদ্ রূপ, এই জগতে তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই।

অসীম তিনি সসীম হইয়াছেন অবতাররূপে। সীমার মাঝে অসীমের খেলার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের দেহতত্ত্ব-প্রসঙ্গ আমরা শুকদেবের ভাষায় প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াই শেষ করিঃ—

"নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ভাগঃ ২।৪।১২ ॥
ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেহ সতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ঐ ১৩ ॥
নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ। ঐ ১৪ ॥
যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।

লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ভাগঃ ২।৪।১৫ ॥
বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং
ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ঐ ১৭ ॥
কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ঐ ১৮ ॥
স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ঐ ১৯ ॥
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ঐ ২০ ॥
যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতা ম্ ॥ ঐ ২১ ॥
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।

স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ভাগঃ ২।৪।২২ ॥
ভূতৈর্ম্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলঙ্কৃষীষ্টাখিলবিদ্ বচাংসি মে ॥ ঐ ২৩ ॥

—যিনি অনন্তগুণসাগর, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য রজোগুণধারী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণু এবং তমোগুণধারী মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা এবং ভক্তিহীনের দুষ্প্রাপ্য, সেই পরম পুরুষকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

যিনি সাধুগণের দুঃখহারী, পাপীদিগের বিনাশকারী, পূর্ণ-সত্ত্বমূর্ত্তি এবং পরমহংস আশ্রমের মুনিগণের সাধ্যতত্ত্ব এবং তাঁহাদের সাধনার দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে, সেই পরম পুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১৩ ॥

যিনি ভক্তগণের পালক, ভক্তিহীন মানবের দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা যাঁহার সমান আর কেহই নাই এবং যিনি স্বমহিমায় আত্মারাম, সেই পরমপুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৪ ॥

যাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন এবং মহিমা শ্রবণ ও অর্চ্চনায় মনুষ্যের পাপ আশু বিদূরিত হয়, সেই সুমঙ্গল-কীর্ত্তি পরমপুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৫ ॥

বিবেকিগণ যাঁহার চরণ সেবার ফলে চিত্তের ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়াসক্তি দূর হওয়া হেতু সর্ব্ববিধক্লেশ রহিত হইয়া ব্রহ্মগতি লাভ করেন, সেই পুণ্যকীর্ত্তি পরমপুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৬ ॥

সর্ব্ববিধ তপশ্চরণ, যজ্ঞাদিকর্ম্ম, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়জয়, সদাচার, এবং শাস্ত্রজ্ঞান—এতৎ সমস্ত যাঁহাতে অর্পিত না হইলে

বৃথাই হইয়া থাকে—সুফল প্রদান করে না, সেই সুমঙ্গলকীর্ত্তি পরম-পুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৭ ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খশ এবং যাহারা পাপযোনিতে উদ্ভূত, তাহারা যাঁহার ভক্তগণের শরণাপন্ন হইয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষকে নমস্কার ॥১৮ ॥

সুনির্ম্মলচিত্ত ভক্ত, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরেরও যিনি বিস্ময় দর্শন, বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থধর্ম্মের দ্বারা যিনি আরাধ্য, এবং যিনি ব্রহ্মচারিধর্ম্ম, বাণপ্রস্থধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন, সেই সকল উপাসকগণের পরম আশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯ ॥

যিনি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পালক, যজ্ঞের পালক, প্রজাগণের পালক বুদ্ধির পরিচালক, লোকসমুহের পালক, পৃথিবীর পালক, অন্ধক, বৃষ্ণি ও যাদবগণের পালক ও গতি এবং সাধুগণের পালক, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২০ ॥

যোগিগণ যাঁহার চরণকমলের ধ্যান ও সমাধির দ্বারা নির্ম্মলান্তঃ-করণে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই আত্মতত্ত্ব শিষ্যগণের প্রতি তাহাদের প্রতিভানুসারে উপদেশ করেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২১ ॥

যিনি কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় সৃষ্টি-বিষয়ে স্মৃতির উদয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণায় শিক্ষা-কল্পাদি অঙ্গের সহিত বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ আমার প্রতি পসন্ন হইন ॥ ২২ ॥

যিনি মহদাদি পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম শরীরসকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বাস

করিতেছেন বলিয়া যিনি পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ, যিনি জীবরূপে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূতরূপ ষোড়শ গুণসমূহ ভোগ করেন অথচ সেই জীব ও ষোড়শগুণের নিয়ন্তা, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ আমার বাক্যসমূহকে অলঙ্কৃত করুন ॥ ২৩ ॥

॥ নিম্বার্ক দর্শনে জীবস্বরূপ ॥

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রমূলে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য জীবস্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ, ইহা ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনাকালে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদ্রূপে নিমিত্তকারণ এবং আনন্দরূপে উপাদান কারণ, তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম স্বয়ং সচ্চিদ্রূপে নিমিত্তকারণ থাকিয়া স্বীয় স্বরূপগত আনন্দকে অনন্ত জগদ্রূপে প্রকাশ (সৃষ্টি) করিয়াছেন। এইরূপে অনন্তজগতের সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তিনি সেই অনন্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপগত চিৎকে অনন্তরূপে প্রসারণ করিয়া ঐ স্বীয় স্বরূপগত আনন্দ হইতে প্রকাশিত অনন্ত জগতের বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক অংশে ঐ অনন্ত চিদংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রবিষ্ট তাঁহার চিদংশসমূহই জীব নামে আখ্যাত হয়েন। (এই জীব ব্রহ্মের চতুস্পাদের মধ্যে দ্বিতীয়পাদ (ইহা ব্রহ্ম স্বরূপ বর্ণন কালে উক্ত হইয়াছে।), অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ ও অনন্ত। ব্রহ্ম নিত্য হওয়ায় তাঁহার অংশ জীবও নিত্য। জীব যে ব্রহ্মের অংশ অনন্ত ও নিত্য তাহা শ্রুতি, স্মৃতি ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি যথা : "ইহা পরব্রহ্মের অংশ * একটি

* "অংশো হ্যেষঃ পরস্য" (ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।৪২ বে. কৌ. ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতি)

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে পুনরায় শত ভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ তাহা কেশের অতি সূক্ষ্ম অংশ হয়, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্ম অংশ এবং (প্রতি দেহে ভিন্ন বলিয়া) তাহা অনন্ত।× বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রেও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন ; তিনি ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—"শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ ও অভেদ উভয় উপদেশ করায় জীব ব্রহ্মের অংশ।৭ গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—"আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবভাবে অবস্থান করিতেছে।⚹

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"আমা হইতে অভিন্ন, আমারই অংশ স্বরূপ জীবের অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন ও বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়।* জীব অনু স্বরূপ।+ এবং জ্ঞানস্বরূপ (বিজ্ঞানময়)** হইয়াও জ্ঞাতা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—"জ্ঞাতা জীব অবিনাশী বলিয়া তাহার জ্ঞঃ কখনও বিলুপ্তি হয় না" *** জীব

× "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্ব. উ. ৫।৯)

৭ "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২ ও তাহার নিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

⚹ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥" গীতা ১৫।৭

* "একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥" (ভাগঃ ১১।১১।৪)

+ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ (মুণ্ডক ৩।১।৯) ২।৩।১৯ প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

** "এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ" (বৃ.২।১।১৭), অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ (বৃহ. ৪।৪।৫), "বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা" (মুণ্ডক ৩।২।৭)"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈ. উ. ২।৫।১)

*** "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ" (বৃ. উ. ৪।৩।৩০)

যে জ্ঞাতা স্বরূপ তাহা "(জ্ঞোঽত এব)" (২।৩।১৮) এই ব্রহ্ম-সূত্রেও উক্ত হইয়াছে। জীব যে নিত্য তাহা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে স্পষ্ঠতঃ উক্ত হইয়াছে। যথা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন"।* বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, "অরে (মৈত্রেয়ী)! আত্মা স্বভাবতঃই অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (অবিনাশ স্বভাব) সুতরাং অবিনাশী (আত্মার বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না) ꙮ কঠ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"জীব জন্মেও না, মরেও না, কোথা হইতেও জাত হয় না। উহা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বতও পুরাণ, বধ করিলেও হত হয় না।" গীতাতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে।** ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে।+ জীবের জন্মমৃত্যু যে বলা হয়, তাহা গৌণ, দেহের উৎপত্তি ও বিনাশহেতু জীবের জন্মমৃত্যু ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ জীবের জন্মমৃত্যু কিছুই নাই।× এই সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য একটি মাত্র শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সেই শ্লোকে বলিয়াছেন—জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, শ্রীহরির সম্পূর্ণ অধীন, শরীর ধারণ ও পরিত্যাগের যোগ্য

---

* "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (শ্বে. উ. ৬।১৩)

ꙮ "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৪)

** "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(কঠ ১।২।১৮)

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ব ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(গীতা ২।২০)

+ "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (ব্র. সূ. ২।৩।১৭ এবং তাহার নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

× "চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ"
(ব্র. সূ. ২।৩।১৬ এবং নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অণু পরিমাণ, প্রতিদেহে ভিন্ন ও অনন্ত।† প্রত্যেক জীব দেহাবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা, সেইজন্য জীব সম্বন্ধে স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিবার অথবা মুমুক্ষু হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে করিয়াছেন ঃ জীবকে অণু বলা হইয়াছে; কিন্তু জীব স্বরূপতঃই অণু, গুণে বিভু। তাই জীব, দেহের হৃদয়রূপ একদেশে অবস্থান করিলেও জ্ঞানরূপ গুণের দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপী সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে পারে ; যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র প্রদীপ স্বীয় গুণে বৃহৎ গৃহকেও আলোকিত করে, তদ্রূপ জীব অণু হইলেও স্বীয় জ্ঞানরূপ গুণে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া দেহের সব স্থান হইতে উৎপন্ন সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে।+ জীব ব্রহ্মের অংশ ও অণু হওয়ায় সে অনন্ত জগতের ব্যষ্টি দ্রষ্টা— জগতের পৃথক্ পৃথক্ অংশমাত্র ক্রমপর্য্যায়ে কার্য্যকারণভাবে ও বিনাশশীলরূপে অনুভব করে। কিন্তু ঈশ্বর সমষ্টি দ্রষ্টা, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত জগৎই একরস হইয়া বর্ত্তমান আছে। জীবকে যে কর্ত্তা বলা হইয়াছে তাহার সেই কর্ত্তৃত্ব পরব্রহ্মের সম্পূর্ণ অধীন, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকে শাসন করতিছেন। * ইনিই সাধু কর্ম্ম করান, জীব পরব্রহ্মের অল্প শক্তি ও অস্বতন্ত্র। × বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই

† "জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥"
(বেদান্তকামধেনু ১)

ঃ "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্র. সূ. ২।৩।৩২) "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে।" (তৈঃ উঃ ২।৫।১) "মুমুক্ষুর্ব্রহ্মোপাসীত" ইত্যাদি।

+ "গুণাদ্বালোকবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৫) এবং "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৮) ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

* "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা, জনানাম্" (তৈ আঃ ৩-১১)

× "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩ অঃ ৮) জীবোহল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ"
—(ভাল্লবেয় শ্রুতি)

বলিয়াছেন।* এইজন্য গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে বাস করিতেছেন ও যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়ার দ্বারা ভ্রাম্যমান্ (কর্ম্মে পরিচালিত) করিতেছেন।" † জীব ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বের অধীন বলিয়া সে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, স্থিতি, প্রবৃত্ত্যাদি সর্ব্ব বিষয়েই ব্রহ্মের অধীন। জীবের জ্ঞান অনাদি দৈবী মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছে বলিয়া জীব "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি প্রকারে অহঙ্কার করে; এই মায়াকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন, (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া) ব্রহ্মেরই শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই কৃপায় সে এই দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।‡ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও তদ্রূপই বলিয়াছেন।× জীব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন হইলেও ঐ দৈবী মায়ার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফল সুখদুঃখাদি সেই ভোগ করিয়া থাকে, কারণ যে কর্ম্ম করে সেই তাহার ফল ভোগ করে ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম জীবদেহে তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের দ্রষ্টারূপে অবস্থিত আছেন এবং তিনি তাহার শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে তাহাকে সুখদুঃখাদিরূপ ফল (ভোগ) প্রদান করেন। তাই বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন যে—ব্রহ্ম জীবগণের নিয়ন্তা হইলেও তৎপ্রতি তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণা জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসাপেক্ষ; জীব যেরূপ কর্ম্ম করে পরজন্মে তাহাকে তদনুসারে তিনি ধর্ম্মাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং তদনুসারে ফলও প্রদান করেন। পর্জ্জন্যের বীজাঙ্কুরোৎপাদন যেমন বীজের বিভিন্নত্ব সাপেক্ষ, এইস্থলেও তদ্রূপ।

* "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

† "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীতা ১৮।৬১)

‡ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)

× "অনাদিমায়া পরিযুক্তরূপং ত্বেনং বিদুর্ব্বৈ ভগবৎপ্রসাদাৎ"
(বেদান্তকামধেনু ২)

অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধেরও সার্থকতা আছে।* যদি বলা হয় যে, "সদেব সৌম্যেদগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি-বাক্যে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ছিলনা, একই ছিল। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকায় বর্ত্তমান সৃষ্টির পর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুসারে ব্রহ্ম জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন ও ফল দেন, এই উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে জীবের কর্ম্ম অনাদি। অতএব এই সৃষ্টির পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টিতেও জীব সমূহের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসকল বর্ত্তমান ছিল, ব্রহ্ম বর্ত্তমান সৃষ্টিতে পূর্ব্বসৃষ্টির জীবকৃত কর্ম্মানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি বাক্যে সৃষ্টির অনাদিত্ব শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।×

জগতের প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথক্ জীব অবস্থিত আছে বলিয়া পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, আধারভেদে সেই জীবসমূহের শক্তির প্রকাশের ভেদ আছে, ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তির দ্বারা এই তারতম্য হয়। বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, এই চরাচর বিশ্ব পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত। তাঁহার সেই শক্তি তিন প্রকার—পরা-বিষ্ণুশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি, তৃতীয়া অবিদ্যা শক্তি, তাহার অন্য নাম কর্ম্মশক্তি। এই অবিদ্যা শক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি (জীব) সংসারের তাপসমূহকে ভোগ করে। সেই অবিদ্যা শক্তির দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণহীন পদার্থসমূহে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাহা হইতে কিছু অধিক

* "ফলমতঃ উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮), "শ্রুতত্বাচ্চ" (৩।২।৩৯)
"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (২।১।৩৩) এবং "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাহবৈর্থ্যাদিভ্যঃ" (২।৩।৪১) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

× "ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নাহনাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" (২।১।৩৪ ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরিমাণে, সরীসৃপে তাহা হইতে অধিক, পক্ষীসমূহে তাহা হইতে অধিক, পক্ষী হইতে মৃগসমূহে অধিক, মৃগ হইতে পশুসকলে অধিক, পশুগণ অপেক্ষা মনুষ্যে অধিক, মনুষ্য অপেক্ষা নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ প্রভৃতি দেবগণে অধিক, তাঁহাদিগের হইতে ইন্দ্রে অধিক, ইন্দ্র অপেক্ষা প্রজাপতিতে অধিক; প্রজাপতি হইতে হিরণ্যগর্ভে অধিক সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ; যেহেতু এই সমস্তই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তির দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।*

জীব বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দুই প্রকার। আবার বদ্ধ ও মুক্তেরও অনেক প্রকার ভেদ আছে।

মায়ার দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় যাহারা স্বদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-যুক্ত তাহাদিগকে বদ্ধ জীব বলে। মনুষ্য হইতে নিম্নযোনি প্রাপ্ত জীব সমূহ (পশু পক্ষী ইত্যাদি) সদাই বদ্ধ অবস্থায় থাকে। মনুষ্য বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

---

* "এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তি সমন্বিতম্॥ (বিঃ পুঃ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অঃ ৬০)
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে॥ (ঐ ৬১)
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টীতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥ (ঐ ৬২)
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে॥ (ঐ ৬৩)
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাতিশক্ত্যা পতত্রিষু॥ (ঐ ৬৪)
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকা।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতি শক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতা॥ (ঐ ৬৫)
তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ॥ (ঐ ৬৬)
হিরণ্যগর্ভোঽহতি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ।
এতানশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব। (ঐ ৬৭)
যতস্তচ্ছক্তি যোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা। (ঐ ৬৮)

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই কৃপায় মানুষ এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভগবৎকৃপায় এই স্বরূপাবরক মায়া নিবৃত্ত হইলেই মানুষের স্বীয় স্বরূপও স্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং সচ্চিদানন্দ-ময় ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। তখন নিজেও সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়।* এই অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষকেই মুক্ত বলে।

এই মুক্ত অবস্থায় (মায়ার আবরণ না থাকায়) অন্য সমস্ত জীবের ও জগতেরও যথার্থ স্বরূপ তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়—তিনি তৎসমস্তকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইলে তাহা হইতে তাঁহার আর কখনও চ্যুতি হয় না; সুতরাং তিনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেন। তাঁহাকে আর কখনও শোক দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না—চিরকালের জন্য তাঁহার শোক দুঃখাদি দূর হইয়া যায়। ইহাই জীবের মুক্তাবস্থা। শ্রুতি বদ্ধ ও মুক্ত জীবের সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ঈশ্বর ও জীব তুল্যবাসস্থান দেহরূপ বৃক্ষেই বর্ত্তমান থাকিলেও জীব দেহে আবদ্ধ থাকিয়া (দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া) অসমর্থতা হেতু মোহগ্রস্ত হইয়া শোক ভোগ করিয়া থাকে, (এই অবস্থা প্রাপ্ত জীবকে বদ্ধ বলে)। সে যখন উপাসনার দ্বারা তুষ্ট ঈশ্বরকে দর্শন করে, তখন সে তাঁহার মহিমা অবগত হইয়া বিগতশোক হয় (এই অবস্থা প্রাপ্ত জীবকে মুক্ত বলে)।×

---

* "যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"
শ্বেঃ উঃ ২।১৫

"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"
(তৈ. উ. ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৭।২)

× "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"
(শ্বে. উ. ৪।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় উদ্ধবের প্রতি বদ্ধ ও মুক্তের ভেদ বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমার মায়ার দ্বারা বিনির্ম্মিত আমার আদ্যাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে দেহধারী জীবগণের মোক্ষকারী ও বন্ধনকারী—অর্থাৎ বিদ্যা মোক্ষকারী ও অবিদ্যা বন্ধন কারী বলিয়া জানিবে। আমা হইতে অভিন্ন আমারই অংশ স্বরূপ জীবের অবিদ্যার দ্বারা অনাদি বন্ধন ও বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। স্বপ্ন হইতে উত্থিত (জাগ্রত) ব্যক্তি যেমন নিজেকে স্বপ্ন দেহস্থ বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) পুরুষ (প্রারব্ধ কর্ম্মবশে) দেহে অবস্থিত থাকিলেও নিজেকে দেহে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন না। আর স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যাক্তি স্বপ্নদেহে অবস্থিত না হইলেও নিজেকে যেমন স্বপ্ন দেহস্থ বলিয়া মনে করে তদ্রূপ দেহাত্মবুদ্ধি-যুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি বস্তুতঃ দেহে অবস্থিত না হইলেও দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ নিজেকে দেহস্থ বলিয়া মনে করে। যিনি বিদ্বান, রাগদ্বেষাদি বিকার রহিত তিনি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহ ও গুণসমূহের দ্বারা গুণসমূহ গ্রহণ করিলেও "আমি গ্রহণ করিয়াছি" এইরূপ মনে করেন না। অতএব তিনি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না। অজ্ঞ ব্যক্তি দৈবাধীন এই শরীরে অবস্থান করিয়া গুণজনিত কর্ম্মের দ্বারা "আমিই কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিয়া বদ্ধ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদিতে আসক্তিশূণ্য হইয়া গুণ (বিষয়সমূহ) ইন্দ্রিয়াদিকে ভোগ করাইয়াও নিজে তৎসমস্ততে বদ্ধ হন না। তিনি প্রকৃতিস্থ (প্রকৃতিজাত স্থূল সূক্ষ্মদেহস্থ) হইয়াও আকাশ, সূর্য্য ও বায়ুর ন্যায় অনাসক্ত থাকিয়া বৈরাগ্যের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় দূর করেন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তি যেমন স্বাপ্নিক প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বৃত্তিসমূহ

সঙ্কল্পশূন্য হয় তিনি দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহগুণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন।*

বদ্ধজীব মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু ভেদে দুই প্রকার। ১।—আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া শ্রীশ্রী সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনা-বলম্বনে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে যাহাদের স্থায়ী ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে মুমুক্ষু বলে। অবস্থায় পড়িয়া প্রায় সকলেরই-কোনও কোন সময়ে ঐরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না বলিয়া তাহাদিগকে মুমুক্ষু বলা যায় না।

মুমুক্ষু আবার নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ভেদে তিন প্রকার। (১) যাঁহারা ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রমুখে ভগবদাদেশ

---

* বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধবাশরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ (ভাগঃ ১১।১১।৩)
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ (ঐ ৪)
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্‌যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা॥ (ঐ ৮)
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমানেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥ (ঐ ৯)
দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ (ঐ ১০)
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজন-শ্রবণাদিষু॥ (ঐ ১১)
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ॥ (ঐ ১২)
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ত্ততে॥ (ঐ ১৩)
যস্য স্যুর্ব্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্ম্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ॥ (ঐ ১৪)

জ্ঞানে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করেন বা শ্রীগুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করেন তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী। (২)—যাঁহারা প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মেরই অংশ—সুতরাং ব্রহ্মেরই রূপ এবং তদতীত স্বীয় আত্মারও আত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমাত্মার চিন্তন করেন তাঁহারা জ্ঞানী। (৩)—যাঁহারা আত্মা ও আত্মীয়বর্গকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহারই সেবা তাঁহার কথা শ্রবণ, লীলা কীর্ত্তনাদি করেন এবং এই প্রকাশিত বিশ্ব তাঁহারই রূপ এবং এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে তাঁহারই সত্তা রহিয়াছে এইরূপ চিন্তন করেন তাঁহারা ভক্ত।

ভক্তও সাধনভক্তিমান্ ও পরাভক্তিমান্ ভেদে দুইপ্রকার। (১) শ্রীভগবানের লীলাকথাশ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও তাঁহাতেই আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির যাঁহারা সাধন করেন এবং নিষ্কামভাবে শ্রীভগবৎ প্রীতির জন্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা প্রথম প্রকারের ভক্ত। (২) যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার আত্ম পরমাত্ম চিন্তনের দ্বারা অথবা নবধা ভক্তির দ্বারা ভগবান্ হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সমস্ত জীব ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকার শোক ও আকাঙ্খারহিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি পরম প্রেমরূপ অবিচ্যুত ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই দ্বিতীয় প্রকারের ভক্ত।

২। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি সংস্পর্শজনিত বৈষয়িক সুখভোগের নিমিত্ত লালায়িত থাকেন তাঁহাদিগকে বুভুক্ষু বলে। বুভুক্ষুও ভাবিশ্রেয়স্ক (যাহারা ভবিষ্যতে শ্রেয়ঃকে আশ্রয় করে) এবং নিত্য-সংসারী (যাহারা চিরকাল বিষয় ভোগ করে) ভেদে দুই প্রকার।

মুক্তজীবও নিত্যমুক্তও বদ্ধমুক্ত ভেদে দুই প্রকার। (১) বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎ পার্ষদাদি নিত্যমুক্ত। (২) যাঁহারা সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিয়া তদুপদিষ্ট সাধনাবলম্বনে অনাদি কর্ম্মসংস্কার রহিত হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ

বন্ধন হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বদ্ধমুক্ত (বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত)। এই সমস্ত বিষয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কৃত বেদান্তকামধেনু গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকের* শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য কৃত টীকায় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ ও অণু হওয়ায় এই মুক্ত অবস্থাতেও তিনি ব্যষ্টি দ্রষ্টাই থাকেন। কিন্তু মুক্তাবস্থায় তাঁহার আনন্দের চ্যুতি কখনও হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে অণ্ডজ, (পক্ষী সর্পাদি) জীবজ (জরায়ুজ মনুষ্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদি) ভেদে জীব তিন প্রকার (ছাঃ ৬।৩।১)। এতদ্ভিন্ন স্বেদজও এক প্রকার জীব। এজন্য জীব চতুর্বিবধ। তন্মধ্যে জীবজ (জরায়ুজ) জীবের বদ্ধমুক্তাদি ভেদ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জীবজ ও অণ্ডজ জীবের জন্ম স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হইতে হয়, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীব স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ ব্যতিরেকেই হয় (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২০-২১ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

জীবজ জীবের গতি তিন প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম অঃ ১০ম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ গতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে মোক্ষলাভের সাধন প্রকরণে মনন নিদিধ্যাসন প্রসঙ্গ স্থলে বিবৃত হইয়াছে, তথায় দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীব যখন কর্ত্তা, তখন সে নিজের অনিষ্ট ফলোৎপাদক কর্ম্ম কেন করে? তাহার উত্তর এই যে, জীব কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জানিলেও শুভফল প্রাপক কর্ম্মেরই যে অনুষ্ঠান করিবে তাহার কোনও নিয়ম নাই; কারণ জীব সর্ব্ব শক্তিমান্ নহে, সুতবাং বাহ্যবিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কখনও

---

* শ্লোকটি এইঃ—"অনদিমায়া পরিযুক্ত রূপং ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎপ্রসাদাৎ। মুক্তং চ ভক্তং কিল বদ্ধমুক্তপ্রভেদবাহুল্যমথৈষুবোধ্যম্ ॥"

(বেদান্তকামধেনু ২)

অশুভ কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি হয় (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩৬ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

প্রশ্ন হইতে পারে যে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব জীব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় জীব জন্মমৃত্যু প্রভৃতি যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করে তাহা ব্রহ্মই ভোগ করেন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের অহিতাচরণ করেন বলিতে হইবে। ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি যেমন জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ জন্মমৃত্যু সুখদুঃখাদি ভোক্তা জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদও উপদেশ করিয়াছেন, যেমন—"আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি নিয়ম্য জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের ভেদ থাকাও উপদেশ করিয়া ইহাদের অত্যন্ত অভেদের নিষেধ করিয়াছেন। অতএব জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক (ব্যাপক ও নিয়ন্তা) সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্মের জন্মমরণাদি ক্লেশ নাই এবং ব্রহ্মে হিতাচরণ অহিতাচরণাদি দোষ হয় না। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২০-২১ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য) এইজন্য শ্রুতিও ব্রহ্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এষ অপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" ইত্যাদি (ছাঃ ৮।১।৫)। আর জীবকে যেমন ব্রহ্ম-স্বরূপ বলা হইয়াছে তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মকে অংশী বলা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২ ও তাহার নিম্বার্কভাষ্য এবং গীতা ১৫।৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যেমন সূর্য্যাদি প্রকাশক বস্তু তদংশভূত কিরণের মলমূত্রাদি অশুদ্ধ বস্তুর স্পর্শের দ্বারা দুষ্ট হয়েন না, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও তাঁহার অংশরূপ জীবের জন্মমৃত্যু ইত্যাদির দোষে দুষ্ট হয়েন না (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৫ ও তাহার নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায় ২য় পদের ১১ সূত্র হইতে ৩০শ সূত্রে ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্যে ইহা আরও পরিস্কার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে "একই দেহে স্থিত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে জীব স্বাদু ফল (পক্ক অর্থাৎ ভোগযোগ্য দুঃখ সুখাদিরূপ কর্ম্মফল) ভোগ করে অন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম (ভোগ না করিয়া) কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে

দর্শনমাত্র করেন।* স্মৃতিতে ও উক্ত হইয়াছে—"এই দেহে যে পরমাত্মা আছেন, তিনি নিত্য নির্গুণ, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না তদ্রূপ তিনি সুখ দুঃখাদি রূপ ফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, কিন্তু অপর (জীব)—কর্ম্মাত্মা, সে মোক্ষ ও বন্ধন যুক্ত হয়।"**

জীব সম্বন্ধে আরও একটি প্রশ্ন আসে যে, জীব যখন ব্রহ্মের অংশ তখন সব জীবই সমান, সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদির মধ্যে কোন বিষয়ে কাহারও সম্বন্ধে বিধি, কাহারও সম্বন্ধে নিষেধ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মাংশতা হেতু সকল জীবে ক্ষমতা থাকিলেও দেহের শুচি অশুচি নিবন্ধনই শাস্ত্রে বিধি নিষেধ বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন অগ্নি এক হইলেও শ্রোত্রিয়গণের গৃহ হইতে অগ্নি আহরণ করা হয় শ্মশানাদি হইতে অগ্নি আহরণ করা হয় না, যেমন শুচি পুরুষের পাত্রস্থ জল গ্রহণীয় হয় অশুচি পুরুষের জল গ্রহণীয় হয় না তদ্রূপ জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও দেহসম্বন্ধ হেতু তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিধি নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৭ ও তাহার নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে ব্রহ্মের ও জীবের স্বরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ বিভু এবং গুণেও বিভু; কিন্তু জীব স্বরূপতঃ অণু এবং গুণে বিভু বলা হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, "স বা এষ মহানজ আত্মা" (এই আত্মা মহান্ ও অজ), (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৪।২২) এই শ্রুতিতে আত্মাকে—জীবাত্মাকে তো

---

* তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
(শ্বেতাশ্বতর উ. ৪।৬ মুণ্ডক উ. ৩।১।১)

** তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে॥
(ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৬ এবং নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

মহান্ (বিভু) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন? সুতরাং জীবাত্মা স্বরূপতঃ অণু ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে "স বা এষ মহানজ আত্মা" এই বাক্যে আত্মা শব্দে ব্রহ্মকে (পরমাত্মাকে) বুঝাইয়াছে, কারণ এই শ্রুতি বাক্যের পূর্ব্বেই "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা" (৪ব্রাঃ ১৩ বাক্যে) পরমাত্মবিষয়ে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বাক্য বলিয়াছেন এবং তাহার পরেই বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশনঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" (তিনি সকলের বশীকর্ত্তা, সকলের নিয়ন্তাও সকলের অধিপতি—বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)। আর বিভু শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং জীবাত্মা যদি স্বরূপতঃ বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে সকল জীবের অন্তঃকরণের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে; জীবাত্মার সকল জীবের অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে কোনও জীবাত্মা মুক্ত সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ এবং কোনও জীবাত্মা বদ্ধ সুতরাং অল্পজ্ঞ হওয়ায় তাঁহাদের অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীবাত্মাকে নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ও নিত্য অল্পজ্ঞ এবং নিত্য মুক্ত ও নিত্য বদ্ধ উভয়ই বলিতে হয়। কিন্তু একই জীবাত্মা নিত্য মুক্ত ও নিত্য বদ্ধ হইতে পারে না; কারণ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। জীবাত্মাকে কেবল নিত্যমুক্ত অথবা নিত্যবদ্ধ এই দুইটির কোনও একটিও বলা যায় না, কারণ সকল জীবাত্মা নিত্যমুক্তও নয় অথবা নিত্য বদ্ধও নয়। আর নিত্যমুক্ত অথবা নিত্যবদ্ধ স্বীকার করিলে বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার কথা শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে যে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহারও সঙ্গতি হয় না (ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।২১ ও ৩১ সূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। আর জীবাত্মাকে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়ত বিভু বলিলে ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার কোনও প্রকার ভেদ থাকেনা; তাহা হইলে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ, উভয়ই অজ এবং ঈশ্বর ঈশ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ও জীব অনীশ (নিয়ন্তা নহে)* ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও প্রেরিতা ঈশ্বর—পূর্ব্বোক্ত এই তিনই

* "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ (শ্বেঃ উঃ ১।৯)

ব্রহ্ম এইরূপে জানিতে হইবে × ইত্যাদি ভেদবাচক শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। "সকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন" ৭ ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নিয়ন্তা ও জীবকে নিয়ম্য বলিয়া স্পষ্টতঃই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ উপদেশ করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ স্বয়ং জীবকে তাঁহার প্রকৃতি (শক্তি) ও অংশ বলিয়া (গীতা ৭।৫ ও ১৫।৭) এবং জীবকে অক্ষর পুরুষ এবং ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম ঈশ্বর বলিয়াও (গীতা ১৫।১৬-১৭) উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অঃ ১ম পাদ ২১ শ সূত্র ও ২য় অঃ ৩য় পাদ ৪২ ইত্যাদি সূত্রেও তদ্রূপই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর শ্রুতি তো বালাগ্র-শতভাগস্য........" "ইত্যাদি বাক্যে জীবকে স্পষ্টই ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্ম অংশ অতএব অণু বলিয়াছেনই ? (শ্বে. ৫।৯ দ্রষ্টব্য)। জীব অণু না হইলে এই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া জীব চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং সেইলোক হইতে পুনরায় কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম-ভূমিতে প্রত্যাগত হয়েন ※ এই সকল শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার উৎক্রান্তি গতি ও পুনরাগমনের কথা বলিয়াছেন, তাহার সামঞ্জস্য হয় না। বিভু হইলে উৎক্রমণ, গতি, পুনরাগমন কথা নিরর্থক হয়। অতএব জীব স্বরূপতঃ বিভু নহে,—অণু, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। জীব স্বরূপতঃ অণু হওয়ায় সর্ব্বব্যাপী নহে বলিয়া কর্ম্ম ও তাহার ফলের ভোগ বিষয়ে কোনও ব্যতিক্রম হয় না অর্থাৎ এক জীবের কৃত কর্ম্ম অপর জীবের হয়না ও তাহার ফলও অপর জীব ভোগ করে না। কিন্তু জীবাত্মা বিভু; সর্ব্বব্যাপী হইলে সকল জীবের কর্ম্মের সহিতই

× "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (শ্বেঃ উঃ ১।১২)

৭ "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" (তৈঃ আঃ ৩।১১)

※ "তেন প্রদ্যোতনেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্না বা অন্যেভ্যো বা শরীর দেশভ্যঃ "(ছা. উ. ৪।৪৬)" যে বৈ কেচনাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।" (কৌষিতকী), "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে" (ছা. উ. ৪।৪।৬) ইত্যাদি।

প্রত্যেক জীবের সমান সম্বন্ধ হয় এবং প্রত্যেক জীবই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা, তাহার ফলের ভোক্তা হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা যে হয়না তাহা আত্মানুভব সিদ্ধ, সেজন্যও জীবাত্মা বিভু নহে, অণু (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪৮ ও ৪৯ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যদি বলা যায় যে অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মও কর্ম্মফল ভোগের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে অর্থাৎ নিজ অদৃষ্ট অনুসারে যে জীবাত্মা যে কর্ম্ম করিবে সেই জীবাত্মাই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা হওয়ায় সেই তাহার ফল ভোগ করিবে ; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু এইরূপও বলা যায় না, কারণ জীবাত্মা সর্ব্বগত (বিভু) হইলে সকল জীবাত্মার অদৃষ্টের সহিত সকল জীবাত্মারই সম্বন্ধ থাকায় কোন এক জীবাত্মার পৃথক্ অদৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। সুতরাং সকল জীবাত্মাই অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া সকল জীবাত্মার কর্ম্মের কর্ত্তা ও সেই কর্ম্মফল ভোক্তা হইয়া পড়িবে। আর আমি এইরূপ করিব, এইরূপ করিব না—এইরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) বিষয়েও কোন নিয়ম থাকে না। বিশেষ বিশেষ শরীর স্থিত জীবাত্মাই বিশেষ বিশেষ অভিসন্ধি করিবে এবং কর্ম্মও করিবে ও তাহার ফল ভোগ করিবে এইরূপও বলা যায় না, কারণ জীবাত্মা সর্ব্বগত হইলে প্রত্যেক জীবাত্মারই সকল জীবাত্মার শরীরের সহিত সমান সম্বন্ধ থাকায় কোনও বিশেষ জীবাত্মার কোনও বিশেষ শরীরের সহিত মাত্র সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং বিশেষ বিশেষ শরীরস্থিত জীবাত্মা বিশেষ বিশেষ অভিসন্ধি করিবে বা কর্ম্ম করিবে এবং তাহার ফল ভোগ করিবে এইরূপ বলা যায় না। অতএব জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভু (সর্ব্বগত) নহে—অণু (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৫০-৫২ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। জীবকে বিভু বলিলে যে সমস্ত দোষ হয়, এক ও পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিলেও সেই দোষই হয়, এই বিষয়ে পরে প্রসঙ্গক্রমে আরও আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জীব কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অধীন, তিনিই জীবের দ্বারা সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম করান ইত্যাদি।

ইহাতে এই প্রশ্ন উঠে যে, ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য দোষ হয় না কি ? আর জীব যখন সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন তখন ঈশ্বর জীবকে অসৎকর্ম্ম কেন করান, যাহার জন্য সে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করে ? কেবলমাত্র সৎকর্ম্ম করাইলেই তো পারেন ? তাহা হইলে তাহার ফলে জীব সুখই ভোগ করিতে পারে, তাহাকে দুঃখভোগ মোটেই করিতে হয় না ? জীব যে দুঃখভোগ করে তাহাতে কি ব্রহ্ম সুখ বোধ করেন ? আর জীব যখন ব্রহ্মই তখন জীবের দুঃখ ব্রহ্ম ভোগ করেন না কেন ? যিনি অসৎকর্ম্মের প্রেরক তাঁহারই দুঃখ ভোগ করা উচিত।

ইহার উত্তর এই যে, এই জগতের প্রত্যেকটী জীব তাঁহারই অঙ্গ। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য যে অঙ্গরূপী জীবের দ্বারা যে কার্য্য করাইবার প্রয়োজন বোধ করেন তাহার দ্বারা সেই কার্য্যই করান। যাহার দ্বারা পুণ্য কার্য্য করান সে তাহার ফল সুখ ভোগ করে, যাহার দ্বারা পাপ কার্য্য করান সে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করে। আমি যেমন আমার দেহের কল্যাণার্থ যে অঙ্গের দ্বারা যে কর্ম্ম করা প্রয়োজন বোধ করি, সেই অঙ্গের দ্বারা সেই কার্য্য করাই এবং যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য করাই তাহার ফল সেই অঙ্গই ভোগ করে। যেমন বাম হস্তের দ্বারা বিষ্ঠা পরিস্কার করাইলে দুর্গন্ধ বাম হাতেই লাগে, কিন্তু তাহাকে মাজিয়া ঘসিয়া পরিস্কার করি। তদ্রূপ তিনি যে অঙ্গের দ্বারা পাপ কার্য্য করান তাহাকে পাপ স্পর্শ করে এবং সাধনাদির দ্বারা আবার সে তাহা হইতে বিশুদ্ধ হয়। অতএব এজন্য তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য কোনও রূপ দোষের আরোপ কয়া অজ্ঞানতা ভিন্ন কিছু নহে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই তো জীবরূপে নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন—জীবও তো তিনিই। জীব যদি তাঁহা হইতে, ভিন্ন হইত, তবেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষের কথা আসিতে পারিত। সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যষ্টিজীবের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদিত

হইয়া থাকে, তাহার মূলে থাকে ভগবৎ প্রেরণা। অবশ্য কর্ম্মের ভেদ অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইবে। সৎ কর্ম্মের ফল আর অসৎ কর্ম্মের ফল এক হয় না। আমরা যাহাকে অসৎ কর্ম্ম মনে করি তাহারও প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ অসৎ কর্ম্ম। সীতাহরণ না হইলে রাবণ বধ হইত না। রাবণবধ না হইলে জগৎকল্যাণ সাধিত হইত না, ইহা রামায়ণ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গমনের মূলে মন্থরার কুপরামর্শ-ই হেতু। এই কুপরামর্শের ফলেই কি রামের হস্তে রাবণ নিহত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে নাই এবং জগৎ কল্যাণ সাধিত হয় নাই? কাজেই ভগবদ্বিধানে আপাত প্রতীয়মান পাপকর্ম্মও অন্তিমে কল্যাণকরই হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের পক্ষপাতিত্ব বৈষম্যদোষ থাকার কথা বলা অসঙ্গত।

জীব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। অতঃপর জগৎস্বরূপ আলোচিত হইতেছে।

॥ নিম্বার্ক দর্শনে জগৎস্বরূপ ॥

এক্ষণে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রাদি শাস্ত্রমূলে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য জগৎ স্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বেই ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের চতুর্থপাদ জগৎসম্বন্ধে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম যে অনন্ত নামরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, যাহার প্রত্যেক অংশে তিনি ভোক্তা জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই নাম জগৎ।

ব্রহ্মের এই জগৎ সৃষ্টিপ্রকার বেদব্যাস ১।৪।২৬ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—স্বর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপ পূর্ব্বক

আপনাকেই জগদাকারে পরিণমিত করেন এবং অবিকৃত রূপেও অবস্থান করেন।* শ্রুতি ও বলিয়াছেন—উর্ণনাভ (মাকড়শা) যেমন নিজ হইতে তন্তু প্রকাশ করিয়াও তদতীত রূপে বর্ত্তমান থাকে এবং নিজ মধ্যে গুটাইয়া লয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও নিজ হইতে জীব ও জগতে প্রকাশ করিয়াও (জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও) স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিত রূপেই বর্ত্তমান থাকেন এবং পরে নিজের মধ্যেই লীন করিয়া লয়েন"।× মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে যে, কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গসমুহ বাহিরে প্রসারিত করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে গুটাইয়া লয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এই ভূতসমূহকে (জীব জগৎকে) নিজ হইতে প্রকাশিত করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে লীন করিয়া লয়েন।♱

তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মের শক্তি, সেই প্রকৃতি-রূপা শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা, সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপা শক্তি অবলম্বনে ব্রহ্ম ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। অতএব উপরোক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা ইহাই উক্ত হইল যে তিনি জগদ্রূপে পরিণমিত হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিবশতঃ তিনি জগদতীত অব্যাকৃত স্বরূপেও সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন।

জীব (পুরুষ) ও প্রকৃতি তত্ত্বকে লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলা হয়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইল—১। পুরুষ, ২। প্রকৃতি,

---

* "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্র. সূ. ১।৪।২৬)—নিম্বার্কভাষ্য—
"সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তি বিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা কৃতিমতা পরিণতমেব ভবতি।"

× "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ........" (মুণ্ডক ১।১।৭)

♱ "প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ।
তদ্বদ্ ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি গ্রসতে পুনঃ॥" (মাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩২৬।৩১)

৩। মহত্তত্ত্ব, ৪। অহংতত্ত্ব, ৫। মন, ৬-১০। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ১১-১৫। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ১৬-২০। পঞ্চ তন্মাত্র ও ২১-২৫। পঞ্চ মহাভূত।

'তৎ' শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়, ভাবার্থে ঐ 'তৎ' শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া 'তত্ত্ব' হইয়াছে। তাহা হইলে 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ হইল ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত ও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত জীব বা পুরুষ, ও গুণাত্মক প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ। অতএব 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ বিচার দ্বারাও জীব ও জগৎ (এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব) যে ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং ইহারা তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ও সেই ব্রহ্মেরই অংশ তাহাই জানা যায়। জীব নিত্য,* জগৎ ত্রিগুণাত্মক ও অনিত্য (বিনাশশীল)**, জীব জগতের ভোক্তা, জগৎ জীবের ভোগ্য, আর ব্রহ্ম তাহাদের উভয়েরই নিয়ন্তা; ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে জীব মুক্ত হয়। (এই বিষয় 'ব্রহ্মস্বরূপ ও জীবস্বরূপ' প্রকরণে উক্ত হইয়াছে) জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম হওয়ায় জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন *** ও অংশ। † জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও অংশ হওয়ায় সত্য, তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন—সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব, তৎপর তিনি তেজ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া

---

* বৃহদারণ্যক উঃ ৪।৩।৩০ও ৪।১।১৪, শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬।১৩, কঠ উঃ ১।২।১৮ এবং ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৭ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

** "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (ঈশোপনিষৎ ১)

*** "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৮।৭), "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপ-৩।১৪।১), "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

† গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীতা ১০।৪২)

"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" এই শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।

তাহাদের একত্রীকরণ (ত্রিবৃৎকরণ) পূর্ব্বক তাহাদের মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইলেন ইত্যাদি, ইহার দ্বারাও জগৎ যে সত্য তাহাই প্রমাণিত হয়। কারণ ব্রহ্ম মিথ্যা বস্তু হওয়ার সঙ্কল্প করিতে পারেন না এবং মিথ্যা বস্তুর তেজ, জল, পৃথিবী ইত্যাদি নামকরণ বা ত্রিবৃৎকরণ করা এবং তাহাদের মধ্যে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করার কথা বলার কোন সার্থকতা থাকে না। আর মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টিস্থিতি-পালন করা যায় না। ব্রহ্মকে মিথ্যাজগতের স্রষ্টা, পালক ইত্যাদি বলিলে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব জগৎপালকত্ব প্রভৃতির প্রতিপাদক শ্রুতি ও ব্রহ্ম সূত্রাদির বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তাহা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ২৩ প্রভৃতি সূত্রে প্রতিপাদন করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাংখ্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ-মতের বিস্তৃতরূপে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যাই হইত, তাহা হইলে এই সমস্তই নিরর্থক হইত। অতএব ইহার দ্বারাও জগৎ যে সত্য—মিথ্যা নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। শ্রুতিতে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার ভাষ্যেও জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে। যেমন "এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ভেদরহিত একমাত্র সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) ছিল"† ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা এবং "স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ১।৪।২৬ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্বারাও জগৎকে সত্য, মিথ্যা নহে বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিও— "কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে"?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"নিশ্চয়ই অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।"* এখানের প্রশ্নেও "সজ্জায়েত" এই পদের দ্বারা জগৎকে সৎই

† 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১)

* কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি ? সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬।২।২)

বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ", "আত্মাই এই সমস্ত জগৎ" ইত্যাদি বাক্যের* দ্বারাও শ্রুতিতে জগৎকে ব্রহ্ম বলায় জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে। বেদব্যাস ২।১।১৪ সূত্র হইতে ২।১।২০ ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎকে সত্য বলিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ এই স্থলে সকলেই একমত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও "সত্ত্বাচ্চাবরস্য (২।১।১৬ সূঃ) সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে —"যেমন কারণ ব্রহ্মের তিন (অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) কালে সত্তার ব্যভিচার নাই, তেমনি তৎকার্য জগতেরও তিন কালে সত্তার ব্যভিচার নাই। সত্তা একই, এই জন্যও কার্য্যের কারণ হইতে অনন্যত্ব।‡ (অবশ্য আচার্য্য শঙ্কর এইরূপে জগৎকে সত্য বলিয়াও অন্যত্র মিথ্যা বলিয়াছেন। এই বিষয়ে যুক্তি তর্ক এস্থলে উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। পরে এই বিষয় আলোচনা করা যাইবে)। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও ঐ সব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে জগৎকে সত্য তো বলিয়াছেনই, অধিকন্তু তাঁহার প্রণীত "বেদান্ত কামধেনু" নামক গ্রন্থেও তিনি বলিয়াছেন—"শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিতে, "সর্ব্বমাত্মনি সংপশ্যেৎ" (মনুসংহিতা) "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (গীতা) ইত্যাদি স্মৃতিতে) সমস্ত বস্তুই (সমগ্র জগৎই) ব্রহ্মাত্মক বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (অতএব তৎসমস্তই সত্য, মিথ্যা নহে।) সমস্ত বস্তুবিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও সত্য বিষয়ক হওয়ায় যথার্থ। আর শ্রুতি ও তদর্থ প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের ত্রিবিধ (ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা)

---

* স এবেদং সর্ব্বং (ছান্দোগ্য ৭।২৫।১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"
(ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)
"সর্ব্বং হেতদ্ ব্রহ্ম" (মাণ্ডূক্য ২) "আত্মেদং সর্ব্বং" (ঐ ২)

‡ যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং, অতোঽপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।" (২।১।১৬ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য)

রূপও উপদিষ্ট হইয়াছে। (অতএব ব্রহ্মের এই ত্রিরূপতাও সত্য।) ইহা (শ্রীসনৎকুমার, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি) বেদবিদগণের মত।"×

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে একদেশে স্থিত অগ্নির জোৎস্না (প্রভা) যেমন বিস্তীর্ণ হইয়া ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শক্তিই (শক্তি বিকাশই) এই জগৎ। জীবজ্ঞানে আবির্ভাব, তিরোভাব, উৎপত্তি নাশ দৃষ্ট হইলেও এই অখিল জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ।* মহাভারতেও দেখা যায়—ভগবান্ সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন "এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সেই পূর্ণ নিত্যবস্তু ভগবানেরই স্বরূপান্তর্গত ইহাকেও সেই ভগবান্ বলিয়াই জানিবে। তিনি বিকারযোগে এই বিশ্বকে প্রকটিত করেন। সেই ভগবান্ নিত্য হইলেও নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করিবার শক্তি তাঁহার আছে। সেই শক্তি বিকার শব্দবাচ্য। সমস্ত বেদই এই বিষয়ে প্রমাণ।৺

জগৎ যে ব্রহ্মের শক্তি তাহা ধারণা করিবার জন্য 'গুরুশিষ্য সংবাদ' হইতে আমাদের প্রশ্ন ও তাহার উত্তরে পূজনীয় শ্রীগুরুদেব (শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ) যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

× সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা," (বেদান্ত কামধেনু ৭)

* একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তদেতদখিলং জগৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫১)
তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশ-বিকল্পবৎ॥ (ঐ ১।২২।৫৮)

৺ য এতদ্বা ভগবান্ স নিত্যো বিকারযোগেন করোতি বিশ্বম্।
তথাচ তচ্ছক্তিরিতি স্ম মন্যতে তদর্থে যোগে চ ভবন্তি বেদাঃ॥
(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব, সনৎসুজাত প্রকরণ ১ম অঃ ২১)

শিষ্য।—জগৎ জড় বস্তু—বৃহৎ; তন্মধ্যস্থিত প্রস্তরাদি অতি কঠিন। পরন্তু শক্তি অতি সূক্ষ্ম, দৃষ্টতঃ শক্তির কোন অবয়বই নাই, কেবল কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় হয়। অতএব দৃশ্যমান স্থূল জগৎকে শক্তি নামে কিরূপে আখ্যাত করা যায়? শক্তির দ্বারা ইহা চালিত হইতে পারে, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত, স্মৃত, আস্বাদিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিজে কোন প্রকার শক্তিমাত্র, এইরূপ ত বলা যায় না? অতএব ইহাকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তি বলা যাইতে পারে তাহা পরিস্কার করিয়া বলুন।

গুরু।—স্থূল এবং সূক্ষ্মের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ আছে মনে করিতেছ বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত নহে। দেখ, জলীয় বাষ্প অতি সূক্ষ্ম, তাহার অস্তিত্ব তোমার একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও বোধগম্য হয় না; একখানা আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে দাও, ইহাতে সংলগ্ন জলীয় কণাসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া বাষ্পাকার অবলম্বন করে, বস্ত্রখানা শুষ্ক হইয়া যায়। বস্ত্রের জল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া বস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুষ্করিনীর জল, নদীর জলও এই প্রকার উড়িয়া যায়। এই বাষ্প তোমার সমীপে বায়ুতে বর্ত্তমান থাকিলেও তুমি তাহা বোধগম্য করিতে পার না। ঐ বাষ্প যখন ঘনীভূত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় তখন তাহা ধূম্রবৎ দৃষ্টিগোচর হয়। আরও অধিক ঘনীভূত হইলে জলরূপ ধারন করিয়া ভূতলে পতিত হয়। কখনও বা ততোধিক ঘনীভূত হইলে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বরফ আকারে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। বরফ জল ও বাষ্প এই তিনটি বাস্তবিকই একপদার্থ। পৃথিবীর ধূলি, মৃত্তিকা প্রস্তর এতৎ সমস্তই স্থূল ও কঠিন এবং অবয়ববিশিষ্ট ইহা সত্য। কিন্তু ইহাদেরও পরমাণু সকল অতি সূক্ষ্ম। অগ্নিতে গলিয়া প্রস্তর, মৃত্তিকা সমস্তই তরলরূপ ধারণ করে, অগ্নি অধিক হইলে অতি বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া বিচরণ করে। ঐ বায়বীয় অবস্থায় তাহারা তোমার কোনও ইন্দ্রিয়ের

গ্রাহ্য হয় না। একটি কাষ্ঠখণ্ডকে অতি স্থূল কঠিন বলিয়া বোধ কর, অগ্নিসংযোগে ইহার অধিকাংশ বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত একীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। তোমার কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ সূক্ষ্মাবস্থায় তাহা অনুভব করিতে পার না; সকল জাগতিক বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ নিয়ম আছে—কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল। মূলতঃ জাগতিক সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য সূক্ষ্মাবস্থা হইতেই স্থূলাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম প্রভেদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

শক্তি ও দৃশ্য বস্তু সকল এক বলিয়া বোধ করিতে পার না বলিয়াছ; সাধারণ দৃষ্টিতে এইরূপই বোধ হয় সত্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই দৃষ্টতঃ প্রভেদও বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎকর। তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।—তুমি একটি স্থূল পদার্থ একদিন দর্শন করিলে, দর্শন করিবার সময় তদ্বিষয়ে তোমার জ্ঞান হইল; তৎপর তুমি অন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যস্থানে গমন করিলে, আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদার্থটি তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত রহিল না, তুমি তাহা ভুলিয়া গেলে। দীর্ঘকাল পরে কোন উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে তোমার পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থটি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল। তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থটি তোমার সাক্ষাতে নাই, হয়ত তাহার তদ্রূপে অস্তিত্বও তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তোমার স্মৃতিতে উদিত হওয়াতে তাহা বর্ত্তমানবৎ তোমার জ্ঞানগম্য হইল। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার স্মৃতিতে উদিত রূপটি এই দীর্ঘকাল কোথায় অবস্থিত ছিল। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমার দর্শনেন্দ্রিয় যেমন দর্শনকালে প্রকাশিত হয়, অপর সময় তোমার বুদ্ধির সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকে এবং পুনরায় দর্শন কার্য্যের প্রয়োজন হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই পূর্ব্বদৃষ্ট স্থূল পদার্থটিও প্রথম দর্শন কালে তোমার বুদ্ধিতে

আপন স্বরূপ অঙ্কিত করাতে, তাহা তোমার দর্শনের বিষয় হইয়াছিল ; কিন্তু পরে তুমি অন্যস্থানে গমন করায় এবং অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় ইহার জ্ঞান তোমার বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু প্রথম দর্শনকালে তোমার বুদ্ধিতে ইহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বটি বুদ্ধির সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় নামরূপ বিবর্জ্জিত হইয়া বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান ছিল, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় স্বীয় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ায় তোমার বোধগম্য হইয়াছে ; ইহারই নাম স্মৃতি। দৃষ্ট পদার্থসকলের রূপ বুদ্ধিতে স্থিত না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে স্মৃতি হওয়া অসম্ভব ; স্মৃতির সময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট বাহ্য বস্তুটি বর্ত্তমান থাকে না অথচ তাহার জ্ঞান হয় ; পরন্ত অস্তিত্বহীন বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের রূপ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে (স্মৃতিকালে) উদ্দীপক কারণ পাইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে ; অতএব তোমার দর্শনশক্তি যেমন তোমার বুদ্ধির সহিত এক হইয়া অপ্রকাশ ভাবে বর্ত্তমান থাকে, দর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রকাশিত হয়, ঠিক তদ্রূপ দৃষ্ট বাহ্য বস্তুটির রূপও বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে, পরে উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া বোধগম্য হয়। অতএব বুদ্ধির সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া যেমন দর্শনশক্তি বর্ত্তমান থাকে, ঠিক তদ্রূপই বাহ্যবস্তুর স্থূলরূপও বুদ্ধিতে একতাপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে— যখন বাহ্যবস্তুর স্থূলরূপ এবং দর্শনশক্তি উভয়ই বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তখন ঐ স্থূল রূপ ও দর্শনশক্তি উভয়কেই একই বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত রূপ বলিয়া কি বোধগম্য করা উচিত নহে ? (বুদ্ধিরই অন্যতর নাম "চিত্ত" বলিয়া জানিবে)। যখন উভয়ই এক বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশিত রূপ, তখন ইহাদিগকে সমশ্রেণীর পদার্থ বলিয়া নিশ্চয়ই অবধারণ করা উচিত। বস্তুতঃ জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সাংখ্য

দর্শনকার (এবং সাংখ্যদর্শনের ঠিক অনুরূপ পৌরাণিকগণ পুরাণ সকলে সর্ব্বত্র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক বুদ্ধিতত্ত্বই বিকার প্রাপ্ত হইয়া অহংতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় এবং অহংতত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়া একদিকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ, এবং ক্ষিতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে মন ও দর্শন শ্রবণাদি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে পূর্ব্বোক্ত শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চমহাভূত বর্ত্তমান থাকে। এইসকল তত্ত্ব প্রকাশ হওয়ার প্রণালী "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে হইা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবে। অতএব রূপাদিবিশিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয় ও দর্শনাদিশক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই; ইহারা সকলেই এক বুদ্ধিরই প্রকাশিত অবস্থাভেদ মাত্র।"*

উপরোক্ত উপদেশ দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত ও বোধগম্য হইল যে সমগ্র স্থূল জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি এবং সত্য। এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিল না।

ব্রহ্মস্বরূপ ও জীবস্বরূপ প্রসঙ্গে জগৎস্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া জগৎস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই শেষ করা হইল।

শ্রুতিব্রহ্মসূত্রাদি শাস্ত্রমূলে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যোপদিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ, জীবস্বরূপ ও জগৎস্বরূপ এই পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানে,যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত শক্তি জীব ও জগতের সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধই বলিতে হইবে। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এক্ষণে তাহা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

* গুরুশিষ্য সংবাদ ২২-২৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যোপদিষ্ট ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৩ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে জীবরূপে ব্রহ্মেরই সুখদুঃখাদিভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া ভেদ থাকে না, এইরূপ আপত্তি হইলে তাহার উত্তর এই যে, যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।* যদি বলা হয়—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলায় ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে ব্রহ্ম সর্ব্বক্লেশের আলয় জগতের সৃষ্টি করিয়া তিনি নিজেই নিজের হিত না করিয়া অহিতাচরণ করেন এই দোষের প্রসক্তি হয়।" × তাহার উত্তর এই যে, নিয়ম্য জীব ও নিয়ন্তা ব্রহ্মের ভেদও থাকায় উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত অভেদ নাই বলিয়া "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন;

---

* "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" (ব্রঃসূঃ ২।১।১৩)—নিম্বার্কভাষ্য :—"ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে জীবরূপেণ ব্রহ্মণ এব সুখদুঃখভোক্তৃত্বাপত্তেঃ বেদপ্রসিদ্ধো ভোক্তৃনিয়ন্তৃবিভাগো ন স্যাদিতি চেৎ, অবিভাগেঽপি সমুদ্র-তরঙ্গয়োরিব, সূর্য্যতৎ প্রভয়োরিব তয়োর্ব্বিভাগঃ স্যাৎ।" এই সূত্রেরও ২।৩।৪২ প্রভৃতি সূত্রের শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্যে এই ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন।

× ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২০)—নিম্বার্কভাষ্য :—"আক্ষেপঃ, ব্রহ্মকারণবাদে আয়মাত্মা ব্রহ্মে"-তি জীবস্য ব্রহ্মত্বনিরূপণাৎ সর্ব্ব-ক্লেশালয়জগজ্জননেনাত্মনো হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।"

অতএব ব্রহ্মজীব হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় নিজের সম্বন্ধে হিতাকরণাদি দোষ প্রসক্তি হয় না।৭ বজ্রবৈদূর্য্যাদি (বৈদূর্য্য—কৃষ্ণবর্ণ মণিবিশেষ) পৃথিবীরই বিকার হওয়ায় পৃথিবী হইতে অভিন্ন হইয়াও যেমন বিকৃতরূপে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও স্বীয় নামরূপাদিবিশিষ্টরূপে ভিন্ন; অতএব হিতাকরণাদি দোষাপত্তি হয় না।*

উপরোক্ত বাক্যগুলিতে দেখা গেল—ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর একটি ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার নিম্বার্কভাষ্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকা আরও স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে"। (ব্রঃ সূঃ ২য় অঃ ৩য় পদ ৪২) নিম্বার্কভাষ্য :—অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ, "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"—ত্যাদিভেদ ব্যপদেশাৎ; "তত্ত্বমসী" ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বনিকাঃ "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মকিতবা"—ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে"।—সূত্রকার জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অংশাংশিভাব থাকায় ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। জীব পরমাত্মার অংশ। কারণ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (জ্ঞ এবং অজ্ঞ দুই—ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ, নিত্য) এই শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ

---

৭ "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২১) নিম্বার্ক ভাষ্য—"তৎপরিহারঃ'। সুখদুঃখভোক্তুঃশারীরাদধিকমুৎকৃষ্টং ব্রহ্মজগৎকর্তৃ ব্রহ্মঃ। "আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি ভেদব্যপদেশান্ন তয়োরত্যন্তাভেদোঽস্তি যতো হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ-স্যাৎ।"

* "অশ্মাদিবচ্চ, তদনুপপত্তিঃ' (ব্র. সূঃ ২।১।২২) নিম্বার্কভাষ্য-"ভূবিকারবজ্রবৈদূর্য্যাদিবদ্ব্রহ্মাভিন্নোঽপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপতো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তস্যানুপপত্তিঃ"

প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্বশাখিগণ কৈবর্ত্ত, দাস ও ধূর্ত্তগণকেও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এখানে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ যে ভেদাভেদ তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া তাহার দ্বারাই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। অতএব বেদব্যাসের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

এই সূত্রের শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কৃত ভাষ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। এখানে আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ মাত্রই উদ্ধৃত করিতেছি।—"জীবের কর্ত্তৃত্ব যে ব্রহ্মের অধীন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে ভেদাভেদ শ্রুতির অবিরোধ দেখাইয়া সূত্রকার ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিতেছেন—জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন, অথবা ব্রহ্মের অংশ মাত্র অতএব ভিন্নাভিন্ন?........এইরূপ সংশয়ে যদি বলা হয়—"নরপতিরেব সর্ব্বলোকঃ" বাক্যে যেমন সমস্ত লোককে নরপতি হইতে অভিন্ন বলা হইলেও, লোকসকল নরপতি হইতে বাস্তবিক ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলা হইলেও বাস্তবিক ভিন্ন, এইরূপই বলা সঙ্গত; কারণ পরমাত্মা হইতে জীবের অভেদ বিষয়ক বাক্য সকলের এইরূপ গৌণ অর্থ করাই উচিত। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অসর্ব্বজ্ঞ জীব এই উভয়ের মধ্যে অভেদভাব থাকা অসম্ভব, অথবা ভেদবিষয়ক শ্রুতি সকলকে গৌণার্থে ব্যাখ্যা করিয়া অভেদ থাকা সিদ্ধান্ত করাই উচিত। ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অভেদবাচক শ্রুতিসকলের অথবা ভেদবাচক শ্রুতিসকলের গৌণার্থ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই সমস্ত সংশয়ের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—পুরুষোত্তম হইতে জীব অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অভিন্ন ও নহে, কিন্তু জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"অংশো হ্যেষ পরস্য" (এই জীব পরমাত্মার অংশ) (এই অংশ শক্তিরূপ অংশ, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"এষ পরস্য শক্তিঃ জীবোহল্পশক্তিরস্বতন্ত্রঃ" (এই জীব পরমাত্মার শক্তি

ইনি অল্প শক্তি এবং অস্বতন্ত্র) ; খণ্ড অথবা ধনাদির ন্যায় অংশ নহে, কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে 'নিষ্কলং' (কলা অর্থাৎ খণ্ড বা ভাগরহিত) বলিয়াছেন। জীবকে ব্রহ্মের খণ্ড বলিলে শ্রুতিবাকের সহিত বিরোধ হয়, আর ধনবৎ অংশ বলিলে, কেবল ভেদ সম্বন্ধই স্থাপিত হয়। ফলে, "তত্ত্বমসি" শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসাগর পরমপুরুষ অংশীর অংশরূপে সম্বন্ধ স্থির রাখিয়া বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্যতাহেতু স্বরূপে ভিন্ন হইয়াও পরমাত্মার সম্পূর্ণরূপে অধীনভাবে স্থিতি প্রবৃত্ত্যাদি হেতু জীব তাহা হইতে অভিন্ন, কারণ "নানাব্যপদেশাৎ" (জীবকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন) "অন্যথা চ" (এবং অভিন্ন বলিয়াও উপদেশ করিয়াছেন)—এই উভয়বিধ বাক্যই তুল্যবলশালী বলিয়া জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে স্বাভাবিক (নিত্য) ভেদাভেদ সম্বন্ধই নিশ্চিত হয়, ইহাই সূত্রার্থ। "যিনি অন্তরে থাকিয়া জীবকে চালিত করেন", "যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলকে শাসন করেন," "আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং গুণসকলের অধিষ্ঠাতা, জীব অল্পশক্তি, অস্বতন্ত্র এবং অশ্রেষ্ঠ", "ঈশ্বর অজ এবং সর্ব্বজ্ঞ," "জীবও অজ কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ,"—এই সকল শ্রুতিবাক্য জীব ও পরমাত্মার ভেদ সম্বন্ধই উপদেশ করিয়াছেন। আবার "তুমি পরমাত্মাই," "এই আত্মা ব্রহ্ম," "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ সম্বন্ধ উপদেশ করিয়াছেন এবং অথর্ব্ব বেদের এক শাখিরা দাশ (কৈবর্ত্ত) সকল ব্রহ্ম, দাস সকল ব্রহ্ম, কিতব (ধূর্ত্ত) সকলও ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মেরই দাসকিতবাদিত্ব বর্ণনা করিয়াদেন।

শুধু এই সূত্রটিই নহে, পরবর্ত্তী সূত্র দুইটিও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। নিম্নে ঐ সূত্র দুইটি ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্য উদ্ধৃত বরিতেছি :—

"মন্ত্রবর্ণাৎ" (ব্র সূ ২য় অঃ ৩য় পাদ ৪৩ শ সূত্র)

নিম্বার্কভাষ্য— "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী"তি মন্ত্রবর্ণাজ্জীবো ব্রহ্মাংশঃ"—এই পুরুষের এক পাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব ও ভূতগ্রাম।" এই শ্রুতিবাক্যে জীব যে পরমাত্মার অংশ তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সূত্রের শ্রীশ্রী নিবাসাচার্য্যকৃত ভাষ্য এইরূপ—পরমাত্মনোঽংঽশ এব জীবঃ। কুতঃ ?" "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী" তি মন্ত্রবর্ণাচ্চ। পাদোঽংশঃ ॥"—পরমাত্মার অংশই জীব। ইহাতে প্রমাণ কি? উত্তর—"এই পুরুষের এক পাদ (অংশ) মাত্র এই বিশ্ব ও ভূতগ্রাম"—এই শ্রুতি বাক্যই ইহার প্রমাণ।

"অপি চ স্মর্য্যতে" (২।৩।৪৪ ব্রঃ সূঃ)

নিম্বার্কভাষ্য—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতে"—স্মৃতিও— "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীব নামে প্রসিদ্ধ।—এই বাক্যে জীবকে ব্রহ্মেরই সনাতন অংশ বলিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস উভয় প্রকার (ভেদবাচক এবং অভেদবাচক) বাক্যকেই মুখ্যার্থে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অংশ সর্ব্বতোভাবেই অংশীর সহিত অভিন্ন কারণ অংশীরই অংশ, যাহা অংশ তাহা অংশী হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হইতে পারে না; ভিন্ন হইলে তাহাকে অংশ বলা চলে না। আবার অংশী অংশ হইতে ব্যাপক অর্থাৎ অধিক,—অংশ মাত্রেই অংশীর সত্তা পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব অংশী অংশ হইতে অধিক হওয়াতে তাহা অংশ হইতে ভিন্নও বটে। অতএব অংশ ও অংশী উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। শক্তি, শক্তিমানের এবং গুণ, গুণবাণের অংশ মাত্র শক্তি ও গুণ শক্তিমান্‌ও গুণবাণের অঙ্গীভূত। শক্তি শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া এবং গুণ গুণবান্‌কে ছাড়িয়া কোনরূপে থাকিতে পারে না। আবার শক্তি ও গুণের আশ্রয়ীভূত (সুতরাং তদতীত) রূপেও শক্তিমান্ ও গুণবান্ থাকে।

অতএব উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভেদাভেদ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

"প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" (৩২।২৮)—এই ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের সহিত জীবে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকা উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে জীব ও পরমেশ্বরেরও এইরূপ সম্বন্ধই জানিতে হইবে। কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উক্ত হইয়াছে। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অতএব পূর্ব্বোক্ত "অতোঽনন্তেন" (৩।২।২৬) সূত্রের দ্বারা কেবল ভেদ সম্বন্ধ বলিয়া আশঙ্কা করিবে না।* জীব ব্রহ্মের নিত্য × অংশ হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধও নিত্য—ইহাই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও যে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহাও ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্ক ভাষ্যাবলম্বনে প্রদর্শিত হইতেছে॥

২।১।১৪ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য লিখিয়াছেন "কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) আছে; অত্যন্ত ভিন্নত্ব নাই। কারণ "মৃত্তিকাই সত্য, ঘট শরাবাদি নামে প্রকাশিত বিকার সকল কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম দ্বারাই পৃথক্ হইয়াছে"; "এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক", "সেই ব্রহ্ম সত্য, তুমি সেই

---

* এই নিম্বার্ক ভাষ্য—জীবপুরুষোত্তময়োরপি তথা সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ, উভয়ব্যপদেশাৎ প্রভাতদ্বতোরিব। অতোঽনন্তেনেত্যনেন কেবলভেদো ন শক্য ইতি ভাবঃ

× জীব যে নিত্য তাহা "ন জায়তে ম্রিয়তে বিপশ্চিৎ" "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতিতে, "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (ব্র. সূ.২।৩।১৭) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে এবং মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি গীতা বাক্যে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে

ব্রহ্ম' "এই প্রকাশিত সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।†

অতএব এই সূত্রে জগৎ রূপ কার্য্য যে ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে অভিন্ন, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার পরের ২।১।১৬ হইতে ২।১।১৯ পর্য্যন্ত সূত্রগুলিতে ও তাহাদের নিম্বার্ক ভাষ্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত জগতের যে ভেদ সম্বন্ধও আছে তাহা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রে ও নিম্বার্কভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সহিত জগতের যে কেবল অভেদ সম্বন্ধ বা কেবল ভেদ সম্বন্ধ নহে, কিন্তু ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহা ব্রহ্মসূত্রকার "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" (৩।২।২৭) সূত্রে ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাহার ভাষ্যে আরও স্পষ্ট রূপ বলিয়াছেন। এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যে বলিয়াছেন "ব্রহ্মের মূর্ত্তও অমূর্ত্ত উভয়রূপতার যে প্রতিষেধ নাই, তাহা দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন যে, মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) বিশ্ব (জগৎ) স্বীয় কারণ ব্রহ্মে ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত, কারণ ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের ভেদ ও অভেদ উভয় সম্বন্ধ থাকাই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রসারিত হইলে ফণালাঙ্গুলাদি অবয়ব সকল প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতে লীন হইলে অপ্রকাশিত থাকে।*

---

† "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) নিম্বার্কভাষ্য—কার্য্যস্য কারণানন্যত্বমস্তি, নত্বত্যন্তভিন্নত্বম্, কুতঃ? বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্," "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্," "তৎ সত্যং তত্ত্বমসি," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভ্যঃ।"

* নিম্বার্কভাষ্য—"মূর্ত্তামূর্ত্তস্যাপ্রতিষেধ্যত্বং দ্রঢ়য়তি—মূর্ত্তামূর্ত্তাদিকং বিশ্বং স্বকারণে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি ভেদাভেদব্যপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ।"

জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায় জগৎ ও ব্রহ্মের অংশ, কারণ পূর্ব্বোক্ত "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথাচাপি······" (২।৩।৪২) সূত্রে ভেদ ও অভেদ উভয়ই জীব সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ থাকা রূপ যে হেতু প্রদর্শন করিয়া জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও সেই ভেদ ও অভেদ উভয়েই উপদিষ্ট হওয়ায় জগৎকেও অবশ্যই ব্রহ্মের অংশ বলিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—"একাংশেন স্থিতো জগৎ" এই ভগবদ্বাক্যের দ্বারা এবং "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারাও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদিষ্ট হওয়ায় সেই সমস্ত শ্রুতি অনুসারেই ভগবান্ বেদব্যাস উপরোক্ত ব্রহ্মসূত্রগুলিতে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে নিম্নলিখিত বাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যথাঃ—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (শ্বেঃ ১।৯) "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" (মুঃ ৩।১।১) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"—(কঠ ২।২।১৩) প্রভৃতি শ্রুতিতে এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" (ব্রঃ সূ ১।১।২২) "ভেদব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৮) "অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২১) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃ ১।৪।১০) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃ ৪।৪।৫) "তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭) প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদও উপদিষ্ট হইয়াছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ভৃগুবল্লী ২) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্······" (বৃ ৩।৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২), "তদভিধ্যানাত্তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৩) "বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৪) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের সহিত জগতের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছ। আবার

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি শ্রুতিতে এবং "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে অর্থাৎ ২।১।১৪ হইতে ২।১।১৯ পর্য্যন্ত সূত্রে ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

একই ব্রহ্মসূত্রে যে ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বেই ২।৩।৪২ এবং ৩।২ ২৭-২৮ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মতে এই জগৎ মিথ্যা কল্পনামাত্রস্থানীয় নহে, ব্রহ্মেরই প্রকাশিত রূপ—ব্রহ্মই এই জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রুতিও "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়", "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ—" আমিই অমৃত ও মৃত্যু, স্থূল দৃশ্য ও সূক্ষ্ম অদৃশ্য, যাহা কিছু পদার্থ আছে তৎ সমস্তই আমি"। (গীতা ৯ম অঃ ১৯ শ্লোক), "যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ আছে তৎসমস্তই আমা ভিন্ন কিছু নহে" (গীতা ১০ম অঃ ৩৯ শ্লোক), "সর্ব্বভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্রহ্ম এবং চর ও অচর (স্থাবর ও জঙ্গম) সমস্তই সেই ব্রহ্ম" (গীতা ১৩ অঃ ১৫ শ্লোক)।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর মধ্যেও শ্রীভগবানের পরমগুহ্য উপদেশ এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে যথাঃ—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥
(২য় স্কন্ধ, ৯ম অঃ ৩২ শ্লোক)

—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বর্ত্তমান ছিলাম, আমা ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম অথবা তদুভয়ের কারণ কিছুই ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমিই

আছি, এই যে দৃশ্যমান জগৎ তাহাও আমিই; প্রলয় হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, এই সংসারে ভগবৎ স্বরূপ যাঁহারা তত্ত্বতঃ অবগত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, এই স্থাবর জঙ্গম অখিল জগৎ সমস্তই ভগবদ্রূপ, এই জগতে তিনি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু নাই; যথাঃ—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাষ্ণু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥"

(১০ম স্কঃ ১৪ অঃ ৫৬)

বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথাঃ—

"দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিবস্থিতম্॥"

(১ম অংশঃ ১৯ অঃ ৪৭)

"এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণু র্যতোহয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥"

(১ম অংশ ১৯ অং ৪৮)

অর্থাৎ ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে আত্মবৎ দেখা কর্ত্তব্য, যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী।*

এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা সমস্ত জগৎকে সত্য বলা হইয়াছে।

---

* ইহাই যথার্থ অদ্বৈতবাদ। কারণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই বলিয়া অদ্বৈত। এই জগৎ মিথ্যা ভ্রমমাত্র, ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র নিগুর্ণ নির্ধর্ম্মক নির্ব্বিশেষ সৎপদার্থ ইত্যাদি প্রকারে যে ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বরূপ বর্ণনা করা হয় তাহার দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ অদ্বৈত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। যথার্থ অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞান যাঁহার হইবে, জীব ও জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই তিনি প্রত্যক্ষ

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতি বলিয়াছেন—সৎ ব্রহ্ম পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় মাত্র ছিলেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইহাতে তো ইহাই বুঝা যায় যে, জীব ও জগতের অস্তিত্ব ছিল না, পরে তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া জীব ও জগতের সৃষ্টি করিলেন; অতএব জীব ও জগতের পারমার্থিক সত্যতা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? যাহা জন্যপদার্থ—সৃষ্টবস্তু তাহা তো নিত্য হইতে পারে না? যাহার জন্ম আছে তাহার মরণও

করিবেন; সুতরাং তিনি ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ঐ পূর্ব্ব বর্ণিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়াই অবগত হইবেন। জীব ও জগতের প্রতি পৃথক্ রূপে লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র একরস নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে অদ্বৈত বলিতে হয়, আর ঐ ব্রহ্মের প্রকাশিত জীব ও জগৎ রূপের প্রতিও লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সহিত ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ বর্ণনা করিতে গেলে ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতই বলিতে হয়, এই জন্য বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রসমূহে তাহা স্পষ্টতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব প্রকৃত অদ্বৈতবাদ ও প্রকৃত ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত বাদে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে ব্রহ্মের এই অদ্বৈত স্বরূপের যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ না করিয়া নানা কল্পনাজল্পনা দ্বারাই জগৎকে মিথ্যা ও কল্পনামাত্র বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে একমাত্র নির্ধর্ম্মক নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণাধার ঈশ্বরকেও পরমার্থতঃ সত্য বলেন না; সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র নির্গুণ স্বরূপ ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া অপর কিছু তাঁহাদের মতে না থাকায় তাঁহাদিগকে নিরীশ্বরবাদীই বলিতে হয়। ইহা যে ভগবদভিপ্রেত (সুতরাং শাস্ত্রসম্মত) সিদ্ধান্ত নহে, অসুর ভাবাপন্ন পুরুষগণই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টরূপে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথা :—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।" (১৬ অঃ ৮)

অর্থাৎ তাহারা (অসুরভাবাপন্ন পুরুষগণই) জগৎকে মিথ্যা, প্রতিষ্ঠাহীন অনীশ্বর বলিয়া থাকে।

আছে। সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই নিত্য ব্রহ্মের সহিত অনিত্য জীব জগতের সম্বন্ধ কি করিয়া স্থাপিত হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐ শ্রুতি বাক্যের :—"জীব ও জগৎ একদা ছিল না" এইরূপ অর্থ নহে ; জীব ও জগৎ ছিল, তবে তাহার প্রকাশ ছিল না ; বীজের মধ্যে যেমন মহা মহীরূহ অপ্রকাশিত ভাবে বিরাজিত থাকে, জীব জগৎও তেমনি পরব্রহ্মে নিহিত ছিল, ব্রহ্ম ঈক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করিলেন মাত্র। যাহা নাই তাহা প্রকাশিত হইবে কি করিয়া? বীজের মধ্যে বৃক্ষ অন্তর্নিহিত থাকে বলিয়াই কালে বীজ হইতে বৃক্ষের সৃষ্টি বা বহিঃপ্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মে ছিল, আছে এবং থাকিবে।

ভাষার সাহায্যে কিছু প্রকাশ করিতে গেলেই কালবাচী শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, ব্রহ্মের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই কালবাচী শব্দও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে যে সৃষ্টিকে অনাদি বলিয়াছেন, তাহার কোনও অর্থই হয় না।

সৃষ্টির ক্রম বুঝাইতে যাইয়া শ্রুতি বলিলেন—এক তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিলেন—"সোঽকামায়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈঃ উঃ ব্রহ্মানন্দ বল্লী) যদি বলা হয় যে, এক তিনি যে বহু হইলেন, তাহাতে তাঁহার একত্ব নিশ্চয়ই বিঘ্নিত হইয়াছে। একই বস্তু যুগপৎ এক এবং বহু হইতে পারে না। কারণ তাহা স্ববিরোধী। কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঐরূপ বলা চলে না। কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার সম্বন্ধে বিরোধের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাই ভগবান্ বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ"—(ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) এক ব্রহ্মেতেই শ্রুতিবাক্যসকলের (বিরুদ্ধবাক্য সকলেরও) সমন্বয় হয়। অতএব তিনি এক থাকিয়াই বহু হইয়াছেন, বহু হইয়াও তিনি একই আছেন। তাঁহার এই একত্ব ও বহুত্ব যুগপৎ—তিনি আমাদের ভাষায় অতীতেও এক থাকিয়া বহু হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও এক থকিয়া বহুরূপে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতেও এক থাকিয়াই বহুরূপে

বিরাজিত থাকিবেন। অর্থাৎ সর্ব্বকালেই তিনি এক এবং বহুরূপে আছেন।

প্রথমে তাঁহার এই বহুরূপত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না বটে; কিন্তু তখনও অপ্রকাশিত রূপে তাঁহাতে এই বহুরূপ অন্তর্নিহিত থাকে। সৃষ্টিতে যে পুনরায় তাহার প্রকাশ হয় তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার এই বহুরূপ মূলে ছিল বলিয়াই তাহার প্রকাশ হইয়াছে।

যেমন নিদ্রিত হইলে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি অখণ্ড আত্মাতে লীন হইয়া যায় এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে পুনরায় সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ ব্রহ্মের এই জীব ও জগৎরূপ শক্তি প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন হয় এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় প্রকাশ পায়। শ্রীভগবান্ ইহা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন যথা :—

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥" গীতা ৮।১৯

সমস্ত জগৎ যে ব্রহ্মেরই প্রকাশিত রূপ এবং অনন্ত জীবরূপে তিনিই তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" "তত্ত্বমসি" "সেয়ং দেবতেমাস্তি স্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মানানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন।

জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপে সর্ব্বদাই স্থিত আছে, কখনও লুপ্ত হয় না। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে তাহাই ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ বলিতে হইবে এবং সেই ভেদাভেদ সম্বন্ধও যে নিত্য ও স্বাভাবিক তাহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন—ভেদ ও অভেদ একত্র থাকিতে পারে না, কারণ তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ ; অতএব ভেদ ও অভেদ একত্র

থাকে বলিয়া যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলা হইতেছে তাহা অসঙ্গত। তাঁহাদের এই কথার উত্তর এই যে, ভেদ ও অভেদ (দ্বৈত ও অদ্বৈত) অন্যত্র বিরুদ্ধ হইলেও, অংশ ও অংশী স্থলে বিরুদ্ধ নহে। অংশ ও অংশীস্থলে ভেদাভেদ সম্বন্ধ যে অবিরুদ্ধভাবে থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বেদান্তসূত্রের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে দৃষ্টান্তের দ্বারাও দেখান যাইবে। এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের দ্বারাই শাস্ত্রের পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যসমূহ সামঞ্জস্যীভূত হয়। অন্য সিদ্ধান্তে নানাবিধ কষ্ট কল্পনা করিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

এখানে কয়েকটি বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥"

(কঠ ১ম অঃ ২য় বল্লী ২১)

—অর্থাৎ একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী এবং শয়ান (ক্রিয়ারহিত) হইয়াও সর্ব্বত্রগামী সেই সহর্ষ অথচ হর্ষহীন দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সক্ষম হয়?

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥" (ঈশ ৪)
"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

(ঈশ ৫) ইত্যাদি।

—(ঈশ্বর যিনি "ঈশাবাস্যমিত্যাদি" বাক্যের দ্বারা জগতে স্থিতিশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তিনি) এক এবং অচল হইয়াও মন হইতে অধিক বেগবান ; তিনি আগে চলেন, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না (নাগাল পায় না)। তিনি স্থিতিশীল হইলেও

দ্রুতগামী অন্য সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যান। প্রাণবায়ু সর্ব্বদা সেই স্থিতিশীল ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥ তিনি চলেন অথচ চলেন না। তিনি দূরে আছেন অথচ নিকটে আছেন, তিনি সকলের মধ্যে আছেন অথচ সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৫ ॥

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥ (গীতা ৯।৪)
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" (গীতা ৯।৫)
"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ (গীতা ৬।৩০)
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥" (গীতা ৬।৩১)

—অব্যক্তরূপী আমা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, চরাচর সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥ আমার ঈশ্বর ভাব দেখ, ভূতসকল (আমাতে অবস্থিত হইয়াও) আমাতে অবস্থিত নহে। (পরন্তু এইরূপ হইয়াও) আমিই ভূতসকলকে ধারণ ও পালন করিতেছি। কিন্তু ভূত সকলে আমি স্থিত নহি ॥ ৫ ॥ যিনি আমাকে সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) এবং সমস্তকে (সর্ব্বভূতকে) আমাতে দর্শন করেন, তাঁহার নিকট আমি কখনও অদৃশ্য থাকি না, তিনিও কদাপি আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েন না ॥ ৩০ ॥ আমার সহিত একত্ব ধারণায় স্থিত হইয়া সর্ব্বভূতে স্থিত বলিয়া যিনি আমার ভজনা করেন, সেই যোগী যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৩১ ॥

ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের দ্বারাই এই বিরুদ্ধ বাক্যসমূহের সামঞ্জস্য হয়।

এই ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত গীতায়ও শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক যে উপদিষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ জ্ঞান উপদেশ করিতে গিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেনঃ—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭।৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবং প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ॥৭।৭ ॥

উপরোক্ত ৪ ও ৫ শ্লোকে ভূমি জল আদি অষ্টপ্রকার ভেদযুক্ত যে প্রকৃতি, তাহাকে তাঁহার অপরাশক্তি বলা হইল এবং যাহা অবলম্বনে জগতের স্থিতি সেই জীবকে পরাশক্তি বলা হইল। তৎপর ৬।৭ শ্লোকে সমস্ত জগৎই যখন আমার এই শক্তিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে তখন শক্তিমান্ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু এবং মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমার শক্তিরূপী (অতএব আমা হইতে অভিন্ন) এই সমস্ত আমাতেই গ্রথিত আছে অর্থাৎ আমিই সকলের আশ্রয়, এইরূপ উপদেশ করায় জীব, জগৎ ও তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর এই তিনটি স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জীব ও জগৎকে তাঁহার শক্তি বলায় তাঁহা হইতে অভিন্নও অবশ্যই বলা হইয়াছে।

গীতার ১৫ শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ এই ত্রিবিধরূপ আরও পরিস্কাররূপে উপদেশ করিয়াছেনঃ—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" ॥ ১৮॥

এখানে ও জীব, জগৎ ও ঈশ্বর (পুরুষোত্তম) এই ত্রিবিধ রূপ উপদেশ করিলেন। অষ্টম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকেও এই ত্রিবিধরূপের বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—

"অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর।।" (গীতা ৮।৪)

১৩ শ অধ্যায়ে পঞ্চমহাভূতাদি প্রকৃতি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ক্ষেত্র এবং জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বর্ণনা করতঃ জ্ঞেয় পদার্থের বর্ণনা করিতে গিয়া পুরুষোত্তম (ঈশ্বর) স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন।

পরমাত্মার প্রথম পাদ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি·······" ৮।১১
"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।।৮।২০ ।।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।।" ৮।২১ ইত্যাদি

জীব, ঈশ্বর ও নির্গুণ সৎস্বরূপ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধরূপই অক্ষর হইলেও এখানে অক্ষর পদে নির্গুণ সৎ স্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই পরমাত্মাকে একদিকে অসঙ্গ নির্গুণ অক্ষররূপে, অপর দিকে সকলের ভরণকর্ত্তা ও গুণসকলের ভোক্তারূপেও (যেরূপে তাঁহার ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়) গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—

"অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ" ।। ১৩।১৪

সুতরাং শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের জগৎ, জীব, ঈশ্বর ও অক্ষর এই চারিপাদের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই গীতাতেও শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মেরই এই চতুর্বিবধ রূপ হওয়ায় জীব ও জগৎকে তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং জীব ও জগতের অতীতরূপেও তিনি বর্ত্তমান থাকায় জীব ও জগৎ হইতে তাঁহাকে ভিন্নও বলা হইয়াছে

(তাহা পূর্ব্বেই যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি)। গীতায় বিভিন্ন বাক্যের দ্বারাও এই ভেদ ও অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

অভেদ বাচক বাক্য যথা :—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" (৯।৪)। "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন" (৯।১৯), "ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্" (১১।৭) "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্" (১০।৩৯), "বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ" (১৩।১৫), "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (৭।১৯)। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" (১৩।২) ইত্যাদি।

ভেদবাচক বাক্য যথা:—

"ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ" (৯।৪) "ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (৯।৫) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০) "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" (১৫।১৬) "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (১৫।১৭) ইত্যাদি—

অতএব ভেদ ও অভেদ উভয় সম্বন্ধ থাকা হেতু যেমন জীব ও জগৎকে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মেরঅংশ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্রূপ গীতাতেও ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকা হেতু অংশ বলা হইয়াছে। জীব ও জগৎ যে ব্রহ্মের অংশ, গীতায় ভগবান্ তাহা স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছেন, যথাঃ—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (১৫।৭)
"বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (১০।৪২)

অতএব অংশ অংশীর মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, যাহাকে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বলে, গীতায়ও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে দেখা গেল।

এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদই যে সমস্ত শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত তাহা নিশ্চিতরূপে বোধগম্য হইবার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের আরও কয়েটি প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি তন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥"

(ভাগঃ ১০ম স্কঃ ৪০ অঃ ৭)

—যাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত এবং তোমার সহিত অভেদ বুদ্ধিতে নিজেকে ভাবনা করেন, তাঁহারা তোমারই উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তোমাকে বহুমূর্ত্তিরূপে (বিশ্বরূপে) অথচ (এই সমস্তরূপ তোমারই বলিয়া) এই সমস্ত রূপবিশিষ্ট এক মূর্ত্তিরূপেও উপাসনা করেন।

শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥" ৯।১৫

অন্য সাধকগণ বিশ্বরূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজনা করিয়া একরূপে, পৃথক্‌রূপে, বহুপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। (৯।১৫) গীতার আরও অনেক বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে :—(প্রহ্লাদের স্তুতিতে)

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥

(১ম অংশ ১৯ অঃ ৭৮)

নিত্যানিত্য প্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদি কারণ॥ (২০ অঃ ১২)
যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকট প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়।"

(২০ অঃ ১৩)

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অন্তর্য্যামী জগদ্রূপী সর্ব্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ
ভিন্নাভিন্ন স্বরূপেণ স্থিতো বৈ পরমেশ্বরঃ॥" ৩।২৭

—পরমেশ্বর অন্তর্য্যামী, জগদ্রূপী, সর্ব্বসাক্ষী ও নির্ম্মল স্বরূপ। তিনি (জীব ও জগতের সহিত) ভিন্নাভিন্নরূপে স্থিত।

দক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিতি তৎ পারমার্থিকম্ ॥"

(৭ অঃ ৪৮)

—দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত এই তিন প্রকার মত আছে। ইহার মধ্যে কেবল দ্বৈত বা কেবল অদ্বৈত পারমার্থিক নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়টি (সৃষ্টি প্রকরণটি) এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের মোক্ষসম্বন্ধীয় উপদেশগুলির দ্বারাও এই দ্বৈতাদৈত সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রসিদ্ধ টীকাকারও ইহার ব্যাখ্যাকালে এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত থাকা প্রদর্শন করিয়াছেন যথা :— ১ম অঃ ৮ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন :—

অব্যাকৃতশব্দেন পঞ্চভূতবুদ্ধীন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণমনঃ কর্ম্মবিদ্যা-বাসনা এব সূক্ষ্মরূপতয়া শক্ত্যাত্মনা স্থিতা অভিধীয়ন্তে, অব্যাকৃতস্য চ ব্রহ্মণা সহাভেদস্বীকারাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতম্। শক্ত্যাত্মনা চ ব্রহ্ম জগদ্রূপতয়া পরিণমতে ইত্যুভয়মপ্যুপপদ্যতে।

—(শ্লোকস্থ) অব্যাকৃত শব্দের দ্বারা পঞ্চভূত, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, কর্ম্ম, অবিদ্যা ও বাসনারই সূক্ষ্ম শক্তিস্বরূপে স্থিতাবস্থাকে বলা হইয়া থাকে, আর এই অব্যাকৃতস্বরূপটির ব্রহ্মের সহিত অভেদ স্বীকার করা হেতু ব্রহ্মের সহিত তাহার অদ্বৈত। ব্রহ্মই আবার শক্তি অবলম্বনে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; অতএব তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপপন্ন হয়।

মনুসংহিতারই ১২ অঃ ৮৫ শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি বলিয়াছেন :—"অতো বেদান্তোপদিষ্টস্য সমস্তস্য দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়স্য সদাত্মনো দর্শনং তদাত্মজ্ঞানমভিপ্রেতম্ ।" বেদান্তোপদিষ্ট সমস্ত

দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়ের যে সদাত্মরূপে (ব্রহ্মরূপে) দর্শন তাহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান বলিয়া অভিপ্রেত।

অতএব সমস্ত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ভেদাভেদ (বা দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়। কেবল অভেদ (অদ্বৈত) বা কেবল ভেদ (দ্বৈত) সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এইজন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষসংহিতায় "ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতম্" এই বাক্যের দ্বারা কেবল দ্বৈত ও কেবল অদ্বৈতের নিষেধ করিয়াছেন এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণে "ভিন্নাভিন্নস্বরূপেণ স্থিতো বৈ পরমেশ্বরঃ" এইরূপ উক্তির দ্বারা ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈতই) স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন না কেবল "দ্বৈত" স্বীকার করিলে অভেদবাচক এবং কেবল "অদ্বৈত" স্বীকার করিলে ভেদবাচক শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যকে বর্জ্জন করিতে বা গৌণ বলিতে হয়। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তে উভয় উপদেশই মুখ্যরূপে গ্রহণ করা হয়; কোনটিকে বর্জ্জন করিতে অথবা গৌণ বলিতে হয় না। সুতরাং এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের দ্বারাই সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ সামঞ্জস্য হয়।

অভেদবাদী ও ভেদবাদী উভয়েই বলেন যে ভেদ ও অভেদ (দ্বৈত ও অদ্বৈত) পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ইহারা একত্র থাকিতে পারে না; অতএব ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) বলিয়া কোনও বাদই (সিদ্ধান্তই) হইতে পারে না। তাঁহাদের এই উক্তি ভ্রান্তিমূলক। কারণ ভেদ ও অভেদ (দ্বৈত ও অদ্বৈত) অন্যত্র বিরুদ্ধ হইলেও অংশ ও অংশীস্থলে বিরুদ্ধ নহে। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ যে অবিরুদ্ধভাবে থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, পরে দৃষ্টান্তের দ্বারাও দেখানো যাইবে। এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের দ্বারাই শাস্ত্রের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যসমূহ সামঞ্জস্যীভূত হয়। অন্য সিদ্ধান্তে নানাবিধ কষ্ট কল্পনা করিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়। অংশ ও অংশীর মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে এবং তাহাতে যে কোনও বিরোধ নাই তাহা বেদব্যাস স্বয়ং "অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা

চাপি........." (২ অঃ ৩য় পাঃ ৪২) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন এবং তাহা সমস্ত ভাষ্যকারগণ কর্ত্তৃকই স্বীকৃত।

এইজন্যই মনুও বলিয়াছেনঃ—"একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা। অচিন্ত্যং ব্রহ্মণোরূপং কস্তদ্বেদিতুমর্হতি॥"

(বে কৌ প্রভার৯৯ পৃঃ উদ্ধৃত)

—একত্ব সত্বে নানাত্ব, নানাত্ব সত্বে একত্ব এইরূপ ব্রহ্মের অচিন্ত্য রূপ কে জানিতে সক্ষম হয়?

সুতরাং ভেদাভেদ একত্র থাকিতে পারে না বলিয়া যে আশঙ্কা, তাহা ভ্রান্তিমূলক। শাস্ত্রের উপদেশও এইরূপ যে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৫।১২)

—"যে সকল বস্তু চিন্তার অগোচর, তাহাদিগকে তর্কের বিষয় করিবে না। যাহা প্রকৃতিরও অতীত; তাহাকে অচিন্ত্য বলিয়া জানিবে।"

অতএব নিজবুদ্ধি অনুসারে বিরোধাবিরোধের বিচার না করিয়া প্রকৃতির অতীত সুতরাং অচিন্ত্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি যখন ভেদ ও অভেদ এই উভয়ই উপদেশ করিয়াছেন, তখন তাহাই নির্ব্বিচারে মানিতে হইবে। এই বিষয়ে নিজ বিচার দ্বারা কোনটিকে বর্জ্জন বা গৌণরূপে গ্রহণ করা একান্ত অসঙ্গত। বাস্তবিক অংশ ও অংশীতে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে তাহাতে যে কোন বিরোধ নাই, তাহা অংশ ও অংশীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ কিরূপ তাহা বোধগম্য হইলেই পরিস্কার রূপে বুঝা যাইবে। এক্ষণে তাহা নিম্নে দৃষ্টান্তসহ প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

শাখা বৃক্ষের একটি অংশ। ঐ শাখা বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; কেন না শাখা বৃক্ষ ছাড়া থাকিতে পারে না, শাখা সম্পূর্ণাবয়বে বৃক্ষেরই অন্তর্গত। তাহা বৃক্ষ

হইতে যদি পৃথক বস্তু হয় তাহা হইলে তাহা বৃক্ষের শাখাই হইতে পারে না। অতএব শাখা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষ হইতে অভিন্ন। পরন্তু শাখা বৃক্ষ হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাকে বৃক্ষের অংশই বলিতে হইবে—শাখা পূর্ণ বৃক্ষ নহে। বৃক্ষ শাখাকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছে, বৃক্ষ শাখা হইতে ব্যাপক, আকৃতি এবং অন্যান্য গুণে বৃহৎ; অতএব শাখা বৃক্ষ হইতে ভিন্নও বটে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অংশীরূপী বৃক্ষ এবং অংশরূপী শাখার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভেদাভেদ সম্বন্ধ; ঠিক এই প্রকার জীবও জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কারণ জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ। যেমন আমাদের এক অখণ্ড আত্মা (জীবাত্মা) আছে এবং এই আত্মার দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, মনন শক্তি, ১০ সের জিনিষ তুলিবার শক্তি, ২০ সের জিনিষ তুলিবার শক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকার শক্তি আছে। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখন এই সমস্ত শক্তিই আমাদের আত্মাতে লীন হইয়া থাকে, আবার যখন জাগ্রত হই, তখন ঐ সমস্ত শক্তি প্রকাশিত হয় এবং আমাদের আত্মা ঐ সব শক্তির দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কাজ করেন। ঐ শক্তিগুলি যখন নিদ্রিত কালে আমাদের আত্মার সহিত এক হইয়া যায় এবং জাগ্রত কালে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কাজ করে, তখন ঐ শক্তিগুলি আমাদের আত্মারই অংশ বলিতে হইবে। কারণ উহারা একই আত্মার বিভিন্নরূপে প্রকাশ। ঐ এক একটি শক্তিরূপ অংশে আমাদের আত্মা পর্য্যাপ্ত নয়, কারণ ঐ একটি শক্তি ভিন্ন আরও অনেক শক্তি তাহার আছে। আত্মা ঐ এক একটি শক্তিরূপ অংশ হইতে ব্যাপক; সুতরাং আত্মা ঐ এক একটি শক্তি হইতে ভিন্ন; আবার ঐ একটি শক্তির আত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা না থাকায় আত্মা হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন; সুতরাং আমাদের আত্মার সহিত ঐ শক্তিগুলির ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিতে হয়। তদ্রূপ ব্রহ্ম এক অখণ্ড হইলেও জীব ও জগৎরূপ অনন্ত শক্তির আধার। জীব ও জগৎরূপ পৃথক পৃথক্ শক্তি ঐ অনন্ত

শক্তিমান্ ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকায় অভিন্ন, আবার ঐ অংশরূপী পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জগৎ মাত্রেই অংশীরূপী ব্রহ্ম পর্য্যবসিত নহেন; তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য বর্ত্তমান আছেন ; সুতরাং ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্নও বটেন। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধই বলিতে হয়।

এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন।

যুক্তির দ্বারাও এই ভেদাভেদবাদই যথার্থ বলিয়া নির্ণীত হয়। যুক্তিটি এইঃ—যাহা নিমিত্তকারণ তাহার সহিত কার্য্যের ভেদ থাকে, যেমন কুম্ভকার ঘটরূপ কার্য্যের নিমিত্তকারণ হওয়ায় কুম্ভকারের সহিত ঘটরূপ কার্য্যের ভেদ থাকে ; আর যাহা উপাদান কারণ তাহার সহিত কার্য্যের অভেদ থাকে, যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ হওয়ায় মৃত্তিকার সহিত ঘটরূপ কার্য্যের অভেদ থাকে। সুতরাং ব্রহ্মই যখন কার্য্যভূত জীবজগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয়কারণ ; তখন ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে বলিয়া যুক্তির দ্বারাও ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকাই নিশ্চিত হয় এবং তাহাই সুসঙ্গত। ব্রহ্ম যে জীবজগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ, তাহা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রমূলে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

॥ নিম্বার্কদর্শনে মোক্ষস্বরূপ ॥

এই সংসারে বদ্ধ জীব অহরহঃই শোকে দুঃখে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে। দেহের রোগ, জরা-বার্দ্ধক্য, মৃত্যুভয় ও মৃত্যু—এই সব তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রতিনিয়তই প্রিয়বস্তুর ও প্রিয় ব্যক্তির বিনাশ ও বিচ্ছেদ, অপ্রিয় বস্তুর সমাগম,দুঃখ, শোক, অশান্তির জ্বালামালা তাহাকে সর্ব্বদা গ্রাস করিয়াই রাখিয়াছে। বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বলবান্ দুর্ব্বল স্ত্রী-পুরুষ কাহারও এই সকল দুঃখ ও তাপ হইতে অব্যাহতি নাই। ইহাই জীবের বন্ধন, আর এই বন্ধনের কারণ হইল আত্মজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা। আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হইলেই এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বপ্রকার শোক মোহ দুঃখের পারে গমন করিয়া বিগতশোক ও বিগতভীঃ হইয়া অক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করেন। এই প্রকার অবস্থাই যথার্থ সুখের ও আনন্দের অবস্থা। ইহাই মোক্ষ। মানুষ সর্ব্বদাই সুখ চাহিতেছে, কিন্তু যথার্থ সুখ আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে পাওয়া যায় না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগ, শোক, মানসিক জ্বালা-যন্ত্রনা, দুঃখ, ভয়, মোহাদি থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী যথার্থ সুখলাভ হইবে কিরূপে? আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে কখনই অন্য উপায়ে এই রোগ শোক মোহ প্রভৃতি দূর হয় না। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা বা আত্মস্বরূপের অজ্ঞান দূর হইলেই যথার্থ শোক মোহাদি রহিত নিরবচ্ছিন্ন সুখের ও আনন্দের অবস্থা আসে। ইহাকেই মোক্ষাবস্থা বলে। 'মোক্ষ' শব্দের অর্থই হইল শোক দুঃখাদি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। আর এই মোক্ষ-লাভ হইতে পারে আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"—আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (শোকের পারে গমন করেন)। আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে যথার্থ সুখলাভ করা যায়না তাহা দেবর্ষি নারদের জীবনী আলোচনা

শক্তিমান্ ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকায় অভিন্ন, আবার ঐ অংশরূপী পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জগৎ মাত্রেই অংশীরূপী ব্রহ্ম পর্য্যবসিত নহেন; তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য বর্ত্তমান আছেন ; সুতরাং ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্নও বটেন। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধই বলিতে হয়।

এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই ভগবান্ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন।

যুক্তির দ্বারাও এই ভেদাভেদবাদই যথার্থ বলিয়া নির্ণীত হয়। যুক্তিটি এইঃ—যাহা নিমিত্তকারণ তাহার সহিত কার্য্যের ভেদ থাকে, যেমন কুম্ভকার ঘটরূপ কার্য্যের নিমিত্তকারণ হওয়ায় কুম্ভকারের সহিত ঘটরূপ কার্য্যের ভেদ থাকে ; আর যাহা উপাদান কারণ তাহার সহিত কার্য্যের অভেদ থাকে, যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপ কার্য্যের উপাদান কারণ হওয়ায় মৃত্তিকার সহিত ঘটরূপ কার্য্যের অভেদ থাকে। সুতরাং ব্রহ্মই যখন কার্য্যভূত জীবজগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয়কারণ ; তখন ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে বলিয়া যুক্তির দ্বারাও ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকাই নিশ্চিত হয় এবং তাহাই সুসঙ্গত। ব্রহ্ম যে জীবজগতের নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় কারণ, তাহা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রমূলে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

॥ নিম্বার্কদর্শনে মোক্ষস্বরূপ ॥

এই সংসারে বদ্ধ জীব অহরহঃই শোকে দুঃখে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে। দেহের রোগ, জরা-বার্দ্ধক্য, মৃত্যুভয় ও মৃত্যু—এই সব তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রতিনিয়তই প্রিয়বস্তুর ও প্রিয় ব্যক্তির বিনাশ ও বিচ্ছেদ, অপ্রিয় বস্তুর সমাগম,দুঃখ, শোক, অশান্তির জ্বালামালা তাহাকে সর্ব্বদা গ্রাস করিয়াই রাখিয়াছে। বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বলবান্ দুর্ব্বল স্ত্রী-পুরুষ কাহারও এই সকল দুঃখ ও তাপ হইতে অব্যাহতি নাই। ইহাই জীবের বন্ধন, আর এই বন্ধনের কারণ হইল আত্মজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা। আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ হইলেই এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বপ্রকার শোক মোহ দুঃখের পারে গমন করিয়া বিগতশোক ও বিগতভীঃ হইয়া অক্ষয় নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করেন। এই প্রকার অবস্থাই যথার্থ সুখের ও আনন্দের অবস্থা। ইহাই মোক্ষ। মানুষ সর্ব্বদাই সুখ চাহিতেছে, কিন্তু যথার্থ সুখ আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে পাওয়া যায় না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগ, শোক, মানসিক জ্বালা-যন্ত্রনা, দুঃখ, ভয়, মোহাদি থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী যথার্থ সুখলাভ হইবে কিরূপে? আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে কখনই অন্য উপায়ে এই রোগ শোক মোহ প্রভৃতি দূর হয় না। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা বা আত্মস্বরূপের অজ্ঞান দূর হইলেই যথার্থ শোক মোহাদি রহিত নিরবচ্ছিন্ন সুখের ও আনন্দের অবস্থা আসে। ইহাকেই মোক্ষাবস্থা বলে। 'মোক্ষ' শব্দের অর্থই হইল শোক দুঃখাদি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। আর এই মোক্ষ-লাভ হইতে পারে আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"—আত্মজ্ঞানী পুরুষ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (শোকের পারে গমন করেন)। আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে যথার্থ সুখলাভ করা যায়না তাহা দেবর্ষি নারদের জীবনী আলোচনা

করিলেও জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায়—দেবর্ষি নারদ ভগবান্ সনৎ কুমারের শরণাপন্ন হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন "হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন"।

তখন ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—"তুমি যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছ প্রথমে আমাকে তৎসমস্ত বল। তাহা শুনিয়া পরে যাহা তুমি জান না তাহা আমি তোমাকে উপদেশ করিব।"

তখন নারদ বলিলেন—"ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণরূপ পঞ্চমবেদ, ব্যাকরণ শ্রাদ্ধপদ্ধতি, গণিতশাস্ত্র, দৈব (উৎপাত জ্ঞান), মহাকালাদি নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, বেদাঙ্গ শিক্ষা, কল্লাদি শাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, নৃত্যগীত—বাদ্য—শিল্পাদি বিদ্যা —এই সমস্ত বিদ্যাই আমি লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্! আমি এত কিছু বিদ্যালাভ করিলেও কেবল মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ মাত্র শব্দার্থ বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছি, কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। আপনাদের ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট শুনিয়াছি যে আত্মবিৎ পুরুষ শোকরহিত হন। ভগবন্! আমি শোক (দুঃখ যাতনা) ভোগ করিতেছি। আপনি আমাকে শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন।"

নারদের এই বাক্য হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞানের তুল্য আর কিছুই নাই। সর্ব্বপ্রকার শোক দুঃখ দূর করিয়া পরম কল্যাণ আনিতে একমাত্র আত্মজ্ঞানই সমর্থ। সমস্ত উপনিষদে ও ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে এই কথাই উক্ত হইয়াছে।

সেই সব শাস্ত্রে এই আত্মজ্ঞানের মহিমা বহুভাবে বলা হইয়াছে। দেবর্ষি নারদের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বসাধনশক্তিসম্পন্ন ঋষিও যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে ইহাও বোধগম্য হয় যে উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন কেহ নিজ চেষ্টায়

কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাই উপনিষদে বলা হইয়াছে—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছান্দোগ্য উপ ৬.১৪।২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুণ্ডক উপঃ ১।২।১২) অর্থাৎ আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই (যিনি উপযুক্ত আচার্য্যকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন ব্যক্তিই) আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবেন।

আবার দেবর্ষি নারদ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—ইহার দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, মেধা বা নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দ্বারা বা নানা সাধন শক্তি দ্বারা এই আত্মতত্ত্বকে জানা যায় না। অতএব আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু পণ্ডিতগণের স্বকীয় পাণ্ডিত্যাভিমান অতি তুচ্ছ ও হেয় বোধে ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দেবর্ষি নারদের উপরোক্ত প্রকার প্রার্থনার পর ঋষি সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে বলিলেন "হে নারদ! তুমি ঋগ্বেদাদি যাহা কিছু জানিয়াছ তৎসমস্ত নাম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই নামের উপাসনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত নামের গতি সেই পর্য্যন্ত নামের উপাসকের অধিকার হইয়া থাকে"।

অনন্তর শ্রীসনৎকুমার বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজঃ, আকাশ, স্মরণ, আশা, প্রাণ, সত্য, মতি (মনন) শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বৃত্তিও সুখ—এই তত্ত্বসকলের আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির অপেক্ষা উত্তর উত্তরটি (পরের পরেরটি) শ্রেষ্ঠ ও পূর্ব্ব পূর্ব্বটির কারণ ও আশ্রয়—ইহা সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ঋষি ভূমাতত্ত্বে পৌছাইয়াছেন। এই বাক্য, মন, সঙ্কল্প প্রভৃতি প্রত্যেকটির ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে সেই সেইটির যে পর্য্যন্ত গতি সেই পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয় বলিয়া সেই উপাসনার ফলেরও উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু সুখঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় অন্য কিছু আছে বলিয়া বলেন নাই।

ভগবান্ সনৎকুমার সুখকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া অতঃপর সেই শ্রেষ্ঠ পরম অক্ষয় সুখের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমাতত্ত্বের উপদেশ করিতে গিয়া সনৎকুমার বলিলেন—

"যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—মহৎ, যাহা অপেক্ষা মহৎ কিছু নাই, তাহাই সুখ। অল্পে (পরিচ্ছিন্নে)—যাহা অপেক্ষা অধিক আছে, তাহাতে সুখ নাই। কারণ যাহা অল্প, তাহাতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, অল্প বিষয় পাইলে তাহার অপেক্ষা অধিক বিষয় জন্য তৃষ্ণা হইয়া থাকে এবং এই তৃষ্ণাই হইল দুঃখের মূল। আর বৈষয়িক সমস্ত কিছুই অল্প ও দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। ভূমাতে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং ভূমাতে তৃষ্ণাদি দুঃখ বীজেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই ভূমার বিষয়েই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর ভূমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা"। যাঁহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি ভিন্ন অন্য কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেণ না, অন্য কিছু জানেন না, তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ব্রহ্মই ভূমা।

তৎপর সনৎকুমার আবার বলিলেন—"সেই ভুমাই অধোভাগে, উর্দ্ধে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে। তিনিই এই দৃশ্যমান্ জগৎ। নিজ মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। তঁহার অন্য কোনও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় নাই। তিনিই সকলের আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। তিনিই সকলকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার ধারক কেহ নাই। সেই ভূমা বা ব্রহ্ম আত্মারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সুতরাং আত্মাই অধোদেশে, উর্দ্ধে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে। আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্যমান্ জগৎ। সেই ভূমা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ যাঁহার হইয়াছে, সেই পুরুষ এই প্রকার

দর্শন, মনন ও জ্ঞান করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন। তিনি তখন স্বরাট্ ও সমস্ত লোকে কামচারী হন।

তৎপর সনৎকুমার বলিলেন—"সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ মৃত্যুযন্ত্রনা ভোগ করেন না, কোনও রোগ ও দুঃখ ভোগ করেন না, তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সমস্তই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিশ্বের যখন যেটি পাইতে ইচ্ছা করেন তখনই সেইটি প্রাপ্ত হন। তিনি ইচ্ছামাত্রে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, দশ, একাদশ, বিংশতি, শত ও সহস্র হইতে পারেন।"* ইহার পর শ্রুতি স্বয়ং উপসংহারে বলিতেছেন—

যাঁহার রাগ দ্বেষাদি কষায় (চিত্তের মল) দূরীভূত হইয়াছিল, সেই নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানের পার (অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব) প্রদর্শন করাইলেন—"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"।

দেবর্ষি নারদ স্বয়ং অশেষ বিদ্যাবিশারদ এবং বিশিষ্ট জাতি ও বংশগৌরব সম্পন্ন হইয়াও একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আপনার অকৃতার্থতায় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের লাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের শরণাগত হইয়াছিলেন—ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিখিল লৌকিক বিদ্যায় বিচক্ষণ হইলেও, জগতের যাবতীয় জড়তত্ত্ব নামাদি অবগত হইলেও যে পর্য্যন্ত ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত সে পরম শান্তি বা আনন্দ লাভে কৃতার্থ হয় না, কারণ যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা সুখ নহে, যাহা ভূমা তাহাই সুখ। ব্রহ্মই সেই ভূমা, সুতরাং

* "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥ইতি॥
স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা
সপ্তধা নবধা চৈব পুনঃশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ
শতঞ্চ দশৈকঞ্চ সহস্রানি চ বিংশতিঃ।"

আনন্দ স্বরূপ। সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিলেই জীব সংসারের সমস্ত অনর্থজাল ছিন্ন করিয়া পরম শান্তিময় অবস্থা যাহাকে মোক্ষ বলে, তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের কৃপায় সেই ভূমা ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে যে ভূমা সুখ লাভ হয় বলিয়া উপরে উক্ত হইল তাহা স্থূল দেহধারী অবস্থার কথা। কিন্তু স্থূল দেহধারী অবস্থায় দেহের বন্ধন কিছু থাকিয়াই যায়। কিন্তু তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ পুণ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং দেহধারণ করা অবস্থায় কৃত পাপপুণ্য কর্ম্ম তঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। যেমন জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ। যেমন তুলারাশি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ সেই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্য কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর স্থূল দেহ থাকা অবস্থায় এই দেহের দ্বারা কৃত কর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তখন তিনি অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া স্বীয় চিদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় অবস্থা লাভ করেন। ইহাকেই মোক্ষ বলে। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয় বলিয়া শ্রুতিতে ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।* অতএব মোক্ষকেই ১।১।১ সূত্র ভাষ্যে প্রয়োজন বলা হইয়াছে। এক্ষণে মোক্ষ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

---

* "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১৩) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেঃ ৬।১৫) ইত্যাদি, "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১) শ্রীনিম্বার্ক শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার এই সূত্রের ভাষ্যে এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পুরুষস্য অর্থঃ প্রয়োজনং ব্রহ্মভাবাপত্তিঃ, অতঃ বিদ্যাতঃ ভবতি, কুতঃ ? শব্দাৎ।"

জীব অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া কামনাবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া পাপপুণ্য কর্ম্ম করিতে থাকায় তাহার ফলে বিভিন্ন যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহাকেই জীবের বন্ধন বলে। এই সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে শ্রীভগবৎ-কৃপায় সেই কর্ম্মফলের অনিত্যতা জ্ঞান হইলে তৎপ্রতি তাহার বৈরাগ্য উপজাত হয়, তখন সে সেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থায়ী শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয় এবং তাহা লাভের জন্য শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুও সেই শরণাগত ব্যক্তিকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অধিকার অনুসারে তাঁহাকে সাধন উপদেশ করেন। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর সেই উপদেশ মত সাধন করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইলে সেই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন তাঁহার ব্রহ্মের সহিত অভেদবুদ্ধি হয়; তাঁহার মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা কিছু থাকে না, তিনি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন বলিয়া সর্ব্বভূতে তাঁহার সমবুদ্ধি হয় এবং তিনি ব্রহ্মের প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন।* এই পরাভক্তিকে ধ্রুবাস্মৃতি বলে। ধ্রুবাস্মৃতিলাভ হইলে কামনা বাসনাদি সর্ব্বগ্রন্থি হইতে তিনি বিমুক্ত হন—"স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২)।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার পর যে পর্য্যন্ত তিনি স্থূল দেহে বর্ত্তমান থাকেন (জীবিত থাকেন) সেই পর্য্যন্ত তিনি নির্লিপ্তভাবে আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহার প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্ম্ম (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কৃত পাপপুণ্য কর্ম্ম সমূহ) নাশপ্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরে কৃত পাপপুণ্য কর্ম্মে তিনি নির্লিপ্ত হন। এই অবস্থাপ্রাপ্ত দেহধারী ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে জীবন্মুক্ত

* "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

বলা হয়। কিন্তু তাঁহার এই মুক্তি গৌণার্থেই উক্ত হইয়া থাকে, মুখ্যার্থে নহে; কারণ ৪।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস ও তাহার ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দেহপাত হইলেই মুক্তি হয় বলিয়াছেন।× শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে, দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন"।✝
জীবিত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম্মের বন্ধন থাকাতেই তাঁহার দেহের পতন হয় না, তিনি দেহধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহার সেই দেহ থাকা পর্য্যন্ত প্রিয় অপ্রিয় বোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না, দেহবিযুক্ত হইলেই প্রিয় অপ্রিয়বোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়।* এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—"যখন হৃদিস্থিত সর্ব্ববিধ কাম বিদূরিত হয়, তখন মর্ত্ত্য ব্যক্তিও অমৃত (মুক্ত) হন।"**—এই শ্রুতি বাক্যে জীবিত অবস্থাতেই যখন অমৃত (মুক্ত) হন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে তখন জীবিত অবস্থায় মুক্তিকে (জীবন্মুক্তিকে) গৌণার্থে কিরূপে বলা যাইতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে ঐ বাক্যে তৎকালে দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ দগ্ধ না হইয়া স্থূলদেহ থাকা অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কৃত পাপ-পুণ্যের বিনাশ ও পরে কৃত পাপপুণ্যে অশ্লেষ (নির্লিপ্ততাই)

× "তদধিগমে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্র. সূ. ৪।১।১৩) নিম্বার্কভাষ্য—"বিদুষ উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। কুত? এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে," অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি ব্যপদেশাৎ।" "ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৪) নিম্বার্কভাষ্য—পুণ্যস্য কাম্যকর্ম্মণোঽপি অঘবন্মুক্তিবিরোধিত্বাদুত্তরস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বস্য বিনাশ এব উত্তরপূর্ব্বয়োরশ্লেষবিনাশামন্তরং দেহপাতে সতি মুক্তিরেব।"

✝ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্য অথ সম্পৎস্যে" (ছা ৬।১৪।২)

* "ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া—প্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১)

** যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ, অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি" (কঠ ২।৩)

এখানে "অমৃত" শব্দে বুঝাইয়াছে। কারণ দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরও সংসারে থাকার কথা শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। ৪।২।৭, ৮ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে ও তাহাদের নিম্বার্কভাষ্যে ইহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।* আর ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া যে বলা হইয়াছে, তাহা যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই (ইহজন্মকৃত সাঞ্চত কর্ম্ম ও অপরাপর জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম, যাহা ইহজন্মে ফলোন্মুখ হয় নাই) তৎসম্বন্ধে এই উক্তি বুঝিতে হইবে। কারণ যে কর্ম্ম ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে (যাহাকে প্রারব্ধকর্ম্ম বলে) তাহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও ক্ষয় হয় না বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"তাঁহার (ব্রহ্মজ্ঞানীর) তাবৎকাল বিলম্ব যাবৎকাল দেহ থাকে, দেহান্তে তিনি ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন" ইত্যাদি (ছাঃ ৬।১৪।২) অতএব ভোগের দ্বারা এই প্রারব্ধ পাপপুণ্য কর্ম্মক্ষয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ দেহান্তে ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন—এইরূপই বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রেও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।×

---

* সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" (ব্রঃ সূঃ ৪।২।৭)—নিম্বার্কভাষ্য—"...যত্তু 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতীতি বিদুষ ইহৈবামৃতত্বং শ্রুয়তে, তদেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈবোত্তর—পূর্ব্বাঘাশ্লেষবিনাশলক্ষণমুপপদ্যতে।' "তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।২।৮)—নিম্বার্কভাষ্যে—"তদমৃতত্বং দেহসম্বন্ধমদগ্ধ্বৈব বোধ্যম্। কুত? তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি আবিমুক্তেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।"

× অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৫) নিম্বার্কভাষ্য—"বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বে পাপপুণ্যেঽপ্রবৃত্তফলে এব ক্ষীয়েতে; কুতঃ? তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি শরীরপাতাবধিশ্রবণাৎ।" "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে"—(ব্রঃ সূ ৪।১।১৯) নিম্বার্কভাষ্য—বিদ্বানারব্ধকার্য্যে তু সুকৃতদুষ্কৃতে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।"

ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ দেহান্তের পর অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ও ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েন। তখন তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন৭ ইহাকেই নিম্বার্কাচার্য্য "ব্রহ্মভাবাপত্তি" রূপ মোক্ষ বলিয়াছেন।*

শ্রীমদ্ভাগবতে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব এই পাঁচ প্রকার মুক্তির কথা বলিয়াছেন। (৩য় স্ক ২৯ অঃ ১৩ দ্রষ্টব্য) (১) সালোক্য শব্দে ভগবানের সহিত একলোকে বাস, (২) সার্ষ্টি শব্দে ব্রহ্মের সমান ঐশ্বর্য্য, (৩) সামীপ্য শব্দে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তিত্ব (৪) সারূপ্য শব্দে ব্রহ্মের সমানরূপতা ও (৫) একত্ব শব্দে সাযুজ্য, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বুঝায়। এই পঞ্চম ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ মুক্তিই উপরে শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" (৩য় স্কঃ ২৯অঃ ১৪) বাক্যে তাহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও "স মদ্ভাবং যাতি" (৮।৫) "মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি" (১৪।১৯) প্রভৃতি বাক্যে ভগবান্‌ও তাহাই বলিয়াছেন।

---

৭ "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১) নিম্বার্কভাষ্য—জীবোঽর্চ্চিরাদিকেন মার্গেন পরং সম্পদ্য স্বাভাবিকেন রূপেণাবির্ভবতীতি "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি বাক্যেন প্রতিপাদ্যতে, স্বেনেতি শব্দাৎ।

* "তদ্ভাবাপত্তিলক্ষণমোক্ষোপদেশাৎ" (১।১।৭ ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য) "তদ্ভাবাপত্তিলক্ষণং শ্রেয়ং প্রয়োজনম্।" (শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত মন্ত্ররহস্য ষোড়শী শ্লোক ১৪) "ভগবদ্ভাবমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ"— (শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য কৃত প্রপন্ন কল্পবল্লী শ্লোক ১২) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

॥ মুক্ত পুরুষগণের ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতির বর্ণনা ॥

মুক্ত পুরুষগণ জন্মাদি বিকার শূন্য হয়েন এবং আপনাদিগকে স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত গুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই অনুভব করেন। অতএব মুক্তপুরুষগণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যখন জীব এই অদৃশ্য দেহাদি বিবর্জ্জিত অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ পরব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং তদ্ধেতু সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, তখন তিনি সেই অভয় ব্রহ্মরূপই হয়েন। ব্রহ্ম রসস্বরূপ; ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এই জীবও আনন্দরূপতা লাভ করেন।*

মুক্তপুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া যেমন স্বীয় চিদ্রূপতাপ্রাপ্ত হয়েন; তদ্রূপ অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকবর্জ্জিত ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্পও হয়েন।† ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হওয়ায় মুক্ত জীবও তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দ স্বরূপ হইয়া যান‡ এবং স্বীয় স্বরূপগত চিৎ দ্বারা সেই আনন্দকে অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদা অনুভব করেন। অংশ যেমন অংশীর ভাগমাত্র হইয়াও অংশী হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষ নিজেকে

---

* "বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯), নিম্বার্কভাষ্য—জন্মাদিবিকারশূন্যং স্বাভাবিকাচিন্ত্যানন্তগুণসাগরং সবিভূতিকং ব্রহ্মৈব মুক্তোঽনুভবতি। তথাহি মুক্তস্থিতমাহ শ্রুতিঃ। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ দৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে ঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ;" "রসো বৈ স, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি" (তৈঃ ব্রঃ ব ৭) ইত্যাদিকা।

† এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৭) নিম্বার্কভাষ্য—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যপি অপহতপাপ্মত্বাদিম-দ্বিজ্ঞানস্বরূপাবির্ভাবাদবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুত ? মুক্ত জীবসম্বন্ধিতয়া অপহতপাপ্মত্বাদ্যুপন্যাসাৎ।

‡ "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" (তৈঃ ব্রঃ ব৭)

পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন, তৎকালে অন্য সমস্তকেও পরমাত্মস্বরূপ দর্শন করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন।* ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মুক্তপুরুষ সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ভেদবুদ্ধির কখনও স্ফুরণ হয় না, তিনি ব্রহ্মরূপেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে ২।৩।১৯ ও ২২ প্রভৃতি সূত্রে ও তাহাদের ভাষ্যে জীবকে স্বভাবতঃ অণুস্বরূপ বলিয়া বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্ম কিন্তু বিভুস্বরূপ; সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশই থাকেন পূর্ণব্রহ্ম হইয়া যান না। মুক্ত জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (ভিন্ন নহেন), অর্থাৎ তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় ব্রহ্ম বলিয়াই সর্ব্বদা আপনাকে অনুভব করেন, এবং সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দৃশ্যমান জড়জগতেরও ব্রহ্মাভিন্নত্বসিদ্ধি আছে। কিন্তু এতৎ সমস্ত ব্রহ্মের অংশ মাত্র; "একাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদি বাক্যে গীতায় এবং "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি....." (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪২) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

জীব যে ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, বদ্ধাবস্থায় তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না; মুক্তাবস্থায় তাঁহার এই ব্রহ্মাংশরূপতা এবং ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্নস্বরূপতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং ব্রহ্মেরই ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ হন। মুক্তপুরুষ পুনরায় সংসারে আগমন করেন না।†

---

* "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৪) নিম্বার্কভাষ্য—মুক্তঃ পরস্মাদাত্মানং ভাগাবিরোধিনা অবিভাগেনানুভবতি। তত্ত্বস্য তদানীমপরোক্ষতো দৃষ্টত্বাৎ শাস্ত্রস্যাপ্যেবং দৃষ্টত্বাৎ।" "স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" (ছাঃ ৮।১২।৫) "মুক্তাবস্থায়াং চ সর্ব্বজ্ঞত্বং শাস্ত্রেণাবিষ্কৃতম্" (৪।৪।১৬ ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য)

† "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্র. সূ. ৪।৪।২২) "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তনাবর্ত্তন্তে (ছা. ৪।১৫।৬) "মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" (গীতা ৮।১৬)

মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশই থাকেন বলিয়া এবং স্বরূপতঃ অণু বলিয়া অংশী বিভু ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইতে পারেন না, ভিন্নও বটেন ; সুতরাং তিনি স্বীয় চিৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব অপহতপাপত্বাদি সমস্ত গুণবিশিষ্ট হইলেও ব্রহ্মের সহিত ভেদও থাকে বলিয়া তিনি ব্রহ্মের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করেন না। তিনি জগৎসৃষ্টাদি ব্যাপার ব্যতীত ব্রহ্মের অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, কিন্তু ব্রহ্মের ন্যায় জগৎসৃষ্টি সামর্থ্য লাভ করেন না, কারণ জগৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্য একমাত্র পরমাত্মার, মুক্তপুরুষের নহে। ইহা "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং"—(৪।৪।১৭) ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন।×

॥ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উৎক্রান্তি ॥

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের দেহত্যাগকালে তাঁহার বাগিন্দ্রিয় মনে সংযুক্ত হয়, তৎপর অপরাপর ইন্দ্রিয়সকলও মনে সংযুক্ত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রাণে সংযুক্ত হয় এবং প্রাণ জীবে সংযুক্ত হয়। জীবে সংযুক্ত প্রাণের অপরাপর ভূতসমন্বিততেজঃ প্রধান রূপতা প্র্যাপ্তি হয়।* ইহার পর জ্ঞানী ও অজ্ঞানী—বিশেষ বিশেষ নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেহ হইতে উৎক্রমণ করেন। নাড়ী প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানিপুরুষ ও অজ্ঞানিপুরুষের উৎক্রান্তি সমান। হৃদয়ে

× "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ (ব্র.সূ. ৪।৪।১৭)—নিম্বার্কভাষ্য—"জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারেতরং মুক্তৈশ্বর্য্যম্। কুতঃ? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদৌ পরব্রহ্মপ্রকরণান্মুক্তস্য তত্রাসন্নিহিতত্বাচ্চ।

* "বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" (ছাঃ ৬।১৫।২) "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" (বৃ. ৪।৩।৩৮) এই বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের ৪।২।১-৫ সূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে, তাহাকে মূর্দ্ধণ্য নাড়ী বলে। জ্ঞানিপুরুষ সেই নাড়ীটির দ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। নিজবিদ্যাপ্রভাবে এবং নিজের শেষগতিস্বরূপ বেদ্য পরমাত্মার সর্ব্বদা স্মরণহেতু প্রসন্ন শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে সেই নাড়ীটির মূলস্থান অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে, পরমেশ্বর স্বয়ং সেই নাড়ীর দ্বার খুলিয়া দেন, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ তখন তাহা বিদিত হইয়া সেই মূর্দ্ধণ্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। অজ্ঞানীসংসারিগণ মৃত্যুসময়ে ঐ মূর্দ্ধণ্য নাড়ী ভিন্নঅপর নাড়ী সমূহ দিয়া উৎক্রমণ করেন।×

॥ জ্ঞানী পুরুষের অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন ॥

জ্ঞানিপুরুষের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূর্দ্ধণ্য নাড়ীদ্বারা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হয়েন, তৎপর ক্রমশঃ অহরভিমানী দেবতাকে, শুক্লপক্ষভিমানী দেবতাকে, উত্তরায়ণষন্মাসাভিমানী দেবতাকে, সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে, বায়ু দেবতাকে, আদিত্যাভিমানী দেবতাকে, চন্দ্রমসাভিমানী দেবতাকে ও বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে অমানব পুরুষ সেই জ্ঞানিপুরুষদিগকে ক্রমশঃ বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোকে লইয়া যান; তৎপর তথা হইতে ব্রহ্মলোকে

× "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য" (ব্রঃ সূঃ ৪।২।৭), "তদোকোঽগ্রজ্বলনং, তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া" (ব্র.সূ ৪।২।১৬। "রশ্ম্যনুসারী" (৪।২।১৭) ও এই সূত্রগুলির নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য এবং বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" (ছাঃ ৮।৬।৬ এবং কঠ ২অঃ ৩ ব দ্রষ্টব্য)।

লইয়া যান। ব্রহ্মলোকে যাওয়ার পথে বিরজা নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়, তখন তাঁহার পাপপুণ্য সংস্কার যাহা সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া ছিল, ধৌত হইয়া যায়, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহার সুকৃত সকল প্রাপ্ত হয়, অপ্রিয়(বিদ্বেষী)গণ তাঁহার দুষ্কৃত সকল প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের সহিত যে আত্মভাব ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয় এবং তখন তিনি স্বীয় আত্মস্বরূপে (চিদ্রূপে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।* এই বিষয়ে ৪।৩।৬-১৩ সূত্রে বাদরিমুনি ও জমিনিমুনির মত উদ্ধৃত করিয়া ৪।৩।১৪-১৫ সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বাদরিমুনি বলেন—"অর্চ্চিরাদি দেবতাগণ কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভকেই তদুপাসকগণকে প্রাপ্তি করান, পরব্রহ্মকে নহে; কারণ কার্য্যব্রহ্মই গতির উপপত্তি হয়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকের 'তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তি,—তাঁহারা ব্রহ্মলোকসকলে চিরকাল বাস করেন, এই বাক্যে 'ব্রহ্মলোক' শব্দও বহুবচন থাকায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অর্চ্চিরাদি দেবগণ কার্য্যব্রহ্মকেই (হিরণ্যগর্ভকেই) প্রাপ্তি করান।

'ব্রহ্মগময়তি'—ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করান, এই বৃহদারণ্যকোক্ত বাক্যে যে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে; কারণ হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মাই সৃষ্টির আদি পুরুষ, তাঁহার ব্রহ্মসামীপ্য হেতু তাঁহাকে ব্রহ্ম পদবী দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যব্রহ্ম লোকের নাশ হইলে কার্য্যব্রহ্মের সহিত তল্লোকবাসী সকলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন; শ্রুতি —'তে ব্রহ্মলোকে তুপরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে' এই বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন—'ব্রহ্মণা সহতে

* ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫, ৫।১০।২, বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫; কৌষীতকি ১।৩,১।৪ এবং ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্,—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার লয় হইলে তল্লোকবাসী সকলে কৃতাত্মা হইয়া পরম পদে প্রবেশ করেন।"

জৈমিনিমুনি বলেন—'পরংব্রহ্ম নয়তি', 'এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যাদি শ্রুতির 'ব্রহ্ম' শব্দ পরব্রহ্ম এই মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' এই বাক্যেও পরব্রহ্মপ্রাপ্তিই স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে'—আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম (ছাঃ৮।১৪।১) এই শ্রুতি বাক্যে যে সঙ্কল্প উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে, কিন্তু পরমাত্ম বিষয়ক। কারণ 'নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম'—তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম, (ছাঃ ৮।১৪।১) এই শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, উক্তগতিশ্রুতি ঐ প্রস্তাবেরই অন্তর্গত। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, কার্য্যব্রহ্মকে নহে।

বাদরিমুনি ও জৈমিনিমুনির উপরোক্ত মত প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ মীমাংসা করিবার জন্য সূত্র করিয়াছেন—

"অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাত্তৎক্রতুশ্চ" (ব্র, সূ, ৪।৩।১৪) নিম্বার্কভাষ্য—অর্চ্চিরাদিগণঃ প্রতীকালম্বনব্যাতিরিক্তান, পরব্রহ্মোপাসকান্ ব্রহ্মাত্মকতয়াঽক্ষরস্বরূপোপাসকাংশ্চ পরংব্রহ্ম নয়তি। কুতঃ ? উভয়থা দোষাৎ। কার্য্যোপাসকাত্রয়তীত্যত্র "অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য"—ত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ। পরোপাসীনানেব নয়তীতি নিয়মে তু" তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তী"-তি শ্রুতি ব্যাকোপঃ স্যাৎ। "তস্মাদ্ যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতী" ত্যাদিশ্রুতেস্তৎক্রতুস্তথৈব প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্তো ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

—যাঁহারা কেবল প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা করেন, তদ্ব্যতীত অন্য পরব্রহ্মোপাসকদিগকে এবং যাঁহারা নিজ আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া অক্ষর স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অর্চ্চিরাদিবাহক দেবতাগণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করান (কার্য্যব্রহ্মকে নহে)। কারণ উভয় (বাদরিকৃত ও জৈমিনিকৃত) মীমাংসাতেই দোষ আছে। যদি কার্য্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্তি করান (যাঁহারা পরব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদিকে বহন করিয়া কোন লোকে লইয়া যান না), এইরূপ মীমাংসা করা যায়, তাহা হইলে (দহর ও সত্যবিদ্যানিষ্ঠ) পরব্রহ্মোপাসকগণ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া (স্বীয় ব্রহ্মভাব লাভ করেন) ইত্যাদি (ছাঃ ৮৷৩৷৪ও ৮৷১২৷২) শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হয়। আর কেবল পরব্রহ্মোপাসকগণকেই অর্চ্চিরাদিদেবগণ বহন করিয়া লইয়া যান, এইরূপ নিয়ম বলিলে "যাঁহারা ইহা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চ্চিরাদি গতি প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের অর্চ্চিরাদি গতি লাভ হয় বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় তাহার সহিত বিরোধ হয়। "অতএব পুরুষ ইহলোকে যদ্রূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়েন, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া তিনি তদ্রূপই হয়েন" (ছাঃ ৩অঃ ১৪খঃ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা "যিনি যেরূপ ক্রতু (উপাসনা) করেন, তিনি সেইরূপ স্বরূপই প্রাপ্ত হয়েন (হিরণ্যগর্ভোপাসক হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হয়েন এবং পরব্রহ্মোপাসক পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন)"।—ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া বাদরায়ণ মনে করেন।

"বিশেষং চ দর্শয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪৷৩৷১৫) নিম্বার্কভাষ্য—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতী"-ত্যাদিকা শ্রুতি প্রতীকোপাসকস্য গত্যনপেক্ষং ফলবিশেষং চ দর্শয়তি"।—যতদূর পর্য্যন্ত নামের গতি, তাহার মধ্যে নামোপাসকের কামচারতা জন্মে (ছাঃ ৭৷১৷৫)

১০

ইত্যাদি শ্রুতি নামাদি প্রতীকোপাসকদিগের পরব্রহ্মপ্রাপিকা গতির উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদের ফলবিশেষই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতএব কেবল প্রতীকোপাসক ভিন্ন সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মোপাসক ও নিজ আত্মাকে ব্রহ্মভাবনা রূপ অক্ষরোপাসকগণ অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া পরব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই ভগবান্ বেদব্যাসের মীমাংসা।

॥ মোক্ষকে হেয় প্রতিপাদনকারিগণের মতের নিরসন ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া স্বীয় চিদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় অবস্থা লাভ করেন, ইহাকেই মোক্ষ বলে। এই মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। মোক্ষই যে পরমপুরুষার্থ তাহা "তরতি শোকমাত্মবিৎ," "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ,"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি ও "পুরুষার্থো হতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" (৩।৪।১) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

মনুস্মৃত্যাদি সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রেও মোক্ষই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে (মনুসংহিতা ১২।৮৫, ১০৪, ১২৫ প্রভৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৪০, দক্ষসংহিতা ৭।১১—১২, বিষ্ণুসংহিতা ৯৭।১৪ বৃহৎপরাশর স্মৃতি ২।৫, ৪।১০২, ১০৫, ১১৭, আপস্তম্বসংহিতা ১০।৭, বৃদ্ধহারীতস্মৃতি ১।১৮, হারীতসংহিতা ১।১৪,৩১, ৬।২২, ৭।১২-১৪, অত্রিসংহিতা ৪৫ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উপদিষ্ট হইলেও, কেহ কেহ মোক্ষকে হেয়—অতি তুচ্ছ—বলিয়া ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে মোক্ষের স্বরূপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে

তাহা যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম না করাই তাহার কারণ। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঐ মত যে গ্রহণীয় নহে, ঐরূপ মতে যে দোষ আছে, তাহা প্রদর্শনের জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবান্ জৈমিনি বলিয়াছেন—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩)—"বিরোধে"—শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে, শ্রুতিসমূহের "অনপেক্ষং"—নিরপেক্ষ প্রামাণ্য হইবে। শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইবে না। "অসতি"—শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে, 'অনুমানম্'—স্মৃতিবাক্যও (প্রমাণ হইবে)। কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষত্ব হেতু শ্রুতির প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, আর শ্রুতি স্মৃতির মূল হওয়ায় এবং স্মৃতি শ্রুতি সাপেক্ষ হওয়ায় শ্রুতির অবিরোধ হইলেই স্মৃতি প্রমাণ হইবে। ব্যাসসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, তাহার পর স্মৃতি এবং তাহার পর পুরাণ। যেমন ব্যাসসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

(ব্যাসসংহিতা ১।৪)

—যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্যের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইবে, সেইস্থলে শ্রুতির বাক্যই প্রমাণ হইবে, যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণ বাক্যের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইবে, সেই স্থলে স্মৃতিবাক্যই প্রমাণ হইবে।

"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজং" (তৈঃ সং ২২।১০।২) এই বেদবাক্য যে মনুর স্তুতি করিয়াছেন, সেই মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥
(মনু. সং২।১০—১১)

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্‌কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
(মনু সং ১২।৯৫-৯৬)

—বেদই শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রই স্মৃতি। এই শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংস্য নহে। যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া ঐ দুই মূল শাস্ত্রকে অবমাননা করে, সাধুগণ সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে বহিষ্কার করিবেন। (২।১০-১১)। যেসকল স্মৃতি বেদবাহ্য এবং যেসকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ কুতর্কমূলক, পরলোকসম্বন্ধে সেই সমস্ত গ্রন্থই নিষ্ফল, সেই গ্রন্থসমূহকে তমঃকল্পিত বলিয়া জানিবে। যে সকল গ্রন্থ বেদমূলক নহে, পরন্তু পুরুষকল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, আধুনিকতাহেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে। (১২।৯৫-৯৬)

এজন্য হারীত সংহিতায় ও অত্রি সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
(হারীত সং ১।২৫)

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
কাণঃ স্যাদেকহীনোঽপি দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিত॥
(অত্রি সং ৩৪৮)

—বেদ ও স্মৃতি বিপ্রগণের ভগবন্নির্ম্মিত দুইটি চক্ষু, তাহার

মধ্যে একটি না থাকিলে কাণ, আর উভয়টি না থাকিলে অন্ধ বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৫ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকায় এইরূপ একটি বচন ধৃত হইয়াছে, যথা—

"শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

বাধূলস্মৃতিতেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে—১৯০-১৯১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাধূল মুনি ইহাও বলিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞা যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥
বিষ্ণুনা তু পুরা গীতমেবং তত্তু ময়োদিতম্ ॥

(বাধূল স্মৃতি ১৮৯-১৯০)

—শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, যে ব্যক্তি এই দুইটিকে উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও আমার প্রতি দ্রোহকারী, সে আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নয়, পুরাকালে বিষ্ণু এইরূপই বলিয়াছেন, এইক্ষণে আমি তাহাই বলিলাম।

অতএব শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র একবাক্যে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া যখন উপদেশ করিয়াছেন, তখন নিজ নিজ কল্পনামূলে তাহার বিরুদ্ধে কল্পিত প্রমাণ বা যুক্তি দেখাইয়া মোক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা একান্তই অসঙ্গত।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতেও মোক্ষেরই পরম পুরুষার্থত্ব প্রতিপাদন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে, যথা:—"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে" (ভাঃ ১২।১৩।১৫)। সুতরাং বেদান্তে যখন মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, তখন ভাগবতে যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কেহ কেহ এইরূপ বলেন—"শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের, পরম আদরণীয় প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভেই ১।১।২ শ্লোকে ঐ গ্রন্থের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ পরমঃ" বলা হইয়াছে।" শ্রীধরস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় তাহার অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"এই পরম সুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছেন, এই ধর্ম্মের পরমত্বে হেতু এই যে, তাহাতে প্রকর্ষরূপে অভিসন্ধিলক্ষণ কপটতা নাই। 'প্র'শব্দের দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে * অর্থাৎ মোক্ষের প্রতি অভিসন্ধিলক্ষণ কপটতা ঐ ধর্ম্মে নাই"। শ্রীধরস্বামীর এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এরূপও বলেন—"যাঁহারা মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের শ্রীমদ্ভাগবতে কোনও অধিকার নাই", কারণ 'শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ বস্তু' প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম, মোক্ষ নহে। তাঁহারা ইহাও বলেন যে "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং" (ভাঃ ৩।১৫।৪৮)—(তাঁহারা আপনার আত্যন্তিক প্রসন্নতারূপ যে মোক্ষ তাহাকেও আদর করেন না); "ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী" (ভাঃ ৩।২৫।৩২)—(ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও

---

* "অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমোধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" (ভাগঃ ১।১।২এর শ্রীধরস্বামী-কৃত টীকা)

শ্রেষ্ঠা), "নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি" (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)—(তাঁহারা আমার সহিত সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না) ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিই যে পরমপুরুষার্থ, মোক্ষ নহে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ উপরোক্ত "সিদ্ধিঃ" পদের অর্থ শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় "মুক্তি" বলিয়াছেন, অতএব শ্রীধরস্বামীর মতেও মোক্ষ হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ ও পরমপুরুষার্থ। কিন্তু যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্তহইয়াছে সেই শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্তের বিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে না। বেদান্তে যে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে অনুধাবন না করিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলেন।

শ্রীধরস্বামীর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐ ব্যাখ্যায় তিনি মোক্ষের অভিসন্ধি নিরস্ত হওয়ার কথাই বলিয়াছেন, মোক্ষ নিরস্ত হওয়ার কথা বলেন নাই। ভাগবতের ১ম স্কঃ ১ম অঃ ২য় শ্লোকের বর্ণিত উক্ত পদগুলির ঐপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াও বহুস্থানে শ্রীধরস্বামী নিজ টীকায় মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও আদ্যোপান্ত নানাস্থানে বেদান্ত প্রতিপাদ্য মোক্ষকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং মোক্ষ প্রাপ্তি কিরূপে হয়, তাহা নির্ণয় করাই ঐ গ্রন্থের প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু ঐ পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের নিমিত্ত ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াও ভাগবতকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আর ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং" "ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী", "নৈকাত্মতাং স্পৃহয়ন্তি" ইত্যাদি কথা বলার পরেই ভাগবতকার স্বয়ং ভগবদুক্তি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

"তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে॥

(ভাঃ ৩।২৫।৩৬)—আমার মনোহর মুখনেত্রাদি অবয়ব এবং আমার

রম্যলীলা, হাস্য, কটাক্ষ ও মধুর ভাষণের দ্বারাই তাঁহাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল অপহৃত হয় (সুতরাং তাঁহারা আর চাহিবেন কি ? তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন); কিন্তু তাঁহারা না চাহিলেও তাঁহাদের ঐ ভক্তিই তাঁহাদিগকে মোক্ষপ্রাপ্ত করায়। ("অণ্বীং গতিং মুক্তিং প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তি"—শ্রীধরস্বামী)।

এস্থলে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে যে, "ভক্তিই তাঁহাদিগকে মোক্ষ প্রাপ্ত করায়" ; শ্রীধর স্বামীও টীকায় তাহাই বলিয়াছেন দেখা গেল। সুতরাং "ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী" এই স্থলের "সিদ্ধি" পদের অর্থ যে শ্রীধর স্বামীর টীকায় "মুক্তি" করিয়া মুক্তি হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়। অতএব ঐ স্থলে "মুক্তি" শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রক্ষিপ্ত না হইলে তাহা অর্থবাদ অর্থাৎ ভক্তির প্রশংসাপর বলিতে হইবে। নতুবা শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সহিত ও শ্রীধরস্বামীর আরও অন্যান্য বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতকারের মতে যে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ এবং ভক্তিই মোক্ষের সাধন তাহা স্পষ্ট রূপে এই স্থলে উক্ত হইয়াছে।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত আরও উত্তমরূপে বোধগম্য হওয়ার জন্য নিম্নে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীসূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম দিকেই সাধনপ্রনালী ও ঐ গ্রন্থ-শ্রবণের ফল নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ ১মস্কঃ২য় অঃ১৬
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥ ঐ ১৭
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তি র্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ঐ ১৮

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ (১মস্কঃ ২য়অঃ ১৯)
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥ ঐ ২০
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ঐ ২১

—হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থসেবা দ্বারা (নিষ্পাপ হইলে মহতের সঙ্গলাভ হয় এবং তাঁহাদের সেবায় রতি জন্মে) মহৎ সেবায় রতি জন্মিলে (তাঁহাদের ধর্ম্মে) শ্রদ্ধা জন্মে; তৎপর ভগবৎ কথা শ্রবণে ইচ্ছা হয়। তৎপর সেই কথায় রুচি হয়। তখন যাঁহার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পুণ্যোদয় হয়, সেই সাধুজনের সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা শ্রবণকারী জনগণের হৃদয়স্থ হইয়া তাহাদের সমস্ত কামনা বা বাসনারূপ যে অমঙ্গল তাহা বিদূরিত করেন, অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের ধ্যানেই কথাশ্রবণকারী একাগ্রচিত্ত হয়েন এবং তখন ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের সমস্ত বাসনা (অতএব মোক্ষ বাসনাও) দূর হয়—তাঁহারা নিষ্কাম হয়েন। এইরূপে নিত্য ভগবৎ-সেবা দ্বারা অমঙ্গলরূপ বাসনা সমস্তই নষ্ট হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে তাঁহাদের নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। ('নৈষ্ঠিকী' শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামী 'নিশ্চলা' করিয়াছেন, ইহার অর্থ—যাহার কখনও ভঙ্গ হয় না 'ধ্রুবাস্মৃতি' রূপা)।

তখন রজঃ ও তমঃ হইতে উৎপন্ন কাম লোভাদি বর্জ্জিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। এইরূপ প্রসন্নচিত্ত, সর্ব্বপ্রকার বিষয়সঙ্গবর্জ্জিত পুরুষের ভগবদ্ভক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান উপজাত হয়। অতঃপর ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার ফলে সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং (প্রারব্ধ ভিন্ন) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (প্রারব্ধ ভিন্ন অপর সমস্ত কর্ম্ম যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা "তস্য তাবদেব চিরং...." ইত্যাদি শ্রুতি, "অনারব্ধে কার্য্যে

এবতু পূর্ব্বে তদবধেঃ" (৪।১।১৫) ব্রহ্মসূত্রে এবং ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ ২৮ শ অঃ ৩৭।৩৮ শ্লোকেও উপদিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক 'এই নিমিত্তই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরও দেহ জীবিত থাকে)।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮শ অধ্যায়েও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সাধনভক্তি বলে অহংবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বময় নির্ম্মল কার্য্যব্রহ্মে সাধক প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন সমস্ত কামনা দূরীভূত হয় এবং চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে—তদবস্থায় পরাভক্তি লাভ হয়; সেই পরাভক্তি দ্বারা পূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং পরে তিনি মোক্ষলাভ করেন। যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

সাধনের প্রবর্ত্তাবস্থায় প্রথমে মোক্ষাভিলাষ সাধারণতঃ সকলেরই থাকে; ভজনের দ্বারা আমার সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে, সংসার ভ্রমণ নিবৃত্ত হইবে, আনন্দে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইব—এই বাসনাই সাধারণতঃ লোকের ভগবদ্ভজন বিষয়ে প্রবর্ত্তক হয়, পরে যে পরিমাণে সাধক ভজনে তন্ময়তা লাভ করেন, সেই পরিমাণেই বাহ্যিক সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার অনাসক্তি জন্মে এবং ভগবানে প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। এই ভগবদ্‌রতি দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিলে, তাঁহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া ধ্যাতা—ধ্যেয়ের পার্থক্যজ্ঞান স্বভাবতঃ দূরীভূত হয়; সেই সময় কাজেই তাঁহার মোক্ষবাসনাও অন্তর্হিত হয়—কোনও বাসনাই থাকে না; ইহাই গীতার পূর্ব্বোক্ত ৫৪ সংখ্যক শ্লোকেও "ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি" বাক্যের দ্বারা ভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন। মোক্ষবাসনাও 'বাসনা', সুতরাং ঐ বাসনাও তদবস্থায় তিরোহিত হয়—ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। নিজ সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার বাসনা-শূন্য অবস্থায় যে মোক্ষবাসনাও দূরীভূত হয় তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

৫ম অঃ ১০ শ্লোকের শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে, যথাঃ—ঐ দশম শ্লোকের "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বানি কর্ম্মাণি—মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি" ইত্যাদি। (মোক্ষরূপ ফলেও আসক্তি রহিত হইয়া ভৃত্য যেমন কেবল স্বামীর নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম করে, তদ্রূপ কর্ম্ম করেন।) এইরূপ কামনা শূন্য অবস্থায়ই যে পরাভক্তির উদয় হয়, তাহা উক্ত ১৮ অঃ ৫৪ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান্ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সেই পরাভক্তিই যে চরম লক্ষ্য ভগবানে মিলিত হইবার (মোক্ষ প্রাপ্তির) উপায় তাহা পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে পরিস্কার রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সর্ব্ববিধ বাসনা (সুতরাং মোক্ষবাসনাও) দূরীভূত হইলে যে পরাভক্তির উদয় হয়. সেই ভক্তির শেষ ফল ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষপ্রাপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও আদ্যোপান্ত নানা প্রকার আখ্যানের দ্বারা এবং নানাবিধ ভাষায় এই সত্যেরই বিস্তার করা হইয়াছে, এবং শ্রীধরস্বামী মহাশয়ও যে পূর্ব্বোক্ত 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' পদের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, 'ভাগবতে বিবৃত ধর্ম্মে মোক্ষবাসনাও পরিত্যাজ্য'—এই বাক্যের অর্থ এই মাত্রই : মোক্ষের মুখ্য পুরুষার্থত্ব প্রতিষেধ করা ইহার অভিপ্রায় নহে। বস্তুতঃ মোক্ষ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভাগবতের বর্ণনার মুখ্য বিষয় হওয়াতে, মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে মোক্ষবাসনাও যে পরিহার্য্য তাহা যেমন অনেক স্থলেই গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ মোক্ষবাসনা না থাকিলেও পরাভক্তির শেষফল যে মোক্ষপ্রাপ্তি, তাহাও বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে ইহাই সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

যে ভাগবতকথা নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের সভায় উগ্রশ্রবা নামক সূত কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা তৎপূর্ব্বে গঙ্গাতীরে

পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। উগ্রশ্রবা স্থত ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শুকদেবের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব গঙ্গাতীরে ঋষিমণ্ডলী পরিবেষ্টিত পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলে, মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন; সেই সকল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব সমগ্র ভাগবতকথা বর্ণনা করেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরস্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যে, ঐসকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়া শ্রীশুকদেব বলিলেন :—

বরীয়ানেষ! তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ।

(২য় স্কঃ ১ম অঃ ১ম শ্লোঃ)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন— তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু মধ্যে যঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ এষ বরীয়ান্। যতো লোকহিতমেতৎ মোক্ষহেতুত্বাৎ। আত্মবিদাং মুক্তানাঞ্চ সম্মতো যতঃ।" অর্থাৎ (হে রাজন্!) পুরুষদিগের শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্ন তাহাই তুমি করিয়াছ; এই প্রশ্ন অতি উত্তম, কারণ (১) ইহা মোক্ষপ্রাপক; সুতরাং লোকের হিত সাধক, (২) আর ইহা মুক্ত পুরুষদিগেরও সম্মত।

এতদ্বারা ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীধরস্বামীর মতে মোক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং ইহাই লোকের যথার্থ হিতকর। মুক্তপুরুষগণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ তাহাও এতদ্বারা প্রকাশিত হইল। যেহেতু প্রশ্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে দ্বিতীয় কারণ বলিলেন যে, ইহা মুক্তপুরুষদিগের সম্মত (অভিমত)। অতএব এবংবিধ প্রশ্নোত্তরে যে ভাগবত কথিত হইয়াছে তাহা যে মোক্ষ-সাধক, তাহার প্রয়োজন যে মোক্ষ, ইহা এতদ্বারা (শ্রীধরস্বামীর মতেও) সিদ্ধ হইতেছে।

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকার এই গ্রন্থ সমাপন করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ইহার প্রয়োজন বর্ণনা করিতে গিয়া স্বয়ংই ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; যথাঃ—

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥
(১২ স্কঃ ১৩শ অঃ ১১-১২)

—'এই গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্তে বৈরাগ্যোৎপাদক আখ্যান—সংযুক্ত হরিলীলাবিষয়ক অমৃতরূপ কথাসমূহ থাকাতে ইহা দেবতা ও সাধুগণের আনন্দোৎপাদক হইয়াছে। সর্ব্ববেদান্তের সার যে এক অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ বস্তু, যাঁহার সহিত সমস্ত জীবজগৎ একাত্মভাবে স্থিত আছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং কৈবল্যমুক্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। ('কৈবল্য' শব্দ শাস্ত্রে 'মুক্তি' অর্থেই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়)।

মোক্ষই যে আত্যন্তিক (যাহা হইতে অধিক আর কিছুই নাই এরূপ) পুরুষার্থ, তাহাও স্পষ্টরূপেই বলিতে ভাগবতকার ত্রুটি করেন নাই। যথাঃ—পুরুষার্থ যে চারিপ্রকার আছে এবং সেই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেরই বিরোধী অর্থকামাদি যে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাহা উল্লেখ করিয়া ভাগবতকার বলিতেছেনঃ—

"তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽহর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥
(ভাগঃ ৪।২২।৩৫)

—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ হওয়ায় ইহাই শ্রেষ্ঠতম ইষ্টবস্তু ; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সর্ব্বদাই কৃতান্তভয়যুক্ত।

সুদৃঢ়া ভক্তি উপজাত হইলে সর্ব্ববিধ বাসনা দূর হয়, সুতরাং মোক্ষ কামনাও আর কামনারূপে বর্ত্তমান থাকে না ; কিন্তু তথাপি ভক্তি হইতে স্বতঃই যে মোক্ষ লাভ হয় এবং মোক্ষলাভই যে ভক্তির ফল তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসকলের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, অপিচ অন্যান্য বহু স্থানেই ইহা স্পষ্টরূপেই গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ভক্তগণের মোক্ষকামনা না থাকা হেতু মোক্ষের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া বরং ভক্তিই যে তাহার সাধন এই মাত্রই উক্ত প্রমাণসকল দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যাহা হউক, ভক্তি যে মোক্ষকেই প্রাপ্তি করায়—মোক্ষেই পর্য্যাপ্ত হয়,তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় ও ৩য় স্কন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

যথাঃ—শ্রীশুকদেব বলিতেছেনঃ—

অকামঃ সর্ব্ব কামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥

(ভাগঃ ২।৩।১০-১১)

—"সর্ব্ববাসনাশূন্য মহাবুদ্ধিমান্ পুরুষ অথবা সর্ব্বকামী পুরুষ, অথবা মোক্ষকামী পুরুষ তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষের যজনা করিবেন। এই সংসারে ভগবানের যজনাকারী পুরুষগণের ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ হইতে অচলা ভক্তি লাভ হয়। এই অচলা ভক্তিই মোক্ষলাভের অসাধারণ উপায়"।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন এবং অন্য সমস্তকে তুচ্ছ বলিয়াছেন, যথাঃ—"যৎ এতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়োলাভঃ। অন্যৎ তু সর্ব্বং তুচ্ছ মিত্যর্থঃ"— (শ্রীধরস্বামীকৃত ভাগঃ ২।৩।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভক্তিই যে মোক্ষের সাধন তাহাও ভগবতে বহুস্থানে উক্ত

হইয়াছে। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে মাতা দেবহূতি ভগবান্ কপিল-দেবকে বলিতেছেন—

"কাচিত্ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা।
যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্॥
যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণার্থস্ত্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্॥"

(ভাগঃ ৩।২৫।২৮-২৯)

—যে ভক্তিবলে তোমার মোক্ষাত্মক নির্ব্বাণপদ অনায়াসে আমি স্ত্রীলোক হইয়াও লাভ করিতে পারি তাহার স্বরূপ তুমি আমাকে বল। তোমার কথিত যে ভক্তিযোগ, তোমার প্রতি চিত্তের লক্ষ্য স্থির, এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করিয়া দেয়, তাহা কি প্রকার এবং তাহার অঙ্গ কি কি?

শ্রীধর স্বামী এই ৩।২৫।২৮ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"মম স্ত্রিয়া কীদৃশী গোচরা যোগ্যা? নির্ব্বাণং মোক্ষাত্মকং তবপদং স্বরূপম্ অন্বাশ্নবৈ অনন্তরমেব সর্ব্বাত্মনা প্রাপ্স্যামি।"

অপিচ মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি :—

"স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিক্রম্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

(ভাগঃ ৩।২৯।১৪)

—এই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক বলিয়া কথিত হয়। ঐরূপ ভক্তিযোগের দ্বারাই ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আমার ভাবরূপ (ভগবদ্ভাবাপত্তিরূপ) মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

মোক্ষই যে ভক্তির ফল তাহা শ্রীধরস্বামীও শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।১৫ শ্লোকের টীকায় "ভক্তের্মুক্তিফলকত্বং প্রপঞ্চয়তি" বাক্যে এবং ৩।২৫।৪ শ্লোকের টীকায় "অভক্তানান্তু ন কথঞ্চিদপি মোক্ষঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।

সাধক শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া সেই ভক্তির দ্বারাই যে শ্রীভগবৎস্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করেন (শ্রীভগবানে প্রবিষ্ট হয়েন, সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন) তাহা শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

এমন কি, শ্রীভাগবতকথা সমাপন করিয়া ভাগবতকথা শ্রবণ ও পঠনের ফল বর্ণনা করিতে যাইয়া শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, এই ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন এবং ইহার ভাবার্থ বিচার-শীল পুরুষ ভক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥

(ভাগঃ ১২।১৩।১৮)

অতএব এই সকল আলোচনার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতেও যে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ এবং ভক্তিকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ নিম্বার্কদর্শনে মোক্ষলাভের সাধন ॥

ইতঃপূর্ব্বে যে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেই মোক্ষলাভের সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ও অন্যান্য গ্রন্থে যেরূপ উপদেশ করা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় অনুবন্ধ চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের মুমুক্ষু অধিকারী, ব্রহ্মবিষয় এবং মোক্ষ প্রয়োজন; মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়া মোক্ষলাভ করা যায় না। তিনি বেদ ও পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়া যখন জানিবেন যে কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত ইহলোক যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনই পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি পরলোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে— ছাঃ উঃ ৮।১।৬), অতএব কর্ম্মের দ্বারা নিত্য পদার্থ ব্রহ্মের প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ হয় না, তখন তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন (তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্—মু. উ. ১।২।১২) এবং তাঁহার নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেন। তখন সেই গুরুও তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী দেখিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, জীবস্বরূপ, জগৎস্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা উপদেশ করিবেন। তৎসমস্ত ব্রহ্মসূত্রে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই এই গ্রন্থে বর্ণনা

করিয়াছি। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের অনাদিকালের (জন্ম-জন্মান্তরের) কর্ম্মসংস্কার রহিয়াছে, সেই কর্ম্মসংস্কারের জন্যই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ইত্যাদি দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। এই সব দুঃখ ভোগ করিতে করিতে যখন সে অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহা হইতে মুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, তখন পিপাসার্ত্ত পুরুষ যেমন পিপাসা নিবারণের জন্য ব্যাকুল হইয়া জলের অন্বেষণ করে, তদ্রূপ সে ব্যাকুল হইয়া তাহার সেই সব দুঃখ-নিবারণের জন্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া শান্তির অন্বেষণ করিতে থাকে। যেমন পিপাসার্ত্ত পুরুষের পিপাসা নিবারণের জন্য ভগবান্ জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ এইসকল দুঃখ জর্জ্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যও তিনি ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন বা তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুরূপে এই মর্ত্ত্য-লোকে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেইরূপ দুঃখপীড়িত ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া এবং পরমশান্তিস্বরূপ মোক্ষলাভের আশ্বাস দিয়া আত্মসাৎ করিয়া লয়েন এবং তাহার অধিকার অনুসারে তাহাকে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎস্বরূপ উপদেশ করিয়া মোক্ষলাভের সাধনও উপদেশ করেন। সেই ব্যক্তিও তাঁহার উপদেশ মত সাধন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়া চিরকালের জন্য আনন্দময় হইয়া যায়। শ্রীগুরুর উপদেশ মত সাধন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা পূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ দেখাইলেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীগুরুর কৃপাতেই আমাদের অজ্ঞানের আবরণ দূর হইতে পারে। শ্রীগুরুকৃপায় যাঁহার অজ্ঞানের আবরণ দূর হয়, জাগতিক সমস্ত বস্তুকে তিনি ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করেন। কিন্তু অজ্ঞানী জীব জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অচেতন ভোগ্য বস্তুরূপে দেখে। অতএব তাহাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে, ভ্রমজ্ঞান মাত্র।

আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জাগতিক বস্তুসমূহ গ্রহণ করিলে আমাদের জ্ঞান হইয়াছে বলি। কিন্তু যেমন কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার চক্ষুদ্বারা যাহা দেখে তৎসমস্তকে পীতবর্ণ দেখে, কিন্তু তৎসমস্ত পীত নহে, এজন্য সেই চাক্ষুস জ্ঞানকে জ্ঞান বলিলেও তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা ভ্রমাত্মক জ্ঞান ; তদ্রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা কিছুর জ্ঞান হয় তৎসমস্তের ব্রহ্মভিন্ন পৃথক্ বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় বলিয়া তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহাও ভ্রমাত্মক জ্ঞান। (জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ, অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে*—বিষ্ণুপুরাণ ১।৪।৪০)। কারণ তাহাতে তৎসমস্তের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান আমাদের হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় অবিদ্যা (অজ্ঞান) গ্রস্ত—অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলিয়া পদার্থসমূহের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই জগতের সমস্তই ব্রহ্ম। এই জগতের সমস্তই আত্মা, ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর এই সমস্তই ব্রহ্ম।× অতএব এই সমস্ত জীব ও জগতের ব্রহ্ম বা আত্ম-রূপে জ্ঞান না হইয়া ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে যে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রমাত্মক জ্ঞান—যথার্থ জ্ঞান নহে। পরমাত্মা নিজ শক্তি বিক্ষেপ্ দ্বারা এই বিশ্বের প্রকাশ করিয়াছেন ণ এবং তাহার

---

* বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎ অর্থরূপে (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুরূপে) দেখিয়া মোহময় সংসারসাগরে ভ্রমণ করিতেছে।

× "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১) "ঐতদাত্ম্য মিদংসর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম-মেতৎ" (শ্বেতাশ্বতর ১।১২) "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মানন্দ বল্লী)।

ণ "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬) (এই ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম ও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তম প্রত্যেক অংশে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া * তিনিই ক্ষরাত্মক জগৎ ও অক্ষর জীবের সংযোগ সাধন করিয়া জীবকে ভোগ্যরূপে জগতের ভোগ করাইতেছেন। আবার তিনিই ব্যক্ত জগৎও অব্যক্ত জীবময় বিশ্বের ভরণপোষণ করিতেছেন। তিনিই জীবরূপে সমগ্র জগতে প্রবিষ্ট হইলেও, জীবরূপে অবিদ্যাপরবশ হইয়া ভোক্তৃত্বাভিমানবশতঃ বিষয়ে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছেন। এই জীব যখন আরাধনার দ্বারা সেই ঈশ্বরকে জ্ঞাত হন তখন তিনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।† এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জীব নিজের চেষ্টায় লাভ করিতে পারে না। এই সংসারে আবদ্ধ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের অজ্ঞানের আবরণ দূর করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিতে একমাত্র শ্রীগুরুই সক্ষম। শ্রীগুরুকৃপাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে। তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি।—

"যথা সৌম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্‌ বা উদঙ্‌ বা ধরাঙ্‌ বা প্রত্যঙ্‌ প্রধ্মায়ীত-অভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ। তস্য যথাভিনহং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি। স গ্রামাদ্‌ গ্রামং পৃচ্ছন্‌ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্‌ পুরুষো বেদ।" (ছাঃ উ ৬।১৪।১-২)।

—দ্রব্যাপহারী তস্কর যদি কোন ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া গান্ধার দেশ হইতে আনিয়া তাহাকে কোন অতিজনে (গভীর অরণ্যে) ছাড়িয়া

---

* "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ" (ছান্দোগ্য ৬।৩।৩)

† "সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ (শ্বেঃ ১।৮)

দেয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, দক্ষিণমুখ অথবা পশ্চিমমুখ হইয়া এইরূপ চীৎকার করিতে থাকে যে—তস্কর বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আমাকে এখানে লইয়া অসিয়াছে এবং ঐ বদ্ধচক্ষু অবস্থায় এখানে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। সেইস্থান দিয়া গমনকারী কোন কারুণিক পুরুষ তাহা শুনিয়া যদি তাহার চক্ষুর আবরক বন্ধন খুলিয়া দিয়া উপদেশ করেন—এই দিকে গান্ধার দেশ, তুমি এই দিকে গমন কর—তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গান্ধার দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আচার্য্যবান্ পুরুষ (যিনি সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন, তিনি) সেই সদ্‌গুরুর উপদেশ মত চলিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে, স্বদেশ গান্ধার রাজ্য হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় তস্করগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বিবেকহীন দিগ্‌ভ্রমগ্রস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, ব্যাঘ্রচৌরাদি বিবিধ ভয়ঙ্কর অনর্থসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে নির্ব্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি যেমন চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন মোচনার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছিল, শেষে কোন প্রকারে কোন এক করুণাবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়া সেই ব্যক্তি যেমন স্বদেশ গান্ধার প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছিল ও পরম সুখী হইয়াছিল, ঠিক তদ্রূপই মানবগণ পূর্ণ্যপাপাদিরূপ তস্করগণ কর্ত্তৃক অবিদ্যারূপ বস্ত্রে দৃষ্টি আবৃত করিয়া ঐহিক ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, পশু ও বন্ধু প্রভৃতি রূপ পাশে ও দৃষ্টাদৃষ্ট অনেক বিষয়তৃষ্ণা রূপ পাশে আবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ও তেজ, জল ও অন্নময়, বাত-পিত্ত-কফ-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র-ক্রিমি-মূত্র-বিষ্ঠাযুক্ত এবং শীত-উষ্ণ প্রভৃতি বহুবিধ দ্বন্দ্ব দুঃখ সমন্বিত দেহরূপ অরণ্য মধ্যে প্রবেশিত হইয়া আমি অমুকের পুত্র, ইহারা আমার বান্ধব, আমি সুখী, দুঃখী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক, বন্ধুযুক্ত, জাত, মৃত, জীর্ণ (বৃদ্ধ) ও পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, হায়! আমি হত হইয়াছি, কিরূপে বাঁচিব? আমি কোথায় যাই? কে আমাকে রক্ষা

করে ? এইরূপ অনেক শত সহস্র অনর্থ জালে জড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কোন প্রকারে সুমহৎ পূণ্যবলে ব্রহ্মাত্মদর্শী বিমুক্তবন্ধন করুণাবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ) কোনও সদ্‌গুরুকে যখন প্রাপ্ত হয় এবং সেই ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরু যদি করুণা করিয়া সাংসারিক বিষয়ের দোষ (দর্শনের পথ) প্রদর্শন করতঃ সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত বা অনাসক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত সংসারী নহ, তুমি সেই ব্রহ্ম (তত্ত্বমসি) ; তখন তাহার অবিদ্যারূপ বস্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায় এবং সে গান্ধার দেশীয় ব্যক্তির ন্যায় উপদিষ্ট মার্গে সাধনাদির দ্বারা নিজের ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তি পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। এইজন্য মুণ্ডক শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"। (মুণ্ডক ১।২।১২) ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গুরুর শরণাপন্ন হইবে। কঠশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ"। (কঠ ১।২।৯), "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা তুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ॥ (কঠ ১।৩ ১৪)—তর্কের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লভের পথ দুর্গম। অতএব মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উত্থিত হও, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর।

কেবল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

শ্রীভগবানে ও শ্রীগুরুতে একই প্রকার পরাভক্তি যাঁহার থাকে তাঁহারই মধ্যে শ্রুতিতে উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। তত্ত্বদর্শী

জ্ঞানী সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ স্বয়ংও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যথা—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" (গীতা ৪।৩৪) হে অর্জ্জুন! তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষগণ তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যে—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
(ভাগঃ ১১।৩।২১-২২)

—যিনি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছুক, তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও উপশমাবলম্বী গুরুর শরণ গ্রহণ করিবেন। যে ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বাত্মা ও মোক্ষপ্রদ শ্রীহরি তুষ্ট হয়েন, শ্রেয়োলাভেচ্ছু ব্যক্তি গুরুকেই আত্মা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার অকপট সেবার দ্বারা সেই ভাগবত ধর্ম্মশিক্ষা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (—ভাগঃ ১১।২০।১৭)

—এই মনুষ্য দেহ সুদুর্লভ হইলেও বহু সুকৃতির বলে এই জন্মে ইহা সুলভ হইয়াছে, ইহা সংসারসাগর উত্তরণে সুদৃঢ় নৌকা স্বরূপ। শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা মাত্র তিনি কর্ণধার হইয়া এই নৌকারূপ দেহ পরিচালনা করেন এবং স্মরণ মাত্রে আমি অনুকূল বায়ুস্বরূপ হইয়া ইহার পরিচালনে সহায়তা করি। অতএব

এতাদৃশ দেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি (শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও আমার সহায়তা লইয়া) ভবসাগর পার না হয়, সে আত্মঘাতী !

শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিজ চেষ্টায় কেহ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সে সংসার সাগরে মগ্ন হইয়া দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে যে—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ ! সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ (ভাগঃ ১০।৮৭।৩৩)

—মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয়জয়ী ও প্রাণজয়ী পুরুষগণও মনকে বশীভূত করিতে পারেন না। যাঁহারা শ্রীগুরুর চরণে আশ্রয় লাভ না করিয়া নিজেই মনরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা উপায় সমূহের অনুষ্ঠানে শ্রান্ত হইয়া ও শত শত বিপদে পতিত হইয়া সমুদ্রে কর্ণধারহীন বনিকগণের ন্যায় সংসারে মগ্ন থাকিয়া হাবুডুবু খাইবেন, অর্থাৎ সংসারে মগ্ন হইয়া অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবেন। অতএব শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন দ্বারা মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে ; কেবল নিজের চেষ্টায় মোক্ষলাভ হইবে না।

অবশ্য শাস্ত্রে ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনের দ্বারাও বিদ্যালাভ করিয়া কেহ কেহ মোক্ষলাভ করেন, যেমন শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্"—অনেক জন্মের সাধনের ফলে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে (ইহ জন্মে) পরাগতি লাভ করেন", বেদব্যাস "বিশেষানুগ্রহশ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৮) সূত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভাবে মোক্ষ লাভ করেন এরূপ পুরুষ বিরল। অতএব তাহা সাধারণ

নিয়ম নহে। আর যঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সাধন দ্বারা বিদ্যালাভ করেন, তাঁহাদেরও জন্মগ্রহণ মাত্রেই বিদ্যালাভ হইয়া যায় না। তাঁহাদিগকেও এই জন্মে উপরোক্ত প্রকারে শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশমত সাধন দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হয়। তবে তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেয় সাধনের ফলে এই জন্মে অল্পায়াসেই বিদ্যালাভ হইয়া যায়, এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং "কেবল নিজের চেষ্টায় মোক্ষলাভ হইবে না, শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইবে" শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সহিত উপরোক্ত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বাক্যের কোন বিরোধ নাই।

এই পর্য্যন্ত বিচার দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইল যে শ্রীগুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশমত ব্রহ্মের উপাসনা করিলে শ্রীগুরুর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তর মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষলাভ বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানই অসাধারণ কারণ। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, শ্রীগুরুপদিষ্টপ্রণালীতে ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা এবং শ্রীগুরুর কৃপায়।

॥ গুরুর লক্ষণ ॥

এখন, প্রশ্ন উঠে গুরু কে? তাঁহার লক্ষণ কি? কি লক্ষণ দেখিয়া চিনিব যে ইনি গুরু? ইহার উত্তর এই যে, যিনি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই গুরু। "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মু ১৷২৷১২) বাক্যে শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষই গুরু (গীতা ৪৷৩৪)। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও উপশমাবলম্বী তিনিই গুরু (১১৷৩৷২১) পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"শান্তো বিমৎসরঃ কৃষ্ণে ভক্তোঽনন্য প্রয়োজনঃ।
অনন্য সাধনঃ শ্রীমান্ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণমন্ত্র বিদাং বরঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রাশ্রয়ো নিত্যং মন্ত্রভক্তঃ সদাশুচিঃ॥
সদ্ধর্ম্মশাসকো নিতং সদাচার নিয়োজকঃ।
সম্প্রদায়ী কৃপাপূর্ণো বিরাগী গুরুরুচ্যতে॥

(প পু পাতাল খণ্ড ৮২।৬-৮)

—যিনি শান্ত মাৎসর্য্য রহিত, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভিন্ন অন্য কিছুতে যাঁহার প্রয়োজন ও সাধন নাই, যিনি শ্রীমান (সর্ব্বগুণান্বিত), ক্রোধলোভ বর্জ্জিত, শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্বজ্ঞ, কৃষ্ণমন্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণমন্ত্রই যাঁহার নিত্য আশ্রয়, যিনি মন্ত্রভক্তঃ সদাশুচি, সর্ব্বদা সদ্ধর্ম্মশাসক, (শিষ্যকে) সদাচারে নিয়োগকারী সম্প্রদায়ী অর্থাৎ পরম্পরাগত সম্প্রদায়ভুক্ত কৃপাপূর্ণ ও বিরক্ত তিনিই গুরু বলিয়া কথিত হয়েন।

গুরুর লক্ষণে সম্প্রদায়ী বলার উদ্দেশ্য এই যে, গুরু সম্বন্ধে দেখিতে হইবে যে তিনি ব্রহ্মবিৎ ঋষি হইতে পরম্পরাগত সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ কিনা। এইটি সর্ব্বপ্রথম দেখিতে হইবে। জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন এবং ঐ উপদেশ সকল উপযুক্ত শিষ্যে স্ফুরণ করিবার শক্তি গুরুতে সঞ্চারিত করিয়াছেন। এই শক্তি সম্প্রদায় পরম্পরারূপে আগত হইয়াছে। পরম্পরারূপে আগত এই গুরুশক্তি যিনি লাভ না করিয়াছেন, তিনি যত শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষমার্গ প্রাপ্তি করাইতে পারিবেন না। "সম্প্রদায় বিহীনা বিদ্যা" (সম্প্রদায় পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত না হইলে) যে ফলবতী হয় না তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ সিদ্ধ আছে।* গুরুর কারুণ্য

* গুরুশিষ্য সংবাদ ২য় সংস্করণ ১৯৭ পৃষ্ঠা।

বাৎসল্য, ক্ষমা, সরলতা, মার্দ্দব (মৃদুতা) প্রভৃতি গুণ থাকা চাই। এই সমস্ত গুণ যাঁহার মধ্যে আছে, মুমুক্ষু সেই গুরুরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।*

॥ শিষ্য লক্ষণ ॥

অতঃপর প্রশ্ন উঠে শিষ্যের লক্ষণ কি? কোন ব্যক্তি শিষ্য হওয়ার অধিকারী? শিষ্যের কি কি গুণ থাকা চাই? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।—

কর্ম্মার্জ্জিত লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া ও জগতে নিত্য কোন বস্তু নাই এবং অনিত্য বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই, এইরূপ বিচার করিয়া যিনি বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর শরণাগত হইয়াছেন এবং প্রশান্তচিত্ত ও শমগুণযুক্ত তিনিই শিষ্য। (মু. ১।২।১২-১৩ দ্রষ্টব্য) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন—

"গুর্ব্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।

আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিণ্ণোঽধিকারী সম্যগীর্য্যতে॥ (মন্ত্ররহস্যষোড়শী ১৩)—যাঁহার প্রাণাদি, যৌবন, ধন সমস্তই গুরুর নিমিত্ত, যিনি নিজের প্রতি এবং নিজ সম্পর্কীয় সকলের প্রতি বৈরাগ্যবান্, তিনি শিষ্য হওয়ার সম্যক অধিকারী।

জয়দাখ্যান সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"শরীরং চাস্য বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্মগুণান্ বসূন্।

গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥

(মন্ত্ররহস্যষোড়শী গ্রন্থের ১৫ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত)

---

* শাস্ত্রাদিলক্ষণসম্পন্নঃ কারুণ্যবাৎসল্যক্ষমার্জ্জবমার্দ্দবাদিগুণাশ্রয় এব মুমুক্ষুণা আশ্রয়নীয়ঃ।" (মন্ত্ররহস্যষোড়শী ১৩ শ্লোকের শ্রীসুন্দর ভট্টজীর টীকা)

—যিনি শরীর, প্রাণ, বুদ্ধি, বস্ত্র, কর্ম্ম, গুণও ধন গুরুর নিমিত্ত ধারণ করেন, তিনিই শিষ্য ; অন্য কেহ নহে।

ইহা ভিন্ন শিষ্যের এই সকল গুণও থাকা চাই বলিয়া মন্ত্ররহস্য ষেড়শীর টীকায় শ্রীসুন্দর ভট্টজী বর্ণন করিয়াছেন, যথাঃ—

(১) শ্রদ্ধা, (২) বিবেক, (৩) আর্জ্জব, (৪) অকিঞ্চনত্ব, (৫) অনন্যগতিত্ব ও (৬) নির্ব্বেদ।

(১) শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

(২) নিত্যানিত্য বিচার এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের, নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, এই বোধকে বিবেক বলে।

(৩) সম্পূর্ণ অকপট ভাবই আর্জ্জব।

(৪) সাধনানুষ্ঠান-সামর্থ্যাদি-বিষয়ক কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অভিমানাদি শূন্যত্ব অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানাদি বিষয়ে নিজের কোন সামর্থ্যাদি থাকার অভিমানাদি শূন্যতাই অকিঞ্চনত্ব,

(৫) গুরুভিন্ন অন্য গতি নাই এইরূপ বোধকে অনন্যগতিত্ব বলে।

(৬) বিষয়ে অনাসক্তিই নির্ব্বেদ।

এইরূপ গুণযুক্ত মুমুক্ষু পুরুষই শিষ্য হইবার অধিকারী।

॥ শ্রীনিম্বার্কমতে ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস উপদিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ॥

ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রহ্মের সহিত উপাসক জীবের ও জগতের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানা একান্ত আবশ্যক বলিয়া বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার সহিত উপাসক জীবের ও জগতের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা ও বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মের সহিত উপাসকের নিজের ও জীব জগতের সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মের প্রতি উপাসকের অনুরাগই হইতে পারে না। আর অনুরাগ বা আকর্ষণ (ভক্তি) না হইলে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তিও আসিতে পারে না।

ব্যাবহারিক জগতেও দেখা যায়, যাঁহার সহিত সম্বন্ধজ্ঞান থাকে তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃ আকর্ষণ হয়, প্রীতিপূর্ণ বা ভক্তিপূর্ণ ব্যাবহার স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। এমনি ও কোন একজন খুব দুঃখ পাইতেছে দেখিলে ও তাহার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলে মানুষ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার সেই দুঃখে দুঃখী হয় না; সুতরাং তাহার সেই দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করে না। কিন্তু সে যদি জানিতে পারে যে তাহার পিতা, মাতা পুত্র বা অন্য কোন পরম আত্মীয় দুঃখ পাইতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি তাহার ঐ সম্বন্ধ জ্ঞান থাকায় সে তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। আর সম্বন্ধ জ্ঞান থাকাতেই সে পিতামাতার প্রতি ভক্তি করে, পুত্রের প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়, তাঁহাদের সেই সেই সম্বন্ধানুযায়ী তাঁহাদের সে সেবা করে, তাঁহাদের প্রসন্নতা ও প্রীতি চায়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাকে ভক্তি করিতে বা তাঁহার সেবা করিতে অনুরাগ উপজাত হয় না। তাঁহার সহিত জীবের যথার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে,—তিনিই জীবের আত্মা, সুতরাং পরম প্রিয় ও পরম আরাধ্য বলিয়া অনুভব হইলে, তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃ আকর্ষণ হয়—ভক্তি হয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে এবং তখন তাঁহাকে পাইবার জন্য সে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আরাধনা করে। তাঁহার সহিত নিজের ও অন্যান্য সমস্ত জীবও জগতেরও সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে যখন সাধক জানিতে পারেন যে এই জীব ও জগৎ তাঁহারই প্রকাশ' তিনি ভিন্ন অপর কিছু নহে; সবই তিনি, তখন সমস্ত জীব ও জগতের প্রতিও তাঁহার প্রীতি ও প্রেম হয়।

ব্রহ্মের সহিত সেই সম্বন্ধটি হইল ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ। (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২, ৩।২।২৭ ও ৩।২।২৮ সূত্র ও তাহার নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-কৌস্তুভভাষ্যে বলিয়াছেন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ভিন্নস্বরূপ হইলেও

যেমন "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে" (পণ্ডিতগণ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বাক্ বলেন না, চক্ষু বলেন না, মন বলেন না, পরন্তু ঐসকলকে প্রাণই বলিয়া থাকেন) ছান্দোগ্যের এই প্রাণেন্দ্রিয় সংবাদে প্রসিদ্ধ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণায়ত্তত্বহেতু প্রাণ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ চিদচিৎও (জীব ও জগৎও) ব্রহ্ম ভিন্ন স্বরূপ হইলেও ব্রহ্মায়ত্তস্থিতি প্রবৃত্তি হেতু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ ভিন্নাভিন্ন। (১।১।১ সূত্রের বেঃ কৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য) "অংশিত্বাবচ্ছিন্নাৎ পরমপুরুষ স্বরূপাৎ সার্ব্বজ্ঞাদি গুণগণনিধেরংশত্বাবচ্ছিন্নেন বন্ধমোক্ষার্হেণ স্বরূপেণ ভিন্নোঽপি অংশ্যধীন স্থিতি প্রবৃত্ত্যাদিমত্ত্বাত্তদভিন্নঃ" অংশিত্বাবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ অংশী) সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণগণনিধি, পরমপুরুষ স্বরূপ হইতে জীব ও জগৎ অংশত্বাবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ অংশ) বন্ধমোক্ষযোগ্য স্বরূপে ভিন্ন হইলেও তাহার স্থিতি প্রবৃত্ত্যাদি অংশীর অধীন হওয়ায় অভিন্ন (২।৩।৪২ সূত্রে বেদান্ত কৌস্তুভভাষ্য দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের জ্ঞান হইলে উপাসকের স্থিতি প্রবৃত্তি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্ম তাঁহার আত্মা—এই জ্ঞান হয় এবং অন্য সমস্ত জীব ও জগৎও ব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়। অতএব উপাসক ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধেও ধ্যান করিবেন। এইরূপ ধ্যানের ফলে যতই ব্রহ্মাই নিজের আত্মা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকিবে, ততই তাঁহাকেই একমাত্র প্রিয় বস্তু বলিয়া বোধ হইতে থাকিবে। বস্তুতঃ ব্রহ্মাই জীবের আত্মা, সুতরাং সেই প্রিয় আত্মাকেই উপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাই শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (প্রিয় আত্মাকেই উপাসনা করিবে) (বৃ. ১।৪।৮)। বাস্তবিক আত্মা অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি, স্ত্রী, পুত্রাদি ও জাগতিক অপর সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। তাই শ্রুতি

বলিয়াছেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যাদি" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ও৪।৫।৬)। সুতরাং ব্রহ্মকে নিজ আত্মা বলিয়া উপাসকের জ্ঞান হইলে তিনি তাহার পরম প্রিয় হয়েন, সুতরাং তাঁহার প্রতি সেই উপাসকের অবিচ্ছেদ্য প্রগাঢ় অনুরাগ হয়। তাহাকেই পরাভক্তি বলে। এই পরাভক্তি লাভ হইলে সেই সাধক তাঁহার স্বরূপ তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, (গীতা ১৮।৫৫)।

তাই ব্রহ্মকে আত্মজ্ঞানে উপাসনা করিতে ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন, যথাঃ—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি-চ"(৪।১।৩) ইহার নিম্বার্কভাষ্য —"এষ মে আত্মে"তি পূর্ব্বে উপগচ্ছন্তি। "এষ তে আত্মে"তি শিষ্যানুপদিশন্তি। অতো মুমুক্ষুণা পরমপুরুষঃ স্বস্যাত্মত্বেন ধ্যেয়ঃ।—"ইনি (ব্রহ্ম) আমার আত্মা" এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইবে এবং শিষ্যগণকেও "ব্রহ্মই তোমার আত্মা" এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ করিবে। মন, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিবার বিধি শ্রুতিতে উক্ত হইলেও, মুমুক্ষুর পক্ষে ঐসকল প্রতীককে স্বীয় আত্মা বলিয়া ধ্যান করা এই সূত্রোক্ত উপদেশের অভিপ্রায় নহে। কারণ এই সকল প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে। ঐ সকল প্রতীককে ব্রহ্মরূপে দর্শন করা সঙ্গতই, কিন্তু ব্রহ্মকে মনঃ প্রভৃতি প্রতীকরূপে চিন্তা করা অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম মনঃ প্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৪-৫)। অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্মকেই স্বীয় আত্মা বলিয়া মুমুক্ষু ধ্যান করিবেন। প্রতীককে নহে। শ্রুতি—"এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ (বৃ. ৩।৭।৩ প্রভৃতি)—"ব্রহ্মই তোমার আত্মা ও অন্তর্য্যামী, ইনি অমৃতস্বরূপ" এইরূপ উপদেশ করায় মুমুক্ষুর পক্ষে "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য। কারণ ভেদসম্বন্ধ জ্ঞান বদ্ধজীবের স্বাভাবিকই আছে। ইহাই জীবের বন্ধের হেতু, পরন্তু অভেদ

সম্বন্ধ জ্ঞান পুনঃপুনঃ অভেদ চিন্তন দ্বারা সিদ্ধ হয়। এই অভেদ চিন্তন দ্বারা যখন তাঁহার নিকট ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়, তখন তিনি যে ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম তাহার অংশী সুতরাং ব্রহ্মের সহিত তাঁহার যে স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তাহা তাঁহার নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়। তৎপর দেহান্তে তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে সাধনকালে বদ্ধাবস্থার চিন্তা না করিয়া মুক্তাকারের (মুক্তস্বরূপের) চিন্তা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, যথা ঃ—

"ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ" (৩৩৫২)

নিম্বার্কভাষ্য—বদ্ধাকারাদ্বিলক্ষণো মুক্তাকারঃ প্রত্যগাত্মা সাধন কালেঽনুসন্ধেয়স্তাদৃগ্রূপস্যৈব মুক্তৌ ভাবিত্বাৎ। ধ্যানানুরূপপরামাত্ম-প্রাপ্তিবৎ।—সাধক সাধনকালে প্রত্যগাত্মাকে (নিজেকে—স্বীয় স্বরূপকে) বদ্ধাকার রূপে চিন্তা করিবেন না, বদ্ধাকার হইতে বিলক্ষণ মুক্তাকার রূপে চিন্তা করিবেন ; কারণ উপাসক মুক্তাবস্থায় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপই প্রাপ্তই হয়েন। উপাসনা কালে পরমাত্মার যে রূপ ধ্যান করা যায়, উপাসনার ফলস্বরূপে পরমাত্মাকে তদ্রূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; উপাসনাকালে মুক্তস্বরূপের ধ্যান করিলে মুক্তস্বরূপই লাভ করা যায়। অতএব উপাসনাকালে মুক্তস্বরূপেরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইত্যাদি।

॥ আজীবন ব্রহ্মোপাসনা প্রয়োজন ॥

শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ একবার মাত্র শ্রবণের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য পুনঃপুনঃ অবিশ্রান্ত সাধন করিতে হইবে; কারণ "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ" (বৃহদারণ্যক ৪ অঃ ৫ ব্রঃ৬) এই শ্রুতি, শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে বলিয়াছেন। (ব্র. সূ. ৪।১।১ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় (১২।৯)—হে ধনঞ্জয়! তুমি অভ্যাস যোগ (পুনঃপুনঃ অভ্যাস) দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর।" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।২ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। "আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (৪।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার নিম্বার্কভাষ্যে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আজীবন উপাসনা করিবে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১) তিনি (ব্রহ্মাজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি) আজীবন এইরূপে (ব্রহ্মোপাসনা পরায়ণ হইয়া, অবস্থান করিয়া (দেহান্তে) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্র. সূ. ৪।১।১) এই ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনর দ্বারা পুনঃপুনঃ ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার বেদান্তকামধেনু গ্রন্থেও বলিয়াছেন :—

"উপাসনীয়ং নিতরাং জনৈঃ সদা
প্রহাণয়েঽজ্ঞানতমোঽনুবৃত্তেঃ"। (বেদান্তকামধেনু—৬)

—ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সম্বন্ধ ধ্বংসের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সদা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন।

স্মৃতিও বলিয়াছেন—

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥
(প. পু. উ. খ. ৮০ অ)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
(প. পু. উ. খ. ৭২।১০০)

যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া॥"

(এই শ্লোকগুলি বেদান্তকামধেনুর ৬ষ্ঠ শ্লোকের বেদান্তরত্নমঞ্জূষা টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।)

শ্রীভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
(গীতা ৯।২২)

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীতা ১০।১১)

উপরে উদ্ধৃত ঐ সকল শ্লোকে "নিতরাম্", "সদা", "বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ", "সততম্", "নিত্যাভিযুক্তানাম্" প্রভৃতি উক্তির দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা যে আজীবন সর্ব্বদাই করিতে হইবে, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬)—আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে। কিন্তু শ্রবনের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের জন্য পাণ্ডিত্য, 'বাল্য' (বালকের ন্যায় সরলতা) ও মননশীলতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" (বৃ.৩।৫।১)—ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া

বাল্যে (বালকবৎ সরলতা সম্পন্ন হইয়া) অবস্থান করিবেন, বাল্য ও পাণ্ডিত্য লাভ হইলে মৌনী (মননশীল) হইবেন। অতএব পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন এই তিনটি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সহকারী সাধনান্তর।

এখানে "পাণ্ডিত্য" শব্দে শাস্ত্রাধ্যয়নমাত্র জন্য জ্ঞান নহে, এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানও নহে, কিন্তু শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করার সময় জিজ্ঞাসার দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞানকে বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার সময় যখন যে বিষয়ে শিষ্যের সংশয় উপস্থিত হইবে, তখন অকপটে তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া সেই সংশয় নিবারক তাঁহার উপদেশ দ্বারা যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাকেই এখানে "পাণ্ডিত্য" বলা হইয়াছে। আর বালকের যথেচ্ছাচারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার অদাম্ভিকতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এখানে "বাল্য" শব্দ উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যে "বাল্য" শব্দের দ্বারা পাণ্ডিত্য-লাভ প্রযুক্ত স্বীয় মাহাত্ম্যাদি প্রকাশ না করিয়া বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারশূন্য হইয়া ঋজ ভাবে অবস্থান করার কথাই বলা হইয়াছে। আর "মুনি" শব্দ মননশীল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য ও বাল্য লাভ হইলে তখন মননশীল হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অতএব "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃ. ৪অঃ ৫ব্রাঃ ৬) বাক্যে যে শ্রবণ করিতে হইবে (শ্রোতব্য) বলিয়াছেন, সেই শ্রবণ-দ্বারা পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মননসামর্থ্য (মননে দক্ষতা) লাভ করিয়া তাহার পর মনন করিতে হইবে (মন্তব্য) ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মনন করিতে হইলে শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মননসামর্থ্য লাভ করিতে হইবে, তৎপর মনন করিতে হইবে। শ্রবণের দ্বারা পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মননসামর্থ্য অর্জ্জন না করিলে মনন হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবনানন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মননসামর্থ্য লাভ হইবার পর, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে যুক্তি ও বিচার দ্বারা পরীক্ষা—নিরীক্ষা রূপ চিন্তন করাকেই মনন বলে। এই প্রকারে মনন করিতে করিতে ব্রহ্মস্বরূপের পরোক্ষজ্ঞান দৃঢ় হয় এবং ক্রমশ: ব্রহ্মস্বরূপের অবিচ্ছিন্ন ধ্যান হয়, ইহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

॥ শ্রীগুরুর বাক্য শ্রবণানন্তর মনন নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের দিগ্‌দর্শন।

শ্রীগুরুর উপদেশ শ্রবণানন্তর কিরূপে শ্রুত্যাদ শাস্ত্রাবলম্বনে যুক্ত ও বিচার দ্বারা পরীক্ষা—নিরীক্ষারূপ মনন এবং তাদৃশ মনন করিতে করিতে কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান দৃঢ় হয় ও পরে ব্রহ্মস্বরূপের অবিচ্ছিন্ন ধ্যান (নিদিধ্যাসন) হয়, তাহা সহজে বোধগম্য করার জন্য আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের উপদেশের কিয়দংশ অবলম্বনে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যেমন শ্রীগুরুদেব উপদেশ করিয়াছেন—"অনন্ত জীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম; তিনি অনন্ত শক্তিমান্, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। তুমি, আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই এই নানারূপে ক্রীড়া করিতেছেন, ইহাই সার সত্য জানিবে...." (পত্রাবলী ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ৩০৪ পৃষ্ঠা)।

এই গুরুর বাক্যের উপর শ্রুত্যাদি শাস্ত্রাবলম্বনে মনন ও নিদি-ধ্যাসন প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এই প্রকাশিত অনন্তরূপী বিশ্বে সমষ্টিভাবে যে চিৎশক্তি প্রাবিষ্ট আছে, তাহা বিশ্বরূপদেহে (পুরে) অবস্থিত বলিয়া তাঁহার পুরুষ সংজ্ঞা হয়, (পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ)। ইনিই ব্রহ্মের প্রকাশিত

প্রথম মূর্ত্তরূপ। এই অনন্ত বিশ্বই ইহার দেহ। (ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে ১৫-১৬, ২২-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মের এই প্রথম মূর্ত্তরূপ (বিরাট্ দেহ) এবং অপর মূর্ত্তরূপ ব্যষ্টি জগৎ রূপে প্রকাশই সৃষ্টি। অতএব ঐ দুইরূপ অবলম্বনেই ব্রহ্মের সৃষ্টিব্যাপারটি আলোচনা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের মনন নিদিধ্যাসন নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। ঐ বিরাট পুরুষের সমষ্টিরূপ বিরাট দেহেরই অন্তর্গত সমস্ত ব্যষ্টি জীবের দেহরূপ ব্যষ্টি জগৎ।

যেমন আমাদের দেহের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্রজীব বর্ত্তমান আছে, তাহাদের দেহসমূহের তুলনায় আমাদের এই দেহ বিরাট্‌দেহ এবং আমাদের জীবাত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, তদ্রূপ পশুপক্ষী মনুষ্যাদি অনন্ত ব্যষ্টি জীবও এক বিরাট্ দেহের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ অনন্ত জীবের দেহসমূহের তুলনায় ঐ দেহ বিরাট্ দেহ এবং সেই বিরাট দেহে এক বিরাট্‌পুরুষরূপে জীব, বর্ত্তমান আছেন। তাহা কিরূপ তাহাই প্রথমে দেখা যাউক্।

ব্রহ্ম নিজ মায়া শক্তির দ্বারা তাঁহারই অঙ্গীভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিমিশ্রনে একদিকে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মহাভূতপর্য্যন্ত সমষ্টিভাবে ব্যাপক স্থূল সূক্ষ্ম দেহ (যাহাকে বিরাট্ দেহ বলে) প্রকাশ করিয়া এই উভয় দেহের অধিষ্ঠাতা রূপে তিনিই জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই জীবের নিয়ন্তা ও দ্রষ্টারূপে সেই বিরাট্ দেহে ব্রহ্ম স্বয়ংও বর্ত্তমান আছেন। এই বিরাট্ স্থূল সূক্ষ্ম দেহাধিষ্ঠাতা জীবেরই নাম হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, অনন্তদেব, কার্য্যব্রহ্ম ইত্যাদি। এই বিরাট্ পুরুষের স্থূল দেহেরই অন্তর্ভূক্ত ভূরাদি সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্ত নরক, ইত্যাদি সব লোক এবং সেই সব লোকে স্থিত বিভিন্ন জলভাগ, স্থলভাগ, বর্ষ, দেশ প্রদেশ ইত্যাদি।

অপরদিকে সেই স্থূল সূক্ষ্ম বিরাট্ দেহেরই অন্তর্ভুক্তরূপে স্থিত ভূরাদি লোকসমূহের জলভাগ স্থলভাগ প্রভৃতিতে ব্যষ্টিভাবে অনন্ত স্থূল সূক্ষ্ম দেহের প্রকাশ করিয়া সেই প্রত্যেক স্থূল সূক্ষ্ম দেহের অভ্যন্তরে ব্রহ্মই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং সেই অনন্ত জীবের নিয়ন্তা ও দ্রষ্টারূপেও তিনি স্বয়ং তাহাতে বর্ত্তমান আছেন।

এইরূপে ভূরাদি সপ্তলোক জলভাগ, স্থলভাগ, পর্ব্বত, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ কিন্নর, দেবতা প্রভৃতি (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত) সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পর তিনি তাহাদের স্থিতি (ও পালন) এবং লয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় যাহাতে অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে শৃঙ্খলার সহিত চলিতে থাকে, তজ্জন্য তিনি নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (ভূর্লোকের ব্যষ্টি জীবসমূহের সৃষ্ট্যাদির বর্ণনাই এখানে করা হইতেছে, অন্যান্য লোকের ব্যষ্টি জীবসমূহের সৃষ্ট্যাদি তাহার দ্বারাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভূরাদি লোকবিশিষ্ট বিরাট্দেহ প্রলয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত একরূপ থাকে, তাহাতে পুনঃপুনঃ ব্যষ্টি জীবসমূহের জন্ম স্থিতি ও লয় প্রলয় পর্য্যন্ত হইতেছে। এই ব্যষ্টি জীবসমূহের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি কিরূপে ধারাবাহিক রূপে চলিতেছে মনন করিয়া দেখা যাক। ব্রহ্ম অনন্ত ব্যষ্টি জীব সমূহকে ও জীবজ অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জীবজ ও অণ্ডজ জীবসমুহ পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ ও স্বেদজ জীবসমূহের উৎপত্তি অন্য প্রকারে হয়, তাহা পরে বিবৃত হইবে। প্রথমে মনুষ্য সৃষ্টাদি ব্যাপারটাই আলোচিত হইতেছে।

তিনি মনুষ্যগণকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি সম্ভোগের জন্ম যাহাতে আকৃষ্ট হয়, এইরূপ উভয়ের প্রকৃতি দিয়াছেন। সেই প্রকৃতিবশে তাহারা

পরস্পর পরস্পরকে সম্ভোগের দ্বারা আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যখন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্ত্রীর গর্ভে পুরুষের শুক্র স্বতঃ ক্ষরিত হয়। সেই শুক্রে একটি বীজরূপে সূক্ষ্ম দেহ আর একটি বীজরূপে স্থূলদেহ (এই বীজরূপী উভয় দেহই তাহার অধিষ্ঠাতা জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মানুযায়ী সংস্কারবিশিষ্ট থাকে) অপর একটি (অর্থাৎ তৃতীয়টি) ঐ উভয়দেহের অধিষ্ঠাতা ও ভোক্তারূপী জীব এবং চতুর্থটি ঐ জীবের নিয়ন্তা ও দ্রষ্টা রূপে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) বর্ত্তমান থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুক্র স্ত্রীগর্ভে ক্ষরিত হওয়ার পর স্ত্রীরগর্ভস্থ-রজের সহিত মিলিত হয়, তৎপর শুক্রমধ্যস্থিত জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঐ স্ত্রীর উদরস্থ খাদ্যবস্তুর রস সংগ্রহ করতঃ উভয় দেহের পুষ্টিসাধন করিতে করিতে তাহার পূর্ব্বপূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মানুসারে বীজরূপী স্থূলদেহকে হাত, পা, মুখ, নাক, কান, মস্তক, স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট আকৃতিতে পরিণত করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র রূপী সূক্ষ্মদেহেরও পুষ্টি সাধন করিতে করিতে তাহাদিগকে বিষয়সমূহের ভোগসাধন রূপে পরিণত করিতে থাকে এবং দশ মাস (অথবা যথাসম্ভব কাল) মাতৃগর্ভে থাকিয়া তৎপর মাতৃগর্ভ হইতে সেই অপেক্ষাকৃত পুষ্টিপ্রাপ্ত স্থূল সূক্ষ্ম দেহধারী জীব নিজ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে কোনটি স্ত্রী দেহ, কোনটি বা পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃস্তন্য ও পরে অন্নাদি খাইতে খাইতে তাহার স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহই ক্রমশঃ আরও পুষ্ট হইতে থাকে এবং পিতামাতা তাহার "রাম শ্যাম—সুশীলা উর্ম্মিলা" এইরূপ কোন একটি নাম রাখিয়া দেন। তাহার ৪।৫ বৎসর বয়স হইলে তাহার বিদ্যারম্ভ করাইয়া দেন। তৎপর ক্রমশঃ স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে তাহার বুদ্ধির ক্রমশঃ পুষ্টি হইতে থাকে, তাহাতে সে বিশেষ বিদ্বান্ হইয়া যায়। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মবশে কেহ বা খুব পড়িয়াও ভালরূপে

জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না, কাহারও পড়াশুনাও খুবই কম হয়, কাহারও পড়াশুনা মোটেই হয় না, এমনও দেখা যায়। কেহ খুব উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে, কেহ রাজা, কেহ বা মন্ত্রী হয়, কেহ বা মধ্যবিত্ত হয়, কেহ বা অতি দরিদ্র হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। মনুষ্যদেহধারী জীবের মধ্যে এমন শক্তিও ভগবান্ দিয়াছেন যে তাহারা তাঁহার সৃষ্ট ভৌতিক পদার্থের দ্বারা নিজেদের বাসের জন্য বাড়ী, গমনাগমনের জন্য গাড়ী, মোটর, রেলগাড়ী, বায়ুযান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে এবং বুদ্ধির পরিচালনা করিতে করিতে আরও অনেক নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে পারে।

ভগবান্ জীবসমূহের ইন্দ্রিয়সকলকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সেই ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতঃই বুদ্ধি ও অহঙ্কারযুক্ত জীবসমূহকে বিষয়সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয় বলিয়া, সেই বিষয় ভোগ করার জন্য তাহারা শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে থাকে। সেই শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার হইতেই মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইতে হয়। এইভাবে জীবসমূহের সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

পুরুষ সন্তানটি যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুক্র হইতে ক্রমশঃ পুষ্টিপ্রাপ্ত এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তৎপর তাহতে শুক্রসঞ্চার করিলে তাহা হইতে উক্ত প্রকারে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদেরও পুত্রকন্যাদি জাত হয়। এইভাবে যে পুত্রকন্যা জাত হয় তাহাদের প্রতি ভগবান্ পিতামাতার গাঢ় মোহ দিয়াছেন, তজ্জন্য পিতামাতা খুব প্রেমের সহিত তাহাদিগকে লালন পালন করেন। সেইজন্য, নিজেদেরও দেহ রক্ষা ইত্যাদির জন্য, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কোনও কর্ম্মের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনাদি করিতে হয়। কেহ পৈতৃক অতুল সম্পত্তি পাইয়া অথবা বহু অর্থোপার্জ্জন কয়িরা

অহঙ্কারে মত্ত হয়—মনে করে আমার এত সম্পত্তি, আমি এত অর্থ উপার্জ্জন করি, আমার এইরূপ পিতামাতা, পুত্রকন্যা, দাসদাসী অট্টালিকা ইত্যাদি রহিয়াছে, আমার মত কে আছে? এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মদ্যপান, বেশ্যাগমন ইত্যাদি নানাপ্রকার অসৎ কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়। কেহ বা ধর্ম্মকার্য্যেই অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু ভগবানের মায়ায় তাহাদের জ্ঞান আবৃত থাকায় তাহারা যে ঐরূপ শুক্র হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবশভাবে ক্রমশঃ যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পিতামাতা পুত্রকন্যাদিও এইরূপেই আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা দেখিয়া জানিয়াও ভুলিয়া যায়।

যাহা হউক, মনুষ্যগণ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বাতন্ত্র্যরহিত হইয়া শুক্রবিন্দু হইতে পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে এবং ঠিক ঐ প্রকারেই আগত পিতামাতা স্ত্রী পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও তাহাদের প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়া অন্ধের মত কিছুকাল নানাপ্রকার শুভাশুভ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) কর্ম্ম করিয়া ও নানা প্রকার ভোগ করিয়া আবার অন্ধেরই মত সেই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং তাহারা তাহাদের সেই শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে গতি লাভ করিতেছে। পুণ্য কর্ম্মকারী কেহ কেহ চন্দ্রলোকে গিয়া তথাকার ভোগ শেষ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে, পাপকর্ম্মকারী কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মরিতেছে। কেহ কেহ বা শ্রীগুরুর উপদিষ্ট মার্গে চলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ সংসার বন্ধন হইতে (পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইতে) মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতেছে।

শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, মনুষ্যগণের দেহত্যাগের পর (মৃত্যুর পর) তাহাদের কর্ম্মভেদে তিন প্রকার গতি হয়।

১। যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা দেবযান পথে (অর্চ্চিরাদি

মার্গে) গমন করেন ; তাঁহারা আর এই সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁহারা জন্মমৃত্যু হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পান এবং ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে স্থিতি লাভ করিয়া নিরববচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন (ইহাই মোক্ষস্বরূপ)।

২। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তাহারা পিতৃযান পথে (ধূমমার্গে) চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং পুণ্যফল সুখভোগান্তে (পুণ্যক্ষয়ে) সূক্ষ্ম অপ্‌রূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া আকাশে পতিত হয়েন, আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে ধূমকে, ধূম হইতে অভ্রকে, অভ্র হইতে মেঘকে আশ্রয় করেন, তৎপর মেঘ হইতে বৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়েন এবং ব্রীহি প্রভৃতি খাদ্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। সেই ব্রীহি প্রভৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহা ক্রমশঃ পুরুষের মধ্যে শুক্ররূপে পরিণত হয়। তৎপর পুরুষ যখন স্ত্রীসম্ভোগ করেন, তখন স্ত্রীগর্ভে সেই শুক্র ক্ষরিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই খাদ্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই ভক্ষণ করিলেও পুরুষের মধ্যেই তাহা শুক্ররূপে পরিণত হয়, কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে শুক্র না হইয়া রজরূপে পরিণত হয়, এইরূপই ব্যবস্থা ভগবান্ করিয়াছেন।

৩। যাঁহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি সৎকর্ম্ম করেন না তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণী মশকাদিরূপে জন্মলাভ করেন এবং জন্মিয়া শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫ম অঃ ১০ খণ্ড এবং ব্রহ্মসূত্র ৩য় অঃ ১ম পাদ দ্রষ্টব্য।)

এই ত্রিবিধ গতির বর্ণনার দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হয় যে, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত উপরোক্ত প্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। এই জন্মমৃত্যুর প্রবাহের দ্বারাই ব্রহ্ম এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছেন।

নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে কাহারও কিছু ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই। যেমন পিতামাতার সংযোগে মাতৃগর্ভস্থ শুক্রবিন্দু হইতে পুত্র কন্যা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়া খাদ্যের দ্বারা পুষ্ট হইতে হইতে বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপর মরিয়া যায়, ঠিক তদ্রূপই ঐ পিতামাতাও তাঁহাদের পিতামাতার সংযোগে মাতৃগর্ভস্থ শুক্রবিন্দু হইতেই ক্রমশঃ পুর্ব্বোক্ত প্রকারে পিতামাতারূপে পরিণত হইয়াছেন ও মরিয়া গিয়াছেন বা যাইবেন। তাঁহাদের পিতামাতার পিতামাতা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। এইরূপ জন্ম, জন্মের পর ব্যাল্যাদি অবস্থা প্রাপ্তি ও মৃত্যু অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। জন্মগ্রহণের পর বাল্য, কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা এবং তদনন্তর মৃত্যুকে রোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

এইস্থানে ইহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুরুষের স্ত্রীগর্ভে শুক্রসঞ্চার করার এবং স্ত্রীর সেই শুক্রকে ও তাহা হইতে জাত গর্ভস্থ সন্তানকে দশমাস (বা যথা সম্ভব কাল) গর্ভে ধারণ করার এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ারপর স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মোহ-গ্রস্ত হইয়া লালন পালন করারই অধিকার আছে, তদ্ভিন্ন তাহার মুখ, চোখ, নাক, কান, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্বাদিযুক্ত আকৃতি বিশিষ্ট স্থূলদেহের, সেইস্থূলদেহমধ্যস্ত পরিপাক যন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদির, পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়সমূহ, মন অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহের এবং প্রকৃতির সৃষ্টি তাঁহারা করিতে পারেন না। তৎসমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে ভগবন্নিয়ন্তৃত্বাধীনে হইয়া থাকে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সকল মনুষ্যই হস্তপদাদি অঙ্গ-বিশিষ্ট হইলেও প্রত্যেকের মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রত্যেকের আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরটি পর্য্যন্ত ভিন্ন প্রকারের। অবার পুরুষের কণ্ঠস্বর একপ্রকার, স্ত্রীগণের কণ্ঠস্বর আর একপ্রকার, কিন্তু

পুরুষদের ও স্ত্রীদের প্রত্যেকেরই কণ্ঠস্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেকের মধ্যে সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ আছে, তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী ঐ গুণসমূহের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্থূল সূক্ষ্মদেহের, প্রকৃতির ও কার্য্যাদির পার্থক্য হইতেছে। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী, কেহ চক্ষুষ্মান্, কেহ অন্ধ, কেহ বাগ্মী, কেহ মূক, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ দীর্ঘায়ুঃ কেহ অল্পায়ুঃ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এইতো গেল মনুষ্যের কথা।

আবার গো, বৃষ, ছাগছাগী মেষমেষী ইত্যাদি গৃহপালিত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের বন্য পশু আছে। প্রত্যেক জাতীয় পশু ভিন্ন প্রকাকের এবং তাহাদের প্রকৃতি ও কর্ম্মও ভিন্ন প্রকারের। সেই পশুগণেরও স্ত্রী পুরুষের সংযোগে শুক্র হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্ম হয়, তাহাদের আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ও তৎপর মরিয়া যায়। সর্পাদিরও তদ্রূপেই জন্মাদি হইয়া থাকে, তবে তাহাদের হস্তপদাদি নাই। কিছু জীব এমন আছে যাহারা উক্ত প্রকারে স্ত্রীগর্ভে সঞ্চারিত শুক্র হইতেই ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া অণ্ডরূপে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৎপর কিছুকাল পরে অণ্ড হইতে দেহধারীরূপে বহির্গত হয়, যেমন হংসাদি পক্ষী। পক্ষিগণের মধ্যেও তাঁহার সৃষ্টিকৌশল অদ্ভুত দেখা যায়; যেমন ময়ুর ময়ূরীতে। যতগুলি ময়ূর জন্মে তাহাদের ডানা ও পুচ্ছ কিরূপ চিত্রিত। মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করার পর ক্রমশঃ পুষ্ট হইলে ডানা ও পুচ্ছ যে হয়, সেইসবগুলিই একই প্রকারে চিত্রিত। কিন্তু ময়ূরীর ডানা ও পুচ্ছ ময়ুরের ন্যায় বড় হয় না এবং অতটা চিত্রিত নহে। ইহার দ্বারা কোন্‌টি ময়ুর কোন্‌টি ময়ুরী তাহা চিনিতে পারা যায়। শুক, কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় পক্ষীরই ডানা, চক্ষু ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ চিত্রণ আছে। ইহাদের এই সৃষ্টি ব্যাপারে ভগবানের কি অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও লক্ষণীয়।

কিছু জীব এমন আছে যাহারা স্ত্রীপুরুষের সংযোগে শুক্র হইতে উৎপন্ন হয় না ; যেমন কৃমি দংশকাদি, তাহারা ঘর্ম্ম দুর্গন্ধময় বস্তু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারাও কিছুকাল জীবিত থাকিয়া ভোগ করে ও পরে মরিয়া যায়।

আবার, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির ব্যবস্থা শ্রীভগবান্ অন্য প্রকার করিয়াছেন। তাহাদের উৎপত্তি বীজ হইতে হয়। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে ও জল দিতে থাকিলে তন্মধ্যস্থিত জীব মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতে থাকে তাহাতে ঐ বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, তৎপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং ফুল ফল প্রসব করিতে করিতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, তৎপর তাহারাও মরিয়া যায়। তাহাদের ফল হইতে যে বীজ হয় তাহারাও ক্রমশঃ ঐ রূপে অঙ্কুরাদিক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহারাও ফুল ফলাদি প্রসব করিতে থাকিয়া পরে মরিয়া যায়। এইরূপে অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে আবার বীজ এবং ঐ বীজ হইতেও আবার বৃক্ষ হইতেছে। এইরূপে বৃক্ষসমূহেরও সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অব্যাহতভাবে চলিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় বীজ হইতে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হয়, আমের বীজ হইতে আমবৃক্ষ, কাঁঠালের বীজ হইতে কাঁঠাল বৃক্ষ হয় ইত্যাদি। বিভিন্ন শস্যের বীজ হইতেও বিভিন্ন শস্য হয়, যেমন ধানের বীজ হইতে ধান, গমের বীজ হইতে গম ইত্যাদি হইয়া থাকে, ইহার ব্যতিক্রম হয় না। আবার আম, কাঁঠাল, ধান, গম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বীজ যে জাতীয় হয় বৃক্ষ বা শস্যও সেই জাতীয়ই হয়। কিন্তু একই জাতীয় বৃক্ষ হইতে বা শস্য হইতে যে ফল বা শস্য হয় তাহাদের স্বাদ একই প্রকারের হয়।

বিভিন্ন জাতীয় ফুলের বীজ হইতে বিভিন্ন জাতীয় ফুল হয়, একই জাতীয় বিভিন্ন বীজ হইতে একই জাতীয় ফুল হয়, তাহাদের

আকৃতি ও গন্ধ ইত্যাদি একই প্রকার হয় ; একটুও পার্থক্য থাকে না। হয়ত একটা ফুল হইতে একশতটা বীজ হইয়াছে, কোন উর্ব্বর ভূমিতে ঐ এক শতটা বীজ রোপণ করিলে যে সমস্ত গাছ হইবে, তাহারা একই প্রকার হইবে এবং সেই প্রত্যেক গাছে একই প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট ও গন্ধাদি বিশিষ্ট ফুল হইবে এবং একটি ফুলের যেখানে যে বর্ণ ও যেখানে যে চিহ্ন আছে তাহাদের প্রত্যেক ফুলটিতেই তদ্রূপই আছে দেখা যাইবে। এক জাতীয় ফুল আছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে একটি শিবলিঙ্গের মত হয় এবং তাহার উপর সর্পের ফণার মত থাকে। (এই ফুলের নাম নাগকেশর, ত্রিপুরায় ইহাকে অনন্তশয্যা বলা হয়।) এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের অতি বিচিত্র বিভিন্ন ফুল হইতেছে। এই সব সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বশক্তিমত্তার অনুভব হয় এবং মুগ্ধ হইতে হয়।

বালুকা প্রস্তরাদি যাহাদিগকে জড় বলা হয়, তাহাদের মধ্যেও ঈশ্বর, জীব, স্থূলদেহ, ও সূক্ষ্মদেহ এই চারিটিই বর্ত্তমান আছে ও তাহাদের মধ্যেও ঐ চারিটিরই সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া হইতেছে। যেমন শুক্র হইতে হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহরূপে এবং বৃক্ষাদির বীজ হইতে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষাদিরূপে প্রকাশ পায়, ইহাদেরও স্থলে তদ্রূপ না হইয়া কেবল অতিসূক্ষ্মভাবে ইহাদের আকৃতির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় মাত্র। ইহা ব্রহ্মের প্রকাশের (সৃষ্টির) প্রকারভেদ মাত্র।

বিভিন্ন প্রকার দেবতারূপী জীবগণের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিনা বলিয়া তদ্বিষয়ে বিশ্লেষণ করা এখানে হইল না। তবে শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে ব্রহ্ম মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহাদেরও সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শক্তি প্রভৃতি মনুষ্যাদি হইতে অধিক, যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিলে তাঁহারা মনুষ্যগণকে কৃপা করেন ইত্যাদি।

জড় বালুকা প্রস্তরাদিতে জীব শক্তির প্রকাশ খুবই কম, তদপেক্ষা বৃক্ষাদিতে, বৃক্ষাদি অপেক্ষ কীটাদিতে, কীটাদি অপেক্ষা পক্ষীতে, পক্ষী অপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মনুষ্যে, মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাগণে, দেবতাদের অপেক্ষা ইন্দ্রে, ইন্দ্রাপেক্ষাপ্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি অপেক্ষা, হিরণ্যগর্ভে জীবশক্তির প্রকাশ অধিক। (বিষ্ণু-পূরাণ ৬।৭।৬৪-৬৭ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্ম এইভাবে জীবশক্তির প্রকাশের তারতম্যের দ্বারাই এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে ভগবন্নিয়ন্তৃত্বাধীনে অবশভাবে অনন্ত জীবের জন্ম, জন্মের পর স্থিতি, তাহাদের বিবিধ প্রকার কর্ম্ম, কিছুকাল সুখদুঃখাদিভোগ, তৎপর লয় বা মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে বহুযুগ মহাযুগ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। তৎপর প্রলয় হয়। সেই প্রলয়কাল এক সহস্র মহাযুগ (ব্রহ্মার একরাত্রি)। যখন প্রলয় হয়, তখন ঐ বিরাট্ স্থূলসূক্ষ্মদেহ বিরাট্ পুরুষরূপী জীব ও অনন্ত ও ব্যষ্টি জীব ব্রহ্মে লীন হয়। সহস্র মহাযুগ পর্য্যন্ত ঐ লীন অবস্থায় থাকিয়া প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ঐ বিরাট্ দেহসহ বিরাট্ পুরুষরূপী জীব ও অনন্ত ব্যষ্টিদেহ বিশিষ্ট অনন্ত ব্যষ্টি জীব প্রকাশিত হয় এবং পুনরায় প্রলয় হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৃষ্টিধারা চলিতে থাকে।

ব্রহ্ম জীবসমূহের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্থিতিকালে তাহাদের জীবন ধারণেরও সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সৃষ্ট বিরাট্ দেহবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষ বর্ত্তমান্ থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে ব্যষ্টি জীবসমূহের ন্যায় তাঁহার বার বার জন্মমৃত্যু হয় না। সুতরাং ঐ বিরাট্ দেহের অন্তর্গত ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এবং চন্দ্রসূর্য্যাদি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে বর্ত্তমান থাকে। প্রলয়কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতেছে সেই ব্যষ্টি জীবসমূহের

জীবন ধারণের জন্য ঐ সমস্তেরই প্রয়োজন। ঐ পঞ্চমহাভূতের বিমিশ্রণেই জীবসমূহের দেহ গঠিত হয় এবং তাহাদের দ্বারা জীবন ধারণও করে। ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্য আহার করে, জলপান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করে, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস ও স্বাদ গ্রহণ করে। নাসিকেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে, অগ্নির দ্বারা পাক করিয়া খায়, জঠরাগ্নির দ্বারা খাদ্য বস্তুর পরিপাক হয়; তেজঃ থাকাতেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে পায়, বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করে; দেহের মধ্যেও প্রাণ অপানাদি পঞ্চ বায়ু ও মুখ্য প্রাণবায়ুর ক্রিয়াতেই শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জ্জন এবং জীবন ধারন করে; বায়ু থাকাতে স্পর্শের অনুভব করে ; আকাশ থাকাতেই নৈকট্য দূরত্বাদি আছে, গমনাগমন সম্ভব হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দশ্রবণ করা সম্ভব হয় ইত্যাদি।

সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তাহার উদয় দ্বারা দিবা, অস্তের দ্বারা রাত্রি হইতেছে, দিবসে সর্ব্বত্র সূর্য্যালোক থাকায় জীবগণ সহজে স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে পারে, রাত্রিতে সেরূপ আলোক না থাকায় কার্য্য করা সম্ভব হয় না এবং সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া বিশ্রামের প্রয়োজন বলিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায় ও বিশ্রাম করে। সমস্ত রাত্রিই যাহাতে অন্ধকার না থাকে তজ্জন্য চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া রাত্রিতে তাঁহার উদয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক সম্পূর্ণ রাত্রিকে চন্দ্র আলোকিত করিয়া রাখেন এমন ভাবে সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেক চান্দ্র মাসের রাত্রিসমূহকে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ চন্দ্রকলার বৃদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা ও কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রের কলার ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া চন্দ্রের সম্পূর্ণ অদর্শন এইরূপে চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে রাত্রিতে নিয়মিত রূপে আলোক ও অন্ধকার হয়। মনুষ্য, পশুপক্ষী, বৃক্ষাদি, এমন কি জড় পদার্থসমূহেও চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব পড়ে। একাদশী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মনুষ্যগণের শরীরে রসবৃদ্ধি হয়; চন্দ্রের উদয়ে কোনও কোনও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, কোন কোন পুষ্প মুদিত হইয়া যায়। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে, এমন কি সমুদ্রের ও গঙ্গার জোয়ার ভাটার সময় পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার একটুও ব্যতিক্রম হয় না। অমাবস্যা পূর্ণিমা ও তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ ৪।৫ দিন গঙ্গায় বান আসে, তাহারও সময়ের একটুও ব্যতিক্রম হয় না। এইরূপ বিশ্বের প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার কৃত নিয়মশৃঙ্খলা অলঙ্ঘনীয়। তিনি গ্রীষ্ম বর্ষাদি ষড়্ ঋতুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেগুলি প্রত্যেক বৎসর একইরূপ হয় এবং যে ঋতুতে যে খাদ্য, ফল, ফুল ইত্যাদি হওয়ার প্রয়োজন তদ্রূপই হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন গরমে জীব ত্রাহি ত্রাহি করে, জল সব শুকাইয়া যায়, তখনই বর্ষা ঋতু আসে, বর্ষায় পৃথিবী শীতল হয়, জীবগণ তৃপ্ত হয়, শস্যাদি উৎপন্ন হয়; আবার বর্ষাতে পৃথিবী প্লাবিত হইলে জীবগণ যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তখন বর্ষা বন্ধ হইয়া শরৎ ঋতু আসে। এইভাবে ঋতুগণের আবশ্যকানুসারে এমনভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সেই ঋতু প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে হইয়া চলিতেছে, তাহার ব্যতিক্রম হয় না। জীবগণের ভোগসাধনরূপে তাহাদিগকে পাঞ্চভৌতিক দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, অহঙ্কার, ও বুদ্ধি দিয়াছেন; যে জীবের যে খাদ্যের দ্বারা জীবন ধারণ হয়, তাহার জন্য সেই খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দেশে যে খাদ্যের প্রয়োজন সেই দেশে সেই খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেমন বঙ্গদেশে অন্ন (ভাত) প্রধান খাদ্য, সেজন্য তথায় ধান্যের, উত্তরপ্রদেশে রুটি

প্রধান খাদ্য, সেজন্য তথায় গম প্রভৃতি এবং অন্যান্য দেশে সেই সেই দেশোপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার জীব যদি খাদ্য না খায়, জল পান না করে, তাহা হইলে সে জীবিত থাকিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসা দিয়াছেন, সেইজন্য তাহারা খাদ্য খাইতে ও জল পান করিতে বাধ্য হয়। খাদ্যে মধুরাদি রস থাকার ব্যবস্থা করিয়া সেই স্বাদের প্রতি জীবের স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়াছেন, তাই সেই স্বাদ আস্বাদন করিবার জন্য জীব ঐ খাদ্য খায়। খাদ্য খাইলে যাহাতে পরিপাক হয়, সেজন্য দেহের মধ্যে জঠরাগ্নি দিয়াছেন, এবং প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদিও দিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা পরিপাক হয়। পরিপাকের পর বর্জ্জনীয় বিষ্ঠা মূত্রাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য মলদ্বার ও মূত্রদ্বারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর খাদ্যের গ্রহণীয় অংশ দ্বারা শুক্র, রক্ত, ইত্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহকে বলিষ্ঠ রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেহের সর্ব্বত্র রক্তাদি সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন নাড়ী, শিরা, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেহের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্র ফুস্‌ফুস্‌ ইত্যাদি আরও কত কি দিয়াছেন। তিনি আমাদের দেহের সুস্থতা ও অসুস্থতা নাড়ীর দ্বারা জানিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটির কোনটির কি অবস্থা তাহা নাড়ীর দ্বারা বুঝা যায়। মোট কথা জীবসমূহের দেহগুলি একটি সজীব যন্ত্র স্বরূপ। যে জাতীয় জীবের দেহের মধ্যে ঐ সমস্ত যে প্রকারের হওয়া প্রয়োজন সেই প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু একই জাতীয় জীবসমূহের দেহের মধ্যে সেগুলি একই প্রকারের। এইরূপ অচিন্তনীয় সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ব্যবস্থা করা সর্ব্বজ্ঞ সববশক্তিমান্ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। —তাই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র. সূ. ১।১।২) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন—"পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অনন্ত অঙ্গ-বিশিষ্ট অনন্ত নাম ও রূপে প্রকাশিত এই অচিন্ত্য বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় যাঁহা দ্বারা সাধিত হয়; সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও

অনন্তগুণের আশ্রয়; যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও কালাদিরও নিয়ন্তা তিনিই ব্রহ্ম।" * শ্রুতি বলিয়াছেন—এই বিশ্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; আনন্দেই স্থিত আছে এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। (তৈঃ ভৃগুবল্লী ৬) ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তিনি এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃহত্তম প্রত্যেক অংশে তিনিই জীব রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সমস্ত জীব ও জগৎ তাঁহারই অংশ এবং তাঁহারই সম্পূর্ণরূপে অধীন—তাঁহারই নিয়ন্তৃত্বে পরিচালিত হইতেছে।

ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি নিজেই নিজেকে জগদ্রূপে প্রকটিত করিলেন, (তৈঃ ২ বল্লী ৭অনুবাক), যেমন মাকড়সা নিজের মধ্য হইতে সূত্র বাহির করে এবং পরে আবার নিজেরই মধ্যে সেই সূত্রকে লীন করিয়া লয়, যেমন ওষধি (বৃক্ষলতাদি) পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত পুরুষের দেহ হইতে স্বতঃই কেশসমূহ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে, (তাঁহাতেই স্থিত হইতেছে ও তাঁহাতেই লীন হইতেছে)। (মুণ্ডক উ. ১।১।৭)

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই বিশ্ব ব্রহ্মই—("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ছান্দোগ্য উ. ৩।১৪।১)। যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট শরাবাদি সকলই এক মৃত্তিকারই বিকার বা পরিণাম, কেবল বাক্য অবলম্বন করিয়াই (কেবল পৃথক্ পৃথক্ নামের দ্বারাই) পৃথক্ পৃথক্ রূপে

* নিম্বার্কভাষ্য—তল্লক্ষণাপেক্ষায়াং সিদ্ধান্তমাহ — অস্যাচিন্ত্যবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংখ্যেয় নামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়া যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাত্মনন্তগুণাশ্রয়াদ্ ব্রহ্মেশকালাদিনিয়ন্তুর্ভগবতো ভবন্তি, তদেব পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনবিষয়ং ব্রহ্মেতি লক্ষণবাক্যার্থঃ।

বোধগম্য হয়, পরন্তু মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌রূপে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মেরই পরিণাম, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ নাম-রূপের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধগম্য হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপরূপ পরিণাম হওয়ায় শক্তিমান ব্রহ্ম এই বিশ্ব হইতে অতীত রূপেও বর্ত্তমান আছেন।

এইসমস্ত শ্রুতিবাক্য পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ সহকারে সৃষ্টি বর্ণনার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে এই স্থির হয় যে, এই সৃষ্ট্যাদিব্যাপার সমস্তই ব্রহ্মের লীলা মাত্র। বেদব্যাসও "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩২) সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম নিজেরই মায়া-শক্তির দ্বারা স্বীয় স্বরূপগত আনন্দ হইতে নিজেকে এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকাশ (সৃষ্টি) করিয়া এবং নিজেই অবিদ্যাগ্রস্ত ভোক্তা জীবরূপে ও নিয়ন্তা ঈশ্বররূপে বিশ্বের প্রত্যেক অংশে বর্ত্তমান থাকিয়া কি অচিন্ত্য বিচিত্র খেলাই না খেলিতেছেন! তাঁহার এই শক্তির কি কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে?

সমস্ত জীবসমন্বিত জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারটির যতটুকু উপরে বিশ্লেষণ করা হইল সেইটুকু একসঙ্গে দৃষ্টিপথে ফেলিয়া যিনি অনুভব করিতে পারিবেন তাঁহার এইরূপই অনুভব হইবে যে, শ্রীগুরুদেব যে বলিয়াছেন— "অনন্ত জীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম, তিনি অনন্ত শক্তিমান, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, তুমি আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তিনিই এই নানারূপে ক্রীড়া করিতেছেন" তাঁহার এই কথা সম্পূর্ণ সত্য।

জীবসমূহ স্বভাবতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া তাহারা সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারটি একসঙ্গে দৃষ্টিপথে ফেলিয়া ঐ রূপ অনুভব করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীভগবদ্‌কৃপায় শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে মনন, নিদিধ্যাসন করেন, তাঁহারাই ঐ দৃষ্টিলাভ

করিয়া ঐরূপ অনুভব করেন এবং এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারকে শ্রীভগবানের লীলারূপে দর্শন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টি একটু পরিষ্কাররূপে বলিতেছি :—

যেমন একটি বৃহৎ গৃহে একশত ব্যক্তি নিদ্রা যাইতেছে এবং তাহাদের প্রত্যেকে নিদ্রিত অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ স্বপ্ন দেখিতেছে। কেহ দেখিতেছে সে রাজা হইয়াছে— প্রজাগণকে শাসন করিতেছে ও তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, সেই আনন্দে সে মগ্ন; কেহ দেখিতেছে সে অতি দরিদ্র, স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে আহারের জন্য অন্নাদি দিতে পারিতেছে না, অন্নাভাবে তাহারা খুবই কষ্ট পাইতেছে, নিজেও অন্নাভাবে ক্লেশ পাইতেছে ইত্যাদি; কেহ দেখিতেছে বহু আরাধনার পর সে একটি পুত্রলাভ করিয়াছে, সেজন্য সে আনন্দ করিতেছে; কেহ দেখিতেছে তাহার বাড়ীতে ডাকাত প্রবেশ করিয়া তাহার টাকাকড়ি, অলঙ্কারাদি সব তো লইয়াছেই, অধিকন্তু তাহাকে এমন মারিয়াছে যে সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি। এইরূপ সেই নিদ্রিত একশত জন একশত প্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। এবং স্বপ্নাবস্থায় কেহ হাসিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ বিলাপ বা শোক করিতেছে, কেহ বা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। কোনও দৃষ্টিসম্পন্ন জাগ্রত পুরুষ ঐ গৃহের দরজায় দাঁড়াইয়া সেই সব স্বপ্নের বিষয় জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছেন এবং মনে করিতেছেন কি আশ্চর্য্য! কোথাও কিছু নাই অথচ ইহাদের স্বপ্নের মধ্যে হাসিকান্নার যেন বাজার বসিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বপ্নে বৃথাই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। তখন তিনি দয়া করিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা স্বপ্নে নানা ঘটনা ঘটিতেছে দেখিয়া কেহ সুখ, কেহ বা দুঃখ ভোগ করিতেছিলে, এক্ষণে সেই সব ঘটনা কি দেখিতেছ এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ?" তখন

তাহারা বলিল—"না আমরা এখন আর সেই সব ঘটনা দেখিতেছি না বা সুখ দুঃখ কিছুই ভোগ করিতেছি না ; এক্ষণে আপনি জাগরিত করিয়া দেওয়ায় তৎসমস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি।" ঠিক এইরূপই যতদিন মানুষের জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকে ততদিন সে যে এক শুক্রবিন্দু হইতে অবশভাবে স্বাতন্ত্র্যরহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাতৃগর্ভে খাদ্যের রসের দ্বারাপুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং খাদ্যেরই দ্বারা পুষ্ট হইয়া বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া 'আমি' 'আমার' জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে— এই সমস্তকিছুই সে জানিতে পারে না। যখন কোনও জ্ঞানী পুরুষ (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু) কৃপা করিয়া তাহার ঐ অবিদ্যার আবরণ দূর করিয়া দেন, তখন সে সেই অজ্ঞান ও সুখদুঃখাদি ভোগ হইতে মুক্ত হয়। তখন তাহার জ্ঞান আবরণ রহিত হওয়ায় উক্ত প্রকার সৃষ্ট্যাদি তত্ত্ব তাহার জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় এবং এই সৃষ্ট্যাদি শ্রীভগবানের লীলারূপে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করে।

এই পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণানন্তর কিরূপে মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাত্মক ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়।

॥ বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নিরসন ও মোক্ষপ্রাপকত্ব প্রতিপাদন ॥

বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) দ্বারাই যে মোক্ষলাভ হয় তাহা ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথা—"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১) নিম্বার্কভাষ্য—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। র্বিদ্যাতঃ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি শব্দাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে।

—ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন (মোক্ষ লাভ করেন)" (তৈঃ ২ বঃ ১) ভগবান্ বাদরায়ণের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মীমাংসকগণ ইহা মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, বিদ্যা যজ্ঞকর্ম্মেরই অঙ্গ। এই বিষয়ে জৈমিনী বলেন—"যজ্ঞকর্ত্তাও যজ্ঞকর্ম্মের এক অঙ্গ; সেই যজ্ঞকর্ত্তা যে দেহাদি হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল, তাহার জ্ঞান না হইলে স্বর্গাদি ফলপ্রদ যজ্ঞকর্ম্মে কর্ত্তার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যে দেহাদি ব্যতিরিক্ত তদ্বিষয়ক সংস্কার (শুদ্ধি) উৎপাদন করায় বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মেরই অঙ্গ বলিতে হইবে। কর্ত্তা যজ্ঞের অঙ্গ হওয়ায় বিদ্যা-বিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থবাদ মাত্র; যেমন কিংশুক, পলাশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য বিষয়ে নিষ্পাপত্বরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র, তদ্রূপ। বিদ্যা যজ্ঞেরই অঙ্গ, ইহার পৃথক্ রূপে ফলবত্তা নাই। অতএব বিদ্যার দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ লাভ হয়, ইহা বলা যায় না। শ্রুতিতে বিদ্যাবান্ পুরুষেরও যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন—'জনকোহ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে' (বৃঃ ৩।১।১)—(বৈদেহ রাজা জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিদ্যাবান্ জনকাদির যজ্ঞকর্ম্ম আচরণ করার কথা বলায় বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ। (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩ ও নিম্বার্কভাষ্য)। (যদেব বিদ্যায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব

বীর্য্যবত্তরং ভবতি' (ছা: ১।১।১০)। বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের (রহস্যজ্ঞানের) সহিত যে যাগাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহা অধিকতর বীর্য্যশালী হয়। এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যার কর্ম্মোপযোগিত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে, এজন্যও বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৪ ও নিম্বার্কভাষ্য), কর্ম্মেরই অঙ্গ। 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' (বৃঃ ৪।৪।২)— বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃতজীবের অনুসরণ করে—এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহভাবও উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৫ ও নিম্বার্ক ভাষ্য)। 'আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য স্বে কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ান' (ছা: ৮।১৫।২)—বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় কুটুম্বগণের মধ্যে পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বাক্যে শ্রুতি বিদ্বানের জন্য কর্ম্মই বিধান করিয়াছেন। অতএব বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ। (ব্র, সূ, ৩।৪।৬ ও নিম্বার্ক ভাষ্য) শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা'—(ঈশঃ ২)—কর্ম্ম করিতে করিতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপ আরও শ্রুতিবাক্য আছে, ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ। অতএব বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয়। ইহা বলা অসঙ্গত।" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৭ এবং নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য);

জৈমিনীর এই সমস্ত কথার উত্তরে বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন—

"অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৮) নিম্বার্কভাষ্য—তত্রোচ্যতে,জীবাৎ কর্ত্তুরধিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেনোপদেশাৎ পুরুষার্থোঽতঃ ইতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতম্। "এষ সর্ব্বেশ্বরঃ" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" "সর্ব্বস্যেশানঃ", "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি," "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তী"—ত্যাদি তদ্দর্শনাৎ।

—উপরোক্ত জৈমিনীর উক্তির উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে অধিক (উৎকৃষ্ট) সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মকে বেদ্য বলিয়া উপদেশ করায় তাঁহার প্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ (মোক্ষ) বিদ্যা হইতে হয় অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া উপদেশ করাই বিদ্যা উপদেশের সার নহে, অতএব বিদ্যা হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত। কারণ শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এই আত্মা সর্ব্বেশ্বর," "ইনি সর্ব্বভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের শাস্তা" "সকলের নিয়ন্তা (বৃ, ৪।৪।২২)" "সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" "সমস্ত বেদই যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে (কঠ ১ম অঃ ২ব, ১৫) ইত্যাদি শ্রুতি কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে বিদ্যাবেদ্য ব্রহ্মের উৎকৃষ্টত্ব উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মাঙ্গত্ব বর্ণনা দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সাধিত হয় না; পক্ষান্তরে কর্ম্মগম্য স্বর্গাদি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ (মোক্ষ) বিদ্যাগম্য হওয়ায় বিদ্যা কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।

শ্রুতি বিদ্যার যেমন কর্ম্মের সহিত যোজনা জনকাদি স্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন তদ্রূপ বিদ্যাবান্ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে"—"কি নিমিত্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কি নিমিত্তই বা যজ্ঞ করিব ?" ইত্যাদি। (ব্র সূ ৩।৪।৯ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

"যদেব বিদ্যয়া........" "যাহা বিদ্যার দ্বারা কৃত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল উদ্গীথ বিদ্যা বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বিষয়ে উক্ত হয় নাই। (ব্র. সূ. ৩।৪।১০ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

"তং বিদ্যা কর্ম্মণী সমন্বারভেতে"—"বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃত জীবের অনুসরণ করে" এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা ও কর্ম্ম একত্র উক্ত হইলেও, ইহাদের ফল পৃথক পৃথক্। অর্থাৎ বিদ্যা তাহার নিজের ফল দানের জন্য এবং কর্ম্মও তাহার নিজের ফল দানের জন্য মৃতজীবের

অনুসরণ করে। যেমন দুই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহাদের দুই জনকে শতমুদ্রা দাও বলিলে এক প্রয়োজনের জন্য একজনকে পঞ্চাশ মুদ্রা এবং অপর প্রয়োজনের জন্য অপর জনকে পঞ্চাশ মুদ্রা দিতে হয়, ইহাও তদ্রূপ বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় অনুগমন করে বলাতে বিদ্যা আপনার অসাধারণ ফল দিবার জন্য এবং কর্ম্মও পৃথক্‌রূপে তাহার অসাধারণ ফল দিবার জন্য অনুগমন করে, ইহাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ব্র. সূ. ৩।৪।১১ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

"আচার্য্য কুলাদ্বেদমধীত্য"—"বেদ অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে কেবল অধ্যয়নকারীর জন্য কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিদ্যাবান্ পুরুষ সম্বন্ধে নহে।
(ব্র. সূ. ৩।৪।১২ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—"কর্ম্ম করিতে করিতে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই বাক্যবলে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহাতে "বিদ্বান্ কুর্ব্বন্" —বিদ্বান্ কর্ম্ম করিতে করিতে এইরূপ বিশেষরূপে বলা হয় নাই। (ব্র. সূ. ৩।৪।১৩ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

যদি বলা হয় যে "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি ১ম বাক্যে বিদ্যারই উপক্রম করায় তৎপরবর্ত্তী এই বাক্যে বিশেষরূপে বিদ্বানের কর্ম্ম সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব—না, তাহা নহে ; ঐ বাক্যে যে কর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা বিদ্যারই স্তুতির নিমিত্ত অর্থাৎ বিদ্বান্‌ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও তিনি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য। শ্রুতির অর্থ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও তিনি লোকহিতার্থে সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিবেন ; কারণ এই কথা বলিয়াই শ্রুতি ঐ শ্লোকেরই শেষ ভাগে বলিয়াছেন "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" (ব্র. সূ. ৩।৪।১৪ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ (বৃ. ৪।৪।২২)—আমাদের

সম্বন্ধে এক আত্মাই এতৎসমস্ত লোক (আত্মাকে লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে, সুতরাং) পুত্রাদি লইয়া কি করিব ?" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে জ্ঞানী পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ অথবা তাহা একদা বর্জ্জনও করিতে পারেন। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে তিনি লিপ্ত হয়েন না, ইহা বলাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। (ব্র. সূ. ৩।৪।১৫ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্যা হইতে কর্ম্মের বিনাশ হয় বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে (মু.২।২।৯)—সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে বিদ্বান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়"। গীতাতেও ভগবান্—"জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মানং" (৪।১৯) "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" বাক্যে জ্ঞান (বিদ্যা) দ্বারা কর্ম্মের ভস্মসাৎ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। যে কর্ম্ম বিদ্যার দ্বারা ভস্মীভূত হয়, সেই বিদ্যাকে সেই কর্ম্মের অঙ্গ বলা যাইতেই পারে না। ব্রহ্মসূত্রেও বলিয়াছেন—"উপমর্দ্দঞ্চ" (ব্র. সূ. ৩।৪।১৬ ও নিম্বার্কভাষ্য)—"অতএব বিদ্যয়া কর্ম্মোপমর্দ্দঞ্চ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদিনা পঠন্তি।"

অতএব এই সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্র বাক্যের বিচার দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হয় যে বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) কর্ম্মের অঙ্গ নহে, এবং বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, কর্ম্মের দ্বারা নহে।

॥ ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারানুসারে যে কোন একটি ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বনীয় ॥

শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, সদ্বিদ্যা দহরবিদ্যা, উপকোশল-বিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, উক্‌থবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই বিদ্যাসকল একই ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ নহে, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মোপাসনা ; কারণ এই সকল বিদ্যা পৃথক্ নামে পৃথক্ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের অনুষ্ঠানাদিও বিভিন্নরূপে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যদিও তৎসমস্তই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা, তথাপি অধিকারী ভেদে প্রণালীর পার্থক্য শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। (ব্র. সূ. ৩৷৩৷৫৬ ও তাহাব নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াতে তাহার যে কোনটি সাধকের পক্ষে উপযোগী হয়, সেইটি অবলম্বন করিলেই সম্যক্ ফল হয়, সমুদায়গুলি না করিলে যে সম্যক্ ফল হইবে না, তাহা নহে ; কারণ ব্রহ্মস্বরূপো-পলব্ধিরূপ ফল সকলেরই এক। (ব্র. সূ. ৩৷৩৷৫৭ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য ফল কামনা পূরণার্থ উপাসনাস্থলে যথাকাম (যদৃচ্ছাক্রমে) পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাও করিতে পারা যায় এবং সমস্ত উপাসনা ও করিতে পারা যায় ; কারণ সকাম উপাসনার ফল কামনানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হয়, এক ফলপ্রার্থী এক উপাসনা করিতে পারে, বহুপ্রকার ফলপ্রার্থী বহুপ্রকার উপাসনারই অনুষ্ঠান করিতে পারে। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই কোন একটি বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের পক্ষে বহুবিধ ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা বিধেয় নহে এবং নিষ্প্রয়োজন ; কারণ; পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্যারই ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদ্যাভেদে এই ফলের

তারতম্য না হওয়ায় বহু বিদ্যার উপাসনা নিষ্প্রয়োজন এবং বহুবিধ উপাসনা অবলম্বনে কোন বিশেষ উপাসনার সম্যক্ নিষ্ঠা না হওয়াতে তাহা অবিধেয়। (ব্র. সূ. ৩.৩।৫৮ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্ব বেদান্তে উপদিষ্ট উপাসনা একই, এক ব্রহ্মের উপাসনাই সমস্ত বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে; কারণ ("বিদ্যাৎ", "উপাসীত" ইত্যাদি (চোদনা অর্থাৎ বিধায়ক শব্দ সর্ব্বত্র একই প্রকার। (ব্র. সূ. ৩।৩।১ ইত্যাদি) ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করেন) এই শ্রুতি বিদ্যাসকলের বেদ্যবস্তু ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (ব্র. সূ. ৩।৩।৪ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

॥ ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপগত গুণচিন্তন প্রণালী ॥

সর্ব্ববেদান্তে একই ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হওয়ায় এক বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপগত গুণ সকল অপর বেদান্তোক্ত ব্রহ্মোপাসনায় উপসংহার (যোজনা) করা কর্ত্তব্য। কারণ উপাসনার অর্থ (প্রয়োজন) সর্ব্বত্রই এক। যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিষয়ে এক বেদোক্ত কর্ম্মাঙ্গসকল অন্য বেদোক্ত কর্ম্মেও যোজনা করিতে হয়, তদ্রূপ উপনিষদুক্ত বিদ্যোপাসনাস্থলেও বিধায়ক বাক্যসকল একরূপ হওয়ায় এক উপনিষদুক্তে উপাস্য গুণসকল অন্য উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনায় যোজনা করিতে হইবে। (ব্র. সূ. ৩।৩।৫ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

গুণী ব্রহ্মের আনন্দাদি (আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব—ইত্যাদি) গুণ সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মোপাসনায় সংযোজিত করিতে হইবে। (ব্র. সূ. ৩।৩।১১ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

॥ অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায়ও বিশেষ ৷বশেষ গুণসহিত ব্রহ্মচিন্তা করনীয় ॥

বৃহদারণ্যকের "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূল-মনণ্বহ্রস্বং........" (হে গার্গি! ইনিই সেই অক্ষর পুরুষ যাঁহাকে ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন........) এই বাক্যে উক্ত অক্ষর সম্বন্ধী অস্থূলত্ব, অনণুত্ব ও অহ্রস্বত্বাদি গুণ অক্ষর ব্রহ্ম বিদ্যায় সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। কারণ সর্ব্বত্র গুণী অক্ষর ব্রহ্মের সমানত্ব (একত্ব) হেতু তাঁহার অস্থূলত্বাদি গুণচিন্তনও তাঁহার স্বরূপ চিন্তনের অন্তর্ভূ্ত। (ব্র' সূ' ৩।৩।৩৩ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অস্থূলত্বাদি গুণের সহিত আনন্দাদি গুণও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচিন্তনের নিমিত্ত সর্ব্বত্র গ্রহণীয়। কিন্তু সর্ব্বগন্ধত্ব, সর্ব্বরসত্বাদি শ্রুত্যুক্ত গুণসকল যে বিশেষ বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই গ্রহণীয়, অন্যত্র নহে। যে সকল গুণ বিনা অক্ষর ব্রহ্ম চিন্তা হয় না, কেবল সেই সকল গুণই (অস্থূলত্ব, আনন্দময়ত্বাদি গুণই) সর্ব্বত্র অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় গ্রহণীয়। (ব্র. সূ. ৩.৩।৩।৪ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

॥ ব্রহ্মোপাসনার অন্যান্য সহকারী সাধন ॥

ব্রহ্মোপাসনার জন্য যে সকল সহকারী সাধন শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

উপবিষ্ট ব্যক্তিরই উপাসনা সম্ভব হয়। অতএব উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিতে হইবে, কারণ উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলেই তাহা সম্যক্‌সিদ্ধ হয়। শয়নে আলস্য ও নিদ্রা আসে, গমনকালে শরীর ধারণাদি বিষয়ক প্রযত্ন হেতু মনের বিক্ষেপ হয়। আর ধ্যানের দ্বারাই উপাসনা করিতে হয় বলিয়া আসীন হইয়াই উপাসনা করিতে হইবে, কারণ আসীন না হইলে ধ্যান সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় না (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৭-৮ ও নিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।) সাংখ্যদর্শনে বলিয়াছেন—স্থির হইয়া যে আসনে অনেকক্ষণ সুখে অবস্থিতি হয়, সেইরূপ আসনই করা কর্ত্তব্য; কোন বিশেষ আসন করিয়াই সাধন করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই (সাংখ্যদর্শন ৬।২৪)। অবশ্য বিশেষ বিশেষ আসন সিদ্ধ হইলে তাহার বিশেষ বিশেষ ফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

আসন অনেকপ্রকার, যথা—পদ্মাসন, বীরাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়াসন, পর্য্যঙ্কাসন, ক্রৌঞ্চাসন,হস্ত্যাসন, উষ্ট্রাসন, সমসংস্থানাসন, স্থিরসুখাসন, যথাসুখাসন ইত্যাদি (পাতঞ্জল দর্শন সাধন পাদ ৪৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এই সকল আসনের মধ্যে সাধারণতঃ সিদ্ধাসন, ভদ্রাসন, পদ্মাসন ও ও স্বস্তিকাসনই সমাধি ও ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত। যে স্থানে যে সময়ে চিত্ত উদ্বেগরহিত হইয়া প্রসন্ন ভাবে অবস্থিত হয়, সেই স্থানেই বসিয়া সাধন করা বিধেয়। চিত্তের একাগ্রতাই উপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন। তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার উপস্থিত হয় তাহাই সেই উপাসকের পক্ষে উপাদেয়। (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১১। সাংখ্যদর্শন ৬।৩১)।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥(গীতা ৬।১০-১২)

—যোগী সর্ব্বদা নির্জ্জনস্থানে একাকী অবস্থান করিয়া চিত্ত ও দেহ সংযমন পূর্ব্বক আশা ও পরিগ্রহ ত্যাগ করতঃ নিজ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে যুক্ত করিবেন।

বিশুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি অজিন (মৃগচর্ম্ম) চেল (পশমী অথবা রেশমী) বস্ত্র রাখিয়া (বিছাইয়া) অনতি উচ্চ, অনতি নিম্ন স্থির আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে একাগ্র এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখীন বৃত্তিসকলকে সংযত (রোধ) করতঃ আত্মশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবেন। (১০-১২)

এতৎসহ সাধকের শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, ও সমাধান প্রভৃতির অভ্যাসও করিতে হইবে। (ব্র, সূ, ৩।৪।২৭ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযমকে "শম" বলে; চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে (বহিরিন্দ্রিহসমূহকে) সংযত করাকে "দম" বলে; ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে বিরত করিয়া অন্তর্মুখী করাকে "উপরতি" বলে; সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাকে "তিতিক্ষা" বলে এবং চিত্তকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মে সমাহিত (সমাধিস্থ) করাকে "সমাধান" বলে। এই সমস্ত সহকারী সাধন দ্বারা মন শান্ত হয়, মন যথার্থ শান্ত হইলে তবে জগতের সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা এইরূপ জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মের উপাসনা করা যায়। মন অশান্ত

থাকিলে ঐরূপ উপাসনা করা সম্ভব নহে। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" (ছা. ৩।১৪।১) "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়" (মু.২।১।১০০) "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিত (কঠ. ১।২।২৪) ইত্যাদি।

মনকে শান্ত সমাহিত (সমাধিস্থ) করিতে হইলে যম নিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে আলোচনা করেন নাই। কেবল মাত্র সমাহিত (সমাধিস্থ) হওয়ার কথাই উপরোক্ত "শমদমাদ্যুপেতঃ" (ব্র. সূ. ৩।৪।২৭) সূত্রে বলিয়াছেন। কারণ যে পাতঞ্জল দর্শনে যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, সমাধির স্বরূপ ও ভেদ এবং কৈবল্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার ভাষ্যে তিনি নিজেই তৎসমস্ত বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্যে আলোচিত এই সমস্ত বিষয় পরে প্রসঙ্গক্রমে যথাসম্ভব বিবৃত হইবে।

মোক্ষলাভের নিমিত্ত যাঁহারা সাধন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সমাধিলাভ যে একান্ত প্রয়োজন তাহা ঐ "শমদমাদ্যুপেতঃ" সূত্রে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের অন্যস্থলেও সমাধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রসঙ্গে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের "সমাধ্যভাবাচ্চ" (ব্র. সূ. ২।৩।৩৮) সূত্রে সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্য—"আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বেঽচেতনমাত্রাব্যতিরিক্তকর্ত্তৃকসমাধ্যভাবপ্রসঙ্গদাত্মা কর্ত্তা"।

—আত্মার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে (বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব বলিলে) শাস্ত্র যে সমাধির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমাধি, অচেতন বুদ্ধির দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া সমাধির উপদেশ বৃথা হইয়া যায়; অতএব সমাধির অভাব প্রসঙ্গ হয় বলিয়া আত্মারই (জীবেরই) কর্ত্তৃত্ব বলিতে হইবে। জীব কর্ত্তা হইলে সাধক জীবের সমাধি লাভ

সম্ভব হয়। সুতরাং শাস্ত্রের সমাধি উপদেশ সার্থক হয়। অতএব এই সূত্রের দ্বারাও মোক্ষলাভের জন্য সমাধি লাভ যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা হইয়াছে। আর সমাধি লাভ করিতে হইলে যম নিয়মাদি সাধনও করিতে হইবে। সুতরাং কিরূপে যম নিয়মাদি সাধন করিয়া সমাধি লাভ করা যায়, সমাধির স্বরূপ কি এবং সমাধির দ্বারা কিরূপে কৈবল্য (মোক্ষ) লাভ করা যায়, এই সমস্তই জানা প্রয়োজন। অতএব এই সমস্ত বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

॥ আহারশুদ্ধি ॥

আহার শুদ্ধি ব্রহ্ম বিদ্যা উপাসনার বিশেষ সহায়কারী। কারণ তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না বলিয়া উপাসকের চিত্তশুদ্ধির জন্য আহার শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছা. ৭।২৬।২)। ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদ ২৯ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রেও তাহার নিম্বার্কভাষ্যেও এই কথাই বলিয়াছেন।

আহার্য্য বস্তুর সহিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্তের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ঐ গুলি আহার্য্য বস্তুর দ্বারাই গঠিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽনিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি, যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্। অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি।"

(ছা. ৬।৫।১-৪)

—(পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন) অন্নভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। সেই ভুক্ত অন্নের যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা বিষ্ঠা হয়, যাহা মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস হয়, আর যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ তাহা মনঃ হয়। সেইরূপ জলও পীত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়, যাহা মধ্যম অংশ তাহা রক্ত, আর যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা প্রাণ রূপে পরিণত হয়। সেইরূপ ভুক্ত তেজও (তৈলঘৃতাদি) তিন প্রকারে বিভক্ত হয় ; তন্মধ্যে যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয়, যাহা মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা, আর যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাক্ হয়।

কিছু আহার না করিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিলে দেখা যাইবে, দেহের ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তির এবং মনের স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়াছে, মন বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন, যথাঃ—

"ষোড়শকলঃ সৌম্য পুরুষঃ ; পঞ্চদশাহানি মাশীঃ ; কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইতি, ঋচঃ সৌম্য যজুংষি সামানীতি, স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি।"

"তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেৎ, এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাৎ তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান অথমে জিজ্ঞাস্যমীতি। স হাশাথ হৈনমুপসসাদ, তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং হ প্রতিপেদে। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ। তেন ততোঽপি বহু দহেৎ। এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ, সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী ; তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ

প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি। তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি। (ছাঃ ৬।৭।১-৬)।

—হে সোম্য। এই পুরুষ ষোড়শ কলাবিশিষ্ট। তুমি পনের দিন ভোজন করিও না, ইচ্ছানুসারে জল পান করিবে, কারণ প্রাণ আপো (জল) ময় বলিয়া জল পান না করিলে তোমার প্রাণ বিচ্ছেদ-প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রাণ বহির্গত হইবে। পিতার এই কথা শুনিয়া শ্বেতকেতু পনের দিন ভোজন করিলেন না, তৎপর তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে পিতঃ! কি বলিব? পিতা বলিলেন—হে সৌম্য! ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ বল। শ্বেতকেতু বলিলেন—পিতঃ! ঋগ্‌বেদাদি আমার প্রতিভাত হইতেছে না অর্থাৎ তৎসমস্ত আমার স্মৃতিপথে আসিতেছে না। তখন পিতা বলিলেন—হে সোম্য! যেমন প্রজ্জ্বলিত প্রভূত পরিমাণ অগ্নির খদ্যোত পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে তাহার দ্বারা তদধিক কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ তোমারও সেই ষোড়শকলার একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট থাকায় তাহার দ্বারা তুমি বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না। এক্ষণে তুমি ভোজন কর, ভোজনের পর আমার কথা তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে।

তখন শ্বেতকেতু ভোজন করিলেন এবং তৎপর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পিতা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বুঝিলেন অর্থাৎ তখন তাঁহার ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের পাঠ ও অর্থ সমস্তই স্মৃতিপথে উদিত হইল।

তখন পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য! কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত মহৎপরিমিত অগ্নির অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত একটি মাত্র অঙ্গারকে যেমন তৃণরাশির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা যায় এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বস্তুও যেমন দগ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তোমারও অন্নময় ষোড়শ কলার মধ্যে একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই

ভুক্ত অন্ন দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তুমি তাহার সাহায্যেই এক্ষণে বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ, হে সোম্য! এইজন্যই বলিয়াছি যে মন অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাক্ তেজোময়। তখন শ্বেতকেতু পিতার কথা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন।

অতএব শ্রুতি প্রমাণ দ্বায়া জানা গেল যে অন্নের দ্বারাই দেহ ইন্দ্রিয় ও মনঃ গঠিত হয়। সুতরাং যেরূপ অন্ন গ্রহণ করা যাইবে, শরীর মন ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপই গঠিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং সাধকের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। শ্রুতি বলিয়াছেন "আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ।" তবে প্রাণ-সংশয়স্থলে আহারের উক্তপ্রকার নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে তাহাতে দোষ হইবে না, ইহাও শ্রুতি এবং স্মৃতিও উপদেশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ১ম অঃ ১০ম খণ্ডে চান্দ্রায়ণোপাখ্যানে শ্রুতি বলিয়াছেন—দুর্ভিক্ষের সময় চান্দ্রায়ণ ঋষি মিথিলা দেশে গমন করিয়া অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া হস্তিপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দুইদিবস প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, তৎপর মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করিলে যথাযোগ্য আহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণসঙ্কটকালে আহার্য্য নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার অনুমতি শ্রুতি দিয়াছেন। স্মৃতিতেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

—জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি (ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারবিহীন হইয়া) যেখানে সেখানে অন্ন ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন জল সংযোগেও পদ্মপত্র তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

অতএব শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" (ছা. ৫।২।১) (প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য নহে) তাহা সর্ব্বকালের জন্য নহে, প্রাণ-সংশয়স্থলের জন্যই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অন্যসময়ে যদৃচ্ছাক্রমে অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক শ্রুতিও আছে যথা—"তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" (অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না) ইত্যাদি। (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৮-৩১ সূত্র ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অতএব প্রাণ সঙ্কটস্থল ভিন্ন অন্য সময় ব্রহ্মবিদ্যার উপাসকের আহারশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন—ইহাই শ্রুতি স্মৃতি উপদেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রের সহিত অবিরোধে যুক্তির দ্বারা বিচার করিলেও সাধকের পক্ষে যে আহারশুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন তাহা নিশ্চিতরূপে বোধগম্য হইবে। সুতরাং এক্ষণে এই বিষয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রাবলম্বনে সংক্ষেপে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনন নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে আলোচনা কালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মাতৃগর্ভস্থ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত এবং তৎপর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আহার্য্য বস্তুর দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কিরূপে গঠিত ও পুষ্ট হয়। আহার্য্য যেরূপ হয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিও তদ্রূপই গঠিত হয়। কোনও কোনও বস্তু আহার করিলে কাম ক্রোধাদি বর্দ্ধিত হয়, কোনও বিশেষ বস্তু আহার করিলে কামক্রোধাদির নিবৃত্তি হয়। উত্তেজক রাজসিক বস্তু আহার করিলে মন উত্তেজনা পূর্ণ হয়, আবার স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক বস্তু আহার করিলে মন বুদ্ধি শান্ত হয়। কোন কোন বস্তু পান করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়; কোনও কোনও বস্তু পান করিলে মস্তিষ্কের সেই বিকৃতি দূর হয়; কোন কোন বস্তু আহার করিলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, আবার কোনও কোনও বস্তুর আহারে মৃত্যু হয়।

মদ্য পান করিলে দেহ ইন্দ্রিয় বিকল হইবে, মনও বিকার গ্রস্ত হইবে। কোনও বিশেষ রোগ হইলে বিশেষ বিশেষ ঔষধ সেবন করিয়া নিয়মিত পথ্য গ্রহণ করিলে রোগ দূর হয়, বিষপান করিলে মৃত্যু হয়, বিশেষ ঔষধ সেবন দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষাও পায়। এইরূপ আহার্য্য বস্তুর দোষগুণ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে। আহার্য্য বস্তুর মধ্যে কোনটি সত্ত্ব, কোনটি রজঃ, কোনটি বা তমোগুণাক্রান্ত। যে আহার্য্য বস্তু যে গুণাক্রান্ত তাহা আহার করিলে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সেই গুণাক্রান্ত হইবে। আর্য্য ঋষিগণ আহার্য্য বস্তুর তথ্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তাহাদের গুণ বিচার করিয়া কোন্‌টি কোন্ প্রকৃতির লোকের উপযোগী, কোন্‌টি উপযোগী নহে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই তথ্য শাস্ত্রে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তৎসমস্ত অবগত হইয়া সাধক রাজসিক ও তামসিক আহার্য্যবস্তু বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক আহার্য্যবস্তু গ্রহণ করিবেন।

সাত্ত্বিক বস্তু আহার করিলে চিত্ত সাত্ত্বিক হয়। চিত্ত সাত্ত্বিক হইলে তাহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। এই চিত্তশুদ্ধি হইলে সেই চিত্তের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।* ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে কামনা বাসনাদি সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং দেহান্তে মোক্ষ লাভ হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২)। সুতরাং বিচারপূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহার্য্যবস্তু গ্রহণ করাই সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

যে সকল খাদ্য বহুসময় পূর্ব্বে পক্ক, অতএব শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত খাদ্য এবং নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যষিত (বাসি),

---

* এখানে যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ধ্রুবাস্মৃত্যাত্মক জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। ইহা স্মৃত্যাত্মক, এইজন্য বলা হইল যে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সুতরাং চিদানন্দ স্বরূপ, কিন্তু বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই ব্রহ্মস্বরূপের বিস্মৃতি বিদূরিত হইয়া ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করেন। তাহাকেই এইস্থলে ব্রহ্মজ্ঞান বলা হইয়াছে।

উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য (অভক্ষ্য) খাদ্যসমূহ তামসিক, আর তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, অত্যন্ত গরম, ঝাল, রূক্ষ, প্রদাহকারী (সর্ষপাদি) এবং দুঃখ-শোক ও রোগোৎপাদক আহার্য্যবস্তু সকল রাজসিক। (গীতা ১৭।৯-১০)। অতএব ব্রহ্মোপাসক সত্ত্বগুণবৃদ্ধির জন্য ঐ তামসিক ও রাজসিক খাদ্যসমূহ বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক আহার করিবেন। আয়ুঃ, উৎসাহ, শক্তি,আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধনকারী, রসাল, স্নিগ্ধ, দেহের সারাংশ উৎপাদক ও হৃদ্য (মনোজ্ঞ) খাদ্যসমূহ সাত্ত্বিক। (গীতা ১৭।৮)। সাত্ত্বিক আহার্য্যবস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভগবৎ প্রসাদ। ভগবৎ প্রসাদ নির্গুণ। সেইজন্য ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলে অতি শীঘ্র চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। এজন্য ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু গ্রহণ (ভোজন) করেন না। শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পানের ফলও অসাধারণ। বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ ও পাদোদক পানের ফলবর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্রে বলিয়াছেন—যাহারা ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাঁহারা এরূপ পবিত্র হয়েন যে, তাঁহাদের স্পর্শে তীর্থসমূহও পবিত্র হয়। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক নিত্য পান করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ গরুড় হইতে পলায়নপর সর্পের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যথা :—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নং চ নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ।
পূতানি সর্ব্বতীর্থানি তেষাঞ্চ স্পর্শনাদহো॥
বিষ্ণোঃ পাদোকং পুণ্যং নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ।
তৎ পাপানি পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥

ব্র. বৈঃ পু. প্রকৃতিখণ্ড ১০অঃ ৪৯-৫০

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ (গীতা ৩।১৩)
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। (গীতা ৪।৩১)

—যজ্ঞাবশিষ্ঠ অন্ন যাঁহারা ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন, পরন্তু যাঁহারা নিজের জন্যই পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। (৩।১৩)

বিষ্ণুপূজারূপ য জ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎপ্রসাদ অমৃতস্বরূপ, যজ্ঞকারী তাহা ভোজন করিলে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৪।৩১)

সকলের স্পৃষ্ট অন্নও ভোজন করিতে নাই; কারণ যাহার মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার স্পৃষ্ট অন্নে তাহা সংক্রামিত হয়। দুষ্ট রোগ-গ্রস্ত বা কলুষিতচিত্ত ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে রোগ সংক্রামিত হয় বা চিত্ত কলুষিত হয়; তাহাতে উপাসনায় বিঘ্ন হয়। এইজন্য উপাসকের পক্ষে স্বপাক অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া ভোজন করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা সম্ভব না হইলে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক দ্বারা পক্ব অন্ন ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ বলিতে শুনা যায় যে, আহার্য্যবস্তুর এইরূপ দোষগুণ বিচার এবং অপরের স্পর্শদোষ বিচার নিরর্থক। স্পর্শদোষ বিচার করিলে অপরকে ঘৃণা করা হয়। দোষগুণ বা স্পর্শদোষ বিচার না করিয়া আহার করিলে পরস্পর প্রীতি ও প্রেম বর্দ্ধিত হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। সবই যখন ব্রহ্ম তখন সবই বিশুদ্ধ এবং কাহারও স্পর্শে কিছু দোষ হইতে পারে না ইত্যাদি। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এইরূপ বলেন। তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহা প্রদর্শনের জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সবই ব্রহ্ম হইলেও প্রত্যেক বস্তুর শক্তি ভিন্ন। অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যাইবে। জলে হাত দিলে হাত শীতল হইবে, বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে; আবার, পরমায়ু বর্দ্ধক বস্তু আহার করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি পাইবে। কোনও বস্তু ভোজনে রোগ হইবে এবং কোনও বস্তু ভোজনে রোগের নিবৃত্তি হইবে। ইহা সর্ব্বত্রই

দেখা যাইতেছে, অতএব বস্তু সকলের শক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বস্তু সমূহের শক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তখন কোন্ বস্তু ভোজন করিলে কি ফল হইবে তাহা বিচার করিয়া ভোজন করাই উচিত। যে বস্তু ভোজন করিলে রজোগুণ, তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া চাঞ্চল্য বা আলস্য বৃদ্ধি করে, সাধকের পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যে বস্তু সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক—জ্ঞান ও ভগবানে ভক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যেরও শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গুলি প্রভৃতি দিয়া ঐ শক্তি সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব যেরূপ শক্তি সম্পন্ন লোক আহার্য্যবস্তু প্রস্তুত করিবে বা স্পর্শ করিবে তাহার শক্তিও তাহাতে সংক্রামিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কোনও কামুক ব্যক্তির পাক করা অন্ন কিছুকাল খাইলে, এমন কি তাহার সহিত কিছুকাল বাক্যালাপ করিলেও দেখা যাইবে যে, ঐ ব্যক্তিটিরও কামভাব আসিয়াছে। কোনও সাত্ত্বিক বা ভগবদ্ভক্তের পক্কান্ন (ভগবৎ প্রসাদ) আহার করিলে বা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলে দেখা যাইবে যে তাহারও সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। বসন্তাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিলে তাহারও বসন্তাদি রোগ হইয়া থাকে। স্পর্শ ত দূরের কথা, সেই রোগী ব্যক্তির নিকটে যাইলেও সেই রোগ সংক্রামিত হইয়া যায়। আর স্পর্শ কেন, দৃষ্টি নিক্ষেপের দ্বারাও শক্তি সঞ্চারিত হয়। যেমন আহার কালে আহার্য্যবস্তুতে কাহারও দৃষ্টি পড়িলে আহারকারী ব্যক্তির পেটে ভীষণ বেদনা বা দাস্ত, বমি প্রভৃতি হয়, এইরূপ দেখা যায়। এইরূপ হইলে "নজর লাগিয়াছে' বলা হয়। এইজন্য সাধকের পক্ষে নির্জ্জনে আহার বিধেয়। স্ত্রী পুরুষের দিকে, পুরুষ স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পরস্পর পরস্পরের যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাও ত সর্ব্বদাই দেখা যায়। শুধু তাহাই

নহে, স্ত্রীদেহ পুরুষদেহের নিকটবর্ত্তী হইলেও পরস্পরের অজ্ঞাতসারে উভয়েই উভয়কে আকর্ষণ করে। এই সমস্ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সুতরাং একের শক্তি যে অপরে সঞ্চারিত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে জানিয়া নিজ অনুকূল শক্তি গ্রহণ ও প্রতিকূল শক্তি বর্জ্জন করিতে হয়। এই কারণে আহারের দোষগুণ বিচার নিরর্থক নহে, এবং স্পর্শদোষ বিচারেও ঘৃণা করা হয় না। বসন্তাদি কঠিন সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন বা জিনিষপত্র অপরে গ্রহণ করে না, এমন কি নিজের পিতামাতাও তাহা গ্রহণ করেন না; কিন্তু তাহার দ্বারা কি সেই রোগীকে ঘৃণা করা হয়?—আদৌ নহে। আর, একত্রে আহার করিলে বা নির্ব্বিচারে অপরের পাক করা বা স্পৃষ্ট অন্নাদি ভক্ষণ করিলেই যদি সকলের প্রতি প্রেম প্রীতি স্থাপিত হইত তাহা হইলে যাঁহারা নির্ব্বিচারে সকলের স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে জগতে এত ভেদ হিংসাদি আদৌ থাকিত না। সুতরাং নির্ব্বিচারে অপরের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভক্ষণ করিলেই সকলের সহিত প্রেম-প্রীতি ভাব স্থাপিত হইবে, একথা ভ্রান্তি পূর্ণ। অতএব আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

॥ নিষিদ্ধ আহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ॥

বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ আহার্য্যবস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতএব সেই সেই আহার্য্যবস্তু ভক্ষণ করিবেন না। যে যে তিথিতে যে যে আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। —ব্রহ্ম বৈ পুঃ প্রঃ খ ২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। পঞ্জিকাতেও তাহা লিখিত হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া যে যে তিথিতে যাহা বর্জ্জনীয় সেই তিথিতে তাহা বর্জ্জন করিবেন। কার্ত্তিক মাসে বার্ত্তাকু মাঘ মাসে মূলক ও হরিশয়নে কলম্বী ভক্ষণ করিতে নাই।

তাম্রপাত্রে দুগ্ধ, লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ, এবং উচ্ছিষ্ট ঘৃত পান করিবেন না, কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রস্থ মধু ও যাবতীয় ইক্ষুজাত বস্তু ভক্ষণ করিবেন না। বামহস্তে জলপাত্র উত্তোলন পূর্ব্বক জল পান করিতে নাই।

একাদশীতে, জন্মাষ্টমীতে, রামনবমীতে ও শিবরাত্রিতে ব্রত উপবাস অবশ্য করিবেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য মতে একাদশী ব্রত উপবাস বিধি "অর্দ্ধরাত্রবেধবাদ" নামক গ্রন্থে আমি বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছি।

আহার শুদ্ধি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

॥ সাধকের আহার বিহারাদি পরিমিত হওয়া চাই ॥

সাধকের আহার শুদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি আহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ এই সমস্ত পরিমিত হওয়া অবশ্যক। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গীতা ৬।১৬-১৭)

—হে অর্জ্জুন। অত্যধিক (অপরিমিত) ভোজনকারী ব্যক্তির অথবা একান্ত অনাহারী ব্যক্তির যোগ হয় না, অতিশয় নিদ্রাশীল অথবা অধিক জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না। যে ব্যক্তির আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত (নিয়মাধীন) তাহারই যোগ দুঃখনাশক হয়।

—মন্ত্রজপ—

॥ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভে মন্ত্রজপ একটি প্রধান সাধন ॥

শ্রীগুরু দীক্ষার সময় যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাঁহার উপদেশমত সেই মন্ত্রের জপ তাহার অর্থ ভাবনার সহিত নিত্যনিয়মিত রূপে করিতে হইবে। মনন ও নিদিধ্যাসন করার সময়ও সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ভাবনার সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইষ্টমন্ত্র জপ বিনা মনন নিদিধ্যাসন ঠিকমত হয় না, ফাঁকা হইয়া যায়। মন্ত্র জপের দ্বারা মন্ত্র প্রতিপাদ্য ইষ্টের স্বরূপ উপাসকের নিকট প্রকাশিত হয়। বৈদিক শব্দ (মন্ত্র) ও তাহাদের অর্থ, এই উভয়ের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে। ইহা ১।৩।২৮ প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে ও তাহাদের

নিম্বার্ক ভাষ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব মন্ত্রের উপযুক্তরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও স্মরণ এবং মন্ত্রার্থের ধ্যান দ্বারা মন্ত্র প্রতিপাদ্য স্বরূপ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। এইজন্য মন্ত্রজপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভের একটি প্রধান সাধন।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন সেই ঘৃতকে একেবারে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লয়েন, সেইরূপ সাধকও মন্ত্রজপের দ্বারা নিজকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (বা ইষ্টদেবতায়) আহুতি দিবেন, তিনি (উপাস্যদেব) সেই সাধককে আত্মসাৎ করিয়া লয়েন।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন যে মন্ত্র জপ; তাহা উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীগুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া কিরূপে ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

“ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্দধীত।
আয়ম্য তদ্‌ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ (মুণ্ডক ২।২।৩)

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব তাঁহার সাধনকালের দিনলিপিতে এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন—(জীবনী ১ম সংস্করণ ২৬২ পৃষ্ঠা)

—গোপনে স্থিত মন্ত্ররূপ ধনুলাভ করিয়া উপাসনা দ্বারা সুশাণিত নির্ম্মল জীবচৈতন্যরূপ শরকে সন্ধান করিয়া ভগবদ্ভাবগত চিত্তরূপ বলবান্ হস্তের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে ভেদ কর। তৎপর লিখিয়াছেন, (ঐ ২৬৩ পৃঃ)—তৎ (ব্রহ্ম) ভাবগত (প্রাপ্ত)—এই ভেদবুদ্ধিযুক্ত অথবা স্বতন্ত্রভাবযুক্ত চিত্তের দ্বারা হইবে না, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (তৎ) ভাব প্রাপ্ত অথবা স্বাতন্ত্র্যরহিত তদধীনতা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা মন্ত্রকে আকর্ষণ করিতে হইবে, তবে শর লক্ষ্যের দিকে চলিবে। ধনু নোয়াইতে (নমিত

করিতে) না পারিলে শর চলিবে কাহার বলে এবং লক্ষ্যই বা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? কেবল ধনুকে শর লাগানো যায়, কিন্তু তাহাতে শর চলে না, ধনু নোয়াইয়া শর চালাইতে হয়। তদ্ভাবগত চিত্ত ভিন্ন কিন্তু অপরে নোয়াইতে পারে না।

প্রণবরূপ মন্ত্রই যে ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং অপ্রমত্ত (একাগ্র) চিত্তে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ (ভেদ) করিতে হইবে, তাহাতে শরের ন্যায় লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মে তন্ময় (লীন) হইতে পারিবে, তাহা শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ (মুণ্ডক ২।২।৪)

তৎপর শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥
(মুণ্ডক ২।২।৫)

—যাঁহাতে দ্যুলোক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সমস্ত প্রাণের (করণ বর্গের) সহিত ওত (সর্ব্বথা প্রতিষ্ঠিত)- রহিয়াছে কেবল সেই আত্মাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইনিই অমৃতের (মোক্ষের) সেতু অর্থাৎ সংসার সাগর উত্তরণ সেতুস্বরূপ।

ঐ দিনলিপিতে এই শ্লোকের স্থলে শ্রীগুরুদেব লিখিয়াছেন—অন্য কথা নাই "অন্য কোন লক্ষ্য নাই, সেই একই লক্ষ্য, একই কার্য্য, ইহাই একমাত্র সেতু। এই চঞ্চলচিত্ত লইয়া তবে কিরূপে ইহা হওয়া সম্ভব ?—"তদ্ভাবগতেন চেতসা আয়ম্য" নতুবা সেই ধনুকে নোয়ানই যায় না, তাহাতে শর কিরূপে যোজনা করিবে ?" (জীবনী ১ম সংস্করণ ২৬৩ পৃষ্ঠা)

এই শ্রুতি বাক্যগুলির দ্বারাও জানা গেল যে, ভগবদ্ভাবগত চিত্ত হইয়া মন্ত্রজপের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। শ্রীগুরুদেব ঐ দিনলিপিতে ইহাও লিখিয়াছেন—"গর্ভিনী স্ত্রী যেমন অতি যত্নের

সহিত সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাবে গর্ভধারণ করে, তদ্রূপ অতিযত্নে আদর পূর্ব্বক বীজমন্ত্রকে হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে নিয়ত ধারণ করিবে, কখনও যেন ভুলিয়া না যাও, অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। বীজমন্ত্রই পরব্রহ্মের প্রতিনিধি স্বরূপ, বীজমন্ত্র সেতুস্বরূপ, পরব্রহ্মের সহিত যোগ করিয়া দেয় এইরূপ ধ্যান করিবে। (ঐ ২৬৪ পৃঃ)

পাতঞ্জল দর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" (সমাধিপাদ ২৭ সূত্র)—প্রণব ঈশ্বরের বাচক এবং ঈশ্বর প্রণবের বাচ্য। এই সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে বলিয়াছেন—বাচকের (শব্দের) সহিত বাচ্যের (অর্থের) সম্বন্ধ নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের সহিত প্রণবের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে প্রণবরূপ সঙ্কেত তাহারই অভিব্যক্তি করে। যেমন পিতা ও পুত্রের মধ্যে অবস্থিত সম্বন্ধ, "এই ব্যক্তি ইহার পিতা, এই ব্যক্তি ইহার পুত্র" এইরূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ স্বতঃই বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ। ব্যবহৃত শব্দের বাচ্যবাচক শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তদ্রূপ সঙ্কেতসকলই সর্গান্তরেও করা হইয়া থাকে। শব্দ নিয়তই তদর্থজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।"

এইস্থলের মন্তব্যে শ্রীগুরুদেব লিখিয়াছেন—"প্রত্যেক শব্দের যে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি আছে তাহা এইক্ষণে পাশ্চাত্যদেশবাসী পণ্ডিতগণেরও জ্ঞানগম্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে; রাগরাগিণী সকল মূর্ত্তিমান্ বলিয়া তাঁহারা এক্ষণে প্রমাণ পাইয়াছেন; সুতরাং যে শব্দের বা শব্দশ্রেণীর যে মূর্ত্তি স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়, তাহার সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি কোনও ভাষার শব্দসকল এইরূপ গঠিত হয় যে, সেই সকল শব্দের পূর্ব্বোক্ত রূপ স্বাভাবিক যে মূর্ত্তি আছে সেই মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শব্দের বাচ্য হয়, তবে সেই ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা সেই সিদ্ধভাষা। এই নিমিত্ত

ইহাকে দেব ভাষা বলে। ইহার ধাতুসকলের দ্বারা ব্যঞ্জিত অর্থ ও ধাতুসকল উচ্চারিত হইলে যে সকল সূক্ষ্ম মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারা পরস্পর সমতা বিশিষ্ট। অতএব ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেনঃ—"শব্দ সঙ্কেত হইলেও অর্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিত্য"।

পরবর্ত্তী সূত্র হইল—"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" (সমাধিপাদ ২৮ সূত্র) —"যে যোগিগণ ঈশ্বর ও প্রণবের এই বাচ্য বাচক সম্বন্ধ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রণবের জপ ও তদ্বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনা (ধ্যান) রূপ সাধন অবলম্বন করিবেন। প্রণবের জপ ও তাহার অর্থ ভাবনাকারী যোগীর চিত্ত একাগ্র হয়। অতএব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায় যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।" 'স্বাধ্যায়' (প্রণবাদির জপ ও বেদাধ্যয়ন) হইতে যোগ প্রবর্ত্তিত হয়; যোগ অনুষ্ঠান করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের চিন্তা করিবে; স্বাধ্যায় ও যোগ অবলম্বন করিলে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন। (ব্যাসভাষ্য)

প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ভাবনার দ্বারা কি ফল লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" (সমাধিপাদ ২৯ সূত্র)—"ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় আছে, তৎসমস্ত ঈশ্বর প্রণিধান হইতে দূর হয় এবং তাহা হইতে সাধকের স্বীয় স্বরূপেরও জ্ঞান হয়—ঈশ্বর যেমন শুদ্ধ, প্রসন্ন এবং সর্ব্ববিধ আবরণ রহিত পুরুষ, তদ্রূপ বুদ্ধির সংবেদী জীব যে স্বরূপতঃ শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব তাহাও তিনি জ্ঞাত হয়েন (ব্যাসভাষ্য)।

প্রণবের জপ ও তদর্থভাবনার দ্বারা যে অন্তরায়সমূহ দূর হয় তাহারা কতগুলি এবং কি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ" (সমাধিপাদ ৩০ সূত্র)

—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন,

অলব্ধ ভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই নয়টি চিত্তবিক্ষেপকারী বলিয়া যোগের অন্তরায়। চিত্তের বিক্ষেপকারী এই নয়টি অন্তরায় চিত্তের বৃত্তির সহিত উৎপন্ন হয়। ইহাদের অভাব হইলে চিত্তের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিসকলও উৎপন্ন হয় না। চিত্তের বৃত্তি সকল প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চপ্রকার। ইহারা আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকার। যাহারা ক্লেশোৎপাদিকা কর্ম্মাশয়ের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) উৎপত্তির ক্ষেত্রস্বরূপ, তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বলে। রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিসকলই ক্লেশদায়ক—অতএব ক্লিষ্ট। যাহাদের বিবেকজ্ঞানই বিষয়, অতএব যাহারা গুণাধিকারের বিরোধী অর্থাৎ গুণ সকলের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখ ভাবের অবরোধক তাহারাই অক্লিষ্ট। (সমাধিপাদ ৫।৬ সূত্র ও ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শরীরস্থ বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা, আহার্য্যবস্তুর পরিণাম ও ইন্দ্রিয়সকল—ইহাদের স্বভাবিক অবস্থার ন্যূনাধিক্যকে ব্যাধি বলে। চিত্তের অকর্ম্মন্যতাকে (কর্ম্মশক্তির অভাবকে) স্ত্যান বলে, ইহা এইরূপ কি এইরূপ নয়, এই উভয়পক্ষ নিষ্ট জ্ঞানকে সংশয় বলে। সমাধি সাধনের অভাবকে বা তাহার প্রতি ঔদাসীন্যকে প্রমাদ বলে; দেহের ও চিত্তের গুরুত্ব হেতু যে প্রযত্নাভাব, তাহাকে আলস্য বলে, চিত্তের বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তিকে অবিরতি বলে; এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞানকে ভ্রান্তি দর্শন বলে, সমাধি ভূমির অলাভকে(অপ্রাপ্তিকে) অলব্ধ ভূমিকত্ব বলে এবং সমাধি ভূমি লাভ করিলে ও তাহাতে চিত্তের স্থিতিলাভ না করাকে অনবস্থিতত্ব বলে। ব্যাধি প্রভৃতি নয়টি চিত্তের বিক্ষেপক, যোগের মল স্বরূপ, যোগের প্রতিপক্ষ ও অন্তরায়। প্রণবজপ ও তাহার অর্থ ভাবনার (ঈশ্বর প্রণিধ্যানের) দ্বারা ঐ গুলি দূর হয় এবং জীবাত্ম স্বরূপেরও জ্ঞান উপজাত হয়। (২৯ ও ৩০ সূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা পাতঞ্জল দর্শনে ইহাই উক্ত হইল যে, অর্থভাবনার সহিত মন্ত্র জপ পরমাত্ম দর্শনের ও মোক্ষলাভের জন্য একান্ত আবশ্যকীয় সাধন।

॥ মন্ত্রজপ যে ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভের একটি প্রধান সাধন তাহার অন্যান্য প্রমাণ ॥

সনকাদি চতুঃসন্, দেবর্ষি নারদ ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য যে তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা "দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী—পূর্ব্বভাগ গ্রন্থের ৩-৪ পৃষ্ঠায় প্রমাণ দ্বারা লিখিত হইয়াছে। গোপাল তাপনীয় উপনিষদে এই অষ্টাদশাক্ষরী গোপাল মন্ত্র উপদেশ করিয়া তাহার জপের ফল সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাহা হইতে একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—"ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপন্তি গোবিন্দস্য পঞ্চপদম্ মনুম্। তেষামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মাৎ মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ ॥ (পূর্ব্বভাগ ২।১২)—যে সকল সাধক পঞ্চপদাত্মক গোবিন্দ মন্ত্রকে প্রণবপুটিত করিয়া অর্থাৎ আদিতে ও অন্তে প্রণব যোগ করিয়া জপ করেন, গোবিন্দ সেই সাধককে স্বীয় রূপ দর্শন করান। অতএব মুমুক্ষু নিত্য শান্তির (মোক্ষের) নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ঐ পঞ্চপাদী মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রজপও মন্ত্রার্থ ভাবনা মোক্ষের জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় সাধন বলিয়া "মন্ত্ররহস্য ষোড়শী" ও প্রপন্ন কল্পবল্লী নামক গ্রন্থদ্বয় লিখিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ং অষ্টাদশাক্ষরী ঐ মন্ত্র ও মুকুন্দ শরণাগতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদপ্রদত্ত মন্ত্র জপ দ্বারা রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি মুনি হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। দেবর্ষি নারদ প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক ধ্রুব ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে অক্ষয় ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।" "দেবর্ষি নারদ—পূর্ব্বভাগ গ্রন্থেও এই সব বিষয় ও সম্পূর্ণ ধ্রুব চরিত্র বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং ভগবদগীতায় বলিয়াছেন—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" (১০।২৫)—যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। বিভিন্ন পুরাণ ও

তন্ত্রসমূহেও মন্ত্রজপ সম্বন্ধে বিশেষরূপে উপদেশ আছে; সে সমস্ত লিখিয়া আর গ্রন্থ বিস্তার করিলাম না। ফল কথা এই যে, সকলেই তাহাদের স্ব স্ব গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত মোক্ষপ্রাপক বৈদিক বা তান্ত্রিক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়াই মোক্ষলাভ করিতে পারেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

॥ অনাশ্রমীও মন্ত্রজপ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ॥

ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আশ্রমী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম মধ্যে কোন আশ্রমে অবস্থিত, তাঁহারা তো ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী বটেনই তাহা ছাড়া যাঁহারা সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করেন নাই, সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা পত্নী বিয়োগের পর সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই অথচ পুনরায় বিবাহও করেন নাই, এমন আশ্রম বহির্ভূত (অনাশ্রমী) রূপে অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যেমন —রৈক্ক, সংবর্ত্ত ইত্যাদি অনাশ্রমী হইলেও ইহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। (ব্র.সূ. ৩।৪।৩৬ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। রৈক্ক যে অনাশ্রমী অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪র্থ অঃ ১।২ খণ্ড পাঠে জানা যায়। অঙ্গিরা পুত্র সংবর্ত্ত অনাশ্রমী হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে। সংবর্ত্তের কথা মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৮ শ্লোক হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতিও বলিয়াছেন—

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
(মনুসংহিতা ২।৮৭ ও বিষ্ণুসংহিতা ৫৫।২১)

—জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিবেন, অপর কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন তাহাতেই তাঁহাকে মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা যায়। অর্থাৎ যজ্ঞে পশু বা জীব হিংসা থাকায় সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র বা প্রিয় হওয়া যায় না; কিন্তু জপ পরায়ণ সাধক হিংসাশূন্য বলিয়া তিনি সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র ও প্রিয় হইয়া ব্রহ্মলাভের যোগ্য হয়েন। এতদ্দ্বারা অনাশ্রমীরও জপের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। জপের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাদের বিদ্যারও উদয় হয় এবং বিদ্যাফল মোক্ষও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। যেমন রৈক্ক, সংবর্ত্ত প্রভৃতি অনাশ্রমী হইলেও জ্ঞানী হইয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও মহাভারতাদিতে উল্লেখ আছে।

কিন্তু অন্তরালবর্ত্তী (কোনও আশ্রম গ্রহণ না করিয়া) থাকা অপেক্ষা আশ্রমবর্ত্তিত্ব (আশ্রম গ্রহণ করা) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্ম সূত্র ৩।৪।৩৭-৩৯ এবং নিম্বার্ক ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

স্ত্রী, শূদ্রাদির বেদে অধিকার না থাকায় তাহাদের পক্ষে বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাহাদের পক্ষেও স্ব স্ব গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রজপই একমাত্র সাধন। অবশ্য পুরাণাদি পাঠ দ্বারা তাঁহারাও ব্রহ্মস্বরূপের অনুশীলন করিতে পারেন।

॥ জ্ঞানযোগ ॥

॥ জ্ঞানযোগও মোক্ষের একটি সাধন ॥

এই জ্ঞানযোগের সাধন সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণও জ্ঞানযোগেরই সাধন করিয়া থাকেন। এস্থলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে—অনাত্ম জগৎ-ভোগ্য বিষয়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্‌রূপে পুরুষ (জীবাত্মা) স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা তাহাকেই জ্ঞানযোগ বলে। ইহাই সাংখ্যদর্শনে উপদিষ্ট জ্ঞানযোগ। অদ্বৈত বেদান্তীরাও জ্ঞানযোগ অবলম্বনেই সাধন করেন। কিন্তু সাংখ্যমার্গীদের ন্যায় পুরুষ বহুত্ব স্বীকার না করিয়া তাঁহারা পুরুষকে (জীবকে) পূর্ণব্রহ্মই বলেন এবং জগৎ, ভোগ্য বিষয়; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই সমস্ত হইতে অতীত কেবলমাত্র নির্গুণ নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের ধ্যান করেন। তাঁহাদের এই উপাসনাকেও জ্ঞানযোগ বলে। সকল প্রকার বিষয় ভোগের অনিত্যতা দর্শন করিয়া এবং সংসারকে দুঃখময় দেখিয়া তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে বিচার স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও অন্তরে উপস্থিত হয়, এইরূপ বৈরাগ্য ও বিচারযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই উপযোগী। তাঁহার বুদ্ধি ঐ জ্ঞানযোগেরই অনুকূল। এই ভোগায়তন দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, কি নিমিত্ত আমার সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, কিরূপে আমি এই দুঃখ হইতে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ করিতে পারিব, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি?—এইরূপ বিচার স্বভাবতঃই তাঁহার অন্তরে উদিত হয়। অতএব ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যযুক্ত না হইলে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হওয়া যায় না। জ্ঞানযোগীর বুদ্ধি স্বভাবতঃই ব্যতিরেকী। অনাত্ম জগৎ ও দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ দেখাই তাঁহাদের প্রকৃতি। এই জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা তাঁহারা অবশেষে অনাত্ম সমস্ত বস্তু হইতে দ্রষ্টৃস্বরূপ পুরুষকে (আত্মাকে)

জ্ঞাত হয়েন, তখন সর্ব্বাশ্রয়রূপীব্রহ্ম তাঁহার নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, তখন তাঁহার নিকট জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্বও প্রকাশিত হয়, সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়ের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তৎপর দেহান্তে তিনি মোক্ষলাভ করেন। সাংখ্যদর্শনোক্ত এই জ্ঞানযোগের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইবে।

॥ জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তিযোগের পার্থক্য ॥

যাঁহারা ভক্তিযোগের অধিকারী, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বভাবতঃই অন্বয়ী। তাঁহারা এই জীব জগতের বিচিত্রতার মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ধারণা করিয়া সমস্ত জীব ও জগৎ একই নিয়ন্তার অধীন এবং এই সমগ্র বিশ্ব একই ঈশ্বরের লীলামাত্র এবং একই ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া অবধারণ করিতে অভ্যাস করেন। চরাচর সমগ্র বিশ্ব একই ঈশ্বরের লীলাভাবনা রূপ উপাসনার দ্বারা তাঁহাদেরধারণাশক্তি তদ্বিষয়ে এইরূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় যে, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অহংরূপ পার্থক্যবুদ্ধি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থা লাভ করিলে তাঁহারা পরম প্রেমরূপা পরাভক্তি লাভ করেন; এই পরাভক্তির ফলে তাঁহারা পরমাত্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন এবং অবশেষে পরব্রহ্মে লীন হয়েন এবং ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানযোগীরা নির্গুণ পুরুষস্বরূপ অবগত হইয়া যে মুক্তি লাভ করেন, সেই মুক্তি তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বতঃই প্রাপ্ত হয়েন। এই ভক্তিযোগের আলোচনাও পরে বিস্তৃতরূপে করা হইবে।

এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে পার্থক্য প্রদর্শন করিলেও বস্তুতঃ যথার্থ জ্ঞানী ও যথার্থ ভক্তের লক্ষণের দিকে দৃষ্টি করিলে পার্থক্য দেখা যাইবে না। কারণ যথার্থ জ্ঞানী ও যথার্থ ভগবদ্ ভক্তের লক্ষণ একই প্রকার হয়। উভয়েই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক

সম্পন্ন বৈরাগ্যবান্; সর্ব্বভূতে প্রেমযুক্ত, অদ্বেষ্টা সমদর্শী ও শ্রীভগবানে পরম ভক্তিযুক্ত হয়েন। যথার্থ জ্ঞানীর ও যথার্থ ভক্তের লক্ষণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যেরূপ বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া যায়। অতএব তাহা এখানে বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত করা হইল।

॥ শ্রীভগবদুক্ত জ্ঞানীর লক্ষণ ॥

শ্রীভগবান্ গীতায় জ্ঞানীর জ্ঞানের স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছেন :—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

(গীতা ১৩।৭-১১)

—অমানিত্ব, দম্ভরাহিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা (গুরু সেবা), শৌচ (শারীরিক ও মানসিক সদাচার) স্থিরতা, আত্মনিগ্রহ, (ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী বৃত্তিসকলের সংযম) ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য; অহঙ্কার শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি ও দুঃখ এই সকল দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে আসক্তিশূন্যতা, তাহাদের সুখদুঃখে অভিভূত না হওয়া,

ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের সমভাব, এবং আমার (শ্রীভগবানের) প্রতি অনন্যযোগের দ্বারা অব্যভিচারিণী (অচলা) ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাস, জনসমাজে অনুরাগবিহীন, আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষলাভ তদ্বিষক আলোচনা, এই সমস্তই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়; ইহা হইতে যাহা অন্যপ্রকার তাহাই অজ্ঞান অর্থাৎ ঐ সবগুলির অভাব থাকাই অজ্ঞানের লক্ষণ। ১৩।৭-১১

বস্তুতঃ যাহার ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞান হইয়াছে; তাঁহার মধ্যে ঐ সমস্ত অবশ্যই থাকিবে, তাঁহার মানাপমানবোধ বিলুপ্ত হইবে, দম্ভশূন্যতা প্রভৃতি গুণগুলি অবশ্যই থাকিবে, বিষয়ীদের সংসর্গ ভাল লাগিবে না, ভোগ্যবিষয়ের প্রতি অনাদর হইবে, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি থাকিবেনা এবং যাঁহার ভগবন্মাহাত্ম্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া অবশ্যই অনন্যভক্তিমান্ হইবেন। যাঁহার মধ্যে এই সমস্ত নাই, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার অন্তরে বাস্তবিক জ্ঞানের উদয় হয় নাই, তিনি বাহিরের কথামাত্র শিক্ষা করিয়াছেন, জ্ঞান অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় নাই।

এখানে ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন "অমানিত্ব" প্রভৃতির সহিত ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, পুত্রদারগৃহাদিতে আসক্তিশূন্যতা, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে সমতা, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষলাভ তদ্বিষয়ক আলোচনা এবং শ্রীভগবানের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকিলেই তাহাকে জ্ঞান বলে, আর এই সকল না থাকিলে তাহা জ্ঞান নহে, অজ্ঞান মাত্র। অতএব এইরূপ জ্ঞানই জ্ঞানীর লক্ষণ, সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী।

॥ শ্রীভগবদুক্ত ভক্তের লক্ষণ ॥

ভক্তের লক্ষণ ও বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সম সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥

(গীতা ১২।১৩-২০)

—যিনি সকল প্রাণীর প্রতিই দ্বেষরহিত, সকলের প্রতিই যাঁহার মিত্রতা ও করুণা, যিনি মমতাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন, দুঃখ ও সুখে ও সমবুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগী অর্থাৎ আমাতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত, সংযতচিত্ত, সংশয়রহিত হইয়া দৃঢ়রূপে নিশ্চয়বুদ্ধিতে স্থিত এবং আমাতেই মন ও চিত্তকে অর্পণ করিয়াছেন, এমন যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৩,১৪

যাঁহা হইতে কোন ব্যক্তি উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি কোন ব্যক্তি হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যাঁহার কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষ, অপ্রাপ্তিতে অমর্ষ (দুঃখ, ক্লেশ বোধ) হয় না, যিনি ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১৫ ॥

যাঁহার কোন বিষয়ের অপেক্ষা নাই সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহা-শূন্য, শৌচসম্পন্ন, সর্ব্বকর্ম্মে পটু, পক্ষপাতশূন্য, ব্যথাহীন। (ক্লেশরহিত—সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত), সর্ব্বপ্রকার সকামকর্ম্ম পরিত্যাগী ও আমার প্রতি ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়। ১৬ ॥

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় সমাগমে দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্তুর বিনাশে শোক করেন না, কোন বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, শুভ ও অশুভ উভয়কে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার প্রতি ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়। ১৭ ॥

যিনি শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, সমস্ত বস্তুতে আসক্তি রহিত, নিন্দা ও স্তুতি উভয়কে সমভাবে গ্রহণ করেন, মৌনী (বাক্‌সংযমী), যথালাভেই সন্তুষ্ট, নিজের বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানশূন্য, স্থিরমতি এবং ভক্তিমান্, এইরূপ মনুষ্য আমার প্রিয়। ১৮, ১৯ ॥

কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাকেই আশ্রয় করতঃ ধর্ম্মপ্রদ-অমৃতস্বরূপ এই ভক্তিযোগের যথাকথিতভাবে অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তগণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। ২০ ॥

উপরে উদ্ধৃত ভগবদুক্ত জ্ঞানী ও ভক্তের লক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে জ্ঞানী ও ভক্তের লক্ষণ একই প্রকার।

॥ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগে পার্থক্য নাই ॥

শ্রীভগবান্ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগাত্মক সাধন ভক্তিযোগ এই দুই প্রকার যোগের কথা বলিয়া উভয়ের মধ্যে যে ভেদ নাই, উভয়ই মোক্ষপ্রাপক তাহা বলিয়া কর্ম্মযোগাত্মক সাধনভক্তিকে কর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞান যোগ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং কর্ম্মযোগহীন কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে দুঃখপ্রদ বলিয়া কর্ম্মে আসক্তিও কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যথাঃ—

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥
গীতা ৩।৩

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ „ ৬।১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ „ ৬।২
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ „ ৫।২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ „ ৫।৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ „ ৫।৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ „ ৫।৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ „ ৫।৬

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। গীতা ১৮।২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ „ ১৮।৩
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ „ ১৮।৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম॥ „ ১৮।৬

—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! ইহলোকে সাংখ্য মার্গিগণের জ্ঞানযোগে এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগে নিষ্ঠার (স্থিতির) বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। ৩।৩॥ যে ব্যক্তি কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়া (ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া) কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও যোগী উভয়ই। অগ্নিসাধ্য হবনাদি কর্ম্মবিহীন অথবা শাস্ত্রবিহীন অপর কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি সন্ন্যাসীও নহে যোগীও নহে। ৬।১॥ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষ প্রাপক; পরন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ৫।২॥ বালকের ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিগণই সাংখ্য ও যোগকে ভিন্ন বলে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ভিন্ন বলেন না; একটিতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। ৫।৪॥ হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা কেবলমাত্র সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তিরই (যোগেরই) হেতু হয়, কর্ম্মযোগী মুনি (মননশীল পুরুষ) অচিরে (অতি শীঘ্র) ব্রহ্মকে লাভ করে। ৫।৬॥ পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মসকলের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানে। জ্ঞানী পুরুষগণ সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন। ১৮।২॥ কোন কোন মনীষী পুরুষ কর্ম্মকে দোষের ন্যায় ত্যাজ্য এইরূপ বলিয়া থাকেন, অপর কেহ কেহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, এইরূপও বলেন। ১৮।৩॥ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্মত্যাজ্য নহে,

অবশ্য কর্ত্তব্য, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারী। ১৮।৫ ॥ কিন্তু হে পার্থ! আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহাই উত্তম বলিয়া আমার নিশ্চিত মত। ১৮।৬ ॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই উভয়ই মোক্ষপ্রাপক বলিয়া ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া উভয়কে ভিন্ন না বলিলেও উভয় সাধনের দিকে লক্ষ্য করিলে উভয় সাধনে ভেদ আছে। কারণ জ্ঞানযোগের সাধনে অধিকতর ক্লেশভোগ হয়, ভক্তিযোগের সাধনে তদ্রূপ ক্লেশ ভোগ হয় না, অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করা যায়। এই বিষয় পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে।

এক্ষণে প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের উপদেশ ও সাংখ্যদর্শনের উপদেশে পার্থক্যের কারণ কি তাহাই দেখা যাক, তৎপর সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

॥ ব্রহ্মসূত্রের উপদেশ হইতে সাংখ্যদর্শনের উপদেশের পার্থক্যের কারণ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্ম জীব ও জগৎ বর্ণনা কালে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যগাত্মা জীবচৈতন্য এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অস্তিত্বশীল দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই; সুতরাং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময়। অতএব বর্জ্জনীয় কিম্বা গ্রহণীয় বলিয়া—হেয় উপাদেয় বলিয়া যে আমাদের বোধ, তাহা অপূর্ণজ্ঞান—অজ্ঞান-মূলক। পরন্তু যিনি দৃশ্যমান সংসার অতিশয় দুঃখময় বলিয়া বোধ করিয়াছেন, সুতরাং সংসারের প্রতি যাঁহার অতিশয় বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সংসারকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া শ্রদ্ধা করা সম্ভব-পর নহে। তিনি মোক্ষলাভার্থ সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, যদি গুরুদেব তাঁহাকে উপদেশ করেন যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সমস্ত জগৎকেই তুমি ব্রহ্মময় দর্শন কর, তবে সেই উপদেশ শিষ্যের পক্ষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করা সুকঠিন। তাঁহার পক্ষে সংসার দুঃখময় অব্রহ্ম। সুতরাং বিচক্ষণ আচার্য্য শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার একদেশমাত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, যথা—প্রত্যগাত্মা জীব ব্রহ্মস্বরূপ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহার সংসর্গেই জীবের দুঃখভোগ হইয়া থাকে; ইহাতে জীবের যে আত্মবুদ্ধি আছে, তাহাই জীবের সংসারবন্ধন। এই অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা; সুতরাং অবিদ্যাই জীবের ক্লেশহেতু ও ক্লেশস্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ আত্মস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ, মুক্তস্বভাব; অবিদ্যাহেতুই জীবের ক্লেশ, সুতরাং এই অবিদ্যা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—হেয়। অতএব বিষয় সকলকে অনাত্মা জানিয়া তৎপ্রতি তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে আপনাকে নিত্যশুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অবগত হইয়া অহর্নিশ আপনার সেই নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া তাহাতে সমাধিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহারই নাম বিবেক। অতএব তীব্র বিষয়বৈরাগ্য ও বিবেক এই

দুই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিই সংসার ক্লেশের হেতু; সুতরাং এই অনাত্ম বস্তুর স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার রূপভেদ সম্যক্ অবগত হওয়া প্রয়োজন; কারণ স্থূল-দেহেতে আত্মবুদ্ধিবিরহিত হইলেও তদ্দ্বারা মোক্ষসাধন হয় না। দৃশ্য বহির্জগতের—অনাত্মার বহুবিধ সূক্ষ্ম অবয়ব আছে; তাহাতেও আত্মবুদ্ধি বিবর্জ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থূলদেহের সহিত অতি সূক্ষ্ম অপর একটি দেহ সংযোজিত আছে; জীব মৃত্যুকালে সেই দেহ অবলম্বন করিয়া পরলোকগত হয়; স্থূলদেহের দ্বারা কৃত কর্ম্মসকলের সংস্কার সেই সূক্ষ্মদেহে নিবিষ্ট হয়; এই সকল সংস্কারবিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ পরলোকগত হইলে, সেই সংস্কারানুগামী হইয়া প্রথমে তাহার স্বর্গনরকাদি ভোগ উপজাত হয়; যদি তাহার স্বর্গ অথবা নরক-ভোগোপযোগী সংস্কার না থাকে এবং কেবল পার্থিবভোগোপযোগী সংস্কারই তাহার সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার স্বর্গনরকাদির ভোগ হয় না। অতি মহৎসুকৃতি অথবা অতিতীব্র দুষ্কৃতি থাকিলে স্বর্গনরকাদির ভোগ হয়, সেইভোগ অতীত হইলে পার্থিবভোগোপ-যোগী সংস্কার সকল প্রবল হইয়া সেই পুরুষকে পুনরায় পৃথিবীতলে আবর্ত্তিত করে এবং সেই সংস্কারের উপযোগী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ইত্যাদি কোনপ্রকার স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জীব পুণ্যপাপ ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে থাকে। এইরূপে জীবের দুঃখময় সংসারগতি পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। অতএব সেই সূক্ষ্মশরীরেরও স্বরূপ অবগত হইয়া তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা তৎপ্রতি আত্মবুদ্ধিবিবর্জ্জিত না হইলে, সংসারবন্ধন ঘুচিবে না এবং মোক্ষ উপজাত হইবে না। এবঞ্চ এই সূক্ষ্মতম দেহেরও জীবরূপে অবস্থিত “কারণদেহ” নামক দৃশ্য সংসারে এক অতি সূক্ষতম অবস্থা আছে, তাহারও স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহাতেও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, তৎসহ সঙ্গবিবর্জ্জিত হইলেই, জীব স্বীয় নিষ্কলঙ্ক আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ দেহসঙ্গজনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহার সঙ্গ জীবের

দুঃখের মূল, সেই দৃশ্য জগতের অবয়ব চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অবয়ব পঞ্চবিধ, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। ইহাদিগের বিমিশ্রণেই জীবের এই স্থূলদেহ গঠিত। পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্) মনঃ, অস্মিতা অথবা অহংবৃত্তি এবং বুদ্ধি—এই অষ্টাদশবিধ সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা জীবের সূক্ষ্মদেহ গঠিত। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম তেইশটি অবয়ববিশিষ্ট দেহসকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নামক তিনটি সর্ব্বদা পরস্পরের সহচর পদার্থের বিভিন্নরূপ বিমিশ্রণের দ্বারা প্রকাশিত। এই তিনটি পদার্থের নিরবয়ব অপ্রকট সাম্যাবস্থাই জীবের তৃতীয় কারণদেহ; ইহারই নাম "প্রকৃতি" অথবা "প্রধান"। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, যাহা জীবের সম্বন্ধে "হেয়", তাহা এই চতুর্ব্বিংশতি অবস্থাত্মক। "হেয়" জগতের এই চতুর্ব্বিংশতি অবস্থাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলে এবং এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সহিত সঙ্গযুক্ত পুরুষকেই জীব বলে। জীব এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সহিত সঙ্গবিমুক্ত হইলে তিনি স্বীয় স্বরূপ অবগত হইয়া পরমাত্মা পরমপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইহাই মোক্ষের স্বরূপ। পরন্তু একবার শুনিবামাত্র এই উপদেশের সম্যক্ ধারণা হয় না। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহের সম্যক্ স্বরূপ অবগত হইলে, জীব তৎসঙ্গবির্জ্জিত হইতে পারেন। অতএব তন্নিমিত্ত সাধনের প্রয়োজন। সদ্গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ক্রমশঃ তাহা সাধন করিবে। সমস্ত জগৎ প্রকৃতিরই বিকারজাত; ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, সুখদুঃখ, কিছুই আত্মার স্বরূপস্থ নহে, সকলই ত্রিগুণাত্মক; অতএব তৎসমস্তের প্রতি সমবুদ্ধ ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া চিত্তকে প্রথমে শান্ত করিতে অভ্যাস করিবে; নির্জ্জনপ্রদেশে আসন স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে তদুপরি অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবে; এই অভ্যাস দ্বারা শরীর ক্রমশঃ নিশ্চল হইবে; ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকে অথবা অন্য সূক্ষ্মপদার্থে মনঃসংযম করিবে, শ্বাস

প্রশ্বাস ক্রিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, অতএব স্তম্ভনবৃত্তি-দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া তাহা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে ধ্যেয় স্থূল অথবা সূক্ষ্মপদার্থে মনঃসংযম করিয়া তাহা দীর্ঘ কাল ধ্যান করিবে; এই ধ্যান গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইলে সমাধি উপজাত হয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর সহিত অভিন্নরূপে চিত্ত মিলিত হয়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনের ভেদ থাকে না, কেবল ধ্যাতব্য বস্তুর আকাররূপেই চিত্ত প্রতিভাসিত হয়; ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি উপজাত হইলে ধ্যেয় বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হয়। এইরূপে নিরন্তর সাধন অবলম্বন করিয়া সমাধি দ্বারা চতুর্ব্বিংশতি "হেয়" বস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়া, তৎসহ সঙ্গ হইতে সম্যক্ আপনাকে মুক্ত করিবে। ইহাই সাংখ্য বিদ্যা।

সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যের পক্ষে শ্রীভগবান্ কপিল এবং অপর সাংখ্যাচার্য্যগণ এই বিদ্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অচেতন গুণবর্গ কিরূপে এই বিচিত্র সংসাররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শিষ্যের কুতূহল নিবারণার্থ মহর্ষি সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে, চুম্বক এবং লৌহ যেমন পরস্পর হইতে বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, চুম্বকসান্নিধ্যে লৌহ চুম্বকধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়, পরন্তু তজ্জন্য চুম্বকের কোন-প্রকার স্বরূপের হানি হয় না; কিন্তু লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ দৃশ্য গুণবর্গ অচেতন হইলেও আত্মার সান্নিধ্যহেতু চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্টিরচনা বিষয়ে সামর্থ্য লাভ করে। আত্মা নিত্য অবিকারীও চৈতন্যস্বরূপ; গুণসকলই বিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতএব পঙ্গু ও অন্ধ যেমন মিলিত হইয়া উভয়ে গমন করিতে সক্ষম হয়,—চক্ষুষ্মান্ পঙ্গু ব্যক্তি চরণ-বিশিষ্ট অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শন করে, চরণবিশিষ্ট তাহাকে স্কন্ধে করিয়া তাহার নিয়োগানুসারে সঞ্চরণ করে; সুতরাং পরস্পরের সাহায্যে উভয়ই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সক্ষম হয়; তদ্রূপ অচেতন কিন্তু বিকারযোগ্য

গুণসকল নিত্য অবিকারী আত্মার সহিত একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া জগৎ রচনা করে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাংখ্যাচার্য্য আত্মানাত্মবিচারসম্পন্ন শিষ্যের জগৎরচনাবিষয়ক কুতূহলও নিবারণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। সাংখ্যযোগেরই অপর নাম জ্ঞানযোগ। বাস্তবিক এই আত্মানাত্ম-বিচার ও তীব্র বিষয় বৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের সার।

সাংখ্য প্রবচন সূত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের ৫৯ সূত্রে আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং আত্মার সম্পূর্ণ নির্গুণ স্বভাব ১ম অধ্যায়ের ১৫সূত্র এবং অপরাপর সূত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবল কর্ম্মের দ্বারা যে মুক্তি লাভ হয় না, তাহা ১ম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে। ১ম অধ্যারের ৫৫ সূত্রও অপরাপর সূত্রে অবিবেকই বন্ধের কারণ এবং ঐ অধ্যায়ের ৫৬।৫৭ সূত্র ও অপরাপর সূত্রে সম্যক্ বিবেকই মোক্ষ হেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

এই সাংখ্য বিদ্যা ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত ব্রহ্মবিদ্যার একাংশমাত্র। সাংখ্য-কার যে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন, তাহা কেবল শিষ্যের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতিনিবন্ধন। বাস্তবিক দৃশ্য জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অচেতনস্বভাব সত্তাদি গুণত্রয়, যাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যকার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে এবং হইতে পারে না। যদি অচেতন গুণত্রয় আত্মা হইতে পৃথক বস্তুই হয়, তবে চুম্বক লৌহ, পঙ্গু অন্ধ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃতি হইতে জগৎরচনা কোন প্রকারে যুক্তি সিদ্ধ হয় না। আত্মা নির্গুণ, সর্ব্বপ্রকার গুণাতীত, অসঙ্গ, কোন প্রকার শক্তির স্ফুরণ তাঁহাতে নাই, তিনি চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং চুম্বকের সহিত তাঁহার তুলনা কি প্রকারে হইতে পারে? চুম্বক ও লৌহ উভয়ের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। চুম্বক আকর্ষণধর্ম্ম-বিশিষ্ট, ঐ আকর্ষণশক্তির প্রেরণা দ্বারা লৌহের সহিত চুম্বক সম্বন্ধ-যুক্ত হয় এবং সম্বন্ধযুক্ত হইলে চুম্বকের শক্তি লৌহে কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু আত্মা কখনও গুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন না, তিনি

সর্ব্বদা গুণসম্বন্ধাতীত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবর্জ্জিত; সুতরাং তিনি কিপ্রকারে গুণের প্রতি শক্তিসঞ্চালন করিবেন? তাঁহাকে শক্তিশালী বলিলেই ধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা গুণবিশিষ্ট বলা হইল, এবং গুণের উপর কার্য্য করেন বলিলেও তাঁহাকে সশক্তিক এবং গুণসংযুক্ত বলা হইল, তিনি গুণ-সঙ্গাতীত নির্গুণ হইলেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশানুসারে গুণ ও আত্মার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবহিততা নাই, উভয়ই সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। অপরদিকে গুণাত্মিকাপ্রকৃতিও স্বরূপতঃ অচেতন হওয়ায়, তিনি চেতন হইতে পারেন না, কারণ সচেতন হইলে তাঁহার স্বরূপ আর থাকিতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতি যে পুরুষার্থসাধিকা বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ অচেতন পদার্থ কৌশল অবলম্বন করিয়া অপরের ভোগ্যার্থে বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে অসমর্থ।

এই আপত্তির খণ্ডনার্থই সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি, পুরুষ-প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষার্থসাধন করিতে সমর্থা হয়েন। কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মা যখন রূপাদি সর্ব্ববিধ গুণবর্জ্জিত, তখন আত্মার "প্রতিবিম্ব" কথা নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং আত্মা যখন সাংখ্যমতে সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার "প্রতিবিম্ব" কোথায় যাইবে? স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্যত্র যাইবার অবকাশ না থাকে, যদি স্বরূপের দ্বারাই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, তবে প্রকৃতিতে পতিত "প্রতিবিম্ব" পদের অর্থ কি হইতে পারে? প্রকৃতিও সর্ব্বব্যাপী, আত্মাও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সাংখ্যের উপদেশ, অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই; সুতরাং আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব প্রকৃতিতে আসিয়া "পতিত" হইবার কোন স্থলই হইতে পারে না। অতএব সম্যক্ জগত্তত্ত্বদর্শী সাংখ্যকার ইহাই সম্যক্ ব্রহ্মমীমাংসা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধগম্য করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ সংসারে তীব্র বিদ্বেষবুদ্ধিযুক্ত শিষ্যের কল্যাণার্থ তাহার পক্ষে উপযোগী বলিয়াই বিবেচক আচার্য্য এইরূপ একদেশদর্শী

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব যে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার মাতাকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বিভিন্নপ্রকারের এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে সাংখ্যবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ ব্রহ্মবিদ্যা ; অতএব শিষ্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যপ্রবচন সূত্রে উপদেশের প্রভেদ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাংখ্যপ্রবচন সূত্রে যে জীবকে বিভু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদনার্থ উপযোগী হইলেও ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ সত্য নহে। জীব স্বরূপতঃ বিভু হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের আবরক কিছু হইতে পারে না ; যিনি নিত্য ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানের আবরণ কোন বস্তু জন্মাইতে পারে না ; জ্ঞানের কোন প্রকার আবরণ হইলেই সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হইল ; সর্ব্বজ্ঞত্ব যাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাতে বিদ্যা অবিদ্যা প্রভৃতি কোনপ্রকার প্রভেদ হইতে পারে না। অতএব জীব বিভু নহেন, ব্রহ্মের অংশমাত্র, তাঁহা হইতে অভিন্ন ; পরন্তু ব্রহ্ম তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আছেন। মুক্ত-জীবও ব্রহ্মের অধীন। পুনরায় পুরুষবহুত্ব সাংখ্যের সম্মত (সাংপ্রবঃ সূত্র ১।১৪৯-৬।৪৫ ও সাংকাঃ ১৮ দ্রষ্টব্য) কিন্তু সকল পুরুষই যদি বিভু হয়েন, তবে অন্ততঃ মুক্তাবস্থায় সকলেরই সেই বিভুত্ব প্রকাশিত হওয়া উচিত ; কিন্তু মুক্তাবস্থায়ও জীবের কালক্রম আছে, সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞত্ব নাই, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত ; এবঞ্চ জীব মুক্তাবস্থায়ও বিভুস্বভাব হইলে সৃষ্টির সর্ব্ববিধ ব্যাতিক্রম ঘটন সম্ভব ; কারণ তাঁহাদের পরস্পরের নিয়ামক কেহ নাই ; অধিকন্তু সর্ব্ববিধ সৃষ্টিস্থিতি-লয়সামর্থ্য কোন মুক্তপুরুষের কখনও হইয়াছিল বলিয়া সাংখ্যকারও বলেন না এবং তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাতে নানা-প্রকার দোষ পরিলক্ষিত হয় এবং বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু শিষ্যের অধিকার অনুসারে তাঁহাকে আংশিক ব্রহ্মবিদ্যা সাংখ্যশাস্ত্র দ্বারা শ্রীভগবান্ কপিলদেব উপদেশ করিয়াছেন। এই যথার্থতত্ত্ব অবগত হইলে আর ইহাতে কোন দোষ লক্ষিত হইবে না।

পরন্তু ভগবদ্ভক্তই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী; ভগবদ্ভক্তও স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তিবিহীন; কিন্তু সংসারে তাঁহার অত্যন্ত দ্বেষবুদ্ধি নাই; তিনি সাংসারিক সুখলাভেও অতিশয় উৎফুল্ল হয়েন না এবং সাংসারিক দুঃখযাতনায় পতিত হইয়াও তাহাতে অতিশয় ক্লিষ্ট হয়েন না; সুখদুঃখাদিভোগের প্রতি স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ হওয়াতে তিনি সংসারকে অতিশয় দুঃখময় ও পরিহার্য্য বলিয়াও মনে করেন না এবং সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি লাভের জন্য অতিশয় লালায়িতও নহেন। এবংবিধ শান্তপ্রকৃতিক মার্জ্জিতবুদ্ধি গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল বিদ্বান্ শিষ্যই সর্ব্বাঙ্গের সহিত ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। এবংবিধ শিষ্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বেদান্তশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মসকল উদ্ঘাটন করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। এই পূর্ণব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে শিষ্যের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্ত অপরাপর আংশিক বিদ্যার ভ্রম প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, তত্তৎ বিদ্যার উপদেষ্টা অপর ঋষিসকলের সম্বন্ধে বাস্তবিক তাঁহার কোন অশ্রদ্ধা অথবা মতভেদ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যান্য পুরাণাদিতে তিনি স্বয়ং সাংখ্যদর্শনের উপদেশ সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য স্বয়ং প্রণয়ন করিয়া সর্ব্ববিধ বিরোধের আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন।*

এক্ষণে ক্রমশঃ সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনোক্ত মোক্ষের সাধন জ্ঞানযোগ যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

---

* অস্মদ্গুরুদেব কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত পাতঞ্জলদর্শনের উপসংহার হইতে গৃহীত।

॥ সাংখ্যদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষ ও মোক্ষের সাধন জ্ঞানযোগ ॥

সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ (১।১ সূত্র)—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ৬।৫ সূত্রেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। "উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ" (১।৫ সূত্র) – অপর সর্ব্ববিধপুরুষার্থ হইতে মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। অতএব মোক্ষানুসন্ধানই কর্ত্তব্য। "চিদবসানো ভোগঃ" ((১।১০৪ সূত্র)—আত্মার চিৎস্বরূপের জ্ঞান হইলেই ভোগ শেষ হয় ; তাহাই মোক্ষ। এই মোক্ষ বা মুক্তি এই জ্ঞান হইতে হয়। তাই সাংখ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে :—"জ্ঞানান্মুক্তিঃ" (৩।২৩ সূত্র) —তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ; "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" (৩।২৪ সূত্র)—তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইতে বন্ধ হয়। অবিবেকই বন্ধ (৬।১৬)। উপদেশ শ্রবণমাত্র মোক্ষসিদ্ধি হয় না, কারণ অনাদি-কালের ভোগবাসনা সকলের বল অতি অধিক, তাহা সহজে দূর হয় না। (২।৩ সূত্র) । অন্ধকার যেমন কেবল এক নির্দ্দিষ্ট কারণ আলোক হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অপর কোন বস্তু ইহার নাশক নহে। (৬।১৪ সূত্র)। যাহার বিষয়বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই মুক্তিলাভ হয়, অপরের নহে (২।২ সূত্র)।

যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় একত্র হইয়া কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়িক কর্ম্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই উভয়যোগে মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব। (৩।২৬ সূত্র)। সকাম কর্ম্ম তো মোক্ষজনক নয়ই, নিষ্কাম কর্ম্মও সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষজনক নয় (৩।২৭-২৮)। গুণাতীত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ ভাবনার উপচয় দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে সমস্ত জগৎ (গুণাত্মকা প্রকৃতির বিকার অতএব) অনাত্ম বলিয়া জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানই মুক্তিসাধনের

নিয়ত উপায় (৩।২৯)। বিষয়ানুরাগ সংসারবন্ধের কারণ, তাহা বিনষ্ট হইলে পরমাত্মধ্যান অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়—বিষয়ানুরাগই ধ্যানের বিঘ্ন উৎপাদন করে ; অতএব ধ্যানের প্রতিষ্ঠার জন্য তাহা বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন (৩।৩০ সূত্র)। এইজন্য সাংখ্যকার বলিয়াছেন—মনের বিষয়শূন্য অবস্থাই ধ্যান—ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ (৬।২৫ সূত্র)। প্রাণের রেচন ও স্তম্ভনের অভ্যাস দ্বারা ধারণা সিদ্ধ হয় (৩.৩৩ সূত্র), ধারণা, আসন ও স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্ম দ্বারা এবং উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বৃত্তি নিরোধ হয় (৩.৩২ ও ৩৬ এবং ৬ ২৯ সূত্র)। বৃত্তি নিরোধ হইলে ধ্যান সিদ্ধ হয় (৩।৩১ সূত্র)। ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ সমাধি লাভ হয় এবং বিবেকজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মোক্ষলাভ হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনও বিবেকোৎপত্তির কারণ (৬।১৫ সূত্র)। বিবেক দ্বারা নিঃশেষরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষ কৃতকৃত্য (মুক্ত) হন। অন্য কিছু দ্বারা কৃতকৃত্যতা লাভ করা যায় না (৩।৮৪)। এই বিবেক লাভ যে যমনিয়মাদি সাধন দ্বারা লাভ হয়, তাহা পাতঞ্জলদর্শনে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য পাতঞ্জলদর্শনকে সাংখ্যপরিশিষ্ট বলা হয়। পাতঞ্জলদর্শনের সাধনও পরেই সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি নয় এইরূপ "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা প্রকৃতিসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া ভাবনারূপ অভ্যাস দ্বারাই বিবেকসিদ্ধি হয় (৩.৭৫ সূত্র)।

॥ সাংখ্যমতে জীবন্মুক্তি ॥

অধিকারী বিভিন্ন প্রকার হওয়াতে সকলেরই সম্যক্ বিবেকসিদ্ধি হয় না। সমাধিসাধনের দ্বারা পশ্চাদ্দিকের গতি (বিষয়োন্মুখতা) বাধিত হইলেও বিবেকের তীব্রতা হ্রাস হইয়া পুরুষ মধ্য (মৃদু) বিবেকী হইলে পুনরায় বিষয় সকল অনুবৃত্ত হইয়া তাঁহার ভোগ সাধন করে, অর্থাৎ তাঁহার পতন হয়। কিন্তু যাঁহার বিবেক তীব্র তিনি জীবিত থাকিয়াই মুক্ত হন। শাস্ত্রে দেখা যায় যে, কাহাকেও মুক্তি বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে, কেহ তাহাকে সেই মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন, এই উপদেশ্য-উপদেষ্টৃ বর্ণনার দ্বারাই জীবিত কালেই মুক্তি থাকা সিদ্ধ হয়।

জীবিত কালেই কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ হয়। যদি কেহ জীবিত কালে মুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গুরু যেমন অন্ধ, শিষ্যপরম্পরাও তদ্রূপ অন্ধই থাকিবেন। কারণ গুরুর অনায়ত্তবিষয়ে তাঁহার উপদেশ অভ্রান্ত হইতে পারে না এবং ভ্রান্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যও সিদ্ধমনোরথ বা অভ্রান্ত হইতে পারেন না। কুম্ভকার দণ্ডসংযোগে চক্রকে ভ্রমণ করাইয়া চক্র হইতে দণ্ডকে সরাইয়া লইলেও কুম্ভকারের চক্র যেমন চলনসংস্কার দ্বারা আপনা হইতেই ভ্রমিত হয়, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দেহাদিতে সূক্ষ্মসংস্কার থাকে, সেই সংস্কারশক্তি মূলেই তাঁহাদের দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যসকল সংসাধিত হয়। কিন্তু সেইসকল কর্ম্মে তিনি লিপ্ত হয়েন না। (৩।৭৬—৮৩ সূত্র)।

॥ সাংখ্যমতেও দেহান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি নাই, মোক্ষই পুরুষার্থ ॥

মুক্তপুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটে না ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তি নাই। যদি মুক্ত হইলেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হইত, তাহা হইলে মুক্তির পুরুষার্থত্বই থাকিত না। আর যদি মুক্তির পরও পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ কিছু থাকে না। মুক্তি আত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, স্বরূপ বোধের অন্তরায়সমূহের বিনাশমাত্রকেই মুক্তি বলে। অন্তরায়ধ্বংসমাত্রেরই মোক্ষত্বসিদ্ধি হইলেও মোক্ষের পুরুষার্থত্বের বাধা হয় না। সেই অন্তরায়ধ্বংসই পুরুষার্থ (৬.১৭—২১ সূত্র)।

ভাগবতেও দেখা যায় ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ ব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥
যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যা-দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥
(ভাগঃ ৩।২৭।২৭-৩০)

—বহুজন্মের পর সুদীর্ঘকাল পরে জীব যখন এই প্রকারে অধ্যাত্মবিদ্যায় রত হইয়া ও মননশীল হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রবৈরাগ্যযুক্ত ও আমার ভক্ত হয় তখন আমার প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ও প্রশান্ত চিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়া এই জন্মেই শীঘ্র কৈবল্যনামক স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্তি ও মদ্ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। লিঙ্গশরীরের নাশ

হইলে যোগী মদ্ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষলাভ করিয়া এই সংসারে প্রত্যাগমন করে না। সিদ্ধ যোগীর চিত্ত যখন কেবলমাত্র যোগলব্ধ মায়াসমূহে অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসমূহে আসক্ত হয় না, তখন যাহাতে মৃত্যুর প্রভুত্ব নাই, সেই আত্যন্তিকী গতি (মোক্ষ) লাভ হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু পুরুষের জন্য সাংখ্য দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের উপদেশগুলি অতি উপাদেয় বলিয়া এক্ষণে সেই সূত্রগুলি ও তাহাদের অর্থ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ (৪।১ সূত্র)

তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে বিবেক লাভ হয়, রাজপুত্রের আখ্যায়িকা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। কোন রাজপুত্র শৈশবকালে পিতৃগৃহ হইতে নিঃসারিত হইয়া বনে নিক্ষিপ্ত হন এবং একব্যাধ তাঁহাকে লইয়া প্রতিপালন করে। সুতরাং তিনি আপনাকে ব্যাধপুত্র বলিয়াই জানিতেন। পরে রাজমন্ত্রী তাঁহার সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন এবং তাঁহার জন্ম হইতে সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, তিনি ব্যাধজাতীয় ব্যাধপুত্র নন— রাজকুমার। মন্ত্রীর নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইলে তাঁহার ব্যাধাভিমান দূর হয় এবং তিনি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া জ্ঞাত হইয়া শৌর্য্য অবলম্বন করেন। তদ্রূপ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে জীবের শরীরী বলিয়া অভিমান দূর হয় এবং আপনার মুক্ত স্বভাবের জ্ঞান হইতে পারে। অতএব তত্ত্বোপদেশ লাভার্থ সদ্‌গুরুর শরনাপন্ন হইবে।

"পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি" (৪।২ সূত্র)

গুরু শিষ্যকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অপরেরও বিবেক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। যেমন অর্জ্জুনের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত উপদেশ এক পিশাচ শ্রবন করিয়াছিল তদ্বারা তাহার বিবেকের উদয় হইয়াছিল। অতএব শাস্ত্রপাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (৪।৩ সূত্র)

শ্রুতিতে জানা যায় যে, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বারংবার উপদেশ লাভ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অতএব পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবে।

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ (৪।৪ সূত্র)

জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, ইহা পিতাপুত্রের দৃষ্টান্তে অবগত হইয়া দেহজাত ভোগের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইবে। পুত্র পিতা হইতে যেমন উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্রূপ পিতাও তাঁহার পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব পুত্রের স্মরণ রাখা উচিত যে, পিতার যেমন মৃত্যু হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে অনুরাগযুক্ত হওয়া উচিত নহে।

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্ (৪।৫ সূত্র)

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছাই যে দুঃখের এবং তাহা পরিত্যাগই যে সুখের হেতু, তাহা শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তে অবগত হইবে। শ্যেনপক্ষী মাংসলোভে বলপূর্ব্বক মাংসখণ্ড আহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তন্নিমিত্ত তাহার বধসাধনের অভিপ্রায়ে ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে সে মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া উদ্বেগরহিত এবং সুখী হইয়াছিল। অতএব ত্যাগেই সুখ, অর্জ্জন ও রক্ষণ চেষ্টাতেই দুঃখ উপজাত হয়।

অহিনির্ব্বয়িনীবৎ (৪।৬ সূত্র)

সর্প যেমন স্বীয় গাত্রস্থ জীর্ণ চর্ম্ম পরিহার করিয়া তেজস্বিতা লাভ করে, মুমুক্ষু ব্যক্তিও ভোগশক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিবেকপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন।

ছিন্নহস্তবদ্বা (৪।৭)

যেমন কোনও ব্যক্তির হস্তছিন্ন হইলে সে তাহা পুনরায় গ্রহণ করে না, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি একবার ভোগসকল অসারজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করেন না।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায়, ভরতবৎ (৪।৮ সূত্র)

যাহা বিবেকজ্ঞান উৎপাদনের সাধন নহে পরন্তু অন্তরায়, তাহা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও মুমুক্ষুপুরুষ কখনও তাহা অবলম্বন করিবেন না, করিলে তাহা বন্ধনেরই হেতু হয়। রাজর্ষি ভরতই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি দীন অনাথ হরিণশাবককে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে গিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং বিবেকজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাকে হরিণজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ, কুমারীশঙ্খবৎ (৪।৯ সূত্র)

একাকী নির্জ্জনে বাস করিবে, বহুজনসংসর্গে বাস করিবে না, কারণ তাহাতে রাগাদির উৎপত্তি হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। যেমন কুমারীর হাতে বহু শাঁখা থাকিলে কাজকর্ম্মের সময় শব্দ হয়, কিন্তু একটি থাকিলে শব্দ মোটেই হয় না, তদ্রূপ বহুলোক একত্র থাকিলে কলহ উপস্থিত হয়, একক থাকিলে তাহা হয় না।

দ্বাভ্যামপি তথৈব (৪।১০ সূত্র)

দুইজনের একত্র অবস্থিতিও তদ্রূপই সাধন বিঘ্নকর। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সাধনবিঘ্নকর বহুর সঙ্গ, এমনকি, দুইজনেও একত্রবাস পরিত্যাগ করিয়া একাকী নির্জ্জনে বাস করিয়া সাধন করিবেন। (এই বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৯।৫-১০ শ্লোকে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গীতারও ১৩।১০ শ্লোকে ও এই বিষয় বলা হইয়াছে)।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ (৪।১১ সূত্র)

পিঙ্গলানামক বেশ্যার দৃষ্টান্তে জানিবে যে, আশা পরিত্যাগী ব্যক্তিই যথার্থ সুখ লাভ করে। পিঙ্গলা প্রিয়জন সমাগম প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অতিকষ্টে নিশি যাপন করিয়া অবশেষে সেই আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে পরম শান্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব আশাই দুঃখের হেতু, তাহা পরিত্যাগ করিলেই যথার্থ সুখ লাভ করা যায়। (এই বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৮।২২-৪৭শ্লোকে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে)।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী, সর্পবৎ (৪।১২ সূত্র)

মুমুক্ষু ব্যক্তির গৃহাদিনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। যেমন সর্প নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করে না, আবশ্যকমত যে কোন গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে রক্ষা করে, সর্পের কখনও গর্ত্তাভাব হয় না, তদ্রূপ মুমুক্ষু পুরুষও আবশ্যক মত যে কোনগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আশ্রয় স্থানের অভাব তাঁহার হয় না, তাঁহার পক্ষে তদ্বিষয়ে প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। (এই বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৯।১৪-১৫ শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে)।

বহুশাস্ত্র গুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ (৪।১৩ সূত্র)

ভ্রমর যেমন বহুপুষ্পে পরিভ্রমণ করিয়া উহা হইতে সারভাগ মধু আহরণ করে, তদ্রূপ বহুশাস্ত্র ও গুরুর উপাসনা দ্বারা জ্ঞান আহরণ করিবে। ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্বপ্রকার জীব হইতেই জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, কাহাকেও উপেক্ষা করিবে না, সকলেরই গুণ দেখিবে ও গ্রহণ করিবে, কাহারও দোষ দেখিবে না ও গ্রহণ করিবে না। (শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৮।১০ শ্লোকেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে)

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ (৪।১৪)

—শরনির্ম্মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্ত থাকিতে অভ্যাস করিলে সমাধি হানি হয় না। শরনির্ম্মাতা যেমন নানাবিধ বাদ্য নৃত্য গীত সম্মুখে

উপস্থিত হইলেও স্বীয় শরনির্ম্মাণ কার্য্যে একাগ্রচিত্ত ছিল, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বীয় অভীষ্টাসাধন বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত থাকিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৯।১৩ শ্লোকেও ইহাই উক্ত হইয়াছে।)

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ (৪।১৫ সূত্র)

—যাহার পক্ষে যেরূপ নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কখনই লঙ্ঘন করিবে না, করিলে অবশ্য অনর্থ ঘটিবে এবং অভীষ্ট ফল লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। চিকিৎসকের ব্যাবস্থা অনুসারে কার্য্য না করিলে (অপথ্যসেবী হইলে) যেমন লৌকিক ঔষধসকল ফলপ্রদান করে না, ইহা ও তদ্রূপ জানিবে।

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ (৪।১৬ সূত্র)

—বিস্মৃতি হেতু বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে রাজা ও ভেকীর দৃষ্টান্তে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। রাজা মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক কামরূপা সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিয়া তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব তাহার নিকট করিলে "যে পর্য্যন্ত রাজা তাহাকে জল না দেখাইবেন, সেই পর্য্যন্ত সে তাঁহার ভার্য্যা থাকিবে, জল দেখাইবামাত্র সে চলিয়া যাইবে" এইরূপ রাজাকে নিয়মাবদ্ধ করিয়া সে তাঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিল। কিছুকাল পরে সেই রমণী রাজার সহিত ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া"জল কোথায় ?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা ঐ নিয়ম বিস্মৃত হইয়া তাহাকে জলপূর্ণ স্ফটিকময় জলাধার দেখান। সেই রমণীও তৎক্ষণাৎ ভেকীরূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশপূর্ব্বক অদৃশ্যা হয়, রাজা তন্নিমিত্ত অতিশয় কষ্টে নিপতিত হন। এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা আপন আশ্রম বিহিত নিয়মপালনে যত্নশীল হইবে, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। বিস্মৃতিপ্রযুক্তও বিহিতনিয়ম পালনে লঙ্ঘন করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না।

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ (৪।১৭ সূত্র)

—গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ কেবলমাত্র শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। পুনঃপুনঃ পরামর্শ (বহুচিন্তা ও বিচার) ভিন্ন উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয় না, বিরোচন তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব পুনঃ পুনঃ পরামর্শের দ্বারা গুরুবাক্যার্থ অবধারণ করিবে।

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য (৪।১৮ সূত্র)

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেখা যায় যে,—বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়ে একই গুরুর নিকট একই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ পরামর্শের দ্বারা গুরুবাক্যের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহুকালাৎ, তদ্বৎ (৪।১৯ সূত্র)

—দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গুরুপ্রণাম (গুরুতে আত্মসমর্পণ), ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুসাক্ষতে দৈন্যাবলম্বন করিয়া চলিলে ইন্দ্রের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ হয়।

ন কালনিয়মো বামদেববৎ (৪ ২০ সূত্র)

—তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন অবধারিত কাল নিয়ম নাই। কাহারও অল্পকালেও তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইতে পারে, কাহারও এই জন্মেই হয় না; বামদেবঋষি মাতৃগর্ভে থাকা কালেই গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্বদর্শী হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব (৪।২১ সূত্র)

—যেমন যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষলাভ করিতে পারেন না, যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে পরম্পরা সূত্রে মোক্ষ লাভ করেন, তদ্রূপ যাঁহারা ব্রহ্ম বুদ্ধিতে কোন মূর্ত্তির উপাসনা করিলে তাহার দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষ লাভ

করিতে পারেন না ; এইরূপ উপাসনার দ্বারা উপাস্যলোকপ্রাপ্তি হয়, তৎপর পরম্পরাক্রমে তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন।

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ (৪।২২ সূত্র)

অর্চ্চিরাদিমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকাদি উপাস্যলোক প্রাপ্ত হইলেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, নর ও যোষিৎ এই পঞ্চাগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ দ্বারা পুনর্জ্জন্মই লাভ হয়। এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ (৪।২৩ সূত্র)

—হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত জল হইতে ক্ষীরাংশই গ্রহণ করে, জলকে ত্যাগ করে; তদ্রূপ বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুপুরুষ প্রকৃত্যাদিমিশ্রিত আত্মা হইতে সারস্বরূপে আত্মাই গ্রহণ করেন এবং অসার প্রকৃত্যাদি পরিত্যাগ করেন।

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ (৪।২৪ সূত্র)

—যিনি তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুক্ত-পুরুষগণের সঙ্গলাভেও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। অতএব তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের সঙ্গলাভ করিয়া সতত হংসবৎ সারগ্রাহী হইতে যত্নশীল হইবে।

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ (৪.২৫ সূত্র)

—শুকপক্ষী বন্ধন ভয়ে যেমন সর্ব্বদা সাবধান থাকে, তেমনি বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলেও বিরক্ত পুরুষ সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন, কামচারী হইবেন না (শাস্ত্রোক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হইবেন না, সর্ব্বদা পতনের আশঙ্কা আছে জানিয়া নিয়মসেবী হইবেন)।

গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকবৎ (৪।২৬ সূত্র)

—শুকপক্ষীর গুণ (সুন্দর কণ্ঠধ্বনি) থাকায় লোকে তাহাকে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ সাধকের অলৌকিক গুণ থাকা প্রকাশিত হইলে তাঁহাকেও সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। অতএব কখনও অনিমাদি সিদ্ধি কামনা করিবে না, তাহা লাভ করিলেও গোপন করিবে কখনও প্রকাশ করিবে না। কারণ প্রকাশ করিলে পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে।

ন ভোগাদ্রাগশান্তিম্মুনিবৎ (৪।২৭ সূত্র)

—ভোগের দ্বারা বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। সৌভরি ঋষি তাহার দৃষ্টান্ত। সৌভরি ঋষি জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যায় মনঃ-সমাধান করিয়াছিলেন; মৈথুনাসক্ত মৎস্যসকল তাঁহার গাত্রোপরি বাসস্থান করিয়াছিল। তাহাদের স্পর্শে তাঁহার যোষিৎসঙ্গের অভিরুচি জন্মে। তিনি সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল হইতে উত্থিত হইয়া পঞ্চাশৎ রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাদের সহিত বহুকাল বিহার করিয়াও তাঁহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া তিনি পরে ভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে শান্তি লাভ করেন। অতএব ভোগ হইতে বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না জানিবে।

দোষদর্শনাদুভয়োঃ (৪।২৮ সূত্র)

—এইরূপে গুণবত্তা ও ভোগ এতদুভয়ের দোষদর্শন হইতে শান্তিলাভ হয়।

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ (৪।২৯ সূত্র)

—মলিন চিত্তে মোক্ষোপদেশরূপ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত অজরাজা। অজরাজা প্রিয়পত্নী ইন্দুমতির বিরহে অতিশয়

মলিনচিত্ত হইলে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ প্রদত্ত জ্ঞানোপদেশও তাঁহার চিত্তে কোনপ্রকার স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ (৪।৩০ সূত্র)

—মলিনদর্পণে যেমন কোনপ্রকার প্রতিবিম্বই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ মলিনচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের আভাসমাত্রও স্ফুরিত হয় না। অতএব চিত্তের রজঃ ও তমোরূপ মলাকে সর্ব্বদা অপসারণ করিতে প্রযত্ন করিবে।

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ (৪।৩১ সূত্র)

—যে বস্তু হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা যে তৎপ্রকৃতিকই হইবে, এইরূপ কোন অবধারিত নিয়ম নাই ; তাহা পঙ্ক ও পঙ্ক হইতে জাত পদ্মের দৃষ্টান্তে জানা যায়। পঙ্ক হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইলেও পঙ্ক ও পদ্ম এক প্রকৃতিক নহে। অতএব মলিনতার আকররূপ সংসারেই সকল মানুষের উৎপত্তি হইলেও সকলেই যে মলিনচিত্ত হইবে, মোক্ষের অধিকারী যে কেহ হইবে না, এমন হইতে পারে না। এই মলিনতাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও বহু ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং মোক্ষোপদেশ নিরর্থক নহে, তাহা লাভ করিয়া মোক্ষের জন্য সতত যত্নশীল হইবে।

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ (৪।৩২ সূত্র)

—দেবোপাসনাবলে যে বিভূতি (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) লাভ হয়, তদ্দ্বারা উপাসক কৃতকৃত্য হয় না ; কারণ ঐ উপাস্যদেবতাগণের অণিমাদিসিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যখন পূর্ণমনোরথ হন নাই, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত উপাস্য ব্রহ্মাদিদেবেরও যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়া শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, তখন ঐ দেবোপাসনাজনিত বিভূতি লাভও যে উপাসককে কৃতার্থ করিতে পারে না, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব মোক্ষ ব্যতীত অন্য কিছুতে কৃতার্থ

হওয়া যায় না বলিয়া মোক্ষোপদেশ লাভ করিয়া মোক্ষের জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে।

এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনোপদিষ্ট মোক্ষসাধন জ্ঞানযোগ বর্ণনা করা হইল। অতঃপর ক্রমশঃ পাতঞ্জলদর্শনোপদিষ্ট মোক্ষসাধন জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে।

॥ পাতঞ্জল দর্শনোপদিষ্ট মোক্ষলাভের সহায়কারী যমনিয়মাদি সাধন ॥

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ভেদে ক্লেশ পঞ্চবিধ (অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেশাভিনিবেশাঃ পঞ্চ কেশাঃ। (সাধন পাদ ৩ সূত্র)

১। অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখ বুদ্ধি, এবং অনাত্মতে আত্মবুদ্ধিকে অবিদ্যা বলে। (সঃ পাঃ ৫ সূত্র)

২। দৃক শক্তি (পুরুষ) ও দর্শন শক্তি (বুদ্ধি) এই দুই যখন একের ন্যায় (অভিন্নরূপে) প্রতিভাত হয়, তাহাকে অস্মিতা বলে। (সাঃ পাঃ ৬ সূত্র)

৩। পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মরণ হইয়া সেই সুখ বা সুখসাধন বিষয়ে যে তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলে। (সাঃ পাঃ ৭ সূত্র),

৪। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ স্মরণ হইয়া সেই দুঃখ বা দুঃখ সাধনের প্রতি যে ক্রোধ তাহাকে দ্বেষ বলে। (সাঃ পাঃ ৮ সূত্র),

৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত স্বতঃ সিদ্ধ মৃত্যুভয়কে অভিনিবেশ বলে। (সাঃ পাঃ ৯ সূত্র)।

এই পঞ্চ ক্লেশ শব্দে পঞ্চ বিপর্য্যয় বুঝায়। ইহারা প্রকাশিত হইয়া গুণাধিকার (পুরুষের ভোগার্থে গুণের পরিণমিত হইবার শক্তি) দৃঢ় করে, পরিণাম সকলকে উৎপন্ন করে—কার্য্যকারণের

স্রোত উদ্ঘাটিত করে পরস্পরের সাহায্যকারী হইয়া কর্ম্মবিপাক বর্দ্ধিত করে। (সাঃ পাঃ ৩নং সূত্র ভাষ্য)

এই পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়কে নাশ করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন।

সেই আটটি যোগাঙ্গ হইল— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। (যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি—সাঃ পাঃ ২৯ সূত্র)

ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা উপরোক্ত পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়, যাহা চিত্তের মল স্বরূপ তাহা, বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়। যেমন যেমন এই সকল যোগাঙ্গসাধন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তেমনি তেমনি পঞ্চবিপর্য্যয় রূপ অশুদ্ধি তনুভাব (হীনপ্রভ অবস্থা) প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তদনুসারে ক্রমশঃ জ্ঞানের ও দীপ্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ গুণ ও পুরুষের ভেদ বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। অতএব যেমন কুঠার ছেদ্যবস্তুর বিয়োগ কারণ তদ্রূপ যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির বিয়োগকারণ এবং যেমন ধর্ম্ম সুখ লাভের কারণ তদ্রূপ তাহা বিবেকখ্যাতি প্রাপ্তির কারণ।

১। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অবিধিপূর্ব্বক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ে উপার্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসারূপ দোষদর্শন করিয়া তাহা আত্মসাৎ না করা)—এই পাঁচটিকে "যম" বলে। (অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ —সাঃ পাঃ ৩০ সূত্র)

২। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটিকে "নিয়ম" বলে। (শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ—সাঃ পাঃ ৩২ সূত্র)

মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা মাজ্জনজনিত শৌচ এবং পবিত্র আহার এই সকল বাহ্য শৌচ। চিত্তের মল দূর করাকে আভ্যন্তরিক "শৌচ"

বলে। যাহা লব্ধ হইয়াছে তদধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাশূন্যতাকে "সন্তোষ" বলে। ক্ষুধাপিপাসা, শীতোষ্ণ, উত্থানোপবেশন এবং কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) ও আকারমৌন (কেবল কথা না বলা)—এই সমস্ত দ্বন্দ্বসহনকে এবং যথাযোগ্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন সান্তপনাদি ব্রত অনুষ্ঠানকে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতোপবাসাদির অনুষ্ঠান করাকে "তপস্যা" বলে। উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং প্রণবাদিমন্ত্রের জপকে "স্বাধ্যায়" বলে। পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ কারাকে "ঈশ্বর প্রণিধান" বলে।

নিয়মের অন্তর্গত তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে—তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ"—(সাঃ পাঃ ১ম সূত্র।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উপরে যে শম দম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করিয়া বিবেকখ্যাতি লাভ করার কথা উক্ত হইয়াছে, অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে কেবলমাত্র নিয়মের অন্তর্গত তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগের দ্বারাই অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশকে ক্ষীণ করিয়া বিবেকখ্যাতি লাভ করা যায়, ইহাও এই ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে এই সূত্রের সাধনপাদের ২য় সূত্রে উক্ত হইয়াছে। সূত্রটি এই—"সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" ইহার ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ আচরিত হইলে, সমাধি উৎপাদন করে এবং ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে। ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে প্রসংখ্যানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজসদৃশ হইয়া ক্লেশসকল পুনরায় উৎপাদনশক্তি-রহিত হয়। ক্লেশসকল প্রসবশক্তিহীন হইলে ক্লেশসম্পর্ক বিহীন "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি" নামক সূক্ষ্মপ্রজ্ঞা যাহার দ্বারা চিত্তের অধিকার বিনষ্ট হয় বলিয়া চিত্তের আর সংসার উন্মুখতা জন্মে না তাহা উপজাত হয়।

ইহার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইল যে, শমদমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-

যোগের দ্বারা যে বিবেকখ্যাতি লাভ হয়, সেই বিবেকখ্যাতি কেলমাত্র নিয়মান্তর্গত তপস্যা, স্বাধ্যায়ও ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও লাভ করা যায়।

যমনিয়মাদি সাধনের ফলে কতকগুলি সিদ্ধি লাভ করা যায়, এক্ষণে সেইগুলি আলোচিত হইতেছে।

অহিংসাদি যম প্রতিষ্ঠিত হইলে নিম্নলিখিত সিদ্ধি গুলি লব্ধ হয়। যথা :—

"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (সাধন পাদ ৩৫ সূত্র)

—অহিংসা প্রতিষ্ঠা (অহিংসাবৃত্তিস্থিরতর) হইলে সাধকের প্রতি সমস্তপ্রাণীর বৈরত্যাগ (হিংসাবৃত্তি দূরীভূত) হয়।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্" (ঐ ৩৬ সূত্র)

—সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহায় বাক্য অব্যর্থ হয়—সেই সাধক যদি কাহাকেও বলেন তুমি ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলে সে ধার্ম্মিকই হয়, যদি বলেন স্বর্গলাভ কর, তাহা হইলে তাহার স্বর্গ লাভই হয়।

"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্" (ঐ ৩৭ সূত্র)

—অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে সেই সাধকের নিকট সর্ব্বদেশস্থিত রত্নসকল তাঁহার ইচ্ছামাত্রই উপস্থিত হয়।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" (ঐ ৩৮ সূত্র)

—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ হয়। এই বীর্য্যলাভ হইলে তাহা হইতে সাধনানুকূল গুণসকল অবাধমান হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করে। সেই সাধক নানাবিধ সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার মধ্যে শিষ্যগণের জ্ঞানসঞ্চার করার সামর্থ্য জন্মে।

"অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ" (ঐ ৩৯ সূত্র)

—অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইলে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও

বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞান জন্মে—আমি কে ছিলাম, কিপ্রকার ছিলাম, এইজন্মই বা কিরূপ, কি নিমিত্তই বা এই জন্ম হইল, ভবিষ্যৎ জন্মে কি হইব, কি নিমিত্তই বা হইব—এইরূপ পূর্ব্ব, পর ও বর্ত্তমান জন্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়া তাহার জ্ঞান যথাযথরূপে প্রকাশ পায়।

শৌচাদি নিয়মপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গ" (ঐ ৪০ সূত্র)

—নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা বোধ হইলেই শৌচ আরম্ভ হয়, পরে শরীরের অশুচি অবস্থারূপ দোষ দর্শন করিয়া তাহার সঙ্গ আর যাহাতে না করিতে হয়, তদ্বিষয়ে সাধকের ইচ্ছা জন্মে এবং পরদেহ-সংসর্গের ইচ্ছা একেবারে দূর হয়। শরীরের যথার্থ স্বরূপ অবলোকন করিয়া নিজেরই শরীর পরিত্যাগের ইচ্ছা জন্মে এবং মৃত্তিকা জল প্রভৃতি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়াও নিজ শরীরের সম্যক্ শুদ্ধি সম্পাদন হয় না দেখিয়া কি প্রকারে আর অত্যন্ত অশুচি পরশরীরের সহিত সংসর্গাভিলাষ হইতে পারে ?

"সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ" (ঐ ৪১ সূত্র)

—শুচি ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি হয়, রজঃ ও তমোবৃত্তি দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে, তৎপর ক্রমশঃ সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা উপজাত হয়, একাগ্রতা জন্মে—বিক্ষেপ দূর হয়, ইন্দ্রিয়জয় হয় এবং চিত্তের আত্মদর্শন লাভের যোগ্যতা জন্মে।

"সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ" (ঐ ৪২ সূত্র)

—সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুত্তম সুখলাভ হয়।—এই লোকে যাবতীয় কাম্যসুখ আছে এবং স্বর্গে যে সকল মহৎসুখ আছে, তৎসমস্ত তৃষ্ণাক্ষয়রূপ সুখের তুলনায় ষোড়শাংশের একাংশও নহে। ("যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ।।")

"কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ" (সাঃ পাঃ ৪৩ সূত্র)

—তপস্যা হইতে চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয় হয়, তাহাতে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হয়। এই ব্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন— তপস্যা আচরিত হইতে, চিত্তের অশুদ্ধিরূপ আবরকমল সমূহ বিনষ্ট হয়, আবরক মলসমূহ অপগত হইলে শরীর সম্বন্ধীয় অনিমাদিসিদ্ধি-সকল এবং দূরশ্রবণ, দূরদর্শনাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় সিদ্ধি লাভ হয়।

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ" (ঐ ৪৪ সূত্র)

দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হন এবং তাঁহার কার্য্যে সহায়কারী হন।

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (ঐ ৪৫ সূত্র)

—ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়।

(৩) চাঞ্চল্যরহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে "আসন" বলে— ("স্থিরসুখমাসনম্"—(সাধনপাদ ৪৬ সূত্র)। "প্রয়ত্নশৈথিল্যানন্ত-সমাপত্তিভ্যাম্" (ঐ ৪৭ সূত্র)—শারীরিকচাঞ্চল্য দূর করিলে এবং অনন্তে চিত্তসমাধান করিলে আসনসিদ্ধি হয়। "ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ" (ঐ ৪৮ সূত্র) —আসনসিদ্ধি হইলে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।

(৪) আসনজয় হইলে শ্বাস অর্থাৎ বাহ্যবায়ুর অভ্যন্তরে আকর্ষণ এবং প্রশ্বাস অর্থাৎ কুষ্ঠাস্থ (অভ্যন্তরস্থ) বায়ুর নিঃসারণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়ার গতিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলে ("তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ"—ঐ ৪৯ সূত্র)। প্রাণায়াম অনেকপ্রকার, সেই সমস্ত এখানে লিখিলাম না, কারণ অধিকারী শিষ্যকে তাহা গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" (ঐ ৫২ সূত্র)—প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে বিবেকজ্ঞানের সমস্ত আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ভাষ্যে লিখিয়াছেন "প্রাণায়াম অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরক কর্ম্মসকল

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ইন্দ্রজালসদৃশ মহামোহ প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে আবৃত করিয়া জীবকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে।' এই প্রকাশের আবরণ রূপ কর্ম্ম সংসার বন্ধনের হেতু; ইহা প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা দুর্ব্বল হয় এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয় হইতে থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্টতর তপস্যা আর নাই, তদ্দ্বারা চিত্তের মলাসকল বিধৌত হয় এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।' "ধারণাসু যোগ্যতা মনসঃ"(ঐ ৫৩ সূত্র—প্রাণায়াম দ্বারা মনের ধারণাতে যোগ্যতা (সামর্থ্য) জন্মে।

(৫) ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত না হইলে ইহারা চিত্তেরই স্বরূপের অনুকরণ করে অর্থাৎ চিত্তে বিলীন হইয়া চিত্তের সহিত যেন একতা প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই "প্রত্যাহার" বলে। (স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ—ঐ ৫৪ সূত্র)। ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ (ঐ ৫৫ সূত্র)—প্রত্যাহারসিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়।

(৬) কোন বিশেষস্থানে চিত্তকে স্থির করার নাম "ধারণা" (দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা—বিভূতিপাদ ১ সূত্র)। ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—"নাভিচক্রে (মনিপুরচক্রে), হৃদয়পুণ্ডরীকে (অনাহত-চক্রে), মস্তকস্থ জ্যোতিতে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি দেশে অথবা বাহ্য বিষয়ে (বাহ্যদেশেস্থিত দেবমূর্ত্তিপ্রভৃতিতে) বৃত্তি চালিত করিয়া চিত্তকে স্থির করাকে "ধারণা" বলে।

(৭) পূর্ব্বোক্তদেশে ধ্যেয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ের একতানতাকে অর্থাৎ অন্যবিধ প্রত্যয় উদিত না হইয়া কেবল সদৃশ প্রত্যয়প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাকে "ধ্যান" বলে। (তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—বিভূতিপাদ ২ সূত্র)

(৮) ধ্যান যখন এইরূপ গাঢ় হয় যে, ধ্যেয় বস্তুর আকার মাত্রই চিত্তে প্রকাশিত থাকে, চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর আকারে সম্যক্ আবিষ্ট

হওয়ায় যখন ঐ আকারের ধ্যান হইতেছে বলিয়া প্রত্যয় (জ্ঞান) লোপপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে "সমাধি" বলে।

উপরোক্ত যম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ-সাধন এবং ধারণা হইতে সমাধিপর্য্যন্ত অন্তিম তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন। (বিভূতিপাদ ১ ও ৭ সূত্র)

ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি একই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাকে "সংযম" বলে। যে বিষয়ে সংযম করিলে যে বিভূতি লাভ হয়, তাহা বিভূতপাদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

॥ কৈবল্য (মোক্ষ) লাভে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আবশ্যকতা ॥

চিত্ত নদীসদৃশ, এবং বৃত্তিগুলি স্রোতসদৃশ। এই চিত্তনদীর স্রোত দুই দিকে প্রবাহিত হয়, একটি স্রোত কল্যাণের নিমিত্ত, অপরটি পাপের নিনিত্ত প্রবাহিত। যে প্রবাহটি বিবেককে অবলম্বন করিয়া কৈবল্যের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইটি কল্যণদায়ক। যেটি অবিবেককে অবলম্বন করিয়া সংসার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইটি পাপে নিমগ্ন করে। বৈরাগ্যের দ্বারা সংসারাভিমুখী স্রোতটি অবরুদ্ধ হয়, বিবেকজ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা বিবেক স্রোতউদ্ঘাটিত হয়। অতএব চিত্তের বৃত্তিনিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ের অধীন। (সমাধিপাদ ১২ সূত্র ও ভাষ্য)

বহির্ম্মুখিবৃত্তিবিহীন হইয়া চিত্তের প্রশান্তরূপে প্রবাহকে স্থিতি বলে। তন্নিমিত্ত প্রযত্ন, বীর্য্য ও উৎসাহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ স্থিতি সম্পাদনের ইচ্ছায় তৎসাধক উপায়সকলের অনুশীলনকে অভ্যাস বলে। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধা সহকারে ঐ উপায়সকলের অনুশীলন করিলে ঐ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হয়। তখন আর বিষয়াভিমুখী সংস্কার তাহাকে ঝটিতি অভিভূত করিতে পারে না। (ঐ ১৩ ও ১৪ সূত্র ও ভাষ্য)

স্ত্রীসকল অন্ন পান ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি দৃষ্টবিষয়ে যে ব্যক্তি বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গ বিদেহত্ব প্রকৃতিলয়প্রাপ্তিরূপ বৈদিকর্ম্মসম্পাদ্য বিষয়ে যে ব্যাক্তি বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, দিব্যাদিব্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়ের প্রতি দোষদর্শিতাপ্রযুক্ত যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, অতএব প্রসংখ্যানবলে (সম্যক্ আত্মানাত্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠাহেতু) যিনি ভোগের প্রতি বর্জ্জনীয় অথবা গ্রহণীয়ভাবশূন্য নিরপেক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার এই বশীকারভাবকে বৈরাগ্য বলে। (সমাধিপাদ ১৫ সূত্র ও ভাষ্য)

ঐহিকও পারত্রিক ভোগ্য বিষয়ে দোষদর্শী পুরুষ তাহতে বিরক্ত হয়েন, তখন (গুরূপদেশানুসারে) পুরুষস্বরূপ বিষয়ক ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা পুরুষজ্ঞান নির্ম্মল হয় এবং উৎকৃষ্ট বিবেকবুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়, বিবেকজ্ঞানপরিপুষ্ট হইলে ব্যক্ত ও অব্যক্তধর্ম্মবিশিষ্ট স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণকার্য্য ও গুণ বিষয়ে সাধক পরমবৈরাগ্যযুক্ত হয়েন। অতএব বৈরাগ্য দুই প্রকার ; তন্মধ্যে শেষোক্তটি কেবল জ্ঞানপ্রসাদ মাত্র (অর্থাৎ বাধাবিরহিত নির্ম্মলজ্ঞানধারা—প্রসংখ্যান, যাহাতে চিত্ত নির্ব্বিষয় হইয়া সম্পূর্ণ প্রসন্নভাব ধারণ করে, ইহাকেই প্রজ্ঞাভূমি, মহৎ অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব বলে)। এই বৈরাগ্যের উদয় হইলে সম্যক্ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের এইরূপ ধারণা হয় যে, যাহা প্রাপ্ত হইবার তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশকে ক্ষয় করিতে হইবে, তৎসমস্ত ক্ষীণ হইয়াছে ; ভববন্ধন শিথিল হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ ছিন্ন হইয়াছে, (যে সংসারসংক্রামণের বিচ্ছেদ না থাকায় জীবগণ পুনঃ পুনঃ জাত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং মৃত হইয়া জন্ম প্রাপ্ত হয়, তাহার মূল ছিন্ন হইয়াছে)। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরবৈরাগ্য, এই পরবৈরাগ্য উপজাত হইলে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী।

(সমাধিপাত ১৬ সূত্র ভাষ্য)

॥ সমাধির প্রকারভেদ ও তাহা লাভের উপায় ॥

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। এই উভয়বিধ সমাধির যে রূপ কি এবং তাহা কিরূপে লাভ করা যায় এক্ষণে তাহা আলোচিত হইতেছে। চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটি ভূমি। ক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে, মূঢ়ভূমিতে নিদ্রা মোহ প্রভৃতি চিত্তকে গাঢ়রূপে অধিকার করে, বিক্ষিপ্ত ভূমিতে চিত্ত নানাদিকে ধাবিত হয়,এজন্য এই তিনটি ভূমিতে সমাধি লাভ অসম্ভব। একাগ্রভূমিতে সমাধি লাভ করা যায়। এই একাগ্রভূমিতে সমাধি হইলে জাগতিক সমস্ত বস্তুর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে, ক্লেশসকলকে ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধন শিথিল করে, চিত্তকে নিরোধের অভিমুখী করে। এই একাগ্রভূমির সমাধিকেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলে। এই সমাধিতেও চিত্তে জ্ঞানাদির বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। চিত্তের সর্ব্ববিত্ত বৃত্তির নিরোধ হইলে তাহাকে অর্থাৎ চিত্তের নিরুদ্ধভূমিতে স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার উপায় প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয়ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে উপায় প্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগিগণের হইয়া থাকে এবং ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিদেহনামক দেবতাগণের আপনা হইতে হইয়া থাকে,—তাঁহাদের প্রযত্নব্যতিরেকে ইহা আপনা হইতে প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় কালে হইয়া থাকে, কিন্তু কালক্রমে সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে পুনরায় তাঁহারা পূর্ব্ব-সংস্কারানুরূপ জ্ঞানবৃত্তিযুক্ত হয়েন।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয় বিতৃষ্ণ যোগিগণের যে উপায়প্রত্যয় রূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাঁহারা কৈবল্য লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতিও সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া তৎপর ঐ উপায়প্রত্যয় রূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করেন। শ্রদ্ধা শব্দে চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা বুঝায়, এই শ্রদ্ধাই

জননীর ন্যায় কল্যাণদায়িনী হইয়া যোগিগণকে রক্ষা করে। শ্রদ্ধা-সম্পন্ন বিবেকার্থী পুরুষের বীর্য্য (ধারণা বিষয়ে ক্ষমতা) উপজাত হয়; এইরূপ উপজাতবীর্য্য ব্যক্তিতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ কৈবল্যপদই যে গন্তব্য, অনাত্মগুণসঙ্গ যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় তাহা তাঁহারা কখনও বিস্মৃত হয়েন না; এইরূপ স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার চিত্ত ব্যুত্থানের নিমিত্ত কোন প্রকার বহির্ম্মুখী বৃত্তির আকর্ষণে আকুলিত হয় না এবং সমাহিত হয়, চিত্ত সমাহিত হইলে প্রজ্ঞা বিবেক উপজাত হয়; তদ্দ্বারা যথাযথরূপে সমস্ত বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে; ইহা অভ্যাস করিতে করিতে তদ্বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অসম্প্র-জ্ঞাত সমাধি প্রাদুর্ভূত হয়। (সমাধিপাদ ১৯ ও ২০ সূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

এই সাধনটি আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব তাঁহার সাধন কালের দিনলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

১। শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তদ্ধেতু সন্তোষ; বাক্য যথা—"তোমার নিশ্চয়ই পরমাত্মদর্শন, হইবে, ভগবান্ সত্যই অহর্নিশি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে আছেন ইত্যাদি"।

২। বীর্য্য—এই শ্রদ্ধা (বিশ্বাস ও সন্তোষ) হইতে নিশ্চয়ই বীর্য্য (অনলসভাব ও অভিষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত অনবরত যত্ন) উপস্থিত হইবে, তাহা না হইলে শ্রদ্ধা উপজাত হয় নাই।

৩। স্মৃতি—শ্রদ্ধা ও অনবরত যত্ন হইতে স্মৃতি (অভীষ্টের স্বরূপ বিষয়ে স্মৃতি) উপজাত হইবে, না হইলে (ভজন ছাড়িলে আর অমনি বাহ্য বিষয় মনকে অধিকার করিল এইরূপ হইলে) শ্রদ্ধা ও বীর্য্যের ত্রুটি বুঝিতে হইবে।

৪। সমাধি—এই স্মৃতি হইতে চিত্তের একবিষয়িনী বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়, তাহা না হইলে পূর্ব্বের তিনটির ত্রুটি বুঝিবে।

৫। প্রজ্ঞা—সমাধি হইতে প্রজ্ঞা—সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবে, না হইলে সমাধি হয় নাই, মূর্চ্ছামাত্র।

৬। অসম্প্রজ্ঞাত—সমাধিজাত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে একেবারে শূন্যে স্থিতি—চিত্তের লয় নিরবলম্ব শূন্যভাব প্রাপ্তি হইবে। ইহাই গীতার "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" অবস্থা। ভাগবতের ১১শ স্কন্ধোক্ত ধ্যানও এই।

৭। ভগবদ্দর্শন (পরমাত্মসাক্ষাৎকার)—এই নিরবলম্ব অবস্থায় পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশিত হয়েন, এই নিরবলম্ব অবস্থাই স্বরূপদর্শন বিষয়ে সর্ব্ববিধ বাধাবর্জ্জিত অবস্থা"।

এখানে শ্রীগুরুদেব যে বলিলেন—"অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরবলম্ব অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশিত হয়েন, এই নিরবলম্ব অবস্থাই স্বরূপ দর্শন বিষয়ে সর্ব্ববিধ বাধাবর্জ্জিত অবস্থা" তাহা পাতঞ্জলদর্শনে কিরূপ ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখা যাক। পাতঞ্জল দর্শনে বলিয়াছেন—

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্তের বৃত্তিসকল সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তখন সাধক স্বীয় দ্রষ্টৃ (পুরুষ) স্বরূপে অবস্থান করেন (সমাধিপাদ ১-৩ সূত্র ও ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য। বুদ্ধির এই নিরুদ্ধ অবস্থায় পুরুষ কৈবল্যাবস্থার ন্যায় স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হইলেও ইহাকে কৈবল্য বলা যায় না। কারণ বুদ্ধির নিরোধ ভঙ্গ হইলেই পুরুষ পুনরায় বিষয়দর্শী হয়েন। যখন বুদ্ধি পুরুষের আর দৃশ্যরূপে অবস্থান করে না, তখনই পুরুষকে "কেবল" বলা হয়। পুরুষের সেই অবস্থাকেই কৈবল্য বলে। তাই সাধনপাদের ২৫ সূত্রে বলিয়াছেন—"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম"—অবিদ্যার অভাব হইলে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগেরও অভাব হয়, ইহাই বন্ধের আত্যান্তিক উপরম, ইহাকেই হান বলে, ইহাই পুরুষের কৈবল্য।

কৈবল্যপাদের শেষে কৈবল্য স্বরূপ বলিতে গিয়া পাতঞ্জলকার বলিয়াছেন—"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" (কৈবল্যপাদ্ ৩৪)। এই সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—"গুণের অধিকার শেষ হইলেই কৈবল্য হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কৈবলের স্বরূপ অবধারণ করিতেছেন। কার্য্যকারণাত্মকগুণসকল, ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া পুরুষার্থশূন্য হইলে তাহাদের যে প্রতিপ্রসব (দৃশ্য রূপে স্থিতির অভাব) তাহাকে কৈবল্য বলে। বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল চিতিশক্তিরূপে পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বলে, তদবস্থায় নিত্য অবস্থানই "কৈবল্য"। ব্রহ্মসূত্রে "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" (৪।৪।১) সূত্রে এবং স্বেন রূপেণা-ভিনিষ্পদ্যতে (ছাঃ ৮অঃ ১২খঃ) এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তাহাই বলিয়াছেন। অতএব পাতঞ্জলের কৈবল্য ও বেদান্তের মোক্ষে কোন ভেদ নাই—একই।

এই বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার রূপে বলিতেছি :—বুদ্ধিতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও মন এই তিনটির একত্রীভূত নাম চিত্ত। চিত্তের বুদ্ধ্যংশ সত্ত্বগুণাত্মক, তাহাই রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধিসহকারে অহঙ্কারাখ্য অভিমান ও বহিঃস্থ বিষয়গ্রহণোন্মুখ মনরূপে পরিণত হয়। রাজস ও তামসাংশের বিশেষ কার্য্য বুদ্ধি হইতে অপগত হইলে চিত্ত নির্ম্মল বুদ্ধিমাত্ররূপে পরিণত হয়, ইহা সত্ত্ব স্বরূপ ; সুতরাং নির্ম্মল চিত্তকে সত্ত্বস্বরূপ বলা হয় এবং রাজস ও তামসাংশকে চিত্তের মল বলা হয়। এইজন্য যোগসূত্রে চিত্তকে স্বরূপতঃ "সত্ত্ব" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্তের "স্বরূপে অবস্থিতি" হইলে তখন রজঃ ও তমোগুণ অপগত হয় বলিয়া চিত্তের নির্ম্মল সত্ত্বরূপে অবস্থিতি হয়, অস্মিতাবুদ্ধি তখন যুক্ত থাকে না বলিয়া সত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে পুরুষ পৃথক্ এইমাত্র জ্ঞান থাকে, এইজন্য যোগসূত্রে এই অবস্থাকে সত্ত্বপুরুষান্যখ্যাতি বলা হইয়াছে। সাধক যম নিয়মাদি সাধন দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত

মন ও অহংবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া ঐ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রে অবস্থিত হইলে সেই অবস্থাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে এবং এই সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিকেও নিরুদ্ধ করিয়া কেবল সংস্কারাত্মক প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সেই অবস্থাকে "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলে এবং তীব্র বৈরাগ্যের ফলে যখন এই সংস্কারও তাঁহার বিদূরিত হয়—এই সংস্কারাত্মক প্রকৃতিকেও বর্জ্জন করিয়া যখন তিনি নির্গুণ পুরুষস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাহাকে কৈবল্য বলে। এই কৈবল্যাবস্থাকে চিত্তের "বিনাশাবস্থা" বলা যায়: কিন্তু বস্তুতঃ চিত্তের সম্যক্ বিনাশ হয় না, কৈবল্যাবস্থায় পুরুষের দৃশ্যরূপে তাহার অবস্থিতিরই বিনাশ হয়। (সাধনপাদ ২১৩২২ সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য) সাধন পাদের ২৬ সূত্র ভাষ্যে বেদব্যাস বলিয়াছেন—বুদ্ধি হইতে পুরুষ পৃথক্ বলিয়া যে বোধ তাহাই বিবেক-খ্যাতি। মিথ্যাজ্ঞান (বুদ্ধির সহিত পুরুষের একাত্মতা বোধ) দূরীভূত না হইলে ঐ বিবেকখ্যাতি স্থিররূপে থাকিতে পারে না। যখন এই মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসবশক্তি বিহীন হয়, তখন রজঃস্বরূপ ক্লেশমল বিধূত হইয়া সত্ত্বের সম্পূর্ণ বাধারহিতভাবে কার্য্যের ক্ষমতা জন্মে। চিত্তের এই শ্রেষ্ঠ বশীকার অবস্থা কোন পুরুষের উপস্থিত হইলে তাঁহার বিবেকজ্ঞানপ্রবাহ নির্ম্মলরূপে অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়; এই স্থায়ী বিবেকজ্ঞানই হানের (কৈবল্যের) উপায়। তাহা হইতে মিথ্যাজ্ঞানের বীজভাব দগ্ধ হয়, পুনরায় প্রকাশ পাইতে পারে না। অতএব এই বাধারহিত বিবেকখ্যাতিই মোক্ষের মার্গ, হানের উপায়।*

* বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। (সাধন পাদ ২৬ সূত্র)
ভাষ্য—সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে, যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্পদ্যতে, তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে, পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়-প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি। সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ; ততো মিথ্যাজ্ঞানস্যদগ্ধবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ। ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি।

তাৎপর্য্য এই যে, কৈবল্য অবস্থায় সাধক স্বীয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার স্বীয় (পুরুষ) স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে স্থিতি লাভ করেন, ইহাই পরমাত্মদর্শন বা স্বরূপদর্শন, এই অবস্থায় তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পরে কৃত পাপপুণ্যকর্ম্মে তিনি নির্লিপ্ত হয়েন এবং দেহান্তে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করেন। ইহার দ্বারা ইহাই স্থির হয় যে কৈবল্যাবস্থা লাভ হইলেই ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রুতিতে বর্ণিত মোক্ষ লাভ হয়।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে উপদিষ্ট যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ ॥

যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ মোক্ষের সহকারী সাধন বলিয়া কেবলমাত্র পাতঞ্জল দর্শনেই এবং তাহার ব্যাসভাষ্যেই উপদিষ্ট হয় নাই, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রেও বেদব্যাস কর্ত্তৃক তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উপদিষ্ট যমনিয়মাদি সাধন আলোচিত হইতেছে।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়কারী যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ ॥

শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ॥

(ভাগঃ ১১।২০।২৪)

—যমনিয়মাদি যোগমার্গের দ্বারা, চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তত্ত্বত্রয়ের বিচাররূপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দ্বারা, অথবা আমার অর্চ্চার (বিগ্রহের) উপাসনার দ্বারা মন বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ের দ্বারা মন বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে না। (মুমুক্ষু ব্যক্তি এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া আমার ধ্যান করিবেন)। ভগবান কপিলদেবের "যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ" (ভাগঃ ৩।২৭।৬) ইত্যাদি বক্যে ও যমনিয়মাদি যোগ অবলম্বনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বনে কিরূপে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ করিতে গিয়া ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—

যথাশক্তি স্বধর্ম্মের আচরণ, বিধর্ম্ম (নিষিদ্ধকর্ম্ম) হইতে বিরতি, দৈবলব্ধে সন্তোষ, আত্মবিদ্‌গণের চরণার্চ্চন, গ্রাম্যধর্ম্ম হইতে (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম হইতে) নিবৃত্তি, মোক্ষধর্ম্মে রতি, পরিমিত ও পবিত্র ভোজন, নির্জ্জন ও নির্ভয়স্থানে অবস্থান, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য্যবর্জ্জন), যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন সেই পরিমাণ গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরার্চ্চন, মৌন, উত্তম আসন জয় দ্বারা স্থিরতা সম্পাদন, (প্রাণায়ামের দ্বারা) ধীরে ধীরে প্রাণজয়, মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের হৃদয়ে প্রত্যাহার, মূলাধার প্রভৃতি প্রাণবায়ুর স্থানসমূহের মধ্যে একদেশে (হৃদয়ে)

মনের দ্বারা প্রাণকে ধারণ, শ্রীহরির লীলার অনুধ্যান, শ্রীহরিতে চিত্তসমাধান—এই সকল ও অন্যান্য (ব্রত মহৎ সেবাদি) উপায়সমূহের দ্বারা প্রাণজয়ী অনলসযোগী অসৎপথগামী দুষ্ট মনকে বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে শ্রীভগবানে যুক্ত করিবে। আসনজয়ী যোগী পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা অথবা বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ রেচক, কুম্ভক ও পূরক দ্বারা যেরূপে চিত্ত অচঞ্চল হইয়া স্থির হয়, সেই রূপে প্রাণায়াম করিবে। বায়ুও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া লৌহ যেমন মল ত্যাগ করে, সেইরূপ শ্বাসজয়ী যোগীর মন অচিরেই মলরহিত (বিশুদ্ধ) হয়। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি দোষসমূহকে, ধারণার দ্বারা পাপসমূহকে, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গকে, ধ্যানের দ্বারা অনীশ্বর গুণসমূহকে (রাগাদি দোষসমূহকে) দগ্ধ করিবে। যখন মন যোগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মলরহিত হইয়া সুসমাহিত হইবে, তখন যোগী নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া মূর্ত্তিমান্ ভগবানের ধ্যান করিবে। (ভাগঃ ৩।২৮।২-১২)

যোগী এই প্রকার ধ্যান দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই ভক্তির দ্বারা দ্রবীভূতচিত্ত, আনন্দে পুলকিতাঙ্গ এবং উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুজলদ্বারা পুনঃপুনঃ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তখন চিত্ত বড়িশও (অর্থাৎ মৎস্যপ্রাপ্তির উপায় যেমন বড়িশ, সেইরূপ বিষয়প্রাপ্তির উপায় যে চিত্ত, তাহাও ধীরে ধীরে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীহরিতে নিবদ্ধ হয়। যখন নির্ধূম অগ্নিশিখার ন্যায় বিশুদ্ধ চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত ও বিষয়শূন্য ও নিত্যমুক্তপরমপুরুষাশ্রয় হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমাধিরসে লীন হয়, তখন সেই যোগী গুণাতীতস্বরূপে অবস্থিত হইয়া অন্তারাত্মা ভগবান্‌কে নিজ হইতে অব্যবহিত ও একরূপে অর্থাৎ অভিন্নরূপে দর্শন করে। (ভাগঃ ৩।২৮।৩৪-৩৫)

॥ বিষ্ণুপুরাণে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়কারী যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধনের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। মননশীল সাধক বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন। চুম্বক প্রস্তর লৌহকে যেমন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এইভাবে চিন্তিত হইলে স্বভাবতঃই যোগীকে আত্মভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। মনের এই প্রকার গতি আত্ম (নিজেরই) প্রযত্নসাপেক্ষ; ব্রহ্মে সেই মনোগতির সংযোগের নামই যোগ। যাহার যোগ এতাদৃশ সেই যোগনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়। প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে যুঞ্জান বলা হয়, ক্রমশঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যুঞ্জান যোগীর মন যদি বিঘ্নদোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসবলে জন্মান্তরে তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী এই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, কারণ যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায়। যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইযা ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন এবং মনকে সতত পরব্রহ্ম চিন্তায় (ঈশ্বরপ্রণিধানে) নিযুক্ত রাখিবেন। এই পাঁচ প্রকার যমের সহিত পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল।

সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়; কিন্তু নিষ্কামভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

ভদ্রাসনাদির কোন একটি আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবান্ যতি যম ও নিয়ম সম্পন্ন হইয়া সংযতচিত্তে যোগ অভ্যাস করিবেন। অভ্যাসবলে প্রাণ নামক বায়ুকে যাহা দ্বারা বশীভূত করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। সবীজ ও নির্বীজ ভেদে প্রাণায়াম দুই-প্রকার। বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হইয়া যখন প্রাণ ও অপান বায়ু পরস্পরকে অভিভব করে, তখন উভয়ের সংযমহেতু কুম্ভক নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে। যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তখন ভগবানের স্থূলরূপ তাঁহার চিত্তের আলম্বন হয়। ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিষয়নিবহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক চিত্তের অনুচারী করিবেন। তাহাতে অতি চঞ্চলস্বভাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভুত হইয়া থাকে; তাহারা বশীভুত না থাকিলে যোগী যোগাবলম্বনে সমর্থ হন না। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ আশ্রয়ে (ব্রহ্মে) সুস্থির করিবেন। (বিঃ পুঃ ৬।৭।২৮—৪৫)

যেমন বায়ুর দ্বারা সংবর্দ্ধিত অগ্নি শুষ্কতৃণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগিগণের পাপরাশি ভস্ম করিয়া থাকেন,—অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিবেন, তাহাই শুদ্ধধারণা। সর্ব্বব্যাপী, আত্মারও আশ্রয়, ভাবনাত্রয়ের * অতীত, সেই পরমাত্মাই যোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ আশ্রয়। অন্যান্য যে সকল কর্ম্মযোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয়, তাঁহারা

---

* এই জগতে ব্রহ্মভাবনা, কর্ম্মভাবনা এবং ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয় ভাবনা এই তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে। সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মভাবনা, দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সকলেই কর্ম্মভাবনা এবং হিরণ্যগর্ভাদি ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয় ভাবনা করিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাঁহার সেইরূপই ভাবনা হইয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৪৮-৫১)

সকলেই অশুদ্ধ। ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ চিত্তকে অন্যান্য বিষয় হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে, চিত্তে সেই রূপ ধৃত হয় বলিয়া ইহাকে ধারণা বলে। অনাধার বিষ্ণুকে চিত্ত ধারণ করিতে পারেনা বলিয়া তাঁহার মূর্ত্ত রূপের ধারণা করিতে হয়। (বি. পু. ৬।৭।৭৩—৭৮)

কোনস্থানে গমন বা অবস্থান বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবার সময়ও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই রূপ অপগত হয় না, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ঐ ৮৫)

বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য এবং রূপমাত্রাবভাসিনী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারার নাম ধ্যান। এই ধ্যান যমনিয়মাদি ছয় অঙ্গের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। সেই ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের দ্বারা যে স্বরূপমাত্রের জ্ঞান, তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধি ধ্যান মাত্র দ্বারা নিষ্পাদ্য। সমাধি হইলেই প্রাপ্য পরব্রহ্মস্বরূপের বিজ্ঞান লাভ হয়, সেই বিজ্ঞানই পরব্রহ্মের প্রাপক। জীবের মুক্তির প্রতি জ্ঞানই কারণ; জ্ঞানই কারণরূপে মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পাদন করে। মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য হয়; তখন তাহার সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হয়।

(ঐ ৮৯—৯২)

বিষ্ণুপুরাণে ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, পরমাত্মা সকলের আধার (আশ্রয়) তিনিই পরমেশ্বর; বেদ ও বেদান্তে তিনিই বিষ্ণু নামে খ্যাত। (ঐ ৬ষ্ঠ অংশ ৪ অঃ ৩৯)

হে ভূপ! (সেই বিষ্ণুপাসকের) মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে। (একদিকে) মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, (অপর-দিকে) পরও অপর। (মূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্, অমূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিরহিত। তন্মধ্যে পর অমূর্ত্তরূপই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন, আর অপর অমূর্ত্তরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বররূপ। হিরণ্যগর্ভ রূপই ব্রহ্মের পর—মূর্ত্তরূপ এবং লীলাবিগ্রহরূপ এবং সমস্ত ব্যষ্টিরূপই অপরমূর্ত্তরূপ) (ঐ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অঃ ৪৭)

হে নৃপ! ব্রহ্মের যে অমূর্ত্তরূপ তাহাই সৎশব্দের দ্বারা কথিত হয়; সর্ব্বপ্রকার শক্তিই এই সৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে রাজন! তদ্ভিন্ন মহৎ যে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি তাহা তাঁহার অন্যতর রূপ। তাহাই সমস্ত বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন রূপসকলকে প্রকাশিত করে (ঐ ৬৯-৭০)।

অপর সর্ব্ববিধ বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া যখন সাধকের চিত্ত ভগবানের মূর্ত্তিমান রূপের ধারণা করে, তখন তাহাকেই প্রকৃত ধারণা বলা যায়। হে ভূপতে! অমূর্ত্তরূপে ধারণা হইতে পারে না, অতএব হরির যে মূর্ত্তিমান্‌রূপে ধারণ, করিতে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহার বদন প্রসন্ন ও মনোহর, যাঁহার নেত্র পদ্মসদৃশ, যাঁহার কপোলদেশ অতিরমণীয়, যাঁহার ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল........যোগী এইরূপ মূর্ত্তিকে একাগ্রচিত্তে তন্মনা হইয়া যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয়, তাবৎকাল চিন্তা করিবে। ধারণা সিদ্ধ হইলে যখন অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত ধাবিত না হয়; কেবল ধ্যেয় ভগবদ্রূপে ধারণাস্রোত অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত থাকে, তখন তাহকে ধ্যান বলে। ইহা যম নিয়মাদি ষড়ঙ্গযোগ অবলম্বনে নিষ্পাদিত হয়। অতঃপর যখন ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিবিধ কল্পনা বিরহিত হইয়া কেবল ধ্যেয়স্বরূপাকারে সাধকের চিত্ত অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। মানসিক দৃঢ় ধ্যান দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয়। যে ভূপতে! এই সমাধি হইতে উপাস্যে স্বরূপের সাক্ষৎকার হয়, ইহাকেই বিজ্ঞান বলে। এই বিজ্ঞানই পরে স্বভাবতঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায়। সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত আত্মাই গন্তব্য। (ঐ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অঃ ৭৭—৯১)।

॥ সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের সমন্বয় ॥

সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষের সাধন জ্ঞানযোগ পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মসূত্র ও তাহার নিম্বার্কভাষ্য অবলম্বনে মোক্ষের সাধনবর্ণনপ্রসঙ্গে সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষসাধন জ্ঞানযোগ বর্ণন করার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে বলিব যে, তাহা প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সংখ্যদর্শনে উপদিষ্ট বিবেকজ্ঞান ও কৈবল্যের সাধনের বিস্তৃত বর্ণনা পাতঞ্জল দর্শনে করিয়াছেন। এইজন্য পাতঞ্জলদর্শনকে সাংখ্যপরিশিষ্ট বলে। সুতরাং সাংখ্যদর্শনোপদিষ্ট মোক্ষসাধনার বর্ণনার পর পাতঞ্জল দর্শনের মোক্ষসাধন বর্ণনা করা একান্তপ্রয়োজন। ইহাতে সাধকগণের ও পাঠকপাঠিকাগণের বুদ্ধিবৈশদ্যও হইবে। এইজন্য এই উভয় দর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষসাধন এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। অধিকন্তু পাতঞ্জলদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষ সাধন যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগের বর্ণনা যে প্রসঙ্গক্রমেই করা হইয়াছে সুতরাং তাহার একান্তই প্রয়োজন আছে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২০৮-২১০ পৃষ্ঠায়, "এই সমস্ত সহকারী সাধন দ্বারা মন শান্ত হয়....এই সমস্তই জানা প্রয়োজন" এই অংশ দ্রষ্টব্য।

বাস্তবিক সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনে উপদিষ্ট বিষয়বস্তু হইতে ব্রহ্ম-সূত্রে উপদিষ্ট বিষয়বস্তুর যতটা বিরোধ থাকা মনে করা হয় ততটা বিরোধ নাই, অতি সামান্য বিষয়েই বিরোধ আছে, এই বিষয়টি আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনের (৩য় সংস্করণ) উপসংহারে ৬৪৩-৬৪৭ পৃষ্ঠায় অতি উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই এইস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"সাংখ্যদর্শনে (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও পাতঞ্জল দর্শনে) ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধরূপের মধ্যে জীব ও জগৎ রূপেরই বিশেষ বিচার প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই রূপদ্বয়ই যে অনাদি, তাহা বেদান্তদর্শনেরও স্বীকার্য্য। জগৎ হইতে যে জীব বিভিন্ন, তাহা অতি বিস্তৃত বিচারের দ্বারা সাংখ্যদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; জীবকে দৃক্শক্তি (চিতিশক্তি) ও জগৎকে দৃশ্য (অচেতন) শক্তি এবং গুণাত্মক বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে উপদেশ করা হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধেও বেদান্তদর্শনের সহিত বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। প্রকাশিত জগতে ব্রহ্মের জীবরূপ যে জগৎরূপ হইতে বিভিন্ন, তাহা বেদান্তদর্শনেরও সম্মত। অতঃপর সাংখ্যশাস্ত্রে (৩।৭৫ ইত্যাদি সূত্রে) এই উপদেশ করা হইয়াছে যে 'নেতি' 'নেতি' বিচারের দ্বারা জীব আপনাকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জানিয়া এবং আপনাকে স্বরূপতঃ গুণাতীত মুক্তস্বভাব বোধ করিয়া, ঐ গুণাতীত স্বীয় স্বরূপের চিন্তা দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের শিক্ষার সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের এই উপদেশেরও কোন বিরোধ নাই; মোক্ষমার্গাবলম্বী সাধক যে আপনাকে স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ মুক্তস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিবেন, তাহা শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৫২ সংখ্যক প্রভৃতি সূত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষ সূত্রে যে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ চিন্তার আবশ্যকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে জীবাত্মাকে বিভুস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে;তাহার ফল এই যে, সংখ্যমার্গীয় সাধক আপনাকে জগদতীত শুদ্ধ বিভু আত্মা বলিয়া চিন্তা করেন। বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই বিভুত্বের উপদেশ করা হইয়াছে; অতএব সাংখ্যমার্গীয় সাধন বেদান্ত-দর্শনোক্ত "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনার অঙ্গীভূত। "অক্ষর ব্রহ্মের" উপাসনায় "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা ব্রহ্মকে গুণাতীত নিষ্ক্রিয়

ও বিভুস্বভাব বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, এবং সাধক আপনাকেও তাঁহার অংশমাত্র জানিয়া ঐ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করেন ; সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী বেদান্তোক্ত অক্ষর ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। এই অর্থে সাংখ্য মার্গের উপাসনা-বিষয়ক উপদেশবিষয়েও বেদান্তদর্শনের কোন বিরোধ নাই। বেদান্তদর্শনে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রদ উপাসনার মধ্যে ইহা একাঙ্গ-বিশেষ।

পুরুষবহুত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তদর্শনেও জীবশক্তিকে নিত্য বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীব যে অনন্ত তাহাও বেদান্তদর্শনের অস্বীকার্য্য নহে ; জীবকে "অণু"-স্বভাব এবং ব্রহ্মকে "বিভু"-স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে জীবের অসংখ্যেয়ত্ব বেদান্তদর্শনের স্বীকার্য্য ; এই অংশেও সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই।

ঈশ্বর যে জীব হইতে বিভিন্ন এবং তাঁহাকে যে "সর্ব্বজ্ঞ" ও "পুরুষ বিশেষ" বলিয়া পাতঞ্জল দর্শনে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বেদান্তদর্শনের অস্বীকার্য্য নহে ; কারণ ঐশীশক্তিকে জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া শ্রুতি এবং বেদব্যাস উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচন সূত্রেও "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" ইত্যাদি সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই অংশেও উভয় দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। এই সকল সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু যে প্রকার করিয়াছেন, তাহা যে সদ্ব্যাখ্যা নহে তাহা ঐ দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্তদর্শনে সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; অতএব ইহার উপদেশ সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে অধিক ব্যাপক। ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধরূপ....বেদান্ত দর্শনের উপদেশের বিষয়। সুতরাং জীবশক্তি এবং জগৎশক্তিকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াও

এতদুভয়ের ব্রহ্মরূপে একত্ব বেদান্তদর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে; এবং জীবসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন; সুতরাং বহু হইলেও ইহাঁরা সকলেই এক ব্রহ্মেরই অংশমাত্র এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহাও বেদান্ত দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন একদেশদর্শী হওয়ায় —ব্রহ্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার উপদেশের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সাংখ্যশাস্ত্রে স্বভাবতঃই "গর্ভদাসবৎ" ঈশ্বরের অধীন ও জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অকর্ত্তা এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত কেবল নিত্যসান্নিধ্যসম্বন্ধে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; ইহা ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ; সুতরাং জগতের মূল উপাদান ও নিমিত্তকারণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয়-শ্লোকোক্ত ভূতাদির কারণত্ব থাকিলেও, ইহারা ব্রহ্মের অঙ্গীভূত এবং তাঁহার নিয়তির অধীন; সুতরাং মূল কারণত্ব ব্রহ্মেরই আছে। কিন্তু ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব থাকিলেও তিনি যে অক্ষর রূপে অকর্ত্তা এবং গুণাতীত শুদ্ধস্বভাব, তাহা বেদান্তও উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, উভয়দর্শনের মধ্যে যেরূপ বিরোধ থাকা কল্পনা করা হয়, তাহা প্রকৃত নহে। এইরূপ পরমাণু-কারণবাদের সহিতও প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তদর্শনের বিরোধ নাই। কারণ, স্থূলপঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যসমস্ত যে পরমাণুসকলের পঞ্চীকরণের দ্বারা গঠিত, তাহা বেদান্তদর্শনের অসম্মত নহে। তবে ঈশ্বর পরমাণুরও প্রকাশক এবং নিয়ন্তা; সুতরাং একমাত্র মূলকারণ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া যে ব্রহ্মসূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাণুকারণবাদের বিরোধী নহে। শ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া তার্কিক মহোদয়গণ যে পরমাণুকারণবাদের নানা অবান্তর শাখা বিস্তার করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়ায় ভগবান্ বেদব্যাস তাহা অশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে সকল দর্শনই বেদান্তে সমন্বিত হয়।

বস্তুতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা, যাহা এইগ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেই, শাস্ত্রে বাক্যে বিরোধ থাকা দৃষ্ট হয়। নিম্বার্কভাষ্যোপদিষ্ট ব্রহ্মের দ্বিরূপতাতে সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিত হয়।

সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে একদেশদর্শী উপদেশ যে কারণে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তস্থলে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, উপদেশপ্রার্থী শিষ্যের জিজ্ঞাসা ও প্রকৃতি এবং যোগ্যতার প্রভেদই ঋষিগণের উপদেশ সকলের বিভিন্নতার কারণ। এইস্থলে তৎসমস্ত বিষয়ের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজনীয়। উপদিষ্টবিষয়ে শিষ্যের আস্থা সম্পাদনের নিমিত্ত দর্শনবক্তা ঋষিগণ অপর মত সকলের খণ্ডন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের আপনা-দিগের মধ্যে মতবিরোধ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। এতৎ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। এই স্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।*"

* নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, বৌদ্ধ এবং জৈনমতেও আংশিকরূপে দার্শনিক সত্য নিহিত আছে; তবে তৎসহ বেদবিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক মত সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। এই সকল মতকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া যে মীমাংসা, তাহাই ভ্রান্ত এবং বেদান্তদর্শনে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

॥ ভক্তিযোগ—পরাভক্তি ও সাধনভক্তির বর্ণনা ॥

জ্ঞানযোগের সাধনের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইল। কিন্তু ভক্তিযোগের সাধন অপেক্ষা জ্ঞানযোগের সাধন কঠিন ও ক্লেশদায়ক। কেন? তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযোগের উপাসনা নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা। দেহধারীর পক্ষে সেই অব্যক্তের উপাসনায় যে অধিকতর ক্লেশ ভোগ হয়, তাহা অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথাঃ—

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ গীতা ১২।১

শ্রীভগবানুবাচ

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ „ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ „ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ „ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ „ ৫

—অর্জ্জুন বলিলেন—এই প্রকারে সতত (ভক্তি) যুক্ত হইয়া যে সকল ভক্ত (সগুণ ঈশ্বররূপে) তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর (নির্গুণরূপে) তোমার উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ? ১২।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমাতে (আমার সগুণ ঈশ্বররূপে) মনকে আবিষ্ট (একাগ্র) করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী (যোগবিৎ)।১২।২

কিন্তু সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত যে সমস্ত

ব্যাক্তি ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, অচল, ধ্রুব (নিত্য), কূটস্থ (মায়ার অধিষ্ঠাতা) অক্ষরকে (নির্গুণ ব্রহ্মকে) উপাসনা করেন, তাঁহারা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগবিৎ না হইলেও), আমাকেই (সগুণ ঈশ্বররূপী আমাকেই) প্রাপ্ত হন ১২।৩-৪

(যদি অব্যক্ত অক্ষর উপাসকও তোমাকেই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সগুণ উপাসককে যোগবিত্তম কেন বলিলেন এইরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন) অব্যক্তে আসক্তচিত্ত উপাসক সকলের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ দেহধারিগণ কর্তৃক অব্যক্তে চিত্তের স্থির গতি অতি দুঃখেই লব্ধ হয়। ১২।৫

কিন্তু ভক্তিযোগে সগুণ সাকার পরমেশ্বরের উপাসনায় সাধক অতিশীঘ্র ও সহজে নির্ব্বিঘ্নে এই সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন, কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই পরম করুণায় সেই অনন্য ভক্তকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন, ইহাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেত যথাঃ—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ" ॥ গীতা ১২।৬-৭

যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যভাবে যোগযুক্ত হইয়া আমকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, আমাতে সন্নিবেশিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি স্বয়ং অচিরাৎ এই মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। (৬-৭)

এখানে প্রশ্নউঠে—এই ভক্তিযোগের স্বরূপ কি প্রকার?

কিরূপে এই ভক্তিযোগের অনুশীলন বা উপাসনা করিতে হয়?— ইহার উত্তরে নিম্নে ভক্তিযোগসম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জলদর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, নারদভক্তিসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে অধিকতর আলোচনা করা যাইতেছে।

ভক্তি দুই প্রকার—১। সাধনভক্তি ও ২। পরাভক্তি।

॥ সাধনভক্তি ও পরাভক্তি ॥

কোন ব্যক্তি (অথবা বস্তু) যদি আকৃতিতে সুন্দর ও কমনীয় হয়, তাহা হইলে তাহা দ্রষ্টৃপুরুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে বলিয়া সে তাহার প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়। যদি সেই সুন্দর কমনীয় ব্যক্তি বা বস্তুটি সঙ্গে সঙ্গে মহৎগুণযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি দ্রষ্টৃপুরুষের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা কেবলমাত্র অনুরাগ নহে, তাহাকে তাহার প্রতি ভক্তি বলা হয়। ভক্তিতে সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা বোধের সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্বের বোধও অবশ্যই থাকে। অনুরাগ ও ভক্তিতে এই প্রভেদ। সেই ব্যক্তি বা বস্তুর মহত্ত্বরূপ গুণের জ্ঞান হইলে যে ভক্তি হয়, তাহা সেই জ্ঞেয় পদার্থের সহিত মিলন লাভের জন্য তাহার প্রতি চিত্তের বেগশীলতারূপ শক্তির বোধক অর্থাৎ যে শক্তি মহত্ত্বগুণবিশিষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের সহিত সংযোজিত করিয়া দেয় তাহারই প্রকাশ ভাব এই ভক্তি। তদ্রূপ শ্রীগুরুর নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাদির মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলন লাভের জন্য চিত্তের বেগশীলতারূপশক্তির যে প্রকাশভাব তাহাই ভক্তি। শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাদি জ্ঞানের পূর্ণতা যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্তই সেই শক্তির প্রকাশ অল্প থাকে এবং তাঁহার স্বরূপ গুণাদি জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের জন্য তদুপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানের ও শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদির আবশ্যকতা থাকে, ঐ অবস্থার ভক্তিকে "সাধনভক্তি" বলে। এই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল জ্ঞানে (নির্ম্মল সত্ত্বগুণে) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় এবং প্রকাশিত ব্রহ্মের (কার্য্যব্রহ্মের) জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন পরব্রহ্মের প্রতি অপ্রতিহত চিত্তের বেগ হয়। এই অবস্থায় এই ভক্তিকে "পরাভক্তি" বলে।

বাস্তবিক লোকতঃও দৃষ্ট হয় কাহারও সম্বন্ধে অতি মহৎ বলিয়া যখন জ্ঞান হয়, তখন স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি ভক্তিও আনুগত্যভাব

আপনা হইতে অন্তরে উদিত হয়। মহৎ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, অথচ ঐ মহতের প্রতি ভক্তির উদয় হয় না এমন কদাপি দৃষ্ট হয় না। মুখে মহৎ বলে অথচ তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হয় নাই এইরূপ দেখা গেলে বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্তরে মহত্বের জ্ঞানই হয় নাই, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারও নিকট মহৎ এইরূপ কথা শুনিয়া মুখস্থই করিয়াছে মাত্র, তাঁহার মহত্ব তাহার যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। লোকতঃই যখন এইরূপ দৃষ্ট হয়, তখন জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের মহত্ত্বের জ্ঞান হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তি না হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যাহার তাহা হয় নাই, তাঁহার ব্রহ্মের তাদৃশ মহত্ত্বের জ্ঞান হয় নাই বুঝিতে হইবে।

পরাভক্তি লাভের জন্য যে সমস্ত সাধন করা হয়, সেগুলি অপরা ভক্তি। পরাভক্তির সাধন বলিয়া তাহাদিগকে সাধন ভক্তিও বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রহ্লাদোক্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নবধা ভক্তি, গীতোক্ত কর্ম্মযোগ প্রভৃতি পরাভক্তির সাধক সমস্তসাধনই সাধনভক্তির অন্তর্গত। দীনতাযুক্ত ভক্ত সাধকের সাধনভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে তাঁহারই কৃপায় তিনি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন।

এইজন্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন—দৈন্যাদিযুক্ত ব্যক্তিতেই শ্রীভগবানের কৃপা হয় এবং সেই কৃপার দ্বারাই বিশ্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর ভগবানে প্রেমবিশেষলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়। সেই ভক্তি দুই প্রকার—
(১) উত্তমা (পরা), (২) সাধনরূপিকা (অপরা)—

"কৃপাস্য দৈন্যাদি যুজি প্রজায়তে
যয়া ভবেৎ প্রেম বিশেষলক্ষণা।
ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ
সা চোত্তমা সাধনরূপিকা পরা॥ (বেদান্তকামধেনু ৯)

পূর্ব্বোক্ত সাধনভক্তির অন্তর্গত কর্ম্মযোগের দুইটি ভূমি। কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান হইল প্রথমভূমি এবং ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে নিজকর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি লোপপ্রাপ্ত হয়, তাহাই কর্ম্মের দ্বিতীয়ভূমি। এই দ্বিতীয়ভুমিতে সম্যক্ আরূঢ় হইলে পরাভক্তি লাভের অধিকার জন্মে। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত তাঁহার আদেশরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপরতা হইল সাধন ভক্তির প্রথম অবস্থা, ইহা কর্ম্মযোগের প্রথমভূমি। ইহাতে ভগবৎ প্রীতিকামনা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ রূপ কর্ম্মযোগের দ্বিতীয়ভূমিতে অহংকর্ত্তৃত্ববুদ্ধিত্ব লুপ্ত হওয়ায় তাহা বিশুদ্ধ নিষ্কাম ভক্তি। এই দ্বিবিধ ভক্তিযোগই পরাভক্তি লাভের সাধন বলিয়া উভয়কেই সাধনভক্তি বলা হয়।

এখানে ইহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ইহ ও পরকালে কাম্যবস্তু লাভ ও স্বর্গাদি ফলোপযোগী যজ্ঞ, দান ব্রত, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্মসকলের বিশেষরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্ম বেদোক্তবিধানানুসারে করিলে তাহাতে উল্লিখিত ফল অবশ্যই লাভ করা যায়। সংসারে অধিকাংশ লোকই এই সমস্ত ফললাভের জন্যই লালায়িত। সুতরাং অধিকাংশ লোকই কর্ম্মকাণ্ডে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম ঐরূপ সকামভাবে করেন তাঁহারা কর্ম্মী নামে অভিহিত হয়েন।

কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত করাইয়া মনুষ্যগণকে সংসারে আবদ্ধ করান বেদের উদ্দেশ্য নহে। বেদবিহিত কর্ম্মসকলের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে, বিষয়ভোগেচ্ছা ক্ষীণ হইতে থাকে এবং মুক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইতে থাকে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই সমস্ত কর্ম্মের ফল অনিত্য, মোক্ষানন্দ তদপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এইরূপে মনুষ্যগণকে অবশেষে মুমুক্ষু করাই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥
"উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥
নতানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥"

(১১৷২১৷২৩-২৫)

—বেদে যে সকল ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরমশ্রেয়ঃ বলিয়া প্রদর্শন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষ-ধর্ম্মে রুচি জন্মাইবার নিমিত্তমাত্র। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত ঔষধের সহিত সুরস বস্তু মিশ্রিত করে, ঐ সুরস বস্তু খাওয়ানই উদ্দেশ্য নহে, তদ্রূপ স্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের উদ্দেশ্য নহে, মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য। জীবসকল স্বীয় উৎপত্তির সহিত স্বভাবতঃ আয়ু ও পুত্রকলত্রাদি স্বজন, যাহা তাহার অনর্থের হেতু তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। স্বীয় যথার্থ স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, দুঃখমার্গে ভাসমান, অন্ধতমে নিপতিত এই সকল পুরুষ বেদমার্গাধীন হইলে সর্ব্বজ্ঞবেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কাম্য বিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন?"

যাঁহারা সকাম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার কর্ম্মযোগী নহেন। কর্ম্মী বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম সাধনভক্তির অন্তর্গত নহে।

কর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিনপ্রকার। "যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহোতি", "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনা ইত্যাদি যে সমস্ত কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেই কর্ম্মগুলি নিত্য। যজ্ঞ, দান, অধ্যাপনাদি নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিলে সেগুলিও নিত্যকর্ম্ম। কালাদিকে নিমিত্ত করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যেমন শ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান ও ব্রত উপবাসাদি। যে কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত

হয়, তাহা কাম্যকর্ম্ম। যেমন স্বর্গকামনা করিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহা কাম্য কর্ম্ম। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমের অধিকারানুসারে ভগবদাজ্ঞাপালনবুদ্ধিতে অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম্য-কর্ম্মসমূহকে নিষিদ্ধ কর্ম্মের ন্যায় সংসারহেতু বলিয়া মুমুক্ষুগণ পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অমুমুক্ষু মুমুক্ষু সকলেরই অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, মুমুক্ষুগণের ত কথাই নাই। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, এজন্য তাহা বিদ্যালাভের সহায়ক।

॥ মুমুক্ষুরও কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥

বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—অমুমুক্ষুর পক্ষেও স্বীয় আশ্রম বিহীত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; কারণ শ্রুতি "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষেত বিদ্যার সহকারী রূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ বিদ্যাবিহীনের পক্ষে যেমন কর্ম্ম তদভীপ্সিত ফল প্রদান করে, মুমুক্ষুর পক্ষেও তাহা বিদ্যার সহকারিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা বিদ্যাকে দৃঢ়ীভূত করে। (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩২-৩৩ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য) শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবকানি মণীষিণাম্॥ (গীতা ১৮।৫)।

"ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পাপসকলকে ক্ষালিত করিবে" (ধর্ম্মেন পাপমপনুদতি) ইত্যাদি ব্যাক্যে শ্রুতি প্রসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারাই বিদ্যার অভিভবকারী পাপসকলের অপনয়ন এবং বিদ্যার অনভিভবতার প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হওয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩৫ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যদি বলা হয় "ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন—"ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিশ্চিত হয় যে, উর্দ্ধরেতাগণের মুমুক্ষু (সন্ন্যাসিগণের) মোক্ষলাভের জন্য অগ্নি, ইন্ধন (অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম) ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না, কেবল বিদ্যাই তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, জ্ঞানীপুরুষ বিদ্যাবলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বেদব্যাস বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণগণ এই পরমাত্মাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সন্ন্যাস দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"—("তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন") ইত্যাদি শ্রুচিবাক্য (বৃ. ৪অঃ ৪ ব্রাঃ) বিদ্যার উৎপত্তি পক্ষে যজ্ঞদান প্রভৃতি সমস্ত বিহিত কার্য্যের অপেক্ষা আছে জানা যায়; কিন্তু যেমন গমন কার্য্যের জন্য অশ্বের প্রয়োজন, গমন কার্য্য সিদ্ধ হইলে দেশপ্রাপ্তি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণতা অশ্বে নাই তদ্বৎ যাগাদি কর্ম্ম বিদ্যার সাধনভূত মাত্র, তদ্দ্বারা বিদ্যালাভ হয়; কিন্তু বিদ্যালাভ হইতে যে মোক্ষফল উৎপন্ন হয়, তাহাতে কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণতা নাই (ব্র. সূ. ৩।৪।২৫-২৬ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০) (যাহা বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত কৃত হয়, তাহাই অধিকতর শক্তিশালী হয়)। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপ নহে যে, বিদ্যাবিরহিত যাগাদি অকর্ত্তব্য এবং বিদ্যাযুক্ত যাগাদিই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক আশ্রম বিহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানী পুরুষেরও কর্ত্তব্য। বিদ্যাযুক্ত যাগাদির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিদ্যাবিরহিত যাগাদির অশ্রেষ্ঠত্ব মাত্র উক্ত শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন; এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্ব (প্রবলত্ব ও দুর্ব্বলত্ব) প্রদর্শন করা মাত্র ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতির অভিপ্রায়; বিদ্যাবিরহিত যাগাদি কর্ম্ম নিষেধ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। (ব্র. সূ. ৪।১।১৮ ও শ্রীনিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চাগ্নি

বিদ্যার ফলাফল বর্ণনে উপদেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা বিদ্যাংশ অবলম্বন করেন তাঁহারা অর্চ্চিরাদি উত্তর মার্গপ্রাপ্ত হয়েন, পরন্তু যাঁহারা বিদ্যাবিরহিত হইয়া অগ্নিহোত্র আচরণ করেন তাঁহারা ধূম্রাদি মার্গ প্রাপ্ত হয়েন। অর্চ্চিরাদি মার্গ ব্রহ্মবিৎ ও মুমুক্ষুদিগের জন্যই ব্যবস্থাপিত আছে। কিন্তু বিদ্যা ব্যতিরিকেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। (৩।৩।৬৩ ব্রহ্ম সূত্রে বঙ্গানুবাদেরশেষে; ছা. ৫ অঃ ১০ম খণ্ড; বৃ. ৬।২। ১৫ ১৬ দ্রষ্টব্য)

জ্ঞানী পুরুষ আরব্ধ পাপ পুণ্য কার্য্য ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মরূপতা লাভ করেন (ব্র. সূ. ৪।১।১৯ ও নিম্বার্কভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

॥ শ্রুতিতে ও ব্রহ্মসূত্রে উপদিষ্ট মোক্ষপ্রাপক ভক্তিযোগ ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ (শ্বেঃ ৬।২৩)

—দেবে (ব্রহ্মে) যাহার পরাভক্তি আছে এবং যেমন ব্রহ্মে, তদ্রূপ গুরুতেও পরাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুতি কথিত ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রকাশ পায়।

এখানে শ্রুতি স্পষ্টই বলিলেন—ব্রহ্মে ও গুরুতে পরাভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

কিরূপে সাধন দ্বারা পরাভক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহা শ্রুতিমূলে ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার নিম্বার্কভাষ্যে শঙ্কা নিবারণ পূর্ব্বক অতি উত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

সেখানে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ রূপে ব্রহ্মের চিন্তন, জীবসমূহ রূপে ব্রহ্মের চিন্তন, এবং জগৎ ও জীব উভয়াতীত রূপে ব্রহ্মের চিন্তন এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মের চিন্তন ভক্তি মার্গের পূর্ণ সাধন।

এই ভক্তিমার্গের সাধন শ্রুতিমূলে ব্রহ্মসূত্রে ও নিম্বার্কভাষ্যে কিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন সংবাদে ইন্দ্রের উক্তি এইরূপ আছে যে,—"মামেব বিজানীহি এতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব, প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিল্লোঁকে অমৃতত্বমাপ্নোতি.......স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।" (আমাকে জ্ঞাত হও, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলিয়া আমি মনে করি ; আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর, প্রাণ কর্ত্তৃকই পরলোক জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই এই প্রাণই প্রাজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত)।

এই সমস্ত শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদব্যাস সূত্র করিয়াছেন—"প্রাণস্তথানুগমাৎ" (ব্র. সূ. ১।১।২৯)

অর্থাৎ "উক্ত স্থলে (প্রাণোঽস্মি" ইত্যাদি বাক্যে) প্রাণাদিশব্দের বাচ্য পরমাত্মা, (ব্রহ্ম) কারণ হিততমত্ব, অনন্তত্ব প্রভৃতি পরমাত্মারই মর্ম্ম বলিয়া শ্রুতি হইতে জানা যায়" ।*

তৎপর "ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা" (ব্র.সূ. ১।১।৩০) এই সূত্রে বলিয়াছেন—যদি বল প্রাণাদি শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম নহেন ; কারণ বক্তা ইন্দ্র, "মামেব বিজানীহি" বাক্যে স্বীয় স্বরূপকেই উপাস্য রূপে অবগত হইতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে ঐ প্রকরণে পরমাত্মসম্বন্ধেই বহুল পরিমাণে উপদেশ আছে বলিয়া প্রাণেন্দ্রাদি পদার্থ ব্রহ্মই।× ইহাতেও যদি কিছু

* নিম্বার্কভাষ্য—প্রাণোঽস্মীত্যাদিশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা হিততমত্বানন্ত্বাদিধর্ম্মাণাং পরমাত্মপরিগ্রহেঽবগমাৎ।

× নিম্বার্কভাষ্য—প্রাণাদিশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি, কুতঃ ? "মামেব বিজানীহি" ইতি বক্তৃস্বরূপাভিন্নোপদেশাদিতি চেৎ, অস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসম্বন্ধস্য বাহুল্যমস্ত্যতঃ প্রাণেন্দ্রাদি পদার্থঃ পরমাত্মৈব।

সন্দেহ থাকে এই জন্য পুনরায় সূত্র করিয়াছেন—"শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (ব্র.সূ. ১।১ ৩১)

অর্থাৎ শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন—"যিনি নিজেকে ব্রহ্মের সহিত একত্ব (অভিন্ন) দর্শন করেন, তাঁহার শোকই বা কি মোহই বা কি ?" শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, কামদেব ঋষি পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন যে ("আমিই মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছি") । এই শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে ইন্দ্রও আপনারও বিশ্বের ব্রহ্মাতকত্ব অবধারণ করিয়া "মামেব বিজানীহি" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন। অতএব ঐ স্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম বাচক" ।৭

তৎপর পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহা নিরসনের জন্য সূত্র করিয়াছেন—"জীব মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ" (ব্র. সূ. ১।১।৩২) সূত্রে শঙ্কা করিয়াছেন—যদি বলা হয় "ঐ ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন সংবাদেই বাক্যকে জানিবার ইচ্ছা করিবে না বক্তাকেই জানিবে," "আমিই ত্রিশীর্ষকেও ত্বষ্টৃপুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলাম' ইত্যাদি বাক্যে জীবধর্ম্ম উক্ত হওয়ায় "এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণই এই শরীরকে ধারণ করিয়া চালাইতেছে" ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রাণধর্ম্ম উক্ত হওয়ায়, ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা হয় নাই, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অধিকারিভেদে উপাসকের তারতম্যহেতু ব্রহ্মোপাসনা ত্রিবিধ (১) জীবকে তাহার অন্তর্য্যামি ব্রহ্মরূপে (২) অচেতনবর্গকে তাহার অন্তর্য্যামি ব্রহ্মরূপে এবং (৩) জীববর্গ ও অচেতনবর্গ উভয়াতীত ব্রহ্মরূপে উপাসনা। এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মোপাসনা যেমন অন্যত্র শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে,

---

৭ নিম্বার্কভাষ্য—ইন্দ্রো হি সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমবধার্য্য "মামেব বিজানীহি"তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা যুক্তমুক্তবান্। "তত্র কঃশোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদি শাস্ত্রম্, যথা "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি বামদেব উক্তবান্, তদ্বৎ।

তদ্রূপ এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মোপাসনার এই ত্রিবিধত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এইস্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দ ব্রহ্মেরই বাচক।*

অন্যত্র শ্রুতিতে ব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধত্ব উক্ত হইয়াছে, বলিয়া যে উপরে উক্ত হইল, তাহার দৃষ্টান্ত এই—তৈত্তিরীয় শ্রুতির "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" (তৈঃ ২৬।১) (তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে (ব্রহ্ম) প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) ও অসৎ (মূর্ত্তিহীন) হইলেন, এবং নিরুক্ত (দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু) ও অনিরুক্ত (দেশ কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বস্তু), নিলয়ন (আশ্রয়স্থান) অনিলয়ন (অনাশ্রয় বস্তু) বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) হইলেন") ইত্যাদি বাক্যে চেতন জীবরূপ ও অচেতন জগৎ-রূপ ব্রহ্মের হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

আবার ঐ তৈত্তিরীয়শ্রুতির "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) (ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ), "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।৬) (ব্রহ্ম অনন্দস্বরূপ), এই সকল বাক্যে ব্রহ্মের জীববর্গ ও অচেতন বর্গের অতীত স্বরূপের বর্ণনা বরা হইয়াছে। এই ত্রিবিধরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করার কথাই বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত "জীবমুখ্যপ্রাণ লিঙ্গান্নেতি...." ১।১।৩২ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ উপাসনার মধ্যে তাঁহাকে প্রাণাদি অচেতনবর্গ রূপে চিন্তন ব্রহ্মোপাসনার প্রথম অঙ্গ, চেতনবর্গ (জীবসমূহ)

---

* নিম্বার্কভাষ্য—"ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্" ইত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থপয়তি" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাত্র ব্রহ্মপরিগ্রহ ইতি চেন্ন, উপাসকতারতম্যেন ব্রহ্মোপাসনায়াস্ত্রৈবিধ্যাজ্জীববর্গান্তর্য্যামিত্বেন প্রাণাদ্যচেতনান্তর্য্যামিত্বেন তদুভয়বিলক্ষণেন চান্যত্রাশ্রিতত্বাদিহাপি তদ্‌যোগাৎ।

রূপে চিন্তন ব্রহ্মোপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ এবং তদুভয়াতীত (অচেতন-বর্গ ও জীববর্গ এই উভয়াতীত) সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাশ্রয় ও আনন্দময় রূপে ব্রহ্মের চিন্তন ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় অঙ্গ। এই ত্রিবিধ অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ। অধিকারভেদে কাহারও প্রথম অঙ্গে, কাহার দ্বিতীয় অঙ্গে, কাহারও তৃতীয় অঙ্গে সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহাদের প্রথম অঙ্গে সাধন আরম্ভ হয়, তাঁহারাও ক্রমশঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গের সাধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

উপাসনার প্রথম দুই অঙ্গের দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, তৃতীয় অঙ্গের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সর্ব্বরূপী ও অরূপী, সর্ব্বরূপময় ও সর্ব্বরূপাতীত, প্রাকৃতিক গুণাতীত অথচ সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয় এই ব্রহ্মকে ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। ভক্তিই এই পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির পূর্ণ সাধন (ব্র. সূ. ৩।২।২৪ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য—সূত্রগুলির ব্যাখ্যা পরে করা হইতেছে)। জ্ঞান মার্গের সাধক কেবল আপনাকেই (নিজের জীব স্বরূপকেই) ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন এবং জগৎকে অনাত্মা বলিয়া পরিহার করেন। ইহা উপরোক্ত রূপে সাধনের একাঙ্গ মাত্র—সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। ভক্তিমার্গের সাধক সমস্ত জগদ্রূপে (বিশ্বরূপে), জীবসমূহ রূপেও যেমন ধ্যান করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে অতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অচ্যুত আনন্দময় বলিয়াও চিন্তা করেন। অতএব ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। জাগতিক কোন বস্তুই কেবল গুণাত্মক নহে, ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ থাকিতে পারে না; কারণ গুণের স্বাতন্ত্র্য বেদান্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য উপরোক্ত "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ......." এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি গুণাত্মক সমস্ত জাগতিক বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত সাধক যে কোন মূর্ত্তি বা জাগতিক বস্তু দর্শন করেন, তৎসমস্তকেই ব্রহ্ম জানিয়া তৎপ্রতি ভক্তিযুক্ত হয়েন। এইরূপে দ্বৈত বুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে পরব্রহ্মে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়। ইহাকেই

পরাভক্তি বলে। ইহারই দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তৎপর মোক্ষলাভ হয়।

ভক্তিযোগের দ্বারা যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষ লাভ হয়, তাহা বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যথাঃ—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্র, সূ ৩।২।২৪)

নিম্বার্কভাষ্য—ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে ব্রহ্ম "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ," "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ" —ভক্তিযোগে ধ্যান করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"জ্ঞানপ্রসাদে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া কলারহিত (অখণ্ড) ব্রহ্মকে দর্শন করেন" (মু ৩।১ খ)—স্মৃতি যথা "অন্যথা ভক্তি দ্বারাই এইরূপ আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়, আমার দর্শন লাভ করা যায় এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়" ইত্যাদি।

"প্রকাশ্যাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাস্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৫)

নিম্বার্কভাষ্য—সূর্য্যাগ্ন্যাদীনাং যথা তদর্থিকৃতসাধনাভ্যাসাদাবির্ভাবস্তদ্বদ্ ব্রহ্মণোঽপ্যবৈশেষ্যং, ব্রহ্ম প্রকাশো ভবতি, সংরাধনলক্ষণাদুপায়াদ্ব্রহ্মদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ॥

—যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধনদ্বারা (দর্পণ কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা) আবির্ভূত হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ভক্তিপূর্ব্বক সাধন দ্বারাই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

তৎপর বেদব্যাস বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে সেই উপাসক ব্রহ্মের সহিত সমতা লাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, যথাঃ—

"অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্" (ব্র. সূ. ৩৷২৷২৬)

নিম্বার্কভাষ্য—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোস্তেন সহ সাম্যং যাতি "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোণিং, তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি জ্ঞাপকাৎ।

—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তাঁহার সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুতি তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা—"যখন উপাসক সেই উজ্জ্বল সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, তখন পাপপুণ্য উভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি অপাপবিদ্ধ হয়েন এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন (মোক্ষ লাভ করেন)"।

॥ পাতঞ্জলদর্শনেও মোক্ষ প্রাপক ভক্তি যোগের উপদেশ ॥

পাতঞ্জলদর্শনে যোগের উপদেশ করিলেও ভক্তির দ্বারা যে অতি শীঘ্র সমাধি ও মোক্ষলাভ হয় তাহা স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" (সমাধিপাদ ২৩ সূত্র) ব্যাসভাষ্য—প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদাভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি।

—"প্রণিধান" শব্দে ভক্তিবিশেষকে বুঝায়। তাদৃশ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর অরাধিত হইলে অভিধ্যান মাত্র দ্বারা তিনি সাধককে অনুগ্রহ করেন। এই ভক্তিপূর্ব্বক অভিধ্যান হইতে ও যোগিগণের সমাধি ও তাহার ফল (কৈবল্য বা মোক্ষ) আসন্নতম হয়।

অন্যত্র ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দে পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মার্পণকে অথবা সমস্ত কর্ম্মের ফল সন্ন্যাসকে বুঝায় বলিয়াছেন—যথা—"ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বাক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং তৎফলসংন্যাসো বা" (সাধনপাদ ১ম সূত্র ভাষ্য)

ব্যাসভাষ্যে আর এক স্থানে ঈশ্বর প্রণিধানের অর্থ ও তাহার ফল বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ঈশ্বর প্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পনম্। "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরীক্ষাণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভোগী"। —পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। ঈশ্বর প্রণিধান পুরুষ শয়নই করুন অথবা বসিয়াই থাকুন অথবা পথে ভ্রমণই করুন, তিনি সর্ব্বদাই আত্মস্থ থাকেন; তাঁহার বিতর্ক সমস্ত নষ্ট হইয়াছে, অবিদ্যাদি সংসার বীজের ক্ষয় অনুভব করিয়া তিনি নিত্যমুক্ত ও অমৃত ভোগভাগী হয়েন"। (সাধনপাদ ৩২ সূত্রভাষ্য)

ঈশ্বর প্রণিধানের ফল অন্যত্র এইরূপও বলিয়াছেন—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ" (সামনপাদ ৪৫ সূত্র) ব্যাসভাষ্য "ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধি সিদ্ধির্যয়া সর্ব্বমীপ্সিতং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি,—ঈশ্বরে যিনি সমস্ত ভাব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সমাধি সিদ্ধি হয়, যাহার দ্বারা সমস্ত অভিপ্সিত বিষয় তিনি জানিতে পারেন, দেশান্তরের, দেহান্তরেরও কালান্তরের সমুদয় বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান জন্মে, তাঁহার প্রজ্ঞা তখন সমস্ত বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হয়।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—যম নিয়মাদি সাধনরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা যাহারা সমাধি ও মোক্ষলাভ করেন, তাঁহাদের সাধন শক্তির অভিমান থাকে এবং তাঁহার বহু ক্লেশের সহিত নিজ শক্তিরদ্বারা বহুবিলম্বে তাহা লাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদের সাধনের অভিমান থাকে না এবং তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে অতিশীঘ্র (আসন্নতমঃ) সমাধি ও মোক্ষলাভ করেন, ইহা স্পষ্টরূপে উপরোক্ত বাক্যসমূহ উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ও গীতায় যে তাহাই বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

॥ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মোক্ষপ্রাপক ভক্তিযোগ ॥
(নবধা সাধন ভক্তি)

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা হিরণ্যকাশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি গুরুর নিকট অদ্যাবধি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমার নিকট বল।" তখন প্রহ্লাদ বলিলেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তণং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত মুত্তমম্॥

(ভাগ ৭।৫।২৩-২৪)

—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন (পরিচর্য্যা), অর্চ্চন (পূজা), বন্দন (স্তুতি), দাস্য (দাসত্ব ভাবনা), সখ্য (মিত্রত্ব ভাবনা) ও আত্ম নিবেদন এই নব লক্ষণ যুক্তা ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া আমি মনে করি।

এই নবধা ভক্তির সাধন দ্বারা ক্রমশঃ পরাভক্তি লাভ হয় এবং তৎপর ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়। অবশ্য বিদ্বৎসমাজে এইরূপও প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐ নব প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রবণাদি যে কোন একটি অবলম্বনেও কেহ কেহ পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন। যেমন (১) পরীক্ষিৎ শ্রবণ দ্বারা, (২) বৈয়াসকি (শুকদেব) কীর্ত্তন দ্বারা, (৩) প্রহ্লাদ স্মরণ দ্বারা, (৪) লক্ষ্মী পদ সেবার দ্বারা (৫) পৃথু পূজন দ্বারা (৬) অক্রুর বন্দনা দ্বারা (৭) হনুমান দাস্যের দ্বারা, (৮) অর্জ্জুন সখ্যভাব দ্বারা এবং (৯) বলি সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তিরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ ভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরম্॥

অতএব ইহা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হয় যে নবধা সাধন ভক্তির মধ্যে যে কোন একটি ভক্তির দ্বারাও কেহ সুষ্ঠুরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলেও পরাভক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অবশ্য নবধা ভক্তির মধ্যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ করার অধিকারী সকলেই হইতে পারেন না; সেরূপ পুরুষ বিরল। নবধাভক্তির মধ্যে যাঁহার পক্ষে যে যে ভক্তি অবলম্বনে শ্রীভগবানের উপাসনা করা সম্ভব অথবা শ্রীগুরু যাহাকে যেগুলি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ করিবেন, তিনি সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই উপাসনা করিবেন।

এই নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনই অঙ্গী, অন্য আট প্রকার ভক্তি অঙ্গ। এই নবধা ভক্তির দ্বারা কিরূপে পরাভক্তি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই সমস্ত লীলা শ্রীগুরুমুখে বা মহাপুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়া তাহার পর সেই লীলা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র কীর্ত্তনই নয়, অন্তরেও স্মরণ করিতে হইবে। তাহাতে সেই স্মরণের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকিবে।

আর দেহধারীর পক্ষে শুধু কীর্ত্তন ও স্মরণ লইয়া থাকাও সম্ভব হয় না। তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনেক প্রকার কর্ম্মও করিতে হয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্মও করিতে হয়। এই সব কর্ম্ম করার সময় ও যাহাতে তৎসমস্ত শ্রীভগবানের সহিতই সম্পর্কিত হয়, সেইজন্য শ্রীভগবানেরই পরিচর্য্যা, পূজা, বন্দনা (স্তুতি) প্রভৃতি দাস ভাবে করিতে হইবে। অথবা সখ্য ভাবে

উপাসনা করিতে হইবে। এইগুলি করার সঙ্গে নিজের আত্মা ও আত্মীয় বর্গকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করার সাধন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ যত চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিবে, ততই ভগবান্ হইতে নিজের অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। সম্পূর্ণ অভেদ বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে "ব্রহ্মভূত" হওয়া বলা হয়। ব্রহ্মভূত হইলে তখন শোক আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া যায়, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি হয় এবং তৎপর পরাভক্তি লাভ হয়। এই ভাবে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নব লক্ষণ ভক্তির দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মভূত হইলে যে এই প্রকারে পরাভক্তি লাভ হয় তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

ব্রহ্মভূত ব্যাক্তি সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত হয়েন। তিনি কোন কিছুর জন্য শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে (সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বপ্রাণীতে) সমদর্শী হয়েন। এইরূপ ব্যাক্তি আমাতে (ভগবানে) পরাভক্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগের সাধনক্রম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ! পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

হে বিপ্রগণ! মহৎপুরুষের ও পুণ্যতীর্থের সেবা দ্বারা শ্রদ্ধাশীল শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির বাসুদেবের কথায় রুচি জন্মে। যিনি সাধুগণের সুহৃৎ, যাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরম পবিত্র কারক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কথা শ্রবণ কারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়স্থ কামনাবাসনাদি রূপ সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করিয়া দেন। সর্ব্বদা ভাগবতের (ভগবদ্ভক্তের অথবা ভাগবত শাস্ত্রের) সেবা দ্বারা অমঙ্গল-সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে সেই উত্তমশ্লোক (পবিত্রকীর্ত্তি) ভগবানে নৈষ্ঠিকী (নিশ্চলা) ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তখন রজঃ ও তমোগুণ এবং রজস্তমোগুণ জন্য কামলোভাদি ভাব দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত হয় না, সুতরাং তখন চিত্ত সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রসন্ন হয়। সেই কামনাবাসনা রহিত পুরুষের ভগবদ্ভক্তিযোগ হইতে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে তাঁহার ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান জন্মে। (অনন্তর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়) পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হওয়া মাত্রই তাঁহার অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি,ভিন্ন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধ ভিন্ন) কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (১ম স্ক. ২য় অঃ ১১-২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামী মোক্ষলাভের জন্য ভক্তিযোগ সাধনের ক্রম এইরূপ বর্ণন করিয়াছেনঃ—

"প্রথমে (১) মহৎসেবা, তৎপর (২) তাঁহাদের কৃপালাভ, তৎপর (৩) তাঁহাদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, তৎপর (৪) ভগবৎকথা শ্রবণ, তৎপর (৫) ভগবানে রতি, তৎপর (৬) ঐ রতি হইতে উৎপন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দেহদ্বয়ের বিবেকজাত আত্মজ্ঞান, তৎপর (৭) দৃঢ়াভক্তি (ইহাই পরাভক্তি),তৎপর (৮) ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, অতঃপর সর্ব্বশেষ ভগবৎকৃপায় (৯) সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবদ্‌গুণাবির্ভাব (মোক্ষ)"।

শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে ভক্তিযোগের উপদেশ শ্রীভগবান স্বয়ং করিয়াছেন, তাহাতেও সাধন ভক্তির দ্বারা ক্রমশঃ কিরূপে পরাভক্তি লাভ হয় এবং পরাভক্তির দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহা অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীভগবানের সেই উপদেশগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

তত্তো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥
সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥
তেষু নিত্যং মহাভাগঃ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধো ! কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ১১স্ক. ২৬অঃ ২৬-৩০

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥
(১১স্ক ১১অঃ ৪৮)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥
১১স্ক ১২অঃ ১-২

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
১১স্ক ২৭অঃ ৫৩

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥
যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং স বৈরাগ্যমৈশ্চর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥

১১স্ক. ১৯অঃ ২০-২৫

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি ॥

১১স্ক ২০অঃ ৩২-৩৩

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ॥
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েদ্‌গীতনৃত্যাদ্যৈর্ম্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥

ইতি সর্ব্বানি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥
১১স্ক ২৯অঃ ৮-১৯

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ (ঐ ২২)
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ (ঐ ৩৪)

বঙ্গানুবাদ :—

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুগণই উপদেশ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তির মনের বিষয়াসক্তি দূর করিয়া দেন। যাঁহারা অনপেক্ষ (কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না), মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, অহঙ্কার বর্জ্জিত, নির্দ্বন্দ্ব (সুখ-

দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত) ও পরিগ্রহশূন্য তাঁহারাই সাধু। তাঁহারা সতত আমার লীলাকথাসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উচ্চারিত আমার লীলাকথা, শ্রবণকারী মনুষ্যগণের পাপসমূহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। যাঁহারা আদরপূর্ব্বক আমার সেই লীলাকথা শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা নিশ্চয় মৎপরায়ণ ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার প্রতি ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অনন্ত-গুণশালী আনন্দানুভবাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ আমার প্রতি যিনি ভক্তিলাভ করেন, তাঁহার আর অন্য কি বস্তু লাভ করিতে বাকী থাকে? তিনি সর্ব্বপুরুষার্থই লাভ করিয়া থাকেন। (১১ স্কঃ ২৬ অঃ ২৬-৩০)

হে উদ্ধব! আমিই সাধুগণের প্রকৃষ্ট আশ্রয় বলিয়া সেই সাধুসঙ্গলব্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার অন্য কোনও উপায় নাই। (১১স্কঃ ১১ অঃ ৪৮)।

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গ অন্য সমস্ত সঙ্গের নিবর্ত্তক। সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, যাগযজ্ঞাদি ও জলাশয়খননাদিকার্য্য, দক্ষিণা, দেবার্চ্চনা, বেদপাঠ, তীর্থসমূহ, শৌচাদি নিয়ম-সমূহ ও অহিংসাদি যম সমূহও আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিতে পারে না। (১১ স্কঃ ১২ অঃ ১-২)

নিষ্কাম ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় (১১ স্ক ২৭ অঃ ৫৩) আমার অমৃতোপম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তন, আমার পূজায় সম্যক্ নিষ্ঠা, নানাবিধ স্তুতির দ্বারা আমার স্তব করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের সহিত আমাকে নমস্কার, আমার ভক্তদের বিশেষ ভাবে পূজা এবং সর্ব্বভূতে আমার সত্তাদর্শন, আমার সেবার নিমিত্তই সমস্ত দৈহিক কর্ম্মসম্পাদন, বাক্যদ্বারা আমারই গুণ বর্ণন, আমাতেই মন সমর্পণ, অপর সর্ব্ববিধ কামনাবর্জ্জন, আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত, ও তপশ্চরণ—হে উদ্ধব! আমাতে আত্মনিবেদন করিয়া যে সকল মনুষ্য এই সমস্ত ধর্ম্ম

আচরণ করেন, আমাতে তাঁহাদের ভক্তি সঞ্জাত হয়। তখন তাঁহাদের আর অন্য কোনও সাধন অবশিষ্ট থাকে না। যখন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ শান্ত মন পরমাত্মস্বরূপ আমাতে সমর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। (১১।১৯।২০-২৫)

বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি কার্য্যাবলীর দ্বারা; জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, দান ও যোগের দ্বারা এবং অপরাপর মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু লাভ করা যায়, আমার ভক্তগণ আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারাই তৎসমস্ত অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ অথবা আমার পরমধামও অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। (১১স্কঃ ২০ অঃ ৩২-৩৩)।

—হে উদ্ধব! মর্ত্ত্যমানব যে সমস্ত মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করিয়া দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, আমি তোমার নিকট সেই পরম মঙ্গলময় ধর্ম্মসকল বলিতেছি।

আমার ভক্ত আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিবেন। তাহার ফলে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার তখন অনুরাগ জন্মিবে। তিনি ধীরে ধীরে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমারই প্রীতির নিমিত্ত সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, আমার ভক্ত সাধুগণ যে সকল দেশে বাস করেন, সেই সকল পবিত্র দেশেই বাস করিবেন এবং দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত, তাহাদের আচরিত কর্ম্ম সকলই আচরণ করিবেন, একাকী অথবা আমার ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজোচিত উপাচারের দ্বারা এবং নৃত্যগীতাদি সহকারে আমার উদ্দেশ্যে পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসবাদি করিবেন ও করাইবেন। এই রূপ করিতে করিতে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আমার ভক্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমাকেই সর্ব্বভূতে এবং স্বীয় অন্তরেও আত্মারূপে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন। হে মহাজ্ঞানী উদ্ধব! যিনি আমার ভক্ত, তিনি এইরূপে সর্ব্বভূতকে আমা হইতে অভিন্নজ্ঞানে সম্মান করিয়া কেবল সর্ব্বাত্মক আমারই জ্ঞানকে

আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। যিনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, দাতা ও তস্কর, সূর্য্যও স্ফুলিঙ্গ এবং ক্রুরও অক্রুর সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি মনুষ্যমাত্রের মধ্যে নিরন্তর আমার স্বরূপের ভাবনা করেন, অচিরকালমধ্যেই তাঁহার অহঙ্কার এবং অপরের প্রতি স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারবৃত্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্ত অপরের উপহাস ও মিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া এবং 'আমি উত্তম, উনি নীচ' এইরূপ দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাদি পরিহার করিয়া অশ্ব, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমাব সত্তার উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইপ্রকার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপ উপাসনার ফলে সেই সাধক "সমস্তই ব্রহ্মাত্মক এই" জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তখন তিনি সর্ব্বপ্রকার সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া যাবতীয় ভোগসুখ হইতে বিরত হইবেন। অতএব উপরোক্তপ্রকারে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি করার সাধনই আমার মতে মোক্ষলাভের সাধনসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। (১১ স্কঃ ২৯অঃ ৮-১৯)

নশ্বর মানবদেহ লাভ করিয়া তাহার দ্বারা এই জন্মেই পরম সত্য অবিনাশী আমাকে লাভ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও মণীষিগণের মণীষা। (ঐ ২২) মানুষ আমার সহিত সম্বন্ধবিহীন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার উপাসনারূপ কার্য্যে নিষ্ঠার সহিত নিষ্কামভাবে নিরত থাকিলে নিশ্চয়ই আমার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (ঐ ৩৪)

এই ভক্তিযোগের দ্বারাই যে তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষলাভ হয় তাহা ভাগবতের অন্যত্রও নানাস্থানে (১মস্কন্ধের হয় অধ্যায়ে, ৩য় স্কন্ধের ২৫ ও ২৯ অধ্যায়ে কপিলদেবহুতি সংবাদে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধের অজামিল উপাখ্যানে, ৭ম স্কন্ধের প্রহ্লাদ চরিত্রে ও প্রহ্লাদের উপদেশে,

অম্বরীষ উপাখ্যানে প্রভৃতি স্থলে) বিশেষভাবেই বলা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে আর তৎসমস্তের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না।

অতঃপর শ্রীমদ্ভগবদগীতায় মোক্ষপ্রাপক ভক্তিযোগ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচিত হইতেছে।

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত মোক্ষপ্রাপক ভক্তিযোগ ॥

নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্ম্ম কি প্রণালীতে করিয়া ক্রমশঃ কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান, পরাভক্তিও মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথা—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ গীতা ১৮।৪৫
যতঃপ্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মাণং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

—মনুষ্য আপন আপন (অধিকারগত) কর্ম্ম করিতে করিতে যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। (কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই জ্ঞানের শেষ ফল, ইহাকেই কর্ম্মের সিদ্ধি বলে)। ৪৫॥ যাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণীর কর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে, যাঁহার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত, আপন আপন কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে। ৪৬॥ নিজ নিজ অধিকারগত কর্ম্ম বিগুণ (দোষযুক্ত) হইলেও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরের অধিকারগত কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। আপন স্বভাব নিয়ত (অধিকারগত) সেই বিগুণ কর্ম্ম করিলে সে পাপভাগী হয় না। ৪৭॥ হে কৌন্তেয়! আপন সহজ-(স্বভাবগত) কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না; কারণ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মই (কামনাদিরূপ) দোষযুক্ত থাকে। ৪৮॥ সর্ব্বত্র অনাসক্তচিত্ত, বশীভূতান্তঃকরণ ও নিস্পৃহ ব্যক্তিই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া আত্মাতে স্থিতিরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৯॥ হে কৌন্তেয়! ঐ স্বধর্ম্মপালনজনিত সিদ্ধি লাভ করিয়া যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের যাহাতে পরিসমাপ্তি হয়, তাহা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। ৫০॥ বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণার দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল করিয়া শব্দাদি বিষয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এবং অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার করতঃ নির্জ্জন স্থানবাসী ও অল্পাহারী হইয়া বাক্য, শরীর ও মনকে

সংযত করিয়া সর্ব্বদা ধ্যানযোগে স্থিত হইবে এবং বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য ও শান্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৫১.৫২.৫৩ ॥ ব্রহ্মভাবে স্থিত প্রসন্নাত্মা পুরুষ শোক করেন না, এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ও করেন না। সর্ব্বভূতে তাঁহার সমবুদ্ধি হয়, এবং আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন। ৫৪ ॥ এই পরাভক্তির দ্বারা আমি যে প্রকার, আমার যথার্থ স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে তত্ত্বের সহিত আমাকে জ্ঞাত হন, এইপ্রকারে তত্ত্বের সহিত আমাকে জ্ঞাত হইয়া তৎপর আমাতেই প্রবিষ্ট হন। ৫৫ ॥

ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে,

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ গীতা ১৪।২৬
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ঐ ১৮।৫৬

—যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের সহিত আমার সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হন। গীঃ১৪।২৬ আমাকে আশ্রয় করিয়া যিনি সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদান করেন, তিনিও আমার প্রসাদে (পরাভক্তি লাভ করিয়া অন্তে) অনাদি অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। ঐ ১৮।৫৬ অর্থাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসের পর যিনি ধ্যানযোগমাত্র অবলম্বন করিয়া যে গতি লাভ করেন, ব্রহ্মে কর্ম্মাপণ-কারী তদাশ্রিত (সুতরাং অহংজ্ঞান বিরহিত) পুরুষও সেই অক্ষয়পদ ভগবৎ প্রসাদে লাভ করিয়া থাকেন।

এই বিষয়টি গীতার অন্যস্থানেও ভগবান্ বলিয়াছেন ; যথা—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ গীঃ ১২।৬-৭

পরন্তু আমাকে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া অপর সমস্ত চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান যোগে যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ঐ সকল ভক্তকে—আমি মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হইতে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া থাকি। গীতা—১২।৬-৭।

শ্রীভগবান্ এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

গীতা ৯।২৯-৩২

আমি সর্ব্বভূতেই সমান, আমার কেহ দ্বেষের পাত্রও নহে, প্রিয়ও কেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা ভক্তির সহিত আমার ভজন করেন আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।২৯॥ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যমনা হইয়া আমার ভজন করে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়াই গণ্য হয়। কারণ পরমেশ্বরের ভজনে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে তিনি স্থিত হইয়াছেন। ৩০॥ সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং স্থায়ী শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিবে। ৩১॥ হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যাহারা পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। ৩২

পরাভক্তির দ্বারা যে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তাহা ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য গীতায় আরও তিনটি ভগবদুক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ" ॥ গীতা ১১।৫৪
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ॥" ঐ ৮।২২
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ঐ ১৮।৫৫

—হে শত্রুদমনকারি অর্জ্জুন! অনন্যা (পরা) ভক্তির দ্বারা এইরূপে আমাকে জানিতে, দেখিতে এবং (অন্তিমে) আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। (গী ১১।৫৪) হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্যাভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় (ঐ ৮।২২)

(পরা) ভক্তির দ্বারা আমি যে প্রকার ও যৎস্বরূপ তত্ত্বের সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হন, এই প্রকার আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হইয়া তৎপর আমাতেই প্রবিষ্ট হন (ঐ ১৮।৫৫)।

বাস্তবিক ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জীব জগতের তিনিই আশ্রয়, জীব জগৎ নিয়ম্য, তিনি নিয়ন্তা, জীব জগৎ তাঁহার অংশ তিনি অংশী। জীবের স্থিতি প্রবৃত্তি ইত্যাদি তাঁহা হইতেই হয়, তিনিই পিতা, মাতা, ধাতা, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা পালনকর্ত্তা, তিনি কারুণ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্যাদি অনন্ত গুণের আধার ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার অনন্ত কল্যাণ গুণের পরিচয় যখন সাধক পান, তখন প্রগাঢ় ভক্তি যাহাকে পরাভক্তি বলে তাহা না হইয়া পারে না। আর এইরূপ উপজাত হইলে সাধকের সেই পরাভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং মোক্ষলাভ হয়।

সাধন দ্বারা পরাভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইলে

সাধককে ক্রমশঃ কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ঐ অবস্থাগুলি "ভূমি" নামে আখ্যাত হয়।

আমার পরমারাধ্য পরম গুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন সাধনদ্বারা সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হইলে ক্রমশঃ চারিটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে পঞ্চমভূমিতে পরাভক্তি লাভ হয়। সেই পাঁচটিভূমি তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রথমভূমি :—

এই ভূমির সাধকের অবস্থা এই যথা :—

"গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর্ মান।
ইসিকো জান প্রথম ভূম্কা প্রমাণ॥"

বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাব এবং গুরুতে ও তীর্থে অনুরাগ স্বভাবতঃ এই ভূমিতে জন্মে। ইহা ক্ষণিক ভাব নহে। এই ভূমিপ্রাপ্ত সাধকের ইহা প্রকৃতিগত সর্ব্বদা স্থায়ী ভাব।

দ্বিতীয় ভূমিঃ—

"হম্‌মে কোন্, জগৎ মে কোন্ ইস্‌কা ধ্যান্ দুস্‌রা ভূম্‌কা প্রমাণ" জগতের অনন্ত কার্য্যশৃঙ্খলার এবং জীবের ভাবনিচয়ের নিয়ামক ও প্রবর্ত্তককে নিয়ত তদ্বিষয়ক ধ্যান যাঁহার স্বভাবগত হইয়াছে, তিনি দ্বিতীয় ভূমি লাভ করিয়াছেন। ইহা ক্ষণিক চিন্তা নহে, এই চিন্তা প্রকৃতিগত এবং সর্ব্বকাল স্থায়ী। পিপাসার্ত্ত পুরুষ যেমন পানীয় জল সর্ব্বত্র অন্বেষণ করেন এবং তাহা পান না করা পর্য্যন্ত যেমন কোনপ্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারেন না, এই দ্বিতীয়ভূমি প্রাপ্ত পুরুষও আপনার এবং জগতের নিয়ন্তার পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত অহর্নিশি তদ্বিষয়ে তৃষ্ণাতুর থাকেন।

তৃতীয় ভূমিঃ—

"এক ব্রহ্ম জগৎমে জীব্‌মে বসতা হ্যায় ঔর সব কা কারণ।
ইএ হ্যায় তিস্‌রা ভূমকা প্রমাণ॥"

তৃতীয় ভূমিলব্ধ সাধকের সর্ব্বগত ব্রহ্মবোধ জন্মে, এক ব্রহ্মশক্তি-কেই তিনি আপনার ও জগতের আধারভূত বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত হয়েন। অনুমান দ্বারা ও এই সিদ্ধান্তে অনেকে উপনীত হয়েন সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান কোন ভূমিরই লক্ষণ নহে। তৃতীয় ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী আনুমানিক জ্ঞান নহে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের চিত্ত অবস্থিত হওয়াতে জাগতিক সর্ব্ববিধ সিদ্ধি তাঁহাদের করতলন্যস্ত হয়।

চতুর্থ ভূমিঃ—

"সর্ব্বত্র সমদর্শন ঔর অখণ্ডসন্তোষ চৌথাভূমি কা প্রমাণ ॥"

সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মশক্তির কার্য্য এই ভূমিতে পরিস্ফুট হয়, সুতরাং ভেদবুদ্ধি সম্যক্ তিরোহিত হয়। এই চতুর্থ ভূমিলব্ধ পুরুষ অতি বিরল। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি প্রভৃতি কোন অবস্থান্তরই এই ভূমি-প্রাপ্ত পুরুষের সন্তোষের খর্ব্বতা জন্মাইতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চম ভূমি :—

"নারদ ভক্তি প্রেম পঞ্চম ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

পঞ্চমভূমিতে অহেতুক প্রেম, যাহা পরাভক্তি নামেও আখ্যাত হয়, তাহা সাধক লাভ করেন। নারদ ঋষি ভগবান্ হইতে বর-স্বরূপ এই প্রেমময় ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি এইভূমি নারদ ভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই ভূমিপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা হেতু সাধকের পতন আর সম্ভব হয় না। অতঃপর পর পর যে দুই ভূমি আছে, তাহা আপনা হইতে ক্রমশঃ লব্ধ হয়।"* পরাভক্তি লাভের পর যে প্রকারে মোক্ষ লাভ হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবদ-গীতায় ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

---

* শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন চরিত পঞ্চমসংস্করণ ২১২-২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট চতুর্ব্বিধ ভক্ত ॥

শ্রীভগবান্ গীতায় চারিপ্রকার ভক্তের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা ৭।১৬

—হে অর্জ্জুন! হে ভরতর্ষভ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী মনুষ্যগণ আমার ভজনা করিয়া থাকে। গীতা ৭১৬

ইহাতে উক্ত হইল যে (১) যাঁহারা বিপদাদিহেতু আর্ত্ত হইয়া শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা আর্ত্ত ভক্ত। (২) যাঁহারা জিজ্ঞাসু (শ্রীভগবানের স্বরূপগুণাদি বিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক) হইয়া তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু ভক্ত। (৩) যাঁহারা কোন অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার ভজনা করেন তাঁহারা অর্থার্থী ভক্ত এবং (৪) যাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাদির উপদেশ গুরুমুখে শ্রবণানন্তর তদ্বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য ভজনা করেন তাঁহারা জ্ঞানী ভক্ত।

(১) আর্ত্ত ভক্তের দৃষ্টান্ত দ্রৌপদী, গজেন্দ্র প্রভৃতি। কৌরব সভায় যখন দুঃশাসন দ্রোপদীব কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিবস্ত্রা করার জন্য বলপ্রয়োগ করিতেছিলেন তখন পঞ্চ পাণ্ডব এবং সভাস্থ ভীষ্মপিতামহ দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথীগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না দেখিয়া যখন সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় আর্ত্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ বস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।

গজেন্দ্র ও কুম্ভীরের যুদ্ধের সময় সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াও যখন গজেন্দ্র দেখিলেন তিনি কুম্ভীর হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ

অসমর্থ, তখন আর্ত্তভাবে শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

(২) যাঁহারা শ্রীভগবানের স্বরূপ গুণাদির জ্ঞান লাভের জন্য শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসুভক্ত। যেমন অর্জ্জুন, উদ্ধব, দেবহূতি, আসুরি প্রভৃতি।

(৩) যাঁহারা অর্থলাভের কামনা রাখিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা অর্থার্থী। যেমন সুদামা প্রভৃতি।

(৪) যাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার ভজনা করেন তাঁহারা জ্ঞানী ভক্ত। যেমন নারদাদি।

॥ মোক্ষসাধক ভক্তিযোগ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের উপদেশ ॥

দেবর্ষি নারদ তাঁহার রচিত নারদ ভক্তিসূত্র নামক গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ ও মাহাত্ম্য অতি উত্তম রূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই উপদেশ নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হইতেছে—

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—"সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা অমৃত-স্বরূপা চ (নারদ ভক্তি সূত্র ২-৩)—ভক্তি শ্রীভগবানের প্রতি পরম (ঐকান্তিক) প্রেমস্বরূপা ও অমৃতস্বরূপা। প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়, তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, নিজহৃদয়ে আস্বাদ্য বস্তু। মূকের (বোবার) আস্বাদের ন্যায়। বোবা যেমন সুমধুর বস্তুর স্বাদের অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করে কিন্তু সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ প্রেমও হৃদয়েই অনুভূত হয়, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। (ঐ ৫১-৫২), সেই প্রেম হইলে সেই ভগবৎপ্রেমী ব্যক্তি সর্ব্বত্র

সেই প্রেমময় ভগবান্‌কেই দেখেন, তাঁহারই কথা শ্রবণ করেন ও বলেন এবং তাঁহারই চিন্তা করেন অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমী ব্যক্তির দর্শন শ্রবণ ও মননের বিষয় একমাত্র প্রেমময় ভগবান্ (নারদ ভক্তি-সূত্র ৫৫)। ভক্তি হইলে সেই ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পিত হয় ও তাঁহার বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা হয় (ঐ ১৯)। এই ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত (মরণরহিত) হয় ও তৃপ্ত হয়, তিনি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিসেরও জন্য শোক করেন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, কোন বস্তুলাভে হৃষ্ট হন না এবং কোন বস্তু লাভের জন্য উৎসাহী হন না। তিনি আনন্দে মত্ত হন, স্তব্ধ (নির্ব্বাক—শান্ত) হন এবং আত্মারাম হন (ঐ ৪-৬)। তাঁহার ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না। যে ভক্তিতে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য জ্ঞান থাকে না, সেই ভক্তি যথার্থ ভক্তি নহে, তাহা ব্যভিচারী ভক্তি। যেমন পতি পরম-দেবতা এই মাহাত্ম্যজ্ঞান পতি সম্বন্ধে না থাকিলে স্ত্রীর জারের (উপপতির) প্রতি প্রেম হইয়া থাকে, তাহা প্রেমের ব্যভিচার, যথার্থ প্রেম নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য জ্ঞান না থাকিলে একমাত্র ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তি না হইয়া স্ত্রীপুত্রধনাদির প্রতিও আকর্ষণ থাকিয়া যায়, সুতরাং সেই ভক্তি জারের প্রতি প্রেমের ন্যায় ভক্তির ব্যভিচার, শ্রীভগবানের প্রতি অব্যভিচারী ভক্তি নহে। ঐরূপ ব্যভিচারী ভক্তির স্থলে যে ব্যক্তি যাঁহাকে ভক্তি করে, তাঁহার সুখে সে সুখী হয় না। স্ত্রীর উপপতির প্রতি প্রেম হইলে যেমন পতি সুখী হউন বা না হউন, তাহাতে স্ত্রীর কিছু আসে যায় না তদ্রূপ (ঐ ২২-২৪)। একান্তী (অব্যভিচারী) ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠে, রোমাঞ্চিত কলেবরে অশ্রুপাত সহকারে পরস্পর ভগবৎসম্বন্ধীয় আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের কুলকে এমন কি পৃথিবীকে পর্য্যন্ত পবিত্র করেন। পাপীতাপীদের স্নানাদিতে তীর্থে যে মালিন্য আসে, ঐ ভক্তগণের সমাগমে সেই তীর্থের সেই সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হয়, যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, তাহাই তাঁহারা নিষ্কামভাবে শ্রীভগবৎ

হইবে এবং তাহার ফলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিলাভ হইবে। (ঐ ৩৫-৪২)।

বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না, বাদবিবাদ উত্তরপ্রত্যুত্তরের দ্বারা বাড়িয়াই যায়, তাহা অনিয়ত এবং শেষ হয় না। ভক্তিকামী ব্যক্তির ভক্তিশাস্ত্রসকলের মনন করা কর্ত্তব্য এবং যে কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিভাব উদ্বুদ্ধ হয়, সেইরূপ কর্ম্মসকলও করা কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখ ইচ্ছা ইত্যাদি দূর হইয়া চিত্ত শান্ত হইলে তবে ভজন করিবে মনে করিয়া সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও বৃথা নষ্ট করিবে না, ভজন করিতে করিতেই ক্রমশঃ ঐ সমস্ত দূর হইতে থাকিবে, ভজন বিনা স্বতঃই ঐ সমস্ত দূর হইয়া যায় না। তাহা ছাড়া কখন কাহার মৃত্যু হইবে কিছুই বলা যায় না। অতএব ভজন বিনা ক্ষণার্দ্ধকালও বৃথা নষ্ট করিবে না। অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিক্যাদি সদাচার সকল যত্ন সহকারে পালন করিবে। ভগবানের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীভগবানেরই ভজন করিবে। শ্রীভগবানের লীলাদি কীর্ত্তন করিলে তিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হন এবং তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহাদের অন্তরেও স্বীয় স্বরূপের অনুভব করান (নারদীয় ভক্তি সূত্র ৭৪-৮০) অন্য (কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি) অপেক্ষা ভক্তি সহজলভ্য, ভক্তিকে প্রমাণ করার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না ; ভক্তি স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তির প্রমাণ। ভক্তি শান্তিস্বরূপ ও পরমানন্দস্বরূপ বলিয়াও ভক্তি সহজলভ্য (ঐ ৫৮-৬০)

ভক্ত নিজ আত্মা ও আত্মীয়বর্গকে এবং লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম্মকে শ্রীভগবানে নিবেদন করেন বলিয়া তিনি লৌকিক হানি সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন না। নিজের বলিয়া কিছু থাকিলেই তাহার লাভ বা হানির চিন্তা আসিতে পারে, যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, সমস্তই শ্রীভগবানে সমর্পিত, তাঁহার লাভ বা হানি

বলিয়াও কিছু নাই ; সুতরাং তাঁহার লাভ বা হানির চিন্তা আসিবে কিরূপে ? (নারদীয় ভক্তিসূত্র ৬১)

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বর্ণিত হইল। এক্ষণে মোক্ষ-লাভের সাধন শরণাগতি যোগ বা প্রপত্তি যোগ সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে।

॥ নিম্বার্কদর্শনে প্রপত্তি বা শরণাগতি যোগ ॥

শ্রীগুরুতে ও শ্রীভগবানে প্রপত্তি বা শরণাগতি মোক্ষের একটি বিশেষ সাধন-এইজন্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন "শরণং সাধনং বিদুঃ" (প্রপন্ন কল্পবল্লী ২)।

শরণাগতি যে মোক্ষের সাধন, শ্রুতিও তাহা শরণাগতি মন্ত্রে স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। যথাঃ—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥" (শ্বে উ. ৬।১৮)

—যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বেদসমূহ উপদেশ করিয়াছেন, মুমুক্ষু 'আমি' আত্মবুদ্ধির (চেতনা-চেতন সর্ব্ববস্তুর) প্রকাশক সেই দেবের (প্রকাশময় পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হইলাম।

মন্ত্রে মুমুক্ষু (মোক্ষলাভে ইচ্ছুক) ব্যাক্তির জন্য পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করার কথা বলায় শরণাগতি যে মোক্ষের সাধন তাহা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
(গীতা ১৮।৬২)

—হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তুমি তাঁহার (ঈশ্বরের) শরণাপন্ন হও, তাঁহার কৃপায় তুমি পরা (অচ্যুত) শান্তি এবং শাশ্বত স্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে।

পুনরায় শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য বলিতে গিয়া বলিয়াছেন-

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
(গীতা ১৮।৬৫)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

—তোমার মন আমাতে অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজনা কর (আমারই নিমিত্ত যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়া সম্পাদন কর) এবং আমাকে নমস্কার (আত্মসমর্পণ) কর, এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই সত্য বাক্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের বিচার পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য রামায়ণের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন-"বিভীষণ মিত্রভাবে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে বানরগণের মধ্যে মহাকৌতুহল এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতে থাকে, এই বিভীষণ শত্রু রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং সেও শত্রু-তাহাকে আশ্রয় দেওয়া একান্ত অসঙ্গত। তাহার উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥
মিত্রভাবেন সম্প্রাপ্তং ন ত্যজেয়ং কথঞ্চন।
দোষো যদ্যপি তস্য স্যাৎ সতামেতদ্ বিগর্হিতম্॥
(প্রপন্নকল্পবল্লী ১৪।১৫)

—একবার মাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া "আমি তোমার হইলাম" বলিয়া প্রার্থনা করিলে আমি সকল প্রাণীকেই অভয় দান করি, ইহা আমার ব্রত। যদিও তাহার দোষ থাকে তাহা হইলেও আমাকে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইলে আমি কোন প্রকারেই তাহাকে ত্যাগ করি না, তাহাকে ত্যাগ করা সতের পক্ষে নিন্দনীয়।" শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে তাঁহার শরণাগত হইলে শরণাগতের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা হয় এবং সেই কৃপাবলে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

বাস্তবিক মুমুক্ষু সাধক পূর্ব্বোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের যতই সাধন করুন না কেন, তাঁহাকে শ্রীভগবানের শরণাগত হইতেই হইবে। শ্রীভগবানের শরণাগত না হইলে তিনি ভগবানের দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, তাঁহার সেই দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ না হইলে মোক্ষলাভ কিরূপে করিবেন? যত উন্নত সাধকই হউন না কেন, তিনি নিজে তাঁহার এই দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না। অতএব ঐ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রপন্ন বা শরণাগত হইতেই হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার ঐ দৈবী মায়া হইতে তিনি উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন। ইহা শ্রীভগবান স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন, যথা—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)

—আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমনীয়া, (তাহাকে অতিক্রম করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য), যাহারা আমার প্রপন্ন (শরণাগত) হয়, তাহারাই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে।

—এই বাক্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্পষ্টরূপে বলিলেন, তাঁহার মায়াকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রপন্ন বা শরণাগত হইতেই হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে "প্রপত্তি বা শরণাগতি" অসাধারণ সাধন।

শ্রীমদভাগবতে দেখা যায় করভাজন মুনি এই শরণাগতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাগঃ ১১।৫।৪১)

যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিয়া সর্ব্বাত্মভাবে শরণ্য শ্রীভগবান্ মুকুন্দের শরণাগত হয়েন, তিনি দেব, ঋষি,প্রাণী,কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী থাকেন না, তাঁহাদের কিঙ্করও হয়েন না।

কবি মুনি বলিয়াছেন—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্ব্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তিবৈ ভাগবতস্য রাজন্! ততঃ পরাংশান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥
(১১।২।৪২—৪৩)

—যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে এককালেই তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি এই তিনটি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শরণাগতব্যক্তির শরণাগতির কালেই (একসঙ্গে) সংসারে বিরক্তি, ভক্তিও ভগবদনুভূতি এই তিনটিই হইয়া থাকে। হে রাজন! এইরূপ শরণাগতির দ্বারা যিনি ভগবান্ অচ্যুতের শ্রীচরণ ভজনা করেন, সেই ভাগবত ব্যক্তির সংসারে বিরক্তি, ভক্তি ও ভগবদনুভূতি নিশ্চিতই হইয়া থাকে, তাহার পর তিনি সাক্ষাৎ পরাশান্তিরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

এই স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতেও শরণাগতিকে মোক্ষের সাধন স্পষ্টই বলিলেন। এইরূপ ইতিহাস পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই শরণাগতিকে

মোক্ষের সাধন বলিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এখানে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না।

যদিও উপরোক্ত 'দৈবী হ্যেষা' ইত্যাদি বাক্যে শরণাগতিকে মোক্ষের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি কৃপা করিয়া মোক্ষ প্রদান করেন। অতএব প্রকৃত পক্ষে তাহা ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। ইহাই "তৎ প্রসাদাৎ পরং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" "মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। এইজন্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য "কৃপাফলম্" (বেদান্তকামধেনু-১০) "ভগবৎ কৃপার ফল মোক্ষ" এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রুতিও তদ্রূপই বলিয়াছেন, যথাঃ—"তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্" (শ্বে. ৩।২০) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩) ইত্যাদি।

॥ শরণাগতির অধিকারী কে ? ॥

শরণাগতির অধিকারী কে বলিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অকিঞ্চণোঽনন্যগতিঃ সর্ব্বসাধনবর্জ্জিতঃ।
(প্রপন্নকল্পবল্লী-২৪)
কার্পণ্যাদিসমাযুক্তোঽধিকারী পরিগীয়তে।
আচার্য্যদেবো বিষয়ৈর্ব্বিরক্ত স্তত্ত্বচিন্তকঃ॥ (ঐ ২৫)

—যিনি (১) অকিঞ্চন, (২) অনন্যগতি, (৩) সর্ব্বসাধন বর্জ্জিত, (৪) কার্পণ্যাদি যুক্ত, (৫) আচার্য্যদেব, (৬) বিষয়ে বিরক্ত এবং (৭) তত্ত্বচিন্তক, তিনিই শরণাগতির যথার্থ অধিকারী।

(১) কর্ম্মজ্ঞানাদি সর্ব্বসাধনে অসমর্থ বলিয়া যাঁহার যথার্থ অনুভব হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। (২) অন্য সাধনকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শ্রীগুরুর কৃপার উপর নির্ভরশীল হওয়াকেই

অনন্যগতি বলে। (৩) গুরুর শরণাগতি ভিন্ন অন্য কোন সাধনের অপেক্ষারহিত হওয়াকে সর্ব্বসাধনবর্জ্জিত বলে। (৪) কার্পণ্য-দীনতা, (৫) যথার্থ গুরুভক্ত গুরুসেবকই আচার্য্যদেব, (৬) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তিহীন পুরুষকেই বিষয়বিরক্ত বলে; (৭) আত্মপরমাত্ম-স্বরূপগুণাদি সম্বন্ধীয় চিন্তাশীল পুরুষকেই তত্ত্বচিন্তক বলে।

শ্রীভগবানের ভগশব্দবাচ্য জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, তেজ ও ও বীর্য্যাদি জগৎ সৃষ্ট্যাদির উপযোগী গুণসমূহ এবং ভক্তের ভগবদাশ্রয় বিষয়েও ভগবানের ভক্তরক্ষণ বিষয়ে উপযোগী বাৎসল্য, সৌলভ্য, স্বামিত্ব, কারুণ্য, মৃদুতা, শরণ্যত্ব, কৃতজ্ঞতা, সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব, পূর্ণতা, ঔদার্য্য, প্রভৃতি দ্বাদশমহাগুণ শরণাগত ব্যাক্তি নিত্যই সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিবেন। ইহার দ্বারা শরণাগতি দৃঢ়তর হইতে থাকে।

মুমুক্ষু সাধক ভক্তির সহিত সাধন করিতে করিতে যখন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে নিজেকে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন, তখন তিনি শ্রীগুরুর ও শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েন। প্রথমে শ্রীগুরুকে পিতামাতা ইত্যাদি সর্ব্বসম্বন্ধস্থানীয় জানিয়া তাঁহাকেই মুমুক্ষুব্যক্তি রক্ষকরূপে বরণ করিবেন, শ্রীগুরু আত্মসাৎ করিলে তখন আত্মীয় বর্গের (কর্ম্ম, জ্ঞান, মন ও বুদ্ধ্যাদির) সহিত আত্মাকে শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করিবেন।* এই আত্মসমর্পণ বা আত্ম নিক্ষেপই যথার্থ প্রপত্তি বা শরণাগতি—"প্রপত্তিশ্চাত্মনিক্ষেপঃ" (প্রপন্নকল্পবল্লী-৪), আত্মার ও আত্মীয়ের (নিজসম্পর্কীয় সমস্ত কিছুর) ভার সমর্পণকে আত্ম নিক্ষেপ বলে—"আত্মাত্মীয়ভরন্যাসোহ্যাত্মনিক্ষেপ উচ্যতে" (প্রপন্ন-

---

* বরনীয়ো গুরুঃ পূর্ব্বং গোপ্তৃত্বেন মুমুক্ষুভিঃ।
সর্ব্বসম্বন্ধবত্ত্বং চ শ্রূয়তে শ্রুতিনির্ণয়ে॥ (প্রপন্নকল্পবল্লী-৫)
অথাত্মনো বিনিক্ষেপ আত্মীয়ৈঃ সহ কর্ম্মভিঃ।
জ্ঞানৈশ্চ বিষ্ণৌ কর্ত্তব্যো মনোবুদ্ধ্যাদিভিস্তথা॥ (ঐ-১১)

সুরত মঞ্জুরী)। এই আত্মসমর্পণের পাঁচটি অঙ্গ। সেই অঙ্গ পাঁচটির নাম—(১) অনুকূলের সঙ্কল্প, (২) প্রতিকূলের বর্জ্জন, (৩) ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস (৪) ভগবান্‌কে রক্ষকরূপে বরণ, ও (৫) কৃপণতা (গর্ব্বহানি)।* অতএব এই পাঁচটি অঙ্গ সহ অঙ্গী (মূল) আত্মনিক্ষেপ (আত্মসমর্পণ)-কে লইয়া প্রপত্তি বা শরণাগতি ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার প্রপত্তির স্বরূপ এক্ষণে বর্ণিত হইতেছেঃ—

১। আনুকূল্যের সঙ্কল্পঃ—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ সর্ব্বাত্মরূপে সমস্ত প্রাণীর অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকে শাসন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বাত্মা "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং,সর্ব্বাত্মা,"। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমি সকলের আত্মা—"অহমাত্মা গুড়াকেশ"। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা এই নিশ্চয় হয় যে, চেতন অচেতন সমস্তের অন্তারাত্মা শ্রীভগবান। অতএব চরাচর জগতের সমস্তই ভগবানের দেহ হওয়ায় সকল প্রাণীরই অনুকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয়ই অনুকূল্যের সঙ্কল্প। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যও বলিয়াছেন, যথা—

—"চরাচরাণি ভূতানি সর্ব্বাণি ভগবদ্বপুঃ।
অতস্তদানুকূল্যং মে কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥
(প্রপন্নকল্পবল্লী ১০।১১)

এতদ্ভিন্ন শাস্ত্র ও গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল যে সমস্ত আচরণ সেই সমস্ত আচরণের সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান ও আনুকূল্যের সঙ্কল্প।

---

* আত্মনিক্ষেপণং চাত্র সর্ব্বাঙ্গৈঃ সহ প্রোচ্যতে।
আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্॥
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
পঞ্চমং কৃপণত্বং চ পঞ্চরাত্রবিদো বিদুঃ॥ (প্রপন্ন কল্পবল্লী-১০-১২)

২। প্রতিকূল্যের বর্জ্জন :—যে সমস্ত আচরণ ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল, সেই সমস্তের বর্জ্জনই প্রতিকূল্যের বর্জ্জন। যেমন (১) দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি; (২) জীবাত্মারূপী নিজেতে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি (৩) নিজেকে অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ ও বহির্য্যামী শ্রীগুরু ভগবান্ ভিন্ন অন্যের অধীন বলিয়া মনে করা (৪) নিজ আত্মার ও আত্মীয়বর্গের ভগবদধীনত্ব বিষয়ে সংশয়, (৫) শ্রুতিস্মৃত্যাত্মক ভগবদাজ্ঞাকে উপেক্ষা করা (৬) অসৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন (৭) ভগবদবতারে মনুষ্যতির্য্যগাদি বুদ্ধি, (৮) শ্রীশালগ্রামাদি শ্রীভগবদর্চ্চা বিগ্রহে পাষাণময়ত্বজ্ঞান, অনীশ্বরত্ব অচেতনত্বাদি বুদ্ধি, (৯) শ্রীভগবন্নামমন্ত্রাদিতে শব্দসামান্যবুদ্ধি, (১০) শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় কথা আখ্যানাদিতে লৌকিক আখ্যান বুদ্ধি, (১১) অনন্ত, শুদ্ধ, স্বাভাবিক সার্ব্বজ্ঞাদি কল্যাণগুণসাগর শ্রীভগবানে গুণশক্তি-হীনত্ব কল্পনা, (১২) শ্রীভগবানের গুণসমূহকে মায়িক বলিয়া মনে করা (১৩) বহির্য্যামি শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি (১৪) অসৎসঙ্গ ইত্যাদি যে সমস্ত আচরণ—এই সমস্ত শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল। ইহাদের বর্জ্জনই প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন।

৩। শ্রীভগবান্ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস—ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি একবার আমার শরণাপন্ন হইয়া 'আমি তোমার' এইরূপ যাচ্ঞা করে অর্থাৎ আমাকে তোমার করিয়া লও এইরূপ অন্তরের সহিত বলে, আমি তাহাকে সর্ব্বভূত হইতে অভয়দান করি, ইহা আমার ব্রত"।* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"সমস্ত ধর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার) পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণগ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক

---

* সকৃদেব প্রসন্নো যঃ তবাস্মীতি যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥
(বাল্মীকি রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড)

করিও না—তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই।* শ্রীভগবানের এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও তাঁহার অনন্ত অসংখ্য কারুণ্যাদিগুণ স্মরণ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন, শরণাগতব্যক্তি এই-দৃঢ়বিশ্বাস করিবেন। এই দৃঢ়বিশ্বাসই শরণাগতির তৃতীয় অঙ্গ।

৪। গোপ্তৃত্ববরণ—শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান ও কারুণ্যাদি অনন্ত অসংখ্য কল্যাণগুণসাগর হইলেও প্রার্থনা না করিলে তিনি রক্ষা করেন না, প্রার্থনারহিত আত্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিলে (জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিলে) সর্ব্বমোক্ষ প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সংসারের সকলেরই মোক্ষের আপত্তি হয়। সকলেরই মোক্ষ হইলে জগতের সৃষ্টিস্থিত্যাদি লোপপ্রাপ্ত হইয়া যায়, শাস্ত্র মর্য্যাদাও রক্ষিত হয় না ; অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন এই দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে, তবেই তিনি রক্ষা করিবেন। এইরূপ প্রার্থনা করাকেই গোপ্তৃত্ব-বরণ বলে। শাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন, যথা :—

"অপ্রার্থিতো ন গোপায়েদিতি তৎপ্রার্থনা মতিঃ।
গোপায়িতা ভবত্যেবং গোপ্তৃত্ববরণং স্মৃতম্॥
(প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরীধৃতনারদপঞ্চরাত্রবচন)

গোপ্তৃত্ববরণ মন্ত্র এইরূপ :—

"প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগৎগুরো॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব॥"
(গোপালতাপণীয়োপনিষৎ পূর্ব্বভাগ ১৫-১৭)

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীতা ১৮.৬৬)

৫। কৃপণত্ব (গর্ব্বহানি)—আমি মোক্ষলাভের বহু উপায় অবলম্বন করিলেও তৎসমস্ত অসিদ্ধ হইতেছে, পুনঃ পুনঃ বহুপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া ব্যর্থ করিয়া দিতেছে, সুতরাং মোক্ষলাভের সাধন করার আমার কোন সামর্থ্যই নাই এইরূপ জ্ঞান হইয়া মোক্ষলাভের সাধনবিষয়ে নিজ কর্তৃত্বাভিমানরহিত (গর্ব্বহানি) হওয়াকেই কৃপণত্ব বলে—

"উপায়ান্নৈব সিদ্ধ্যন্তীত্যপায়া বিবিধাস্তথা।
ইতি যা গর্ব্বহানিস্তদ্দৈন্যং কার্পণ্যমুচ্যতে॥

(প্রপন্নসুরতরুমঞ্জুরীকৃত বচন)

এইরূপ পাঁচ প্রকার শরণাগতির অঙ্গের অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমশঃ শরণাগত ভক্তের শ্রীভগবানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ঘটিতে থাকে। আমি এবং আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্তই শ্রীভগবানের, আমার কিছুই নহে, —এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের আমিত্ব এবং মমত্ববুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানেই সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ করাই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এইরূপ যিনি করিতে পারেন শ্রীভগবৎ কৃপায় অতি শীঘ্র তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয় এবং তিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন। "তদর্পিতাখিলাচারতা"ই হইল এই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। আত্মসমর্পণকারী ভক্ত নিজের সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা, সঙ্কল্প, কায়িক, বাচিক সমস্তপ্রকার ভাব ও কার্য্য শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করেন ভগবৎপ্রীতি ও প্রসন্নতার জন্যই তিনি সমুদয় কার্য্য করেন, ভগবৎসেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, নিজের আত্মপ্রীতি ও ইন্দ্রিয়ের সেবা নহে। এই কথাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" (গীতা ৯।২৭)

—অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু

ভক্ষণ কর, যাহা কিছু হোম কর বা যজ্ঞ কর, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যাচরণ কর, সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।

এইরূপ ভাবে সমস্ত কিছু ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করিলে—শ্রীভগবানে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে সাধকের ভগবানেই আত্মবিলয় ঘটে—আত্মহোম হইয়া যায় এবং সাধক কৃতকৃত্য হয়েন। তখন সাধক "আমি যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানেরই, আমার যে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ সত্তা নাই; আমার স্থিতি; প্রবৃত্তি প্রভৃতি সমস্তই যে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানেরই অধীন, আমার যে কোন বিষয়ে কোন অবস্থাতেই কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই; আমি যে শ্রীভগবানেরই অঙ্গীভূত হইয়া আছি"—এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে শ্রীভগবানের সহিত নিত্যযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই রূপ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যথার্থ আত্মসমর্পণের অবস্থা। এইরূপ আত্মসমর্পণের দ্বারা ভক্ত সাধক শ্রীভগবৎ কৃপায় ভগবদ্ভাবাপত্তি রূপ মোক্ষপদ লাভ করেন।

॥ শ্রীনিম্বার্কদর্শনে গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ ॥

শ্রীগুরু কৃপাতেই যে আত্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভ হয় এবং মোক্ষলাভার্থী পুরুষ যে ব্রহ্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেন,—এই সকল কথা শাস্ত্রপ্রমাণসহ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে উপযুক্ত গুরুকরণ ও গুরুবরণ করিতেই হইবে ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। মোক্ষার্থী শিষ্য গুরুসমীপে শরণাগত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীগুরু তাঁহাকে

ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনাদি উপদেশ করেন। পরন্তু যে শিষ্য নবধা সাধন ভক্তি, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগাদি সাধন, আত্মস্বরূপের শ্রবণানন্তর, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং ষড়বিধা শরণাগতি এই সমস্ত সাধনের সাধ্য কোনটিই সম্যক্‌ভাবে অনুশীলন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ব্বিচারে কেবলমাত্র শ্রীগুরুর আদেশ পালন করিতে থাকিবেন। ইহাকেই গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তি যোগ বলে। এই গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগের দ্বারায় তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন।

এই ভাবে গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তি যোগকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য স্বতন্ত্ররূপে মোক্ষের একটি সাধন বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এবং গুরোঃ প্রেষ্ঠতমো হ্যাত্মন্যাসী দৃঢ়ব্রতঃ।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ সাযুজ্যমধিগচ্ছতি ॥
(প্রপন্নকল্পবল্লী ২৭)

—এই প্রকারে যিনি দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি শ্রীগুরুর পরম প্রিয়তম হয়েন এবং ভববন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সাযুজ্য (মোক্ষ) লাভ করেন।

এই সাধনটি আমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব শ্রী ১০৮স্বামী সন্তদাসজী মহারাজের উপদেশে অতি স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"যথার্থ কল্যাণার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন করিয়া দেয় এবং নিজে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সদ্‌গুরুর আদেশমাত্র প্রতিপালন করা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে; এইরূপ যিনি করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন—সর্ব্ববিধ কর্ম্মে নির্লিপ্ত হয়েন এবং দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। (তাঁহার জীবনীর পরিশিষ্টে প্রকাশিত ৯৯ নং উপদেশ দ্রষ্টব্য।)

এই গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তির উপর জোর দিয়া তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে—"আপনাতে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি যাঁহার আছে, যিনি নিজে নিজে সাধন করিয়া পারগামী হইবেন মনে করেন, তিনি অদূরদর্শী প্রাকৃত শিষ্য। তাঁহার কৃতকৃত্যতা লাভ করা অতি কঠিন। বর্ত্তমান কালে জীব পাঁচ মিনিট কালও চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হয় না, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কিরূপে এইরূপ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে সম্পন্ন হইতে পারে? (পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অতএব বর্ত্তমান (এই ঘোর কলি) কালে এই গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তি-যোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সহজ সাধনা। এই সাধনা যিনি করিবেন তিনি কিভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীনিম্বার্কচার্য্য তাঁহার "মন্ত্ররহস্যষোড়শী" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"আদৌ গুরৌ ন্যসেৎ প্রাণানাত্মানং ধনমেব চ।
সর্ব্বসম্বন্ধবিষয়ং কৃত্বা সেবেত নিত্যশঃ॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণৈর্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ।
ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবত্তথা॥" (১৫-১৬ শ্লোক)

—অর্থাৎ প্রথমে শ্রীগুরুতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ধনাদি সমর্পণ করিবে এবং সকলপ্রকার সম্বন্ধের বিষয় করিয়া নিত্য তাঁহার সেবা করিবে। বিষয়াসক্তি ও কপটতা ত্যাগ করিয়া সমাহিত মনে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের দ্বারা শ্রীগুরুর ভৃত্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, এবং মিত্রের ন্যায় নিজেকে মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বভাবে তাঁহার সেবা করিবে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য তাঁহার "প্রপন্নকল্পবল্লী" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"পুত্রমিত্রকলত্রাদ্যৈরীজ্যন্তে প্রতিযোগিনঃ।
তদ্বৎ সর্ব্বাত্মভাবেন শিষ্যঃ সেবেত সদ্গুরুম্॥ (প্রপন্ন ২০)
আত্মাত্মীয়ত্বসম্বন্ধ এতাবান্ বর্ণ্যতে বুধৈঃ।
গুরোরাত্মাদিকং যত্তৎ পৃথক্ নেক্ষেত কিঞ্চন॥ (ঐ ২১)

২২

এবং তদ্ভাবমাপন্নস্তদাসৌ সর্ব্বভাবতঃ।
ভগবদ্ভাবমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥ (ঐ ২২)

—যেমন পুত্র পিতার, মিত্র মিত্রের, স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন, তদ্রূপ শিষ্য সর্ব্বাত্মভাবে সদ্‌গুরুর সেবা করিবেন। (২০) শিষ্য তাহার আত্মা ও আত্মীয়াদিকে গুরু হইতে পৃথক্ দেখিবে না। ইহাকেই জ্ঞানিগণ আত্মাত্মীয়ত্ব সম্বন্ধ বলেন। (২১) এই প্রকারে শিষ্য যখন সর্ব্বভাবে গুরুতে আত্মাত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তখন তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া ভগবদ্ভাব (মোক্ষ) লাভ করেন। (২২) এইরূপ শিষ্য হওয়ার অধিকারী কে, তদ্বিষয়ে উপদেশ করিতে যাইয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"গুর্ব্বর্থং যস্য প্রাণাদি যৌবনং ধনমেব চ।
আত্মাত্মীয়েষু নির্ব্বিন্নোঽধিকারী সমগীর্য্যতে॥
(মন্ত্ররহস্যষোড়শী শ্লোক ১৩)

—অর্থাৎ যাঁহার ধন, যৌবন, প্রাণাদি সমস্তই শ্রীগুরুর জন্যই উৎসর্গীকৃত হয় এবং যিনি নিজের দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি ও নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তের প্রতি বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই অধিকারী বলিয়া কথিত হয়েন।

শ্রীসুন্দর ভট্টও মন্ত্ররহস্যষোড়শী ১৫ শ্লোকের টীকায় জয়দাখ্যান সংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"শরীরং চাসুবিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্মগুণান্ বসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥"

—অর্থাৎ যিনি তাঁহার শরীর, প্রাণ, জ্ঞান, বাসস্থান গৃহাদি, কর্ম্ম, গুণসমূহ প্রভৃতি সকলই গুরুর জন্যই ধারণ করেন, গুরু সেবার জন্যই এই সকলকে যিনি সমর্পণ করেন, তিনিই যথার্থ শিষ্য, অপর নহে।

বস্তুতঃ শ্রীগুরুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ও শ্রীগুরুর আদেশ পালনরূপ সেবার দ্বারাই শিষ্য শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎ কৃপায় আত্মজ্ঞান

লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীতা ৪।৩৪)

—"প্রণিপাত" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের দ্বারা ও সর্ব্বতোভাবে সেবার দ্বারা এবং "পরিপ্রশ্ন" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে জিজ্ঞাসার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ কর। ঐরূপ করিলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন। (শ্রীগুরুকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই দেহান্তে মোক্ষ লাভ হইবে।)

এখানে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে উপরে যে 'সেবার' কথা বলা হইয়াছে, নির্ব্বিচারে প্রসন্নমনে শ্রীগুরুর আদেশ পালনই সেই সেবা। গুরুর আদেশ পালন না করিলে কেবলমাত্র তাঁহার শরীরের সেবার দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করা যায় না। নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালনেই তিনি প্রসন্ন হয়েন। এবং তাহাই তাঁহার প্রকৃত সেবা। এইরূপ ভাবে গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ অবলম্বন করিয়া যিনি নির্ব্বিচারে প্রসন্নতার সহিত কেবলমাত্র শ্রীগুরুর আদেশ পালনে নিজেকে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত করেন, তিনিই গুরুর প্রিয়তম হয়েন এবং গুরুকৃপায় অচিরে তিনি মোক্ষলাভ করেন। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যোপদিষ্ট গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ বর্ণিত হইল।

॥ শ্রীনিম্বার্কদর্শনে শ্রীবিগ্রহপূজা ॥

অক্ষর, ব্যক্ত, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা ও তাঁহাতে মনের তন্ময়তা লাভ করা খুবই কঠিন। পক্ষান্তরে সগুণ সবিশেষ সাকার ঈশ্বরস্বরূপের উপাসনা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও শীঘ্রফলপ্রদ। এই কথা শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন। (গীতা ১২।১-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বপ্রকারে গুণ ও ধর্ম্মের প্রকাশভাববর্জ্জিত অব্যক্ত, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, মন ও বুদ্ধির অতীত ও অগোচর বলিয়া তাঁহার উপাসনা সম্ভব নহে। ব্রহ্মের সগুণ-সবিশেষরূপই উপাসনার বিষয় হইতে পারেন। ব্রহ্মের সেই সগুণ সবিশেষ রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য এই শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার শক্তি শ্রীরাধার উপাসনারই বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'বেদান্তকামধেনু' (দশশ্লোকী) গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষমশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্॥'
"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্" ॥
(দশশ্লোকী ৪।৫)

নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ সন্দৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহাদচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যসাশয়াৎ"
(ঐ ৮ শ্লোক)

বঙ্গানুবাদ ঃ—স্বভাবতই যিনি অবিদ্যাদি সকল প্রকার দোষ-বর্জ্জিত, যিনি অনন্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আধার, যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহের অঙ্গী, যিনি সকলের বরণীয় পরব্রহ্মস্বরূপ সেই কমলনয়ন শ্রীহরি কৃষ্ণকে ধ্যান করি।

তাঁহার বামাঙ্গে বৃষভানুতনয়া শ্রীরাধা আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সৌন্দর্য্যাদি গুণযুক্ত এবং সহস্র সহস্র সখীর দ্বারা পরিসেবিত। সকল অভীষ্টপূরণকারী সেই দেবীকে সর্ব্বদা স্মরণ করি। যিনি ভক্তের কল্যাণেচ্ছায় সুচিন্ত্য বিগ্রহ (রূপ) ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার শক্তি ও আশয় চিন্তারও অগোচর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশিবাদি বন্দিত চরণ কমল ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি দৃষ্ট হয় না।

এই শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ভক্তিপূর্ব্বক সেবাপূজায় অতিসহজেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ বিগ্রহকে "অর্চ্চাবতার" বলা হয়। এই ভগবদ্ বিগ্রহ বা প্রতিমাদির (অর্চ্চাবতারের) এরূপ অসাধারণ শক্তি আছে যাহার দ্বারা তিনি সাধকের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই আকর্ষণের প্রভাবে সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হয়, অন্য বিষয় বাসনা ত্যাগ হইয়া যায়, বৈরাগ্যপ্রাপ্তি হয় এবং ক্রমে উপাস্যদেবে পরাভক্তির অবির্ভাব ঘটে, যাহার ফলে তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ও ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটে। তখন সেই সাধকের নিকট শ্রীভগবানের গোলোকাধিপতি রূপ এবং সর্ব্বময় সর্ব্বাতীত ঈশ্বররূপ ও গুণাতীত গুণাশ্রয় পরব্রহ্মরূপ আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটে। তখন সাধক পরব্রহ্মের সহিত একতাপ্রাপ্ত হয়েন। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদবিগ্রহের ধ্যান ও সেবাপূজাদির এইরূপই অসাধারণ শক্তি ও প্রভাব রহিয়াছে। যে কোন ভাবেই হউক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিলেই সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূত পাপ্মানস্তমা পুরনুচিন্তয়া ॥" (ভাগ ৭।১।২৮)
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ (ঐ ২৯ শ্লোক)

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো
(ঐ ৩০ শ্লোক)

অনুবাদ :—"এই প্রকার মায়াবিরচিত মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবের সহিতও নিয়ত চিত্তসংলগ্ন করাতে অনেকে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" "যেমন ভক্তির দ্বারা তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহের দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরে মন সংলগ্ন করাতে যে বহু লোক নিষ্পাপ হইয়া ভগবদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে ; দেখ, গোপীগণ কামবৃত্তিতে, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি রাজগণ দ্বেষনিবন্ধন যাদবগণ নিকটকুটুম্বতা-বশতঃ, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহবশতঃ এবং আমরা (ঋষিগণ) ভক্তিবলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছি।"

শ্রীরাধাসহিত এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সেবাপূজা শ্রীনিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরু-দেবের উক্তি—"নিম্বার্ক বৈষ্ণবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সশক্তিক উপাসনাকেই সমধিক ফলপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করেন। পুরুষমূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই যেমন প্রধান, স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে শ্রীরাধিকামূর্ত্তিও তদ্রূপ প্রধানা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা শক্তি। সশক্তিক ভগবন্মূর্ত্তির উপাসনায় যে সকল মহৎফল হয়, তন্মধ্যে এই একটি বিশেষ লাভ দৃষ্ট হয় যে, ইহা অতি শীঘ্র সৎ সাধকের কামবৃত্তির নিবৃত্তি করে। ভগবানের সহিত সংযুক্তভাবে ভক্তিপূর্ব্বক স্ত্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা করাতে স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি কামভাব তিরোহিত হইয়া যায়, এবং স্ত্রীপুরুষের মিথুনী কৃত ভাবকে ভগবল্লীলারূপে দর্শন করিতে সাধক সহজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সমদর্শিত্বলাভ করেন।"*

---

* ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন চরিত (৫ম সংস্করণ) গ্রন্থের পরিশিষ্টের ২৫৬—২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্চ্চনার যোগ্য এই ভগবদ্ বিগ্রহকে "অর্চ্চাবতার" বলে—ইহাও ভগবৎস্বরূপেরই একপ্রকাশ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মম প্রকারাঃ পঞ্চেতি প্রাহুর্বেদান্তপারগাঃ।
পরো ব্যূহশ্চ বিভবোনিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
অর্চ্চাবতারাশ্চ তথা দয়ালুঃ পুরুষাকৃতিঃ।
ইত্যেবং পঞ্চধা প্রাহুর্মাং রহস্যবিদো জনাঃ ॥"

(শ্রীবিষ্বক্‌সেন সংহিতা)

—অর্থাৎ বোদন্তবিদ্‌গণ আমার পাঁচ প্রকার স্বরূপ বলিয়া থাকেন যথা—পরব্যূহ, বিভব, সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা এবং পুরুষাকার পরমকরুণাময় অর্চ্চাবতার। আমার রহস্যবিদ্ জনগণ আমাকে উপাসনার কথা বলিয়া থাকেন।

এই 'অর্চ্চাবতার' বা প্রতিমাপূজার দ্বারা সেই অর্চ্চাবিগ্রহের কৃপায় যে তত্ত্বজ্ঞানলাভও হইয়া থাকে সেই বিষয়েও শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে, যথাঃ—

"কৃতে ধ্যানাজ্ জ্ঞানসিদ্ধি স্ত্রেতায়াং তপসা তথা।
দ্বাপরে যজনাজ্‌জ্ঞানং প্রতিমা পূজয়া কলৌ ॥"

(শিবপুরাণ, বিদ্যেশ্বর সংহিতা ১০।৫৫)

পূজনাজ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা জ্ঞানং প্রজায়তে।
জ্ঞানাদ্ বিজ্ঞানসম্পত্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥
বিজ্ঞানঞ্চ যদা জাতং তদা ভেদো নিবর্ত্ততে ॥

(শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ২৬ অঃ)

—অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ত্রেতাযুগে তপস্যার দ্বারা, দ্বাপরে যজন, কলিযুগে প্রতিমা পূজার দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

পূজা হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তির দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে,—ইহাই সত্য—ইহাতে

সন্দেহ নাই। যখন বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তখন ভেদদর্শন দূরীভূত হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই অর্চ্চা বা প্রতিমা উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন—

"মমার্চ্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগং স্মরেন্মনঃ" ॥

(মহাভারত ১১।১০।২৪)

—অর্থাৎ স্বভাবতঃ চঞ্চল মন আমার অর্চ্চা (প্রতিমা) উপাসনাতে এতদূর নিমগ্ন হইয়া যায় যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা তখন আর থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চাপ্রতিমার এবং অর্চ্চাপূজার বিশেষ উপদেশ করিয়াছেন, যথা :—

"অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া" ॥

(ভাগঃ ১১।২৭।৯)

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথাসব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥"
স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চায়ামেব তূদ্ধব"

—ভাগ ১১।২৭।১৫-১৬

"মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবা শ্রিতান্ ॥
পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ ॥
প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥
মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥

(ভাগঃ ১১।২৭।৫০-৫৩)

—অর্থাৎ দ্বিজ অকপটভাবে ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিমাতে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিতে, অথবা সূর্য্যে, জলে অথবা হৃদয়ে, নিজগুরুস্বরূপ আমাকে দ্রব্যের উপচার দ্বারা আমার পূজা করিবেন ॥ ৯ ॥

কপটতা ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ দ্রব্যসমূহের দ্বারা প্রতিমাদিতে আমার পূজা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তেরা যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা ও হৃদয়ে ভাব-উপচার দ্বারা আমার পূজা করিবেন। হে উদ্ধব! প্রতিমাতে এইরূপ স্নান করান ও সাজান আমার অতি প্রিয় ॥ ১৫-১৬।

দৃঢ়ভাবে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমার অর্চ্চাবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিবে। এই অর্চ্চাবিগ্রহের পূজা, যাত্রা এবং উৎসবাদির জন্য রম্য পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিবে। মহাপর্ব্বদিবসে অথবা প্রত্যহ এই পূজামহোৎসবাদির প্রবাহ (ধারাবাহিকতা) নির্ব্বাহের জন্য (অর্থাৎ ধারাবাহিক পূজাদির জন্য) ধান্যাদির ক্ষেত্র, দোকান, গ্রাম ও নগর প্রভৃতি সম্পত্তি দান করিবে। এই সকল দান করিলে দাতা আমার সমান ঐশ্বর্য্য (সার্ষ্টি মুক্তি) প্রাপ্ত হইবেন। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা চক্রবর্ত্তিপদ, মন্দির নির্ম্মান দ্বারা ত্রিলোক, পূজাদির দ্বারা ব্রহ্মলোক এবং এই তিনের দ্বারা আমার সহিত সমতা লাভ করিবে। নিষ্কাম ভক্তিযোগদ্বারা সাধক আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। যিনি এইরূপে আমাকে পূজা করেন তিনি আমাতে ভক্তিযোগ লাভ করেন ॥ ৫০-৫৩

এইরূপে প্রতিমা পূজার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্যস্থানেও এবং অন্যান্য পুরাণেও বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে আর অধিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা হইল না।

পদ্মপুরাণে এই প্রতিমা পূজার (অর্চ্চার উপাসনার) পাঁচটি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, যথা:—(১) অভিগমন, (২) উপাদান, (৩) যোগ, (৪) স্বাধ্যায় ও (৫) ইজ্যা।

দেবতার স্থান (মন্দিরাদির) মার্জ্জন, উপলেপ ও নির্ম্মাল্যদূরীকরণকে 'অভিগমন' বলে। পূজার জন্য গন্ধ পুষ্পাদির চয়ন, মাল্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতিকে "উপাদান" বলে। ইষ্ট দেবতাকে নিজের আত্মারূপে চিন্তা ও ধ্যান করাকে "যোগ" বলে। মন্ত্রার্থভাবনা পূর্ব্বক মন্ত্রজপ, সূক্ত স্তোত্রাদি পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তন, তত্ত্বশাস্ত্রের অভ্যাস ইত্যাদিকে "স্বাধ্যায়" বলে। আর স্বীয় উপাস্যদেবের অর্চ্চায় যথার্থভাবে পূজাকে "ইজ্যা" বলে। অভিগমনাদি পাঁচ অঙ্গের নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধনের দ্বারা যথাক্রমে সার্ষ্টি (শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (শ্রীভগবানের নৈকট্য) সালোক্য (শ্রীভগবানের সহিত তুল্যলোকে বাস), সাযুজ্য (অভেদমুক্তি), ও সারূপ্য (শ্রীভগবানের সমানরূপতা প্রাপ্তি)—এই পাঁচ প্রকার মুক্তি লাভ হয়।—(পাদ্ম, পাতালখণ্ড, ৪৭ অঃ)

এই অর্চ্চার উপাসনা বা প্রতিমা পূজা (১) বৈদিক বিধি, (২) তান্ত্রিক বিধি ও (৩) পৌরাণিক বিধি অনুসারে করা হইয়া থাকে। আবার শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তাঁহার (৪) অনুরাগাত্মিকা পূজা বা সেবাও করা হইয়া থাকে।

(১) বৈদিক বিধিতে শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীগোপালমূর্ত্তির পূজা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রচলিত আছে। গোপালতাপনী উপনিষদে বৈদিক বিধিতে শ্রীগোপাল পূজন পদ্ধতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

(২) তান্ত্রিকী পূজায় বৈষ্ণবতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে গোপাল মন্ত্রের উপাসনা করা হয়। তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে ত্রিকোণ, চতুষ্কোন, চক্র, পদ্ম প্রভৃতি যন্ত্রে গোপালমন্ত্রের লেখন, পূজা, জপ, হোম প্রভৃতির দ্বারা গোপালমন্ত্রের পূজা নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত। গোপালতাপনী উপনিষদ্, গৌতমীয় তন্ত্র, নারদ পাঞ্চরাত্র, প্রভৃতি বৈষ্ণব তন্ত্র গ্রন্থে এই তান্ত্রিকী পূজা বিধি বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীকেশব কাশ্মীরি ভট্টের রচিত

"ক্রমদীপিকা" গ্রন্থখানিও একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের তান্ত্রিকা পূজার বিশদ আলোচনা আছে।

(৩) নারদ পাঞ্চরাত্র, নারদপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড় পুরাণ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে উল্লিখিত বিধি অনুসারে শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের আরাধনা করাই পৌরাণিক পূজা। শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের পূজা, প্রসাদভক্ষণ, ভগবন্মূর্ত্তির দর্শন, মন্দির মার্জ্জন, শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের স্তুতি ও বন্দনাদি এই পৌরাণিক পূজার অন্তর্গত।

(৪) অনুরাগাত্মিকা পূজা বা সেবা :—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তভাব-এই পঞ্চভাবের মধ্যে যে কোন ভাবে প্রেমযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা পূজা করাও বৈষ্ণবগণের স্বীকৃত সাধনপথ। শ্রীনিম্বার্কীয় আচার্য্যগণও এইরূপ ভাবে অনুরাগযুক্ত চিত্তে শ্রীভগবানের সেবা পূজা করিয়া থাকেন। পরন্তু এই ভাবগুলি যথার্থভাবে তাঁহার মধ্যেই উদিত হইতে পারে, যাঁহার চিত্তে ভগবানে অনুরাগ জন্মিয়াছে। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে তাঁহার সহিত নিজের সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন।

রাগমার্গের ভজনের মূল কথাই হইল শ্রীভগবানের সহিত নিজের কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন। শ্রীভগবান্ আমার প্রভু, আমি তাঁহার সেবক ও ভৃত্য, দাসমাত্র; অথবা তিনি আমার সখা ও পরমসুহৃৎ, অথবা তিনি আমার পুত্র, অথবা তিনি আমার স্বামী, দয়িত, কান্ত—ইত্যাদি যে কোন ভাবে তাঁহার সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই ভাব অনুযায়ী প্রেমের সহিত তাঁহার সেবা পূজা করাই অনুরাগাত্মিকা পূজা। এই সকল ভাবের মধ্যে দাস্যভাবই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ভাব॥ যিনি প্রকৃতই 'দাস' হইতে পারেন, তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাও আত্মপ্রীতি চলিয়া যায়, প্রভুর ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, প্রভুর প্রীতি সম্পাদনই তাঁহার

একমাত্র জীবনের লক্ষ্য হয়।প্রকৃত দাসভাবে ভাবিত সাধক নিজেকে প্রভু শ্রীভগবানের সেবার উপকরণ ও যন্ত্র স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। তিনি প্রভুর অঙ্গস্বরূপই হইয়া যান। দাস্যভাবের আদর্শভক্ত মহাবীর হনুমানজী, গরুড়জী প্রভৃতি। নিম্বার্কসম্প্রদায়ে সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণব গণের মধ্যে সাধারণতঃ এই দাস্যভাবেরই সাধন অধিক প্রচলিত ও আদৃত। তবে নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও অনেক মহাত্মা ও আচার্য্য সখ্য ও মধুরাদি ভাবেও সাধন করিয়াছেন। যেমন শ্রীশ্রীচতুর চিন্তামণি নাগাজী মহারাজ সখ্যভাবের সাধক ছিলেন। শ্রীভট্টজী, শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য্যজী প্রভৃতি অনেক আচার্য্য মধুর ভাবে (কান্তভাবে) ভজন করিতেন। প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের সম্পর্কের নিবিড়তা ও প্রেমের গভীরতা অনুসারে ও সাধনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে ভগবৎ কৃপায় কাহারও কাহারও চিত্তে ভগবদ্ বিগ্রহে এইরূপ সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবাদি উদিত হয়, পরন্ত ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য সুগম ও স্বাভাবিক সাধন পথ নহে। এইভাব যাঁহার চিত্তে স্বতঃই উদিত হয় তাঁহারই ইহা হইতে পারে, পরন্ত ইহা জোর করিয়া আনয়ন করা যায় না। এইজন্য এই রাগ মার্গের ভজনের এই সকল ভাব সম্পর্কে আর বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইল না।

॥ নিম্বার্ক দর্শনে শান্তরস ও সেবা কীর্ত্তনাদি ॥

অতঃপর এখানে 'শান্তরস' সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীভগবান্ জগন্নিয়ন্তা, সর্ব্বাধার, বিশ্বপালক, সকলের পরম সুহৃৎ; তাঁহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, তিনিই "সর্ব্বকারণকারণ,"—ইত্যাদি রূপে শ্রীভগবানের মহিমার যথার্থরূপে ধারণা হইলে তাঁহাতে ভক্তি ও অনুরাগ জন্মে ও তখন তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ঘটে। তখন সেই অবস্থায় সাধকের মন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাবস্থায় পরম নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়, এবং সাধকের মন তখন ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হয়। শ্রীভগবান্‌কে বিশ্বনিয়ন্তা জানিয়া তাঁহাতে পরমনির্ভরতা হইতে চিত্তের এই যে প্রশান্ত ভাব ইহাই শান্তরস। আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভ হইলেই এই শান্তরসের যথার্থ অধিকারী হওয়া যায়। এই শান্তরসের অধিকারী হইলে তখন আর মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, রোগ-শোক,—কোন কিছুতেই মন বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয় না। সর্ব্বাবস্থাতেই চিত্ত প্রশান্ত থাকে। তখন প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতেও হর্ষ হয় না, আবার অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় না। চিত্তের এইরূপ অচঞ্চল শান্ত অবস্থাতেই ভগবদ্ভক্তি গাঢ় হইতে থাকে। নতুবা চঞ্চল অশান্ত মনে কোন প্রকার ভাব ভক্তিই দাঁড়াইতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের মহিমার জ্ঞান হইতেই তাঁহাতে অবিচলা ভক্তি লাভ হয়। এইরূপ ভক্তিই নিষ্কাম, অহৈতুকী নির্গুণ ভক্তি। ইহাকেই জ্ঞানযুক্তা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে, এইরূপ জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রীভগবান গীতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-র্বিশিষ্যতে," "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্"—(গীতা ৭।১৭।১৮)—"আমার চতুর্ব্বিধভক্তের মধ্যে জ্ঞানীভক্তই আমাতে নিত্যযুক্ত ও একনিষ্ঠ

ভক্তি সম্পন্ন, সেই জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ-ইহাই আমার মত"।

প্রকৃত পক্ষে যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াছেন এইরূপ জ্ঞানী ভক্তই শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন-ইহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"॥ (গীতা ১৮।৫৪)—এই শ্লোকে বলিয়াছেন। সুতরাং পরাভক্তি লাভ করিতে হইলেও এই শান্তরসের অধিকারী হইয়া প্রসন্নাত্মা হইতেই হইবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সমগ্র শাস্ত্রে—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে সর্ব্বত্রই শান্তরসের কথা, এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই এই শান্তরসের উপাসক। শ্রীনিম্বার্কীয় ভজনের ভাবধারায়ও এই শান্তরসে উপাসনা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।

॥ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সকলের সেবার কথা ॥

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রকারে প্রতিকূলপরিবেশে সর্ব্বপ্রকারে সাধনসামর্থ্যরহিত অজিতেন্দ্রিয়, বিষয়াসক্ত সংসারী লোকর পক্ষে এই সকল সাধন সম্যক্‌ভাবে অবলম্বন করা খুবই কঠিন। সেইজন্যই মহাপুরুষগণ সহজ সরল ভক্তিযোগের পথই সর্ব্বসাধারণের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। নিম্বার্ক দর্শনে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নাই, জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের অংশ, এবং উভয়ই সত্য। সমস্তই ব্রহ্মেরই বহুরূপে প্রকাশ। সুতরাং কাহাকেও অবজ্ঞা ও উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবার অভ্যাস করা এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সকলের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, শত্রু-মিত্র সকলেরই সেবা করা ও সর্ব্বদা শ্রীভগবানের "নাম"

আশ্রয় করিয়া থাকা—ভগবদ্ বুদ্ধিতে সকলের সেবা ও সর্ব্বদা নামজপ ও নাম কীর্ত্তন— এই সহজ সরল ভক্তি পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ উপদেশ করিয়াছেন। কলিযুগে ইহা অপেক্ষা আশুফলপ্রদ সাধন আর নাই। সর্ব্বভূতে ভগবদ্ বুদ্ধির অভ্যাস ও ভগবদ্ বুদ্ধিতে সকলের সেবা (কায়মনবাক্যের দ্বারা ভগবদ বুদ্ধির অনুরূপ ব্যবহার) রূপ সাধনকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং সকল সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যথা—

"অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ॥

(ভাগ ১১।২৯।১৯)

—(ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন)—সর্ব্বভূতে কায় মন ও বাক্যের দ্বারা আমার সত্তাকে অনুভব করা সকল প্রকার সাধনের মধ্যে সমীচীনতম বলিয়া আমি মনে করি।

কারণ—

"নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥"

(ভাগ ১১।২৯।১৫)

—যে ব্যক্তি মনুষ্যমাত্রের মধ্যে নিরন্তর আমার সত্তার ভাবনা করেন অচিরকালমধ্যেই তাঁহার অহঙ্কার এবং অপরের প্রতি স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার বৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌বুদ্ধির অভ্যাসের ফলে সাধকের নিকট শীঘ্রই 'সমস্তই যে ব্রহ্মাত্মক'—এই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সাধক তখন আনন্দময় হইয়া যান।

॥ শ্রীহরি কীর্ত্তনের কথা ॥

আর এই কলিযুগে শ্রীভগবানের 'নাম আশ্রয় ও নাম কীর্ত্তন', তাঁহার শ্রবণমঙ্গল পবিত্র লীলাকথার ও তাঁহার অনন্তগুণের ও মহিমার শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ-মননাদির বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিতেছেন—

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥" (ভাগ ১১।৫।৩৬)
"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥"(ভাগ ১২।৩।৫১ ৫২
"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়মং।
যোগিনাং নৃপ! নির্ণীতং হরের্ণামানুকীর্ত্তনম্ ॥" (ভাগ ২।১।১১)
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।২।১৭)
"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮। ১২৬)
"নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥" (ভাগঃ ১২।১৩)
ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

বঙ্গানুবাদ :—গুণগ্রাহী ও সকল বস্তুর সারগ্রহণকারী সাধুগণ কলিযুগকে বিশেষ আদর করিয়া থাকেণ। কারণ কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত প্রকার পরমার্থ লাভ করা যায়। (ভাগঃ ১১।৫।৩৬)

হে মহারাজ! কলি দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহান্ গুণ আছে। (সেই গুণটি হইতেছে এই যে) এই কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত প্রকার আসক্তি ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যার দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির কীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। (ভাগ ১২।৩.৫১-৫২)

হে মহারাজ! যে সকল যোগী বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্ব্বতোভাবে অভয়লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য এই শ্রহরির নাম কীর্ত্তনই বিহিত হইয়াছে। (ভাগ ২।১.১১)

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ও দ্বাপরে অর্চ্চনার দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেশবের সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তাহা লাভ হইয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ ৬।২।১৭)

শ্রীহরির নাম, শ্রীহরির নাম, কেবলমাত্র শ্রীহরির নামই অবলম্বন কর। ইহা ভিন্ন কলিযুগে অন্য উপায় নাই, নাই, নাই—ইহা নিশ্চয় জানিবে। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬)

যাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন সকলপ্রকার পাপ বিনাশ করে এবং যাঁহাকে প্রণাম করিলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই পরমতত্ত্ব শ্রীহরিকে প্রণাম করি। (ভাগঃ ১২।১৩।২৩)

অতএব এই সকল শাস্ত্রবাক্যদ্বারা কলিযুগে সর্ব্বসাধারণের জন্য একমাত্র শ্রীহরির নাম ও গুণ-মহিমা-লীলার কীর্ত্তনই এবং নাম জপই সহজ সরল ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে।

॥ নামাপরাধ ও সেবাপরাধের বর্ণনা ॥

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে—শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে নামাপরাধশূন্য হইয়া এই 'নাম' করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে কোন নামাপরাধ না ঘটে তাহার প্রতি লক্ষ্য রখিয়া সাবধান হইয়া নামাশ্রয় করিতে হইবে। নামাপরাধ কত প্রকার তাহা পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এখানে বর্ণিত হইল।

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ৪৮।৪৭-৫০ শ্লোকে ১০ প্রকার নামাপরাধের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে—(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের স্বাতন্ত্র্য বোধ, (৩) শ্রীগুরুদেবকে অবজ্ঞা করা, (৪) শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের নিন্দা করা, (৫) হরিনামের শক্তিকে অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র বলিয়া কল্পনা করা, (৬) হরিনামের মাহাত্ম্যযুক্ত অর্থ ত্যাগ করিয়া অর্থান্তর কল্পনা, (৭) 'নাম' আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবে এইরূপ ভাবিয়া পাপকার্য্য করা, (৮) বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ব্রত, দান, যজ্ঞাদিকে নামের সহিত সমান মনে করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন অনিচ্ছুক বহির্মুখী ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ দান ও (১০) নাম মহিমা শ্রবণ করিয়াও নামের অগ্রহণ ও নামে প্রীতিরহিত হওয়া।

এইরূপ নামাপরাধ যাহাতে না ঘটে তাহার প্রতি লক্ষ্য রখিয়া নাম করিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি কথা এখানে বলিতেছি,—তাহা হইল সেবা-অপরাধের কথা। পূর্ব্বে যে শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ বা অর্চ্চার সেবাপূজার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, শ্রীভগবদ্ বিগ্রহের সেই সেই সেবা পূজাও এইরূপ ভাবে সাবধান হইয়া করিতে হইবে যাহাতে কোন রূপ সেবাপরাধ না ঘটে। শ্রীভগবানে বিশুদ্ধ প্রেমলাভ না করা পর্য্যন্ত বিধিমার্গের এই নিয়ম পালনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রে (স্বধর্ম্মাস্থতসিদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত আগমোক্ত বচনে) ৩২ প্রকার সেবাপরাধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—(১) যানা-

রোহণে পাদুকাপদে ভগবানের মন্দিরে গমন, (২) দেবোৎসবে বিষ্ণুসেবা না করা, (৩) বিষ্ণুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট অবস্থায় বা অশুচি অবস্থায় শ্রীভগবানের বন্দনাদি করা, (৫) একহস্তে ভগবান্‌কে প্রণাম করা, (৬) বিষ্ণূর সম্মুখে অন্য অন্যদেবতাকে প্রণাম করা, (৭) বিষ্ণুর সম্মুখে পাদপ্রসারিত করা, (৮) পর্য্যঙ্ক বন্ধন (ভগবানের সম্মুখে বস্ত্রাদির দ্বারা পৃষ্ঠজানু জঙ্ঘাবন্ধন), ভগবানের সম্মুখে—(৯) শয়ন; (১০) ভক্ষণ (১১) মিথ্যাভাষণ, (১২) উচ্চৈস্বরে কথা বলা, (১৩) পরস্পর কথোপকথন, (১৪) রোদন, (১৫) কলহ, (১৬) একজনকে নিগ্রহ করিয়া অপরকে অনুগ্রহ করা, (১৭) কর্কশ ভাষণ; (১৮) কম্বলের দ্বারা দেহ আবরণ করা (১৯) পরনিন্দা, (২০) পরস্তুতি, (২১) শ্লেষপূর্ণ বা অশ্লীল বাক্য বলা, (২২) অধোবায়ু-ত্যাগ, (২৩) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ উপচারে ভগবানের সেবা করা, (২৪) অনিবেদিতবস্তু ভক্ষণ, (২৫) তত্তৎকালোৎপন্ন ফলাদি ভগবান্‌কে অর্পণ না করা, (২৬) অন্যকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি ভগবান্‌কে প্রদান করা, (২৭) ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, (২৮) সৎপুরুষের নিন্দা করা, (২৯)অসতের স্তুতি করা (৩০) গুরুর নিকট মৌন, (৩১) আত্মস্তুতি এবং (৩২) দেবতার নিন্দা করা।

উপরোক্ত নামাপরাধ ও সেবাপরাধগুলি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির ও মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক। অতএব ঐ সকল অপরাধ যাহাতে না হয়, হইলে যাহাতে ক্ষালন হয় সেইভাবে মোক্ষার্থী ব্যক্তির, সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত নাম সাধন ও ভগবৎ সেবা করা কর্ত্তব্য।

॥ ভগবৎ কৃপার প্রতীক্ষা ॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ কোন প্রকার কর্ম্মের অধীন নহেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ ও স্বেচ্ছাময়। তিনি নিজে কৃপা করিয়া যাঁহার নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কৃপা আকর্ষণের জন্যই সাধনাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক। সাধনাদি স্বয়ং স্বপ্রকাশ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং পরম স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় স্বয়ং প্রকাশ তিনি কবে কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন এইরূপ প্রতীক্ষা ও আর্ত্তির সহিত তাঁহার কৃপা ও প্রসন্নতা লাভের জন্য যথাসাধ্য তাঁহারই আদিষ্ট সাধনাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়া এবং আন্তরিক আকুলতাও আর্ত্তির সহিত তাঁহার নিকট আত্মদর্শনের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা কেবল মাত্র ইহাই সাধকের কর্ত্তব্য। শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের সহিত তাঁহার বিধান মানিয়া লইয়া সাধ্যমত সাধনাদির অনুষ্ঠান সহ তাঁহার কৃপার প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে—ইহাই ভগবদ্দর্শন ও মোক্ষ লাভের পথ। এইজন্য ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তুতি করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৮)

—হে ভগবন্! কবে তোমার কৃপা হইবে—এইরূপে তাঁহার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবান্‌কে নমস্কার (আত্মসমর্পণ) করিয়া নিজের অর্জ্জিত কর্ম্মফল অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তিনি মুক্তি পদের অধিকারী হয়েন।

এই পর্যন্ত শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ ও তাঁহার উপদিষ্ট সাধন প্রণালী যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইল। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দার্শনিক তত্ত্ব (ধর্ম্মানুষ্ঠান), জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম শরণাগতি, গুর্ব্বাজ্ঞানুবৃত্তি, বিগ্রহপূজা প্রভৃতির সমন্বয় সহকারে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন তাহা যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট মার্গে উপাসনা করিবেন,- তাঁহারা যে শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া চিরকালের জন্য পরমানন্দ-স্বরূপে স্থিতিরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন, তাঁহাদের আর এই দুঃখময় সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে না, ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই খানেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত হইল। অতঃপর ইহার তৃতীয়ভাগে অন্যান্য মতবাদের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদ বাদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হইবে এবং অন্যান্য মতবাদে যে সমস্ত ত্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া সেই মতবাদগুলিতে যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণিত না হইয়া আংশিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীনিম্বার্ক মতবাদেই যে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইবে। নিম্বার্কদর্শনের দার্শনিক গবেষকগণ ও তাঁহাদের গবেষণা গ্রন্থে নিম্বার্কের দ্বৈতা-দ্বৈত দর্শনের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাও উদ্ধৃত করিয়া তৃতীয়ভাগে পদর্শিত হইবে।

॥ দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত ॥
